একালের ইউরোপীয় একাঙ্ক

সম্পাদনায়
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ॥ সুনীল দত্ত

॥ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ॥

প্রথম প্রকাশ :
বাং ১লা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, জাতীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে মীরা দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত, কানাইলাল ঘোষ কর্তৃক ১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বাংলা থিয়েটারের সকল অনলস কর্মীকে

এবং

বর্তমান বাংলা থিয়েটারের প্রধান পুরুষ

শম্ভু মিত্রকে

মুখবন্ধ

য়ুরোপে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কার্টেন-রেইজার এবং আফটার-পিসের জন্ম। প্রযোজকের স্বার্থসিদ্ধি বা নামী অভিনেতার মনোমত ভূমিকা পাবার ইচ্ছা বা নাট্যযশপ্রার্থী লেখকের শিক্ষানবিশীর বাসনা ছাড়া অন্য কোন কিছুই এগুলির জন্মপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেনি। এগুলির পিছনে শিল্পসৃষ্টির তাগিদ আদৌ ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একাধিক নাট্যকার বুঝতে পারেন যে এই ব্যবসায়িক পণ্যের মধ্যে অসীম শিল্প-সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এঁদের প্রচেষ্টাতেই আধুনিক একাঙ্ক নাটকের জন্ম হয়েছে, এঁদের পরিশ্রমেই একাঙ্ক নাটকের শিল্পরূপটি সকলের স্বীকৃতি পেয়েছে। একাঙ্কের এই শিল্পোত্তরণের কৃতিত্ব মুখ্যত চেখভ, শ, ও'কেসি, সিঙ, স্ট্রিণ্ডবার্গ প্রমুখ নাট্যকারদের। বর্তমান যুগে য়ুরোপে প্রায় সব নামী নাট্যকারেরাই—অসবোর্ণ, ওয়েসকার, পিণ্টার, সার্ত্র, বেকেট, ইয়নেসকো, পিরানদেল্‌ও, লরকা, ব্রেশ্‌ট এবং আরো অনেকে—স্বতন্ত্রভাবে একাঙ্ক-চর্চা করেছেন বা করছেন।

একাঙ্ক নাটকের স্বতন্ত্র রূপ আজ সর্বজনস্বীকৃত। একাঙ্ক নাটক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংক্ষেপিত বা ছিন্ন সংস্করণ নয়। আঙ্গিকের দিক থেকে একাঙ্ক এবং পূর্ণাঙ্গের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে; একথাও ঠিক যে দুয়েরই উপাদানগুলি এক। কিন্তু একই আঙ্গিক এবং একই উপাদান সম্পর্কে একাঙ্কের নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যদি পূর্ণাঙ্গ নাট্যকারের মানসিক অবস্থা দূরপাল্লার জাহাজযাত্রীর মত হয় তাহলে একাঙ্করচয়িতার মনের ভাব স্বল্প দূরত্বের নিয়মিত ট্রেণ-যাত্রীর সঙ্গে তুলনীয়। একজন শুরুটা জানেন, শেষটা জানেন এবং মাঝের কতগুলো বন্দরের কথাও জানেন; কিন্তু পথে কোথায় হঠাৎ থামতে হবে বা ঝড়ের আওতায় পড়তে হবে বা অপরিচিত সহযাত্রীর

সঙ্গে বেশী ভাব বা বেশী কলহ হবে বা জাহাজের রসদ ফুরিয়ে যাবে বা জলদস্যুর হাতে পড়তে হবে বা হিমশৈলের মুখোমুখি হতে হবে বা অভাবিত অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে—এসব কোন কথাই তাঁর জানা নেই। তাঁর কাছে যাত্রার যতটা পূর্বনির্দিষ্ট ততটাই বা তার থেকে বেশীর ভাগটাই অজানা। অপর জনের কাছে শুরু থেকে শেষটা নিখুঁত ভাবে জানা। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যের ফলেই বিন্যাসের পার্থক্য। পূর্ণাঙ্গ নাটকে যেখানে ঘটনা মৃদু সমতল থেকে ক্রমশঃ তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছোয়, একাঙ্ক নাটকে সেখানে শুরুই হয় তুঙ্গ থেকে। এর ফলে রসের এবং আবেদনের রূপটিও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এছাড়াও একাঙ্কে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাও অনেক বেশী। একটি দুঘণ্টা বা তিন-ঘণ্টার নাটকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্ভাবনা যতটা, একটি স্বল্পসময়ের নাটকে সে তুলনায় বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগ অপরিসীম।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ একাঙ্ক নাটক আত্মনির্ভর। বাংলাদেশেও নাট্য-চর্চার যে অবস্থা বর্তমান সে তুলনায় একাঙ্কের ভূমিকা খুব অকিঞ্চিৎকর নয়। বাংলাদেশে যাঁরা একাঙ্কচর্চায় উৎসাহী তাঁদের জন্য বর্তমান সঙ্কলনের আয়োজন। য়ুরোপের একালের কিছু নামী নাট্যকারদের একাঙ্ক এই সঙ্কলনে প্রকাশ করা হলো। অনেক নাট্যকারই বাদ গেছেন, যে যে নাটকগুলি নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলির সবকটিও যে প্রতিনিধিত্ব-মূলক রচনা এমন দাবী ধোপে টিকবে না। ক্ষীণ ওজর হিসেবে এইটুকুই বলতে পারি যে কিছু না হওয়ার চেয়ে অল্প কিছু হওয়াই বা মন্দ কি! আশা রাখি, পরবর্তীকালে কোন সুবিবেচক সম্পাদক একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সঙ্কলন প্রকাশ করে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। ইতিমধ্যে বর্তমান সঙ্কলনটি য়ুরোপীয় একাঙ্ক-সম্ভারের সঙ্গে এদেশী পাঠকের পরিচিতির ভিত্তি মাত্র হয়ে থাক।

সবশেষে ধন্যবাদের পালা। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমার স্ত্রী কেয়া চক্রবর্তীকে। তিনি আমার সম্পাদনার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন সেজন্য তো বটেই তাছাড়া কখনো আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাননি সেজন্যেও তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। শ্রী অজিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীউদয়ন ঘোষ এবং শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায় বিনা প্রতিবাদে আমার হাতে তাঁদের লেখাগুলি তুলে না দিলে এই সঙ্কলন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। অনলস ভাবে প্রুফ দেখে দেওয়ার জন্য শ্রীপরিতোষ সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবচেয়ে বেশী করে ধন্যবাদ জানানো দরকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীসুনীল দত্তকে। আমার ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর সাধ্য যুক্ত না হলে এই সঙ্কলন কোনদিনই প্রকাশের আলো দেখত না। তাঁর কর্মোদ্যম এবং উৎসাহের কথা লিখে তাঁর গৌরবকে ছোট করতে চাই না।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

॥ নাট্যভাবনা ॥

আজকের কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাটক নিয়ে ভাবতে গিয়ে যা দেখতে পাই, বিক্ষিপ্ত জীবন, আর বিচলিত মন নিয়ে গড়া এক একটি সংসার। মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত। তা সত্বেও জীবনের গতিকে কোন সমস্যাই থামিয়ে দিতে পারছেনা। সে এগিয়ে যায় নদীর স্রোতের মত। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, কিছু সমস্যার বিপাকে পড়ে। আবার চলে, শুধু মাত্র পথ বেঁকে যায় অন্য পথে। থাকে শুধু ফেলে আসা কিছু যন্ত্রণা, কিছু বেদনা, কিছু আনন্দ, বিগত জীবনের খুঁটি-নাটি থেকে যেটুকু থাকে তাকে সাথী করে মানুষ আমরণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই চলার পথে যে সংকট সৃষ্টি হয়, সেই মুহূর্তগুলোকে নিয়েই নাটক লেখা হয়। তাই জীবনকে বাদ দিয়ে নাটক নয়, জীবনের চরম মুহূর্তগুলোকে নিয়েই নাটক সৃষ্টি হয়।

তবে হ্যাঁ দেখার দৃষ্টি ভিন্ন হতে পারে চলার পথও অন্য হতে পারে। কেউ বা পুরোনকে আঁকড়ে রাখেন, আবার কেউ বা নতুন কিছু ধরবার চেষ্টা করেন। এই মতপার্থক্য আগেও ছিল আজও আছে আগামী কালও থাকবে। মূল ভাবনাটা কিন্তু এক-ই জায়গায় রয়েছে, ভাল শিল্প সৃষ্টি করবো। ভাল নাটক কি উপায়ে লেখা যায়, জীবনের জটিলতাকে কতো সরলভাবে দেখান যায়, বিশ্বজুড়ে আজকের নাট্যশিল্পীরা এই অনুশীলনই করে চলেছেন। আসলে কিন্তু নাট্য শিল্পের মান বাড়ানই সবার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যস্থল থেকে কেউ-ই সরে আসতে চাইছেন না। এক একটা দিন যায় নতুন নতুন আঙ্গিকের আবিষ্কার হয়, আর এই নতুন রূপকল্পের মাধ্যমে নাট্যকার নতুন কিছু বলতে চাইছেন। কি বলতে চাইছেন? এটুকু বলা যায় সামাজিক চেতনা আর নাট্যকারের গভীর জীবন বোধ-ই কিছু বলার পথে সাহায্য করে, আসলে যার যতটুকু গভীরতা আছে সে ততোটুকুই দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে বেশী না যাওয়াই ভাল। তাছাড়া বলার তো শেষ নেই, আজ যা বলছি কাল তা পুরোণ.

হয়ে যাচ্ছে। এই ত্রিশ বছরেই ধরা যাক না কেন, কতো রাজনৈতিক ওলট পালট হয়েছে, এই সমাজ জীবনে কতো বিচিত্র ঘটনাই তো ঘটেছে, মানুষ কিন্তু এই সবকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নাট্যশিল্পী তাঁর ল্যাবরেটারী থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করছেন মানুষের চলার পথকে। তারপর তাঁকে ঘিরেই রূপ দিচ্ছেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে।

কিন্তু ভাবনার বিনিময়? এটা নতুন কথা নয়, শতবর্ষ ধরে আমরা এতো দেখে চলেছি নাটকের ইতিহাসে। একালের ইউরোপীয় একাঙ্ক সেই ভাবনারই কিছু বিনিময় বলা যায়। একালের ইউরোপের নাট্যশিল্পীরা কি ভাবছেন, আর আমাদের ভাবনাই বা কোন স্তরে আছে, তার একটু যাচাই করার সময় এসে পড়েছে। এমনও তো দেখা গেছে, ভৌগলিক দূরত্ব থাকা সত্বেও জীবনের কিছু মিল থেকে যায়। কিছু যদি ভাবনার মিশ্রণ ঘটে সেই নিয়েই চলছে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই সংকলনে তার কিছু আভাষ পাওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই সঙ্কলনে ভিন্ন ধরণের যে তেরটি একাঙ্ক নাটক আমরা সংগ্রহ করেছি, জানিনা এ থেকে বর্তমান য়ুরোপের নাট্যভাবনাকে কতটুকু ধরতে পেরেছি। তবু যেটুকু হাতে পেয়েছি তার মধ্য থেকেই নাট্যানুরাগী বন্ধুদের সামনে কিছু দেবার চেষ্টা করছি বলা যায়। এ চেষ্টা সফল হলে আনন্দের কথা, ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করা যাবে, যদি আবার কিছু করা যায়।

সুনীল দত্ত

সূচীপত্র ॥

ফুল ফুটুক না ফুটুক

আর্নল্ড ওয়েস্কারের 'Roots' নাটকের শেষ দৃশ্য অবলম্বনে রচিত একাঙ্ক।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

॥ চরিত্র ॥

বীথি মজুমদার ॥ বাইশ বছরের তরুণী, চিন্ময় বসুর বাগদত্তা।

সরমা মজুমদার ॥ বীথির মা।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ॥ বীথির বাবা।

বাদল মজুমদার ॥ বীথির দাদা।

কৃষ্ণা মজুমদার ॥ বাদলের স্ত্রী।

অলকা বসু ॥ বীথির দিদি।

গোকুল বসু ॥ অলকার স্বামী।

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই ঘর যে ঘর একই সঙ্গে বসবার, শোবার এবং খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডানদিকে ভেতরের ঢোকার দরজা। পেছনে বাঁদিকে দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে যাওয়া যায়, ডানদিকে রান্নাঘরের দরজা। একেবারে বাঁদিকে একটা তক্তাপোষ, তাতে বিছানা গোটানো। একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। খাটের তলায় বাসনপত্র, চালের হাঁড়ি, আসন, পুরনো তোরঙ্গ ইত্যাদি। বাঁদিকে খাটের সামনে একটি হাতলভাঙ্গা চেয়ার। ডানদিকে পেছনে একটা মিটসেফ, তার উপর উল্টোরথ জাতীয় পত্রিকা। তার পাশে ছোট টেবিল, টেবিলে আয়না, চিরুণী, পাউডার ইত্যাদি। ডানদিকে মাঝখানে আলনা-ভর্তি কাপড়-চোপড়, আলনার তলায় জুতো রাখার ব্যবস্থা। ডানদিকে সামনে একটা শস্তা হঠাৎ-কিনে-ফেলা ইজি চেয়ার। এধার ওধার দুটো মোড়া, দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধাই নীতিবাক্য, ক্যালেণ্ডার, পায়ের ছাপ ইত্যাদি ঝুলছে। এর মাঝে

বেখাপ্পা একটি আধুনিক চিত্রকলাও স্থান পেয়েছে। শনিবারের প্রায় বিকেল। পর্দা ওঠার সময় মঞ্চ খালি]

বীথি ॥ (ভেতরের ঘর থেকে) মা ! মা। কি করছো এতক্ষণ ধরে ?

সরমা ॥ (রান্নাঘর থেকে)....কুচো নিমকিগুলো ভাজছি। প্রায় শেষ হয়ে এল।

বীথি ॥ তাড়াতাড়ি করো। ট্রেন হাওড়ায় চারটেয় পৌঁছয়। ও কিন্তু সাড়ে চারটের মধ্যেই এসে পড়বে।

সরমা ॥ মিছিমিছি চেঁচামেচি করিস নি বাপু, এখনো তিনটেই বাজে নি। (একটা প্লেটে স্তূপীকৃত নিমকি নিয়ে ঢোকেন)....চিন্ময় কুচো নিমকি ভালবাসে বলছিলি না ?

বীথি ॥ হ্যাঁ, খুব ভালোবাসে।

সরমা ॥ ভালোবাসলেই ভালো। নয়তো এই এককাঁড়ি নিমকি খাবে কে ? ....বেছে বেছে আজকেই বৃষ্টি হোলো। ভগবান পোড়ারমুখো বৃষ্টি পাঠানোর আর সময় পেলে না !....

(দূরে স্কুলের ঘণ্টা বাজে)

....ঐ করপোরেশন ইস্কুল ছুটি হোলো।

বীথি ॥ মা, তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে নাও ? নয়তো তুমি ঠিক ঐ হলুদ মাখা শাড়ী নিয়েই ওর সামনে বেরোবে।

সরমা ॥ তুই এমন ভাব করছিস যেন লাটসাহেব আসছে আমাদের বাড়িতে। আসবে তো আমাদের হবু জামাই।

(কথা বলতে বলতে বাদিকে বেরিয়ে যান)

[মঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য শূন্য থাকে। ডানদিকের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া যেতে থাকে, তার সঙ্গে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে। ডানদিক দিয়ে প্রবেশ করে বাদল এবং কৃষ্ণ। বাদলের পরনে খাকী ট্রাউজার, সাদা সদ্য ধোপভাঙ্গা শার্ট, ঘাড়ে টার্কিশ

রুমাল, চকচকে স্যু জুতো। কৃষ্ণার পরনে রঙিন ছাপা শাড়ি, সব মিলিয়ে সুশ্রী চেহারার এক তরুণী।

বাদল॥ কই, সব কোথায় গেলে? তাড়াতাড়ি এসো—আমার খিদে পেয়েছে।

কৃষ্ণা॥ কি যা তা বলছো। আজ তো কত বেলায় ভাত খেলে!

বাদল॥ সে তো দেড়ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে, আমার আবার খিদে পেয়েছে। (চিৎকার করে) কিরে বীথু, যে-মালটিকে দেখতে এলুম সে কোথায়?

বীথি॥ এখনো আসে নি।

বাদল॥ আমার যে খিদে পেয়ে গেলো রে। কখন আসবে রে?

বীথি॥ তোমার তো সবসময় খিদে পায়, দাদা।

বাদল॥ হ্যাঁরে, সে ছোকরা কি কমিউনিস্ট, নাকি?

বীথি॥ হ্যাঁ।

বাদল॥ বাঙাল?

বীথি॥ হ্যাঁ।

বাদল॥ (নিজের মনে) সোনায় সোয়াগা। মিলেছে ভালো।

কৃষ্ণা॥ তা, সে করে কি? সবসময়ে কি লালঝাণ্ডা নিয়ে লেকচার দেয়?

বাদল॥ হ্যাঁরে, তুই এখানে আসার পর থেকে ওর কোনো চিঠি পেয়েছিস?

বীথি॥ না!

বাদল॥ কিরকম প্রেম করে বাবা। একমাসে একটা চিঠি লেখে না!
(দেওয়ালে ঝোলানো ছবি দেখতে সুরু করে। একটু দেখেই....)
....বড্ড খটোমটো।

কৃষ্ণা॥ ওটা কি? গাছ না কি গো?

[বাঁদিক দিয়ে বীথি ঢোকে। পরনে টকটকে লাল শাড়ী, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা]

বাদল ॥ স্বাগতম ভগিনী হ্যাঁরে, এই ছবিটা তো আগের বারে দেখিনি। কোণে কার নাম লেখা বুঝতে পারছি না।

বীথি ॥ আমি এঁকেছি। চেয়ে বসোনা যেন। দিতে পারবো না।

বাদল ॥ তুই কি ভাবলি আমি এটা নিয়ে যাব। আমায় দায় কেঁদেছে। তোমার ঐ পোঁমটো ছবির চেয়ে আমার গণেশ মার্কা ক্যালেণ্ডারই ভালো। তা হ্যাঁরে, তুই আবার ছবি আঁকা ধরলি কবে থেকে? আগে তো এসব রোগ ছিল না তোর

বীথি ॥ চিন্ময়ের কথায় আমি আঁকা শুরু করেছি। ও বলে 'আঁকো, ছবি আঁকো। লক্ষ লক্ষ মানুষ জানে না তাদের জীবনটা কেমন। ছবিতে তাদের জীবনটা ফুটিয়ে তোলে আমাদের আশ্বাস দাও জীবনটা সুন্দর।'

বাদল ॥ অ। তা এতে শুধু খানকতক গাছ। মানুষ কই?

বীথি ॥ মানুষের মুখ আঁকতে আমার ভালো লাগে না।

কৃষ্ণা ॥ বেশ শাড়ীটা তো তোমার ঠাকুরঝি।

বীথি ॥ এ শাড়িটা চিন্ময় কিনে দিয়েছে গত জন্মদিনে। ও বলে, 'লাল হোলো বিদ্রোহের রক্ত। আমাদের সবাইকে বিদ্রোহ করতে হবে। তুমি অগ্নিশিখা হয়ে আমাদের পথ দেখাবে। তাই এই শাড়ি তোমায় দিলুম।'

কৃষ্ণা ॥ সবসময় বক্তৃতা দেয়, তুমি··· তোমার ভাল লাগে?

বীথি ॥ কী জানি, শুনতে বেশ লাগে

বাদল ॥ মজুমদার বংশের বাকি মহাত্মারা কোথায়?

বীথি ॥ বড়দি আর জামাইবাবু এখুনি এসে পড়বে। মেজদির বোধহয় শেষ পর্যন্ত আসবে না।

বাদল ॥ কেন গৌরীর কি হয়েছে?

বীথি ॥ আর বোল না। মেজদির সঙ্গে মার কথা বন্ধ।

কৃষ্ণা ॥ সেতো তুমি চাকরী করতে যাবার পর থেকেই প্রায় বছরটাক হোল— দুজনে ঝগড়া।

বীথি ॥ তোমার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়েছিল কেন, বৌদি।

বাদল ॥ তুই তো জানিস, মা কি ভীষণ একগুঁয়ে।

কৃষ্ণা ॥ একদিন আমি এসেছিলুম মার সঙ্গে দেখা করতে। মা বললেন র‍্যাশন অফিস থেকে র‍্যাশন কার্ডগুলো নতুন করিয়ে আনতে। আমি বললুম কয়েকদিন দেরী হবে, বাচ্চাটা'র জ্বর? মা ফট করে বলে উঠলেন—'তুমি আসলে কাজটা করে দিতে চাও না।' আমি বললুম, 'আপনি একটু নিজে করে নিন না মা।' মা বল্লেন 'আমার শরীর খারাপ।' আমি দোষের মধ্যে বলেছিলুম—'দেখে তো শরীর খারাপ মনে হচ্ছে না।' বাস, সেই থেকে কথা বন্ধ। আজ কি করবেন কি জানি।

বীথি ॥ মা কিন্তু একেবারে অন্য কথা বলছে।

বাদল ॥ মা সব সময় ঝগড়া করে।

কৃষ্ণা ॥ তা মাই-ই বা কি করবেন বল। এই ঘিঞ্জি বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা কাটান। বাবাও সব সময় মার সঙ্গে ঝগড়া করেন।

বীথি ॥ সত্যি আমাদের বাড়িটা কি যেন।

বাদল ॥ মহাত্মা মজুমদা'র বংশ।

[অলকা ও গোকুল ডানদিক দিয়ে ঢোকে]

অলকা ॥ কিরে, সব কেমন আছিস?

বাদল ॥ এই যে মহাত্মা বংশের আরেকজন এলেন।

অলকা ॥ মহাত্মা বংশ না পাগল বংশ। হ্যাঁরে বীথু, চিন্ময় আসে নি এখনও?

বাদল ॥ না, মাননীয় বড়-জামাই মহাশয়ের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

অলকা ॥ আমার কিন্তু বাপু ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

কৃষ্ণা ॥ তোমাদের বাড়ির সবাই—খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কথা বলতে পার না।

বাদল ॥ (গোকুলকে)····গোকুলদা, তোমার সেই গোলাপী ইউনিয়ন তৈরি কতদূর?

অলকা ॥ বাদল, কিসের ইউনিয়ন রে ?

বাদল ॥ সে কি, গোকুলদা তোকে বলে নি ?

গোকুল ॥ এই বাদল, কি বাজে বকছ ? এখুনি তোমার দিদি আমায় খেয়ে ফেলবে।

বাদল ॥ আরে দিদি সে ভীষণ ব্যাপার....একদিন....বুঝলি আমাদের ক্যান্টিনে আমি, গোকুলদা, সত্যেন, আর নিতাই বসে টিফিন করছি....এমন সময় দেখি জেনারেল ফোরম্যান আর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যে মেয়েটা বসে—তুজনে খুব হাসতে হাসতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল....গোকুল দা তাই দেখে বলে উঠলো, বেড়ে আছে বস, আমাদের এরকম পার্ট টাইম একটা তুটো জোটে না রে ? নিতাই তাই শুনে বলল, আচ্ছা, আমাদের যেমন মাঝে মাঝে এই রকম ইচ্ছে জাগে, অনেক মেয়েরও নিশ্চয় তেমনি মনে হয়। গোকুল দা হঠাৎ বলল, আচ্ছা, এই রকম ছেলে আর মেয়েদের একটা বেশ গোলাপী ইউনিয়ন করলে কেমন হয় বলতো ? ধর, তু দলই একটা করে গোলাপী ব্যাজ লাগাবে যাতে সহজেই বুঝতে পারা যায়, আর একটা কোড তৈরি করতে হবে। যখন দরকার হবে তখন ব্যাজ পরা কোনো মেয়েকে দেখলে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, আপনি চায়ে ক চামচ চিনি খান ? যদি বলে 'তু চামচ' তাহলে বুঝতে হবে মেয়েটাও রাজী—'

গোকুল ॥ আঃ কি ঝামেলা করছো ? চেপে যাও না। তোমার দিদি এখুনি—

বাদল ॥ অত লজ্জা পাচ্ছ কেন, গোকুলদা ? তারপর বুঝলি দিদি, যদি কোনো মেয়ে বলে 'চার চামচ', তাহলে বুঝতে হবে তার অবস্থা খুব খারাপ ....কি রকম ?..

[দীর্ঘ বিরতি]

অলকা ॥ যদি কোনো মেয়ে বলে ষোল চামচ চিনি খায় তাহলে তোর গোকুলদা আর পালাবার পথ পাবে না।

বীথি ॥ ছি দিদি, তোমরা এত মোটা রসিকতায় আনন্দ পাও কি করে ?

অলকা ॥ থাক, থাক, তোর বিয়েটা হোক, তখন দেখব।

বীথি ॥ তোমাদের মতো ভোঁতা রসিকতা করলে ও আমাকে ডাইভোর্স করবে।

অলকা ॥ মা কি করছেন রে ?

বীথি ॥ (নিজে ছবি দেখছিল এতক্ষণ) ···কাপড় ছাড়ছে।

[বীথির উত্তর শুনে অলকা ভেতরের ঘরে যায়].

কৃষ্ণা ॥ বাবা ?

বীথি ॥ হেড অফিসে গেছে, এ মাসের কমিশনের হিসেব করতে, এখুনি ফিরবে।

কৃষ্ণা ॥ কাল রাতে ক দারুণ বৃষ্টি হোল, না ? আর কী ভীষণ ঝড়।

বীথি ॥ চিন্ময় ভীষণ ভালবাসে। ঘন্টার পর ঘন্টা জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখবে।

বাদল ॥ রাত জেগে বৃষ্টি দেখে ? ওর যা সব কথা বলিস শুনে কেমন লাগে, বড অদ্ভুত ছেলে বাপু তোমার ঐ চিন্ময় !

বীথি ॥ একটু পরেই দেখতে পাবে, কেমন ছেলে ?

গোকুল ॥ ওর ভাই বোন আছে কোনো ?

বীথি ॥ ভাই নেই ; এক বড় বোন ঝাডগ্রামে থাকে।

কৃষ্ণা ॥ কেন কলকাতার মেয়ে, ঝাডগ্রামে যেতে গেল কেন ?

বীথি ॥ ওর স্বামী ঝাড়গ্রামে থাকে, ওখানে সব কাঠের জিনিসপত্র বানায় দুজনে মিলে····ওরা বলে কলকাতায় মানুষ থাকে না····সব যন্ত্র নয় জন্তু।

গোকুল ॥ ঠিকই বলেছে, একেবারে আদত্ কথা বলেছে।

[কৃষ্ণচন্দ্র ডানদিক দিয়ে ঢোকেন। শস্তা কাপড়ের শার্ট-প্যান্ট পরনে, হাতে সেলস রিপ্রেজেনটেটিভের ব্যাগ]

বীথি ॥ বাবা এসে গেছে

বাদল ॥ (বাবা শুনতে না পায় এমন গলায়) ··মজুমদার বংশের মধ্যমণি ।

কৃষ্ণ ॥ কবে তোরা সব এসে গেছিস ?

বীথি ॥ বাবা, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে এস। ও কিন্তু এখুনি এসে পড়বে।

কৃষ্ণ ॥ ঘ্যান ঘ্যান করিসনে বাপু, আমার যখন খুশী যাব।

[অলকা ও সরমা বাঁদিক দিয়ে ঢোকে। সরমার বেশ পরিবর্তিত ছিমছাম দেখাচ্ছে]

সরমা ॥ (স্বামীকে) বসে রইলে যে ? যাও হাত মুখ ধুয়ে এস চট করে।

কৃষ্ণ ॥ নাও ঠ্যালা। কি পেয়েছো বলতো ? এ চুপ করে তো ও চ্যাঁচায় বলি ·ব্যাপারটা কি ? সে ছোকরা কি নবাব বাহাদুর নাকি ?

সরমা ॥ দ্যাখ, তোরা দ্যাখ তোদের বাবাকে। চিন্ময়ের সব কথা শুনে ও ঘাবড়ে গ্যাছে। দ্যাখ, দ্যাখ।

কৃষ্ণ ॥ বাজে কথা না বলে আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে। (হঠাৎ) চিৎকার করে) নিজের বাড়িতেও কি আমি দুদণ্ড শান্তি পাবো না।

বীথি ॥ কি হয়েছে বাবা, তোমার অফিসে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে ?

কৃষ্ণ ॥ (কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে)····আজ Sales Incharge ডেকে বল্লে 'আপনার শরীর খারাপ যাচ্ছে, আপনি এখন অফিসেই বসুন, Sales-য়ে বেরোতে হবে না আর। তার মানে পুরো T A বন্দ ···বসে বসে কলম পিষতে হবে, আর মাস শেষে মাইনে দেবে একশ চল্লিশ।

বীথি ॥ তুমি অন্য কোনো কোম্পানীতে চলে যাওনা, বাবা।

কৃষ্ণ ॥ সব জায়গায় ঐ এক হাল, বুড়ো Salesman-দের কত ধানে কত চাল বুঝবি কেমন করে তোরা।

অলকা ॥ (বীথিকে)····ওক রে, তোর চোখে জল কেন ? দেখিস, বাবা ঠিক সামলে নেবে।

সরমা ॥ (স্বামীকে)····থাকগে, তুমি এখন হাতমুখ ধুয়ে নাওগে যাও। ওসব কথা পরে ভাবা যাবে। যাহোক করে চলে যাবেই।

কৃষ্ণ ॥ (ভেতরে যেতে যেতে)....চিন্ময় ছোকরা সাঁতার জানে তো রে বীথু ? সাঁতরে না এলে অন্য উপায়ে আজ আর বাবাজীকে এসে পৌছুতে হচ্ছে না।

[বেরিয়ে যায়]

সরমা ॥ (চোখের জল সামলে) হ্যাঁরে, তোরা একবার চা খাবি নাকি এখন ? বোস তোরা, আমি জলটা চাপিয়ে দিইগে।

[বাঁদিকে বেরিয়ে যায়]

[গোকুল খাট থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়ে চোখ বুলোতে থাকে। অলকা ব্যাগ থেকে পানের ডিবে বার করে, পান খাবার উদ্যোগ করতে থাকে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।]

কৃষ্ণা ॥ তোমার বাচ্চা কার কাছে রেখে এসেছ বড়দি ?

অলকা ॥ পাশের বাড়ির গিন্নীর কাছে। তোমার মেয়ে কার কাছে রয়েছে ?

কৃষ্ণা ॥ মার কাছে। মা আর বাবা কদিন হলো আমাদের ওখানে এসেছে।

গোকুল ॥ বলতো, বাদল, আজ কে জিতবে ?

বাদল ॥ কে আবার ? মোহনবাগান।

গোকুল ॥ আমারও তাই মনে হয়।

কৃষ্ণা ॥ চিন্ময়ের বোনের ছেলেপুলে আছে ?

বীথি ॥ দুটি ছেলে।

গোকুল ॥ যমজ, না, আলগা আলগা।

বীথি ॥ কি অসভ্যতা হচ্ছে জামাইবাবু।

অলকা ॥ আঃ কি যাতা বকছ।

গোকুল ॥ বারে, আমি কি বললুম।

সরমা ॥ (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে)....জল চাপিয়ে দিয়েছি।

বাদল ॥ সেই মামলাটার রায় বেরিয়েছে। যে-ছোকরা বুড়িকে লাঠিপেটা করেছিল, তার ছ'বছর জেল হয়েছে....

সরমা ॥ বেশ হয়েছে। আমি হলে আরো বেশি বছরের মেয়াদ হুকুম করতুম। যত গুণ্ডার আড্ডা হয়েছে কলকাতা শহরে। আমি যদি জজ হতুম, দুদিনে এই বদমায়েসি ঠাণ্ডা করে দিতুম।

বীথি ॥ (লাফ দিয়ে উঠে) ঠিক আছে মা, আমরা তোমায় জজ বানালুম। (বর্ষাতি টুপি মার মাথায় পরিয়ে হাতে একটি ছাত গুঁজে দেয়)....নাও তুমি জজ হোলে এবার ঠিক মতো বিচার করে তোমার রায় দাও

সরমা ॥ আমি ওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেব।

বাদল ॥ বাঃ। মামলাটার আগাগোড়া আগে বুঝিয়ে বলে ? কথা নেই বার্তা নেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেই হলো ?

সরমা ॥ আমি বলব 'যাও বাছা, ঘানি টানগে এবার'।

বীথি ॥ বাঃ কারণ দেখাও, জেলে যাও তো যে-কেউ বলতে পারে। তুমি তো জজ হতে চাইছিলে, কারণগুলো বলো জজেদের মতো।....কোন ধারায় কোন শাস্তি দিচ্ছ বুঝিয়ে বলো। কি হলো মা ? বলো।

[সবাই মার দিকে ঝুঁকে পড়ে, মা বাকশক্তিরহিত]

সরমা ॥ কেন....আমি....আমি... ওকে....ওঃ আমাকে জ্বালাসনে বাপু।

বীথি ॥ কী হলো ? এবার চুপ কেন ?

সরমা ॥ চুপ কেন মানে ? আমি ছাই কি করে জানব কোর্টে কি বলে ? আমি কি জজ সাহেব নাকি ?

বীথি ॥ তা হলে ঘরে বসে বসে লোকের বিচার করো কেন ? কোনো লোক অন্যায় করলে কখনও তলিয়ে দেখবে না, কথা নেই বার্তা নেই (আঙুল মটকে) 'ওর গর্দান নিয়ে নাও', কখনও ভাবনা চিন্তা করব না, খালি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা। এই তো বাবার রোজগার কমে গেল—একবারও ভাবার চেষ্টা করেছ এবার কি হবে। এই তো সবাই রয়েছে, সবাই মিলে আলোচনা করতে পারতে তুমি।

সরমা ॥ কোনো দরকার নেই। আমার ব্যাপারে যে সে নাক গলাবে সে আমি হতে দেব না।

বীথি ॥ কিন্তু দাদা, বৌদি, জামাইবাবু, আমি, আমরা কি যে সে? আমরা সবাই একই পরিবারের লোক।

সরমা ॥ হোকগে। আমার ব্যাপারে তোমাদের মাথা ঘামানর দরকার নেই।

বীথি ॥ কিন্তু মা—

সরমা ॥ চুপ কর বীথি। দু দিন বাইরে চাকরি করে তোর বড় বাড বেড়েছে। এবার এসে থেকে তুই বড় বড় কথা বলছিস।

বীথি ॥ ওঃ মা। তুমি এত একগুঁয়ে মা।

সরমা ॥ তোর মনে না মিললে তো সবাই একগুঁয়ে।

[জামা কাপড় বদলে কৃষ্ণচন্দ্র ঢুকলেন]

কৃষ্ণ ॥ চায়ের কদ্দূর?

সরমা ॥ (লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যেতে) দেখছ! জল চাপিয়ে এসেছি— ভুলেই গেছি একেবারে।

[বেরিয়ে যায়]

অলকা ॥ ভাল কথা, জানিস বীথি, গৌরী একটা ট্রানজিস্টর রেডিও কিনেছে।

বীথি ॥ হাঁ, সেদিন মেজদির বাড়ি গিয়েছিলুম দেখলুম এককোণে পড়ে আছে।

বাদল ॥ অথচ প্রথম যখন কিনল তখন দিনরাত রেডিওর পাশে ঘুরঘুর করতো, আর এখন—

কৃষ্ণা ॥ এখন পড়েই থাকে। মেজ ঠাকুরঝি বলে 'সেই ঘুরে ফিরে একই প্রোগ্রাম, আর ভাল লাগে না'। গোড়ায় গোড়ায় কি কাণ্ডটাই না করতো বাপু, আদিখ্যেতা।

বীথি ॥ আঃ বৌদি, পরচর্চা বন্ধ করো।

কৃষ্ণা ॥ পরচর্চা আবার কোথায় করলাম ঠাকুরঝি? আমি বলছিলুম, রেডিও কোম্পানীর প্রোগ্রাম কি বাজে।

বীথি ॥ মোটেই না, তুমি পরচর্চাই করছিলে।

কৃষ্ণা ॥ তা ভাই আমাদের তো আর চিন্ময়বাবুর সঙ্গে আলাপ্ নেই যে ভালো ভালো কথা পাখি পড়া কোরে শিখিয়ে দেবে আর সব সময় সেগুলো উগরে দেবো।

বীথি ॥ আমি মোটেই সব সময় চিন্ময়ের কথা বলি না। আমি শুধু ওর কাছে যা শুনি তাই বলি।

[সরমা ভেতর থেকে: শুনছ স্টোভটা কি রকম দপদপ করছে, একটু ঠিক করে দিয়ে যাওনা। কৃষ্ণচন্দ্র 'আঃ জ্বালালে' বলে ভেতরে চলে যান]

বীথি ; আচ্ছা শোন, আমি একটা ধাঁধা বলছি তোমাদের ভেবে বলতো কি হবে উত্তরটা?

গোকুল ॥ তোমার ধাঁধা মানেই তো জ্ঞানের কথা।

বীথি ॥ ওর আসতে তো খানিকটা দেরী আছে, ততক্ষণ এই জ্ঞানের কথা নিয়েই একটু মাথা ঘামাও না। বাসরঘরের জামাইঠকানো ধাঁধা নয়, কী বলব, যাকে বলে একটা নৈতিক সমস্যা....নৈতিক মানে....ভালো মন্দের সমস্যা....তোমরা না কিছুতেই চিন্তা করতে চাও না.... শোনো.... চারটে কুঁড়েঘর রয়েছে—

বাদল ॥ কী ঘর?

বীথি ॥ কুঁড়েঘর—মাটির দেওয়াল....খড়ের চাল....ছোট ছোট....যাতে মানুষ থাকে সেই কুঁড়েঘর....একটা ছোট নদী, তার একধারে দুটো আর একধারে দুটো কুঁড়েঘর। একদিকের একটাতে থাকে একটি মেয়ে অন্যটায় এক সন্ন্যাসী। অন্যদিকে একটায় শ্যাম আর একটায় যদু।....আর নদী পারাপার করায় এক মাঝি। এবার মন দিয়ে শোন—মেয়েটি শ্যামকে ভালোবাসে কিন্তু শ্যাম মেয়েটিকে ভালোবাসে না। এদিকে যদু মেয়েটিকে ভালোবাসে. কিন্তু মেয়েটি যদুকে ভালোবাসে না।

গোকুল ॥ ইনকিলাব !

বীথি ॥ একদিন মেয়েটি শুনল শ্যাম—মানে যে মেয়েটিকে ভালোবাসত না—সেই শ্যাম বিদেশে চলে যাচ্ছে। তাই শুনে ও ঠিক করলো শ্যামকে গিয়ে শেষবারের মতো বোঝাবে যাতে শ্যাম ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তখন ও কি করলো জানে ....ও মাঝিকে গিয়ে বললো পার করে দিতে। মাঝি বললো 'পার করে দিতে পারি, কিন্তু তোমার যা কিছু আছে—সব এপারে ছেড়ে যেতে হবে—শাড়ি, গয়না, সব কিছুই।'

কৃষ্ণা ॥ ওমা, মাঝিটা এরকম বললো কেন ?

বীথি ॥ কেন বললো সেটা বড় কথা নয়, বললো। তখন মেয়েটি মহা ফাঁপরে পড়ে ঠিক করলো সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে উপদেশ চাইবে। সন্ন্যাসীকে সব কথা বলাতে উনি বললেন, 'মা, তুমি নিজে যা ভালো বোঝো তাই করো।'

বাদল ॥ কি কচুপোড়া উপদেশ হলো এটা ?

বীথি ॥ আঃ, সে যাই হোক। তিনি এরকম বললেন। তখন মেয়েটা অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করলো সে মাঝির কথাই মেনে নেবে।

গোকুল ॥ মারকেলাস।

বীথি ॥ আঃ গোকুলদা।

গোকুল ॥ বাঃ তুমি খারাপ খারাপ গল্প শোনাবে সেটা কিছু নয়, আর আমি কি বললুম....

বীথি ॥ আমি খারাপ খারাপ গল্প করছি না, আমি মেয়েটির প্রবেলমটা বলছি—

বাদল ॥ আচ্ছা গল্প বাবা তোর—

বীথি ॥ থাম না দাদা, শোন। হ্যাঁ তারপর....আমি কোনখানটায় বলছিলুম ?—হ্যাঁ, মেয়েটি তো মাঝির কথা মেনে নিল। মাঝিও কোনো বদমায়েসি না করে ওকে পার করে দিল। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, মেয়েটি ঐ অবস্থায় শ্যামের কাছে গিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কাকুতি

মিনতি করতে লাগল। শ্যামও রাজী হয়ে গেল। মেয়েটি ওর ঘরে রয়ে গেল। কিন্তু ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে মেয়েটি দেখে শ্যাম পালিয়েছে। তখন মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে যতুর কাছে গিয়ে সব খুলে বলে সাহায্য চাইল। কিন্তু যদু সব শুনে মেয়েটিকে দুরছুর করে তাড়িয়ে দিল। তখন মেয়েটি বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, সঙ্গীহীন—মেয়েটি আত্মহত্যা করলো। এবার সবাই বলো, হুট করে বলে দিওন—ভেবে চিন্তে বলো, মেয়েটির দুর্দশার জন্য কোন লোকটা সবচেয়ে বেশি দায়ী।

[সবাই কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তামগ্ন, বীথির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত]

কৃষ্ণা ॥ আমার মনে হয় মেয়েটা নিজেই দায়ী।

বীথি ॥ কেন?

কৃষ্ণা ॥ বাঃ, ও ওরকম করে গেল কেন?

বাদল ॥ নইলে মাঝি যে নিত না।

কৃষ্ণা ॥ না গেলেই পারতো মেয়েটা।

বাদল ॥ বাঃ, ও যে ভালবাসতো—

অলকা ॥ কি জানি বাপু, আমি এসব কুটকচালে ধাঁধার উত্তর দিতে পারবো না।

বীথি। গোকুলদা?

গোকুল ॥ আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি নিজে কিছু বলি না, পাঁচজনে যা বলে, আমি তাতেই আছি।

কৃষ্ণা ॥ আমাদের চিন্ময়বাবু কি বলেন?

বীথি ॥ ও বলে, মেয়েটার দায়িত্ব শুধু ওর বিবস্ত্র হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু এছাড়া ওর উপায় ছিলো না, কারণ ও ভালোবাসে। কিন্তু এরপর ও দুটো বাজে লোকের পাল্লায় পড়লো।—একজন ওকে ভালোবাসতো না কিন্তু ওর দুরবস্থার সুযোগ নিল। অপরজন বলতো 'ভালোবাসি,' কিন্তু ওর দুর্দশায় সাহায্য করার মতো জোর ছিল না তার ভালোবাসায়। এই

দ্বিতীয় লোকটি যার ভালোবাসায় মেয়েটি বাঁচতে পারতো. সে সরে দাঁড়ানোর জন্যেই মেয়েটির অমন হলো। সুতরাং ওর দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি।

অলকা ॥ চিন্ময় তাহলে সব ব্যাপারে রায় দিয়ে দেয় দেখি।

বীথি ॥ ও বলে, 'পৃথিবীতে এমন কোনো অপরাধ নেই যা আমি ক্ষমা করতে পারি না'।

কৃষ্ণা ॥ আমাদের চিন্ময়বাবু তাহলে সবজান্তা ?

বীথি ॥ 'পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না, কিন্তু কতকগুলো মৌলিক প্রশ্নে আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে। না হোলে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

বাদল ॥ ও কি মনে করে সবাই ওর কথা শুনবে।

বীথি ॥ 'শুনতে হবেই, আমাদের প্রত্যেককে তর্ক করতে হবে, যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে, চিন্তা করতে হবে। না হোলে আমাদের মধ্যে পচন ধরবে আর সেই পচন ছড়িয়ে পড়বে সারা জীবনে'।

অলকা ॥ শোন মেয়ের কথা।

বীথি ॥ (ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ছে)—'জীবনের যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর তার আরাধনা করা যদি স্বপ্নবিলাস হয়, তা হলে আমি স্বপ্নবিলাসী। কিন্তু আমি স্বপ্নবিলাসী নই বীথি, আমি বিশ্বাস করি মানুষের সম্মানবোধ, মানুষের মহত্ত্ব, মানুষের সাম্য এবং মানুষের'—

গোকুল ॥ এ যে, সাংঘাতিক কমিউনিস্ট।

বীথি ॥ 'আমি এক মানুষের কবি।'

[বাইরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ]

বীথি ॥ (গলায় অদ্ভুত উত্তেজনা) মা, মা, ও এসেছে, ও এসে গেছে।

[বীথি বেরিয়ে যায়। মা ও বাবা ঘরে এসে ঢোকেন]

সরমা ও কৃষ্ণা ॥ কি, এসে গেছে ?

[সবার মুখে প্রতীক্ষার ছাপ]

বীথি ॥ (ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে) কি কাণ্ড দেখ তো। আজ নিজে আসবে আবার চিঠি লিখেছে। মা, তোমার একটা পার্শেল আছে।

কৃষ্ণা ॥ বোধ হয় কাশ্মীরী শাল। আমার প্যাকেটটাও আজ সকালের ডাকে এসেছে।

সরমা ॥ কাশ্মীরী শাল। আমি তো কাউকে পাঠাতে বলি নি।

কৃষ্ণা ॥ বাঃ, আপনিই তো একদিন বললেন, 'বৌমা দেখ বিজ্ঞাপন দিয়েছে, সস্তায় কাশ্মীরী শাল, বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছে, দাও না অর্ডার পাঠিয়ে।' আমি তো আপনার কথা শুনে দু' জায়গায় একখানা করে পাঠানোর কথা লিখে দিলুম, টাকাও পাঠিয়ে দিলুম।

সরমা ॥ সে যা বলেছিলুম বলেছিলুম, আমি বাপু ও জিনিষ নিচ্ছি নে।

কৃষ্ণা ॥ কিন্তু মা, আমার স্পষ্ট মনে আছে আপনি—

সরমা ॥ আমি নেব না, ব্যস নেব না।

[বীথি চিঠিটা পড়ছে। চিঠির বিষয়বস্তু ওকে বাক্‌শক্তিরহিত করে দিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে]

সরমা ॥ কি হলো রে তোর ? কই দেখি কি লিখেছে।

[চিঠিটা বীথির হাত থেকে নিয়ে নিরুত্তাপ গলায় ঘোষণাপত্র পড়ার মতো করে পড়তে থাকেন]

—সুচরিতাসু, শেষ পর্যন্ত কিছু করা যাবে না। নতুন সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখার অধিকার আমার নেই। এটুকু স্বীকার করার মতো সৎসাহস অন্তত থাকা উচিত। যদি আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হতাম তাহলে হয়তো সব ঠিক করে নেওয়া যেত। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো আর পাঁচজন বুদ্ধিজীবীর মতো আমিও দুর্বল, বিকৃত। এই সেদিন অব্দি রাজনীতি করেছি দেশকে সুন্দর করবো বলে। নিজের জীবনকে যে সুন্দর করতে পারে না, সে আবার এই বিরাট দায়িত্ব নেবে। তোমাকে অনেক সময়

অভিযোগ করেছি চিন্তাহীন বলে, একগুঁয়ে বলে, নিশ্চেষ্ট বলে। কিন্তু তোমাকে দোষ দেওয়ার কি অধিকার আমার আছে বলো? তুমি ছুটিতে বাড়িতে বাড়ি গেলে, নিজেকে একা পেলাম। ভেবে দেখলাম, তোমাকে যা যা করতে বলেছি আমি নিজে তা করে উঠতে পারি নি। তোমাকে যে জগতের স্বপ্ন দেখিয়েছি, সে জগতে আমার নিজেরই অধিকার নেই। তুমি ছিলে তাই বিশ্বাস করাতুম নিজেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আজ ব্যর্থতার চেহারাটা এত বিরাট হয়ে আমার সামনে দেখা দিয়েছে যে একে অস্বীকার করা যায় না। তাই তোমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলো। আমি আর—

বীথি ॥ (চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে)—চুপ করো, মা।

সরমা ॥ ও, এই তাহলে আসল ব্যাপার?

কৃষ্ণ ॥ কি, চিন্ময় আসছে না?

সরমা ॥ এই তাহলে আসল কথা?

কৃষ্ণ ॥ কি হোলো, ওকি আসছে না?

বীথি ॥ না।

[অস্বস্তিকর নীরবতা]

অলকা ॥ (নরম গলায়)—আশ্চর্য। তুই বুঝিস নি যে এরকম হতে পারে?

[বীথি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে]

সরমা ॥ তাহলে? আমরা একগুঁয়ে!

অলকা ॥ আঃ, মা। দেখতে পাচ্ছো না বেচারী কাঁদছে।

সরমা ॥ হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। দেখছিই তো সে আসবে না। আর আমি বোকার মতো সারা দুপুর ধরে মিষ্টি করলুম, নিমকি ভাজলুম।

কৃষ্ণা ॥ তোমাদের কি এতো মন কষাকষি হয়েছিলো?

বীথি ॥ (যেন প্রথম আবিষ্কার করলো)....ও সবসময়ে চাইতো, আমি ওকে

সাহায্য করি। কিন্তু আমি কক্ষনো করি নি। একবার ও আমাকে টাইপ শিখতে বললো। দু'দিন করে আমি ছেড়ে দিলুম। যেই দেখলুম ভুল হচ্ছে, আর পারলুম না। আমি কিছুতেই নিজের ভুল শোধরাবার জন্ত জোর করতে পারি না।

সরমা ॥ এবার তাহলে সব আসল কথা বেরুচ্ছে!

বীথি ॥ ও আমাকে বারবার বলতো, গাছপালার ছবি না এঁকে মানুষ আঁকতে, আমি কিছুতেই মানতুম না।

সরমা ॥ তুই তাহলে কিছুতেই মানতিস না?

অলকা ॥ মা, দোহাই তোমরা, চুপ করো।

বীথি ॥ আমাকে কত বই এনে দিত পড়ার জন্যে, কিন্তু, আমি কিছুতেই মন দিতে পারতুম না।

বাদল ॥ (বিদ্বেষহীন ভাবে)....আর এত যে আলোচনা হতো তোদের মধ্যে বলছিলি?

বীথি ॥ আমি কক্ষনো আলোচনা করি নি। ও কত বলতো, 'আলোচনা করো, প্রশ্ন করো, বিচার করো'—আমার কি রকম ভালো লাগতো না।

কৃষ্ণা ॥ তাতেই ও রেগে যেত?

বীথি ॥ আমি যে কোনাদিন ধৈর্য ধরতে শিখি নি।

সরমা ॥ এইবার সব কথা বেরুচ্ছে।

বীথি ॥ আমি কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারতুম না। একদিন ও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিলো 'একটুও বোঝো না, বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত করো না!' ওর চোখে সেদিন কি ভয় দেখেছিলাম।

সরমা ॥ আর ও এতক্ষণ আমাদের বলছিলো!

বীথি ॥ আমি কোনাদিন বুঝি নি ও কী চায়—বোঝার যে দরকার ছিল তাই বুঝি নি কোনোদিন।

কৃষ্ণ ॥ আর এসে পর্যন্ত মেয়ে আমাদের জ্ঞান দিচ্ছিল—'প্রশ্ন করো, চিন্তা করো, আলোচনা করো, মেনে নিও না'—কত কথা !

সরমা ॥ বেগুন গাছে কি আর আম ফলে ? ফলে না।

বীথি ॥ (ক্লান্তভাবে) তুমি তাতে গর্ববোধ করছো ? ঐখানে বসে তুমি নিশ্চিন্তে মজা দেখছ তোমার মেয়ে তার বাগদত্ত স্বামীকে ধরে রাখতে পারলো না বলে ? নিজের দিকে তাকাও, তোমরা সব্বাই, আমি তোমাদের আপনজন....আমাকে তোমরা সাহায্য করতে পারো না ? আমি তোমার মেয়ে....আমি হেরে গেছি....আমার সমস্যা কি তোমাদের সমস্যা নয় ? আমায় সাহায্য করো....আমায় বলো....কী করবো আমি... ওঃ ভগবান.... একটা কিছু বলো তোমরা....(ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে)।

কৃষ্ণা ॥ তাহলে, এখন কি করা ?

সরমা ॥ কী আবার করা, বসে বসে চা খাওয়া আর এগুলো গেলা।

অলকা ॥ মা তুমি কী ? দেখছ ও কাঁদছে।

সরমা ॥ কাঁদছে তো আমি কি করবো ? আমার কী দোষ ? আমি যা পেরেছি করেছি। সারাদুপুর খাবার বানিয়েছি....সে এলে তাকে আমি ছেলের মতোই যত্ন করতুম....কিন্তু সে এলো না....সারাগুষ্টি এসে বসে রইলো তার রেয়াৎ করবে বলে....সে এলো না....তা আমি কি করবো এখন ?

বীথি ॥ ওঃ মা....আমি....আমি তোমাকে....তোমাকে ঘেন্না করি....আমার স্বপ্নের জীবন ভেঙে যাচ্ছে আমারই দোষে....আর তুমি....তুমি আমার মা হয়ে....ওঃ আমি তোমাকে ঘেন্না করি....ঘেন্না করি....ঘেন্না করি....

সরমা ॥ [সশব্দে বীথির গালে চড় মারে। এই রূঢ়তায় প্রত্যেকেই অস্বস্তি বোধ করে] ঢের হয়েছে, চুপ কর।

কৃষ্ণ ॥ কী হলো ? তুমি মেয়েটাকে মারলে কেন ?

সরমা ॥ চুপ করো তুমি। অনেক সহ্য করেছি আমি। বাড়ি ফিরে অব্দি বলতে লেগেছে আমি এই করি না, আমি সেই করি না....ওর

কথার আদ্ধেক আমার মাথায় ঢোকে না, ঢোকার দরকারও নেই ....'আমি তোমাদের আপনজন'....বি. এ. পাস করেই ও বাইরে চাকরী নিয়েছে....আমি বুঝি না ও আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় না? এবার ফিরে অব্দি ওর মাথাভর্তি গজগজ করছে বড়ো বড়ো কথা.... সেগুলো আমাদের শোনাচ্ছে....এদিকে ও নিজেই সে সবের মানে বোঝে না.... আমাকে যার জন্যে ও কথা শোনায় ও নিজেই তাই করে....(বীথির মুখের উপর) কী আমি ঠিক বলছি ? বল, বলছি না ?....তুই যখন আমাকে বলিস একগুঁয়ে, তখন তুই বুঝিস চিন্ময় তোকে বলে একগুঁয়ে....তুই যখন বলিস আমি কিছু বুঝি না, তখন তুই মনে মনে জানিস তুই নিজে কিছু বুঝিস না....যখন তুই বলিস আমি চেষ্টা করি না, প্রশ্ন করি না, তখন তুই ভাবিস না, তুই নিজে কেন চেষ্টা করিস না, প্রশ্ন করিস না। আমাকে দোষ দিচ্ছিস তুই ? সবসময় আমার দোষ। আমার কি দোষ আজ ক'বছর হোলো তুই আমার কাছে থাকিস ?....(নিজের মনে) মনে কর আমি খুব সুখে আছি....শান্তিতে আছি....এই ঘিঞ্জি অন্ধকার বাড়িতে থাকতে আমার ভালো লাগে মনে করিস ? ভালো লাগে না....আমার ঘেন্না করে....যদি আমি একা থাকতে পারতুম তাহলে তোদের কারো মুখ দেখতুম না কোনোদিন....কারো না ....বেশ তো আমি বোকা....আমি গাধা....আমি চিন্তা করি না এসে পর্যন্ত তো সেই কথাই শোনাচ্ছিস....আমি অক্ষম....আমি কাউকে সাহায্য করতে পারি না....ভালো করে শুনে নে, আমি তোকে সাহায্য করতে পারি না—

বীথি ॥ না, মা, তুমি পারো না। আমি জানি তুমি পারো না।

সরমা ॥ ওখানে দাঁড়িয়ে লাটসাহেবের নাতনীর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলো না। বলো....আমাকে উত্তর দাও....আমরা তো চিন্তা করি না... কথা বলতে পারি, না....তুমি এবার চিন্তা করো....কথা বলো।

বীথি ॥ (গভীর বিষন্নতার সঙ্গে) আমিও পারি না, মা। তুমি ঠিক বলেছো,

'বেগুন গাছে কক্ষনো আমি ফলে না'....তুমি ঠিক বলেছো....আমি তোমারই মতো ফাঁকা চিন্তাহীন....একগুঁয়ে....আমি কথা বলি না, ভাবি না, প্রশ্ন করি না....বাঁচার যন্ত্রগুলো আমার নেই....আমার জীবনে শেকড় নেই ....সাজানো গাছের মতো—

বাদল ॥ কী নেই ?

বীথি ॥ শেকড়....যা দিয়ে আমরা মাটি থেকে জীবন খুঁজে পাই....যা দিয়ে আমরা জীবনের রস শুষে নিই....শেকড় যা আমাদের জীবন দেয়—যা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে....যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি—হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের জীবন শুরু হয়েছে....মানুষ ভাবছে....পরিশ্রম করছে....আর বেড়ে উঠছে....ক্রমেই জীবনটা আরো বড় হয়ে উঠছে—আমরা সেই বিরাট জীবনটার সঙ্গে আমাদের যোগটা কোথায় ভাবি ? ভাবি না—

গোকুল ॥ কী বলছো বীথি, আবোল তাবোল কী বলছো ?

বীথি ॥ কী বলছি আমি ? আমি কি বলছি ? আমি....আমি কথা কথা বলছি....কথা....আমার কথা শোন....আমি বলছি দু'হাজার বছর ধরে মানুষের জীবন গড়ে উঠেছে আমরা সে কথা ভুলে গেছি....আমি বলছি....আমরা জানি না আমরা কী—আমরা কোত্থেকে এলাম....এই বড়ো জীবনটা থেকে আমাদের যেন কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে...কাটা ডালের মত প্রতিমুহূর্তে আমরা শুকিয়ে যাচ্ছি....গাছ যেমন মাটি থেকে রস নেয় তাতেই সে বাঁচে, তেমনি আমরাও জীবন থেকে রস নিলে তবেই আমরা বাঁচি। কিন্তু আমরা জানি না জীবনের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ....আমরা কেমন করে বাঁচবো তবে ? বল....বল তোমরা....কেমন করে বাঁচবো....বলো কেমন করে ?

কৃষ্ণা ॥ আমরা তো বাপু সেজন্য কেউ দুঃখ করছি না।

বীথি ॥ তাই তুমি ভাবে ...তুমি বিশ্বাস করতে চাও...কিন্তু নিজের দিকে

একবারও ভালো করে তাকাও কখনো....এসে পর্যন্ত তুমি এই এক ঘণ্টায় কিছু বলেছ? কিছু করেছ? মানে বলার মত বলা? করার মতো করা? এমন কিছু যাতে বোঝা যায় তুমি বেঁচে আছ? বাঁচার মতো করে বেঁচে? আছ? মেজদির বাড়ি সেদিন গিয়েছিলুম....দুর্ভিক্ষের কথা বললুম....যুদ্ধের কথা বললুম· ও কি বললো জান? বললো 'কী আর হবে? বড়জোর না খেতে পেয়ে, নয় তো বোমা খেয়ে মরবো। এই তো' ও কেন এমন কথা বলে জানো....ও ভয় পায়... ও ভাবতে পারে না....ও ভাবতে চায় না....তাহলে যে কষ্ট করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে....বড্ড ঝামেলা বলে এড়িয়ে যাই....আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি ....সব যেন বিস্বাদ লাগে—

সরমা॥ গৌরীর বিরক্ত লাগার কী আছে? কলের গান আছে, আবার একটা রেডিও কিনেছে,....ও যদি বিরক্ত হয়, তবে আমরা তো মরেই গেছি বাপু।

বীথি॥ হ্যাঁ, আমরা কলের গান বাজাই,....নয়তো রেডিও শুনি....আর নয়তো সিনেমায় যাই—জীবন থেকে পালানোর কী সব সহজ রাস্তা। কিন্তু বাচা মানে বই পড়া, আর গান শোনা নয়, বাঁচা মানে প্রশ্ন করা,....শুধু প্রশ্ন করা....আমরা....আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ লোক দেশ জুড়ে রয়েছে— আমরা কখনো বাঁচার জন্য কষ্ট করি না, শুধু পালাই—ঠিক বলছি না আমি? বলো আমি ঠিক বলছি কিনা?....আমরা লড়াই করতে ভয় পাই, তাই আমরা এত জড়, এত নির্জীব....চিন্ময় বলে, এই আমাদের প্রাপ্য....ও বলে, আমরা যেমন জীবনকে ফাঁকি দিই, জীবনও তেমনি আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে—

গোকুল॥ তাহলে আমরা নির্জীব... আমাদের বাঁচার কোনো মানে নেই।

সরমা॥ তাহলে আমাদের জীবনের কোন দাম নাই তুই বলতে চাস?

বীথি॥ দাম আছে? আমাদের জীবনের কোনো মূল্য আছে?... তুমি

বিশ্বাস করো আমাদের জীবনটা বাঁচার মতো জীবন? আমি করি না····আমি বিশ্বাস করি না··· কেউ করে? ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া থেকে সব প্রেসিডেণ্ট, প্রাইমমিনিস্টার এসে যখন বলেন, 'ভারতীয়' মহান জনতা—ওঁরা নিজেরা তা বিশ্বাস করেন ভেবেছো? আমাদের সব লীডার, যাঁরা আমাদের ভোট নিয়ে আমাদের শাসন করেন আর স্তোকবাক্য দেন 'মহান জনতা' বলে সেগুলো কী সত্যি কথা? ওঁরা জানেন আমাদের বাঁচার চেষ্টাই নেই····আমাদের বাঁচিয়ে কী হবে? ভালো ভালো শিল্পী, সাহিত্যিক গাইয়েরা আমাদের দিকে নাক উঁচু করে তাকান····আর ভাবেন 'কাদের জন্য সৃষ্টি করবো, এরা বুঝবেও না····বোঝাব চেষ্টাও করবে না····এদের জন্যে কিছু করে কী লাভ?' তারপর সেই সুযোগে কারা আমাদের কাছে আসে জানো?····আসে আধুনিক গান····অশ্লীল হিন্দী ছবি····বস্তাপচা নীতিবাক্যে ভরা বাংলা ছবি···আসে সস্তা সিনেমার ম্যাগাজিন····রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ···আসে অশ্লীল ছবির বই····ড্রেন পাইপ। জীবনের সব ভালো জিনিস যাদের কাছে ব্যবসার পুঁজি তারা আসে····তাদের বেসাতি নিয়ে····তারা বলে তোমাদের ভালোমন্দ আমরা বুঝি, এই তোমাদের পছন্দ····পয়সা দাও আর পছন্দসই মাল নাও····আর আমরা—আমরাও বিশ্বাস করি এই তো আমাদের পছন্দ····আমরা পয়সা দিই আর ওদের পছন্দসই জিনিস দিয়ে মন ভরাই····ওরা বলে অশ্লীল গল্প চাই, নাও····লারে লাপ্পা গান চাই, নাও····ফিল্মস্টার চাই, নাও····সস্তায় পাস করার জন্যে নোটবই চাও, নাও—আর আমরা দু-হাত তুলে ওদের আশীর্বাদ করি আমাদের কষ্ট বাঁচাচ্ছে বলে····আমাদের বাঁচার কষ্ট বাঁচাচ্চে বলে দু-হাত বাড়িয়ে ছকে মাপা জগতটাকে বুকে তুলে নিই····ওঃ চিন্ময় ঠিকই বলে····আমাদেরই তো দোষ। বাঁচার মাশুল দেবো না···আমরা মরবো না তো কে মরবে? ঠিকই বলে ও, এই নোংরা জীবনটা আমরাই আঁকড়ে ধরেছি··· আমরাই····আমরা····

[হঠাৎ বীথি থেমে যায় যেন নিজের কথা শুনছে। আস্তে আস্তে মুখ প্রচণ্ড আবিষ্কারের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে]

শুনছো তোমরা? তোমরা শুনছো? শুনছো আমার কথা? আমি···· আমি নিজে কথা বলছি। আমি····মা, বড়দি, দাদা, শুনছো তোমরা···· আমি আর শেখানো কথা বলছি না····আমি····আমি নিজে কথা বলছি।

সরমা॥ ওঃ বক্‌বক্‌ করে কানের পোকা বার করে দিলে একেবারে। নে বাপু তোরা চা-টা খেতে শুরু কর····ও দম ফুরোলেই থামবে।

[অন্য সবাই খাওয়ার দিকে মন দেয়। আস্তে আস্তে সবায়ের কথার গুঞ্জনধ্বনি বাড়তে থাকে]

বীথি॥ তোমরা আমার কথা শোন····কেউ একজন আমার কথা শোন··· চিন্ময়····শেষ পর্যন্ত কিছু করা যাচ্ছে····আমি····আমি পারছি····আমি নিজে ····আমি একা শুরু করতে পারছি····আমি পারছি····

[পরিবারের সকলের গুঞ্জন ছাপিয়ে বীথির শেষ চিৎকার শোনা গেল। তবু ওরা নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলে চললো। বীথি যাই করুক না কেন ওদের জীবন অপরিবর্তিত বয়ে চলবে। বীথি অবশেষে একা বাঙ্ময় হয় দাঁড়িয়েছে—এমন সময়—]

পর্দা

॥ চরিত্র ॥

বেণু

জগা

হ্যারল্ড পিণ্টার রচিত "দ্য ডাম্ব্ ওয়েটার" অবলম্বনে

নির্বাক প্রতীক্ষা

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্য : একটা ঘর। দেওয়ালগুলো নীরেট—কোনো জানালা বা ঘুলঘুলি নেই। মনে হয় ঘরটা মাটির নীচে। পিছনের দেওয়ালটার গায়ে দুটো খাট লাগানো। এই দুটোর মাঝখানে দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট জানালা গোছের—রেষ্টুরেণ্ট যেমন থাকে খাবার সরবরাহের জন্যে। আপাতত সেটা বন্ধ আছে। বাঁদিকে একটা দরজা—রান্না-ঘর ও কলঘরে যাবার। ডানদিকের দরজাটা দিয়ে একটা প্যাসেজে যাওয়া যায়।

[বেণু বিছানায় শুয়ে কাগজ পড়ছে। জগা ডানদিকের বিছানাটায় বসে জুতোর ফিতে বাঁধবার চেষ্টা করছে বেশ কষ্ট করে। দুজনেরই পরণে শার্ট এবং ট্রাউজার্স। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

জগা অবশেষে ফিতে বাঁধা শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ায়, হাই তোলে, তারপর মন্থর পায়ে এগুতে থাকে বাঁ পাশের দরজার দিকে। সে থেমে যায়, নীচের দিকে তাকায় এবং একটা পা ঝাড়তে থাকে। বেণু কাগজটা নামিয়ে তাকে লক্ষ্য করে। জগা হাঁটু গেড়ে বসে, জুতোর ফিতে খোলে, তারপর আস্তে আস্তে জুতোটা খুলে ফেলে। জুতোর ভেতরটা দেখে এবং একটা চ্যাপ্টানো দেশলাই-এর বাক্স বার করে। সে জুতোটাকে ঝাড়ে এবং আবার ভালো করে ভেতরটা পরীক্ষা করে। দুজনের চোখাচোখি হয়। বেণু সশব্দে কাগজটার

পাতা উল্টিয়ে আবার পড়তে থাকে। জগা দেশলাই-এর বাক্সটা পকেটে রাখে, তারপর নীচু হয়ে জুতো পরে, বেশ চেষ্টা করে ফিতে বাঁধে এবং উঠে দাঁড়ায়। বেণু কাগজটা নামিয়ে তাকে লক্ষ্য করে। জগা বাঁদিকের দরজাটার কাছে এগিয়ে যায়। সে থামে এবং অন্য পা'টা ঝাড়তে থাকে। হাঁটু গেড়ে বসে, জুতোর ফিতে খুলে, তারপর আস্তে আস্তে জুতোটা খুলে ফেলে। সে জুতোর ভিতরটা দেখে এবং একটা চ্যাপ্টানো সিগারেটের প্যাকেট বার করে। সে জুতোটাকে ঝাড়ে এবং আবার ভালো করে ভেতরটা পরীক্ষা করে। দুজনের চোখাচোখি হয়। বেণু সশব্দে কাগজটার পাতা উল্টিয়ে আবার পড়তে থাকে। জগা প্যাকেটটা পকেটে রাখে, তারপর নীচু হয়ে জুতো পরে এবং ফিতে বাঁধে। তারপর বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বেণু কাগজটা বিছানার ওপর আছড়ে ফেলে এবং জগার গমনপথের দিকে কটমট্ করে তাকায়। সে কাগজটা তুলে নেয়, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে থাকে।

বাঁদিক থেকে বাথরুমের চেন টানার আওয়াজ হয় দুবার, কিন্তু জল বেরোয় না। নিস্তব্ধতা।

জগা ফিরে আসে, দরজার কাছে থেমে যায়, মাথা চুলকোয়। বেণু কাগজটাকে আছড়ে ফেলে।]

বেণু ॥ কারবার। (কাগজটা তুলে নেয়) বোঝো কাণ্ড। (কাগজটা দেখিয়ে) সাতাশি বছরের এক বুড়ো রাস্তা পার হতে চাইছিলো বুঝলি। কিন্তু রাস্তায় তখন প্রচণ্ড ট্র্যাফিক। তো বুড়ো দেখলো ওর মধ্যে দিয়ে রাস্তা পার হওয়া ওর কম্মো না। তাই ও একটা লরীর তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে গেলো।

জগা ॥ কী করলো ?

বেণু ॥ লরীর তলায় ঢুকে গেলো, অবিশ্যি লরীটা দাঁড়িয়ে ছিলো।

জগা ॥ সত্যি ?

বেণু ॥ তারপর লরীটা ষ্টার্ট নিয়ে বুড়োকে চাপা দিয়ে চলে গেলো।

জগা ॥ বাজে বকিস না তো !

বেণু ॥ আরে এতে তাই লিখেছে।

জগা ॥ চেপে যা।

বেণু ॥ ভাবতেই গায়ের মধ্যে কেমন গুলিয়ে ওঠে, না ?

জগা ॥ ওর'ম বুদ্ধুর মতো কাজ করতে কে বলেছিলো ওকে ?

বেণু ॥ সাতাশি বছরের একটা লোক—গুঁড়ি মেরে ঢুকলো একটা লরীর নীচে !

জগা ॥ দ্যুর্, বিশ্বাস হয় না।

বেণু ॥ এই দেখ না, ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

জগা ॥ অসম্ভব। ও শালা গ্যাঁজা।

[চুপচাপ। জগা মাথা নাড়ে, তারপর বেরিয়ে যায়। বেণু আবার চিৎ হয়ে কাগজ পড়ে। বাথরুমের চেন টানার শব্দ হয় একবার। জল বেরোয় না। কাগজের কোনো একটা খবর পড়ে বেণু শিষ দেয়। জগা ফিরে আসে।]

—তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

বেণু ॥ ওখানে তুই কী করছিলি ?

জগা ॥ ঐ ইয়ে—মানে আমি একটু—

বেণু ॥ চায়ের কি হলো ?

জগা ॥ এক্ষুণি বানাচ্ছি।

বেণু ॥ তা যাও না—বানাও না ?

জগা ॥ হ্যাঁ, যাচ্ছি। (একটা চেয়ারে বসে। আপন মনে চিন্তা করতে করতে বলে) এবারে ও খুব সুন্দর কতকগুলো কাপ রেখেছে ডিস্আম-দের জন্যে

জানিস? ফুল-কাটা ফুল-কাটা। ফুলগুলো আবার—

(বেণু পড়তেই থাকে)

খুব সুন্দর—একথা বলতেই হবে।

(বেণু পাতা ওল্টায়)

বুঝতে পারছিস—ঐ যেমন হয় না?—কাপের চারপাশে, গোল করে, কানার ঠিক নীচটা দিয়ে। বাকি সমস্তটা কালো, বুঝলি? ডিসগুলোও কালো—শুধু মাঝখানটায়, যেখানে কাপটা বসবে—সেইখানটায় একটা গোল সাদা ফুল।

(বেণু পড়েই চলে)

আর বড়ো প্লেটগুলো, মানে খাবার প্লেটগুলো, ঠিক ঐ রকম। খালি এগুলোর মাঝখান বরাবর একসার ফুল—এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত। সত্যি, জিনিষগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

বেণু ॥ (পড়তে পড়তে) প্লেট দিয়ে হবেটা কি শুনি? তুই তো আর খাবি না।

জগা ॥ আমি গোটাকয়েক বিস্কুট এনেছি।

বেণু ॥ তাহলে চট্‌পট্ খেয়ে নে সেগুলো।

জগা ॥ আমি সব সময়ে কয়েকটা বিস্কুট কিংবা খানিকটা চানাচুর সঙ্গে করে আনি। তুই তো জানিস—কিছু না খেয়ে আমি চা খেতে পারিনা।

বেণু ॥ তা যা না—চা-টা বানিয়ে ফেল। সময় চলে যাচ্ছে না?

[জগা চ্যাপ্টানো সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে সেটাকে পরীক্ষা করে।]

জগা ॥ সিগারেট আছে তোর কাছে? আমার গুলো ফুরিয়ে গেছে। (প্যাকেটটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ঝুঁকে সেটা লুফে নেয়) এবারকার এই কাজটা বেশীক্ষণ ধরে না চললেই বাঁচি। (তাক করে প্যাকেটটাকে ছুঁড়ে দেয় খাটের নীচে) তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

বেণু ॥ (কাগজটাকে আছড়ে ফেলে) কারবার !

জগা ॥ কি হলো ?

বেণু ॥ আট বছরের একটা বাচ্চা একটা বেড়ালকে মেরে ফেলেছে।

জগা ॥ বাজে বকিস না তো।

বেণু ॥ আরে সত্যি। বোঝো কাণ্ড ! আট বছরের একটা বাচ্চা—একটা বেড়ালকে মেরে ফেল্লে !

জগা ॥ ব্যাটা মারলো কি করে ?

বেণু ॥ ব্যাটা' না, বেটী।

জগা ॥ বেটী মারলো কি করে ?

বেণু ॥ বেটী—(কাগজটা তুলে নিয়ে পড়ে) সে কথা বলেনি।

জগা ॥ কেন. বলেনি কেন ?

বেণু ॥ দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর।—এখানে শুধু বলছে—মেয়েটার দাদা—বয়েস এগার বছর—গোয়ালঘরের মধ্যে থেকে ঘটনাটা দেখেছে।

জগা ॥ চেপে যা !

বেণু ॥ যা—তা কাণ্ড মাইরী !

[চুপচাপ]

জগা ॥ আমি বাজি ফেলে বলতে পারি—ঐ ছোঁড়াটা মেরেছে।

বেণু ॥ কি ?

জগা ॥ ঐ ভাইটা।

বেণু ॥ তুই ঠিক বলেছিস। (চুপচাপ। কাগজটা আছড়ে ফেলে) কিন্তু ভাই বা কম কি ? এগার বছরের একটা বাচ্চা ছেলে একটা বেড়ালকে মেরে ফেল্লো—মেরে আবার নিজের আট বছরের ছোট্টো বোনের ঘাড়ে দোষ চাপালো ! ভাবতেই গায়ের মধ্যে কেমন—(ঘেন্নায় থেমে যায়। তারপর কাগজটা তুলে নেয়। জগা উঠে দাঁড়ায়।)

জগা ॥ ও ক'টার সময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ?

[বেণু পড়তে থাকে]

ক'টার সময় ও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ?

বেণু ॥ তোর হয়েছে কি বলতো ? যে-কোনো সময় করতে পারে। ওর যখন ইচ্ছে।

জগা ॥ (বেণুর বিছানার পায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে) এই শোন, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

বেণু ॥ কী ?

জগা ॥ ঐ ট্যাঙ্কিটা ভর্তি হতে কতো সময় লাগে কখনো খেয়াল করেছিস ?

বেণু ॥ কোন ট্যাঙ্কিটা।

জগা ॥ ঐ বাথরুমের জলের ট্যাঙ্কিটা ?

বেণু ॥ না তো। অনেকক্ষণ নেয় বুঝি ?

জগা ॥ সাংঘাতিক সময় নেয়।

বেণু ॥ তাতে কী ?

জগা ॥ ওটার গণ্ডগোলটা কি বলতো ?

বেণু ॥ কিছুই না।

জগা ॥ কিসুই না ?

বেণু ॥ ওর বল্‌কক্‌টা ঢিলে হয়ে গেছে, ব্যস্।

জগা ॥ কী ঢিলে হয়ে গেছে ?

বেণু ॥ বল্‌কক্।

জগা ॥ যাঃ! সত্যি ?

বেণু ॥ আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

জগা ॥ আশ্চর্য্য! ওকথাটা তো আমার মাথায় আসেনি। (জগা নিজের বিছানাটার কাছে যায়, তোষকটা টেপে) রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি। তোর হয়েছিলো ? বিছানায় যা বহর! বেশ শীত শীত করছিলো। গায়ে চাপাবার মতো আর একটা কম্বল রাখতে পারতো। (দেওয়ালে ঝোলানো

একটা ছবি দেখতে পেয়ে) আরে, এটা কি? (নজর করে দেখে) "জাতীয় একাদশ"—ক্রিকেট টীম। বেণু, দেখেছিস?

বেণু ॥ (পড়তে পড়তে) কী?

জগা ॥ জাতীয় একাদশ।

বেণু ॥ কী?

জগা ॥ ঐ ছবিটা—জাতীয় একাদশের।

বেণু ॥ কবেকার জাতীয় একাদশ?

জগা ॥ (ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে) লেখা নেই।

বেণু ॥ চায়ের কি হলো?

জগা ॥ সকলেরই বয়েস একটু বেশী বলে মনে হচ্ছে। (জগা মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে, সামনেটা দেখে, তারপর চারিদিকে তাকায়) দূর মাইরী, এই গুদোমে কেউ থাকতে পারে। কমসেকম একটা জান্‌লা তো থাকবে—যাতে বোঝা যায় বাইরেটা কেমন দেখতে।

বেণু ॥ জান্‌লা দিয়ে কি হবে?

জগা ॥ যা বাবা, জান্‌লা দিয়ে একটু বাইরে তাকানো যেতো—খানিকটা সময় কাটতো তাতে। (ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়ায়) ভেবে দেখ্‌তো, অন্ধকারের মধ্যে একটা জায়গায় এলাম, এমন একটা ঘরে এসে ঢুকলাম যেটাকে জন্মে কোনোদিন দেখিনি। তারপর সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোও, সময়মতো কাজটা হাসিল করো, তারপর রাতের অন্ধকারে আবার সটকে পড়ো। তুই-ই বল, বাইরের দৃশ্যটা অন্ততঃ এক আধবার দেখতে ইচ্ছে করে না? অথচ এই শালার কাজে তার কোনো চান্সই নেই।

বেণু ॥ দিশু দেখার জন্যে তো ছুটি পাস। পাস না?

জগা ॥ মাত্তর পনেরো দিন।

বেণু ॥ (কাগজটা নামিয়ে) তুই তো দেখছি আমাকে পাগ্‌লা করে দিবি! এমন করে বলছিস যেন তোকে রোজ, পত্যেক দিন কাজ করতে হয়।

হপ্তায় একটার বেশী কাজ আমাদের কখনো করতে হয়েছে ? তাই নিয়ে এতো গজগজানি কিসের !

জগা ॥ সে কথা ঠিক, কিন্তু আমাদের সব সময়ে তৈরী থাকতে হয়—সেটা বল্ ? ঘর ছেড়ে দুদণ্ড বেরুবার উপায় নেই—যদি ডাক আসে।

বেণু ॥ তোর গণ্ডগোলটা কি জানিস ?

জগা ॥ কী।

বেণু ॥ এমন কোনো সখের জিনিস নেই তোব যা নিয়ে তুই বেশ মেতে থাকতে পারিস ?

জগা ॥ ওরকম অনেক জিনিষ আমার আছে।

বেণু ॥ কী ? একটার নাম কর তুই ? (স্তব্ধতা)

জগা ॥ সে আছে।

বেণু ॥ আমার দিকে তাকা। বলতো আমি কী নিয়ে মেতে থাকি ?

জগা ॥ আমি কি করে জানবো ?—কী ?

বেণু ॥ কাঠের কাজ নিয়ে। আমি নৌকো বানাই।

জগা ॥ নৌকো !!

বেণু ॥ হ্যাঁ, খেল্‌না নৌকো। আমাকে কখনো বেকার বসে থাকতে দেখেছিস, আমি কক্ষনো চুপচাপ বসে থাকি না। আমি জানি ফাঁকা সময় কী করে ভরাট করতে হয়—যাকে বলে সবচেয়ে ভালোভাবো কাজে লাগাতে হয়। তাই যখন ডাক আসে, তখন আমি একদম তৈরী।

জগা ॥ তোর একটুও অসহ্য লাগেনা কখনো ?

বেণু ॥ অসহ্য ? অসহ্য লাগবে কেন ?

[স্তব্ধতা ! বেণু আবার পড়তে সুরু করে। জগা বিছানার ওপর পড়ে থাকা কোটের পকেট হাতড়ায়।]

জগা ॥ তোর কাছে সিগারেট আছে ? আমার ফুরিয়ে গেছে।

(নেপথ্যে বাঁ দিকে বাথরুমের ট্যাঙ্ক থেকে তোড়ে জল পড়ার শব্দ)

—ঐ হয়েছে !

বেণু ॥ (চমকে কাগজ নামিয়ে) কি হয়েছে ?

জগা ॥ (খাটে বসে) না—মানে—বলছিলাম ঐ কাপ-ডিশ্‌গুলো খুব সুন্দর। চমৎকার একেবারে। কিন্তু ওগুলো বাদ দিলে এ জায়গাটা একেবারে যা-তা। আগে যেখানে ছিলাম, এটা তার চেয়েও খারাপ। তোর মনে পড়ছে জায়গাটা ?—আগে যেখানে ছিলাম ? কোথায় ছিলাম বলতো আগের বার ?—যাইহোক, সেখানে একটা রেডিও ছিলো অন্তত পক্ষে। না সত্যি, ও আর আজকাল আমাদের সুখ সুবিধের দিকেই মোটেই নজর দেয় না।

বেণু ॥ ভ্যাড ভ্যাড করা বন্ধ করবি ?

জগা ॥ এরকম জায়গায় বেশী দিন থাকলে বাত ধরে যাবে।

বেণু ॥ আমরা বেশী দিন থাকছি না। যা দিকিনি—চা কর। এক্ষুনি কাজে লাগতে হবে।

(জগা তার বিছানার পাশ থেকে একটা ছোট ব্যাগ ওঠায় এবং তার ভেতর থেকে এক প্যাকেট চা বার করে। সেটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে মুখ তোলে।)

জগা ॥ এই, অনেকক্ষণ ধরে তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

বেণু ॥ আবার কি।

জগা ॥ আজ সকালবেলা—সেই রাস্তাটার মাঝখানে তুই গাড়িটা থামিয়েছিলি কেন ?

বেণু ॥ (কাগজ নামিয়ে) আমি ভেবেছিলাম তুই ঘুমোচ্ছিলি।

জগা ॥ হ্যাঁ ঘুমোচ্ছিলাম, কিন্তু তুই গাড়িটা থামাতেই জেগে গিয়েছিলাম, তুই সত্যিই থামিয়েছিলি না ? (চুপচাপ) রাস্তাটার একদম মাঝখানে তখনো ভালো করে ভোর হয়নি—তোর মনে পড়ছে ? আমি বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। সব কেমন ঝাপসা আমি ভেবেছিলাম তোর বোধহয়

পায়খানা পেয়েছে, কিন্তু না—তুই খাড়া হয়ে বসে থাকলি—যেন কোন একটা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছিলি ।

বেণু ॥ কিসের জন্যে আবার অপেক্ষা করতে যাবো ?

জগা ॥ আমি বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।—কিন্তু তাহলে কেন বল দিকিনি ? থেমেছিলি কেন ?

বেণু ॥ (কাগজ ওঠাতে ওঠাতে) আমরা অনেক আগে বেরিয়ে পড়েছিলাম ।

জগা ॥ আগে (উঠে দাঁড়ায়) আগে মানে ? আমাদের যখন ডাক এলে—তখন বললো না তক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে ? আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম । তাহলে আমরা আগে বেরিয়ে পড়লাম কী করে ?

বেণু ॥ (শান্ত ভাবে) ডাকটা কে পেয়েছিলো—আমি না তুই ?

জগা ॥ তুই ?

বেণু ॥ আমরা বেশী আগে বেরিয়ে পড়েছিলাম ।

জগা ॥ কিসের বেশী আগে ? (চুপচাপ) তুই বলতে চাইছিস—আমরা এখানে ঢোকার আগে আর কারুর বেরিয়ে যাবার কথা ছিলো ? (সে বিছানার চাদরগুলো পরীক্ষা করে) তাই আমার মনে হচ্ছিলো চাদরগুলো এরকম নোংরা নোংরা কেন ? বিচ্ছিরি বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধই বা পাচ্ছি কেন ? আসলে আজ ভোর বেলায় যখন পৌঁছলাম, তখন এতো ক্লান্ত লাগছিলো যে এসব কিছু খেয়ালই করিনি । এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে । অন্যের শোয়া বিছানার চাদরে আমি শুতে পারবো না । ব্যাস্‌, সোজা কথা তোকে বলিনি আমি যে ব্যবস্থা দিনকের দিন খারাপ হচ্ছে । আমার বেশ খেয়াল আছে—এর আগে পর্যন্ত সব সময়ে পরিষ্কার চাদর পাতা থাকতো আমাদের জন্য ।

বেণু ॥ তুই কি করে জানলি যে চাদরগুলো পরিষ্কার ছিলো না ?

জগা ॥ তার মানে ?

বেণু ॥ চাদরগুলো যে পরিষ্কার ছিলো না—এটা তুই জানলি কি করে, সারাটা দিন তো ওর ওপরে গড়িয়েছিস।

জগা ॥ সে কি! তুই বলতে চাস ঐ বিচ্ছিরি বোট্‌কা গন্ধ ওটা আমার গায়ের? (চাদর শুঁকে) তাই তো! (আস্তে আস্তে বিছানার ওপর বসে পড়ে) আমার গায়ের গন্ধও হ'তে পারে। বলা খুব শক্ত. মুস্কিল হচ্ছে—আমার গায়ের গন্ধ ঠিক কি রকম আমি জানি না।

বেণু ॥ (কাগজ দেখে) যা চ্চলে।

জগা ॥ এই বেণু।

বেণু ॥ যা-আ-চ্চলে!

জগা ॥ বেণু!

বেণু ॥ কি?

জগা ॥ এই শহরটার নাম কি রে, ভুলে গিয়েছি।

বেণু ॥ বললাম না তোকে, বার্ণপুর।

জগা ॥ হ্যাঃ, (ঘরের চারিদিকটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে) সে তো আসানসোলের কাছে—ইস্পাতনগরী না কী যেন বলে? আমি তো ভাবতেই পারিনি! (তুড়ি দিয়ে) এই আজ শুক্কুরবার, না, তার মানে কাল শনিবার হবে।

বেণু ॥ তাতে কী?

জগা ॥ (উত্তেজিত হয়ে) কাল তাহলে আমরা বার্ণপুর ইউনাইটেড্-এর খেলা দেখতে পারি।

বেণু ॥ ওরা এখন বাইরে বাইরে খেলে বেড়াচ্ছে।

জগা ॥ যাঃ—সত্যি? (জিভে শব্দ করে) চ্যাঃ-চ্যাঃ-চ্যাঃ—ইস্।

বেণু ॥ তাছাড়া সময় পেতিস না। আমাদের সোজা ফিরে যেতে হবে।

জগা ॥ কেন, আগেও তো আমরা এরকম করেছি, করিনি? একটা দিন থেকে গিয়ে খেলা-টেলা দেখে ফিরেছি, ফিরিনি? একটু বিশ্রাম করা বই তো নয়।

বেণু ॥ অবস্থাটা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গেছে চাঁদু। ওরা এখন প্যাঁচ কষছে।

(জগা আপন মনে হাসে)

জগা ॥ শীল্ডের খেলায় আমি একবারে এই বার্ণপুর ইউনাইটেডকে হারতে দেখেছিলাম। কাদের সঙ্গে যেন খেলা ছিলো সবুজ আর হলদেয় মেশানো জার্সি এটা মনে আছে। হাপ-টাইমের আগে পর্যন্ত ড্র যাচ্ছিল একটা করে গোল। ওঃ আমি জীবনে ভুলবো না, ওদের এগেন্সট্ পার্টি পেনাল্টির গোলে জিতেছিল। যা জমেছিল না খেলাটা! সেই পেনাল্টি নিয়ে ওরা প্রোটেষ্ট করেছিল। যাই হোক, ঐ পেনাল্টিটার জন্যে ওরা টু-টু-ওয়ানে হেরে গিয়েছিল। আরে তুইও তো মাঠে ছিলি সেদিন।

বেণু ॥ আমি ছিলাম না।

জগা ॥ হ্যাঁ, ছিলি। পেনাল্টি নিয়ে সেই তর্কাতর্কি হলো—তোর মনে পড়ছে না?

বেণু ॥ না।

জগা ॥ ওদের প্লেয়াররা পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে পড়ে গেল। গোড়ায় সকলে ভেবেছিল ইয়ার্কি মারছে। আমারও মনে হয়েছিল ওকে কেউ ছোঁয়নি পর্যন্ত। কিন্তু রেফ্রী গিয়ে বলটাকে পেনাল্টির জায়গায় বসিয়ে দিলো।

বেণু ॥ ছোঁয়নি! কেন বাজে বকছিস? ওকে মেরে চিৎ করে ফেলে দিয়েছিলো।

জগা ॥ মোটেই না। বার্ণপুর ইউনাইটেড ওরকম নোংরা খেলা খেলে না।

বেণু ॥ চেপে যা, চেপে যা।

(চুপ চাপ)

জগা ॥ এই, সেটা নিশ্চয়ই এখানে হয়েছিলো—বার্ণপুরে।

বেণু। কি হয়েছিলো?

জগা ॥ সেই খেলাটা; এখানে হয়েছিলো।

বেণু ॥ ওরা তখন বাইরে বাইরে খেলে বেড়াচ্ছিলো।

জগা ॥ কেন বলছি—অন্য দলটার নাম টালিগঞ্জ অগ্রগামী—মনে পড়েছে।

বেণু ॥ তাতে কী?

জগা ॥ আমরা টালিগঞ্জে তো কখনো কোন কাজ করিনি।

বেণু ॥ কি করে জানলি?

জগা ॥ বাঃ টালিগঞ্জ আমার মনে থাকতো না তাহলে! কতো বড়ো বড়ো ফিল্মি স্টুডিও রয়েছে।

(বেণু বিছানার ওপর ঘুরে ওর দিকে তাকায়)

বেণু ॥ আমাকে হাসাস না, বুঝলি?

[বেণু আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে পড়তে থাকে। জগা হাই তোলে এবং একই সঙ্গে বলতে থাকে]

জগা ॥ ও কখন যোগাযোগ করবে বলতো? (চুপচাপ) সত্যি, একটা খেলা দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। ফুটবল আমার চিরকাল দারুণ ভালো লাগে। আচ্ছা কাল টালিগঞ্জ অগ্রগামীর খেলা দেখতে গেলে হয় না?

বেণু ॥ (নিরুত্তাপ গলায়) ওরা বাইরে বাইরে খেলে বেড়াচ্ছে।

জগা ॥ না না, আমি বার্ণপুর ইউনাইটেড-এর কথা বলছি না। আমি বলছি—

বেণু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, টালিগঞ্জ অগ্রগামী।

জগা ॥ বাইরে খেলে বেড়াচ্ছে? বাঃ তাহলে তো কাল ওরা এখানেও খেলতে পারে।

বেণু ॥ পাঁঠার মতো কথা বলিস না তো।

জগা ॥ কেন? ওরা যদি বাইরে বাইরেই খেলে বেড়ায় তাহলে এখানে খেলতে পারবে না? কাল হয়তো বার্ণপুর ইউনাইটেড-এর সঙ্গেই ওদের খেলা রয়েছে।

বেণু ॥ (নিরুত্তাপ গলায়) কিন্তু বার্ণপুর ইউনাইটেড্ তো বাইরে বাইরে খেলে বেড়াচ্ছে।

(চুপচাপ। দরজার তলা দিয়ে একটা খাম ঢুকে আসে। জগা সেটা দেখতে পায়। সে খামটার দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ায়।)

জগা ॥ বেণু।

বেণু ॥ বাইরে বাইরে সবাই বাইরে বাইরে খেলে বেড়াচ্ছে।

জগা ॥ বেনু, এদিকে তাকা।

বেণু ॥ কি হলো ?

জগা ॥ তাকানা এদিকে।

(বেণু মাথা ঘুরিয়ে খামটা দেখতে পায়। সে উঠে দাঁড়ায়।)

বেণু ॥ কী ওটা ?

জগা ॥ জানি না।

বেণু ॥ কোথেকে এলো ?

জগা ॥ দরজার নীচে দিয়ে।

বেণু ॥ জিনিষটা কি ?

জগা ॥ জানলে তো বলবো।

(দুজনেই সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে)

বেণু ॥ তোল ওটাকে।

জগা ॥ তার মানে ?

বেণু ॥ ওটাকে তুলে আন।

(জগা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে খামটা তোলে)

—কী ওটা ?

জগা ॥ একটা খাম।

বেণু ॥ ওপরে কিছু লেখা আছে ?

জগা ॥ না।

বেণু ॥ মুখটা বন্ধ ?

জগা ॥ হ্যাঁ।

বেণু ॥ খোল ওটাকে।

জগা ॥ এঁ্যা ?

বেণু ॥ ওটাকে খোল

(জগা খামট খুলে ভেতরে দেখে)

—কী আছে ওর মধ্যে ?

[জগা খামটা উপুড় করে বারোটা দেশলাই-এর কাঠি ঢালে অন্য হাতে]

জগ ॥ দেশলাই-এর কাঠি।

বেণু ॥ দেশলাই-এর কাঠি ?

জগা ॥ হ্যাঁ।

বেণু ॥ দেখি।

(জগ খামটা দেয়। বেণু সেটাকে পরীক্ষা করে।)

—ওপরে কিছু লেখা নেই। একটা কথাও না।

জগা ॥ ব্যাপারটা অদ্ভুত না ?

বেণু ॥ দরজার নীচে দিয়ে এটা এলো ?

জগা ॥ নিশ্চয়ই তাই এসেছে।

বেণু ॥ যা তো দেখি।

জগা ॥ কোথায় যাবো ?

বেণু ॥ দরজাটা খুলে দেখনা—বাইরে কাউকে ধরতে পারিস কিনা।

জগা ॥ কে, আমি ?

বেণু ॥ যা বলছি !

[জগা তার দিকে একটু তাকিয়ে থাকে, কাঠিগুলো পকেটে রাখে, বিছানার কাছে যায় এবং বালিশের তলা থেকে একটা রিভলভার বার

করে। দরজার কাছে গিয়ে সেটাকে খোলে, বাইরে তাকায়, বন্ধ করে দেয়।]

জগা ॥ কেউ নেই। (রিভলভারটা আগের জায়গায় রেখে দেয়।)

বেণু ॥ কি দেখলি ?

জগা ॥ কিছু না।

বেণু ॥ খুব তাড়াতাড়ি কাজ সেরেছে বলতে হবে।

(জগা পকেট থেকে কাঠিগুলো বার করে সেগুলো দেখে।)

জগা ॥ আর যাই হোক, এগুলো কাজে লাগবে।

বেণু ॥ হ্যাঁ।

জগা ॥ লাগবে না ?

বেণু ॥ তা লাগবে। তোর তো থেকে থেকেই কাঠি ফুরিয়ে যায়।

জগা ॥ যখন তখন।

বেণু ॥ তাহলে ওগুলো কাজে লাগবে।

জগা ॥ হ্যাঁ।

বেণু ॥ কি লাগবে না ?

জগা ॥ হ্যাঁ, এগুলো আমার কাজে দেবে।

বেণু ॥ কাজে দেবে ?

জগা ॥ হ্যাঁ।

বেণু ॥ কেন ?

জগা ॥ কারণ আমাদের একটাও কাঠি নেই।

বেণু ॥ এখন তো কয়েকটা কাঠি পেলি, নাকি ?

জগা ॥ হ্যাঁ, এবার কেত্‌লীটা জ্বালাতে পারবো।

বেণু ॥ তোর সব সময়ে কাঠির অভাব। কতগুলো আছে ওখানে ?

জগা ॥ ডজন খানেক।

বেণু ॥ হারাসনা ওগুলো। মাথাটা আবার লাল দেখছি। তারমানে জ্বালাবার জন্যে দেশলাইএর দরকার নেই।

(জগা একটা কাঠি দিয়ে কান খোঁচায়)

—(হাতে থাপ্পড় মেরে) নষ্ট করছিস কেন ? যা—জ্বালা গিয়ে !

জগা ॥ এঁ্যা ?

বেণু ॥ জ্বালা গিয়ে।

জগা ॥ কি জ্বালাবো ?

বেণু ॥ কেত্‌লীটা

জগা ॥ বলতে চাইছিস—স্টোভটা।

বেণু ॥ কে বলতে চাইছে ?

জগা ॥ তুই।

বেণু ॥ (চোখদুটো কুঁচকে) কি বলতে চাস তুই ? আমি স্টোভটা বলতে চাইছি মানে ?

জগা ॥ মানে তুই আসলে বলতে চা'স স্টোভটা, তাই না ?

বেণু ॥ (জোরে) আমি যদি বলি কেত্‌লীটা জ্বালা, তাহলে তার মানে কেত্‌লীটা জ্বালানো।

জগা ॥ কিন্তু কেত্‌লী কি কখনো জ্বালানো যায় ?

বেণু ॥ ওটা একটা কথার কথা। কেত্‌লীটা জ্বালানো মানে কি সত্যিই কেত্‌লীটা জ্বালানো ?

জগা ॥ এরকম কোনো কথার কথা তো আগে শুনিনি।

বেণু ॥ আশ্চর্য্য ! এটা তো খুব সাধারণ একটা কথা—হরদম বলা হয়।

জগা। আমার মনে হচ্ছে তুই ভুল করছিস।

বেণু ॥ (ভয় দেখানোর মতো করে) তার মানে ?

জগা ॥ কথায় বলে—কেত্‌লীটা চাপা।

বেণু ॥ (টানটান হয়ে) কে বলে ?

(দুজনে দুজনের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে থাকে, জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়।)

—(ইচ্ছে করে) আমি আমার জীবনে কখনো কাউকে বলতে শুনিনি—কেত্‌লীটা চাপা।

জগা ॥ আমি বাজি ফেলে বলতে পারি—আমার মা বলতো।

বেণু ॥ মা? তোর মার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে কবে?

জগা ॥ জানি না—তা হবে প্রায়—

বেণু ॥ তাহলে? মার কথা তুলছিস কেন?

(আবার কট্‌মট্‌ করে তাকায়)

—জগা, আমি অন্যায় কোনো কথা বলছি না খালি একটা জিনিষ তোকে বোঝাতে চাইছি।

জগা ॥ তা ঠিক, কিন্তু—

বেণু ॥ আমাদের দুজনের মধ্যে বড়ো পার্টনার কে? আমি না তুই?

জগা ॥ তুই।

বেণু ॥ আমি তোর ভালোর কথা ভেবেই বলছি—তোকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

জগা ॥ হ্যাঁ. কিন্তু আমি জীবনে কাউকে বলতে শুনিনি—

বেণু ॥ (প্রচণ্ড জোরে) স্টোভটা জ্বালা কেউ বলে না। স্টোভটা জ্বলে কেন শুনি?

জগা ॥ স্টোভ কেন জ্বলে—

বেণু ॥ (দুহাত দিয়ে গলা টিপে ধরে) পাঁঠা। কেত্‌লীটাকে গরম করার জন্যে।

জগা ॥ (গলা থেকে বেণুর হাত ছাড়াতে ছাড়াতে , ঠিক আছে, ঠিক আছে। (চুপচাপ)

বেণু ॥ কি হলো? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

জগা ॥ জলে কিনা একবার দেখা দরকার।

বেণু ॥ কী?

জগা কাঠিগুলো। (সে চ্যাপ্টানো দেশলাইএর বাক্সটার গায়ে একটা কাঠি ঘষে) উঁহু। (বাক্সটা খাটের তলায় ফেলে দেয়। বেণু তার দিকে তাকিয়ে থাকে।) কাউবয়দের মতো জুতোয় একবার ঘষে দেখবো? (বেণু তাকিয়েই থাকে। জগা জুতোর গায়ে একটা কাঠি ঘষে। বারুদটা জলে ওঠে)—এই তো জলেছে।

বেণু ॥ (ক্লান্তভাবে) কেতলীটা চাপাবি দয়া করে। (বেণু নিজের বিছানার কাছে চলে যায়, কিন্তু কী বলেছে হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় থেমে যায় এবং জগার দিকে ঘোরে। দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। জগা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় বাঁদিক দিয়ে। বেণু কাগজটাকে বিছানায় আছড়ে ফেলে তার ওপর বসে। দুহাতের মধ্যে মাথাটা গোঁজে।)

জগা ॥ (ঢুকতে ঢুকতে) জলছে।

বেণু ॥ কী?

জগা ॥ স্টোভটা (জগা নিজের বিছানার ওপর বসে) আমি খালি ভাবছি—আদ্ধ রাত্তিরে কার পালা।

(চুপচাপ)

জগা ॥ এই। অনেকক্ষণ ধরে তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছি।

বেণু ॥ (বিছানায় পা তুলে নিয়ে) ওঃ—ভগবান!

জগা ॥ না না, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

(জগা উঠে বেণুর বিছানায় বসতে যায়)

বেণু ॥ এই, এই আমার বিছানায় বসছিস কেন?

(জগা বসে পড়ে)

—তোর কি হয়েছে বলতো? একটার পর একটা প্রশ্ন করেই চলেছিস? তোর হয়েছেটা কি?

জগা ॥ কিছু না।

বেণু ॥ এতো ফালতু প্রশ্ন তো আগে কখন করতিস না। বলো কি তোর ?

জগা ॥ না, মানে এমনিই ভাবছিলাম।

বেণু ॥ জমা দে তো! ভাবছিলাম! একটা কাজ করবার জন্যে এখানে এসেছিস—কাজটা কর, ব্যস চেপে যা। তা-না তখন থেকে খালি ভ্যাজর ভ্যাজর—

জগা ॥ ঐ তো! সেই কথাই তো ভাবছিলাম।

বেণু ॥ কী কথা ?

জগা ॥ ঐ কাজটার কথা।

বেণু ॥ কী কাজ ?

জগা ॥ (ইতস্তত করে) আমি ভেবেছিলাম হয়তো তুই জানিস। (বেণু তাকায়) না, মানে আমি—ভেবেছিলাম আর কি—যে তুই জানিস আজ রাতে কার পালা।

বেণু ॥ কার কিসের পালা ?

(পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে)

জগা ॥ (বেশ খানিকক্ষণ পরে) আজ কার পালা।

(চুপচাপ)

বেণু ॥ তোর শরীর-পাতি ঠিক আছে তো ?

জগা ॥ নিশ্চয়ই।

বেণু ॥ তবে যা—চা বানা।

জগা ॥ হ্যাঁ, যাই। (জগা বেরিয়ে যায়। বেণু তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে বালিসের তলা থেকে তার রিভলভারটা বার করে এবং গুলি আছে কিনা দেখে। জগা ফিরে আসে)—ষ্টোভটা নিভে গেছে।

বেণু ॥ সে কি! কী করে ?

জগা ॥ কেরাসিন নেই।

বেণু ॥ মরেছে! আমার কাছে তো পয়সা নেই।

জগা ॥ আমার কাছেও নেই।

বেণু ॥ তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

জগা ॥ কিসের অপেক্ষা?

বেণু ॥ উমেশের অপেক্ষা।

জগা ॥ ও তো নাও আসতে পারে। হয়তো একটা খবর পাঠিয়ে দেবে। ও নিজে তো সব সময় আসে না।

বেণু ॥ কী আর করা। চা খাওয়া হবে না।

জগা ॥ ড্যুব মাইরী।

বেণু ॥ আচ্ছা যা—পরে তোকে এক কাপ চা খাওয়াবো। —কি হলো?

জগা ॥ কিন্তু আমার যে আগে খেতে ইচ্ছে করে।

(বেণু রিভলভার আলোতে তুলে ধরে পালিশ করতে থাকে)

বেণু ॥ নে নে, তৈরী হযে নে।

জগা ॥ হবো এখন। আমার ভাগে যেটুকু টাকা পড়ে, তার পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। (বিছানা থেকে চায়ের একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে ফেলে দেয়) ও যখন আসবে তখন ওর কাছে একটা টাকা অন্তত থাকবে, কি বল? অবিশ্যি যদি আসে। ওর নিজের কাছে টাকা রাখতে তো কোনো অসুবিধে নেই। তাছাড়া এ বাড়ীটা ওর। স্টোভে যাতে এক কাপ চা করার মতো কেরাসিন থাকে সেটা অন্তত ওর দেখা উচিৎ ছিলো।

বেণু ॥ তুই কি করে জানলি যে বাড়ীটা ওর?

জগা ॥ ওর নয়?

বেণু ॥ ও হয়তো ভাড়া নিয়েছে। এটা ওর নিজের বাড়ী হতেই হবে—তেমন কোনো কথা নেই।

জগা ॥ আমি জানি এটা ওর নিজের বাড়ী। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি এই গোটা বাড়ীটাই ওর—নিজের। অথচ আজকাল স্টোভে কেরাসিনটুকু পর্যান্ত রাখে না। (জগা বিছানার ওপর বসে) এটা নির্ঘাৎ ওর নিজের বাড়ী। অন্য বাড়ীগুলোর কথা ভেবে দেখ্ না। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ীটাতে গিয়ে পৌঁছেছি—দেখেছি চাবিটা ঠিক রাখা আছে, চায়ের পট, কাপ ডিস সব সুন্দর সাজানো আছে—ধারে-কাছে কোথাও জনপ্রাণী নেই—(একটু থেমে) আচ্ছা একটা জিনিষ কখনো খেয়াল করেছিস—কেউ কোনোদিন কিছু শুনতে পায় না? বেশী চেল্লাচল্লি হয়েছে বা ঐরকম কোনো কথা কেউ আমাদের সম্পর্কে বলেছে কখনো? একটা মানুষেরও দিকি দেখতে পাইনি কোনোদিন—খালি যাব আসবাব পাতা সে ছাড়া খেয়াল করেছিস? আশ্চর্য্য ব্যাপার। দেওয়ালগুলো সাউণ্ড প্রুফ, না কি। (বিছানার ওপরকার দেওয়ালটা ছুঁয়ে দেখে) বোঝা যাচ্ছে না আমাদের একমাত্র কম্মো—অপেক্ষা করা, বস ? আদ্দেকের বেশী দিনই উমেশবাবুর দর্শনটুকুও পাওয়া যায় না।

বেণু ॥ ও দর্শন দেবে কেন? কতো ব্যস্ত লোক

জগা ॥ (চিন্তিতভাবে) জানিস বেণু খালি দেখেছি ওর সঙ্গে কথা বলা ভীষণ শক্ত। আমার ভীষণ অসুবিধে হয়।

বেণু ॥ আরে বাদ দেন

(চুপচাপ)

জগা ওকে আমার অনেকগুলো কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হলে কিছুতেই হয়ে ওঠে না।

(চুপচাপ)

আমি এর আগের বারেরটার কথা ভাবছিলাম।

বেণু ॥ কী আগের বারেরটা?

জগা ॥ সেই মেয়েটা।

(বেণু ঝপ্ করে কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে থাকে)

(উঠে দাঁড়িয়ে বেণুর দিকে তাকিয়ে) কাগজটা কতোবার করে পড়া হোলো ?

(বেণু সশব্দে কাগজটা রেখে উঠে দাঁড়ায়)

বেণু ॥ (রেগে) তার মানে ?

জগা ॥ না, এমনিই ভাবছিলাম কাগজটা তুই কতো বার করে—

বেণু ॥ ব্যাপারটা কি ? তুই কি আমার পেছনে লাগার চেষ্টা করছিস ?

জগা ॥ না না, আমি শুধু—

বেণু ॥ কানের ফুটোর ওপর এ্যায়সা একটা থাপ্পড় লাগাবো—বাজে কথা বলা বেরিয়ে যাবে।

জগা ॥ কি মুস্কিল ! এই বেণু শোন—

বেণু ॥ আমি কিছু শুনতে চাই না। (যেন ঘরটাকে বলছে) কতোবার করে আমি—? আমার ইচ্ছে হলে আমি সাতানব্বই বার করে কাগজটা পড়বো। তোর তাতে কি ?

জগা ॥ আহা, আমি সে কথা বলতে চাইনি।

বেণু ॥ আবে যা, কুরছিলি করে যা তো। নিজের চরকায় তেল দে। (বেণু বিছানায় ফিরে আসে)

জগা ॥ আমি খালি সেই মেয়েটার কথা ভাবছিলাম। (জগা বিছানায় বসে) দেখতে সাজ্যাতিক একটা ভালো ছিলো না—তবু। ব্যাপারটা যাচ্ছেতাই হয়েছিলো, না ? একেবারে ছড়াবড়া কাণ্ড। মাইরী ঐ রকম ঘরময় নোংরা আর কোনোবার হয়নি মেয়েরা ব্যাটাছেলেদের মতো শক্ত নয়। নরম মাংস তো, মেয়েটা কেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিলো, তাই না ?—ও ! সেই কবে থেকে তোকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছি।

(বেণু উঠে বসে চোখদুটো চেপে ধরে)

আমরা চলে যাওয়ার পর মালটা সাফ করে কে? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছা করে। অবিশ্যি এমন হতে পারে যে সাফই করা হয় না। মালগুলোকে হয়তো যেমনকার তেমনি ফেলে রেখে দেয়। তোর কি মনে হয়, বেণু? আচ্ছা আমরা মোট কতগুলো কাজ করেছি? দ্যুর মাইরী, ও গুনে শেষ করতে পারবো না। আমরা চলে আসার পর যদি কোনটাকেই সাফ্ না করে থাকে?

বেণু ॥ (করুণা করে) তুই আচ্ছা বন্ধু। তুই ভাবছিস যে আমরাই এই কোম্পানীর একমাত্র লোক? চেতং। সমস্ত রকম কাজের জন্যে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেণ্ট আছে ওদের।

জগা ॥ তার মানে বলছিস পরিষ্কার করার লোক থেকে নোংরা করার লোক পর্যন্ত সব?

বেণু ॥ তুই আচ্ছা বোদা মাইরী।

জগা ॥ না, মানে ঐ মেয়েটার কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনে পড়ে গেলো—

[দুটো বিছানার মাঝখানের দেওয়ালের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ হতে থাকে —কী যেন একটা নেমে আসছে। দুজনেই ঝটিতি রিভলবার বাগিয়ে ধরে লাফিয়ে ওঠে এবং দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। শব্দটা থেমে যায়। নিস্তব্ধতা। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকায়। বেণু দেওয়ালের দিকে sharply ইঙ্গিত করে। জগা ধীরে ধীরে দেওয়ালের দিকে এগোয়। রিভলভার দিয়ে দেওয়ালটা ঠোকে। ফাঁপা। বেণু শক্ত হাতে রিভলভার ধরে তার বিছানার মাথার দিকে এগোয়। জগা রিভলভারটা নিজের বিছানায় রেখে দেওয়ালে হাত বোলায়। একটা ধার খুঁজে পেয়ে সে দেওয়ালের একটা ফালি তুলে ফেলে। রেস্তরাঁর খাবার যোগান দেবার জন্যে যে রকম থাকে, সেই রকম একটা কোণা বেরিয়ে পড়ে—"নির্বাক যোগালের" মতো। তার মধ্যে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা খোলা বাক্স দেখা যায়। জগা

বাক্সটার মধ্যে উঁকি মারে। সে এক টুকরো কাগজ বের করে আনে।]

বেণু ॥ কী ওটা ?

জগা ॥ পড়ে দেখ।

বেণু ॥ তুই পড়।

জগা ॥ (প'ড়ে) দুটো ভাত আর সরষে ইলিশ, দুটো লস্যি—চিনি ছাড়া।

বেণু ॥ দেখি। (কাগজটা নেয়)

জগা ॥ (আপন মনে) দুটো লস্যি—চিনি ছাড়া।

বেণু ॥ হুঁ।

জগা ॥ কী ?

বেণু ॥ আমার মনে হয়—

[বাক্সটা ওপরে উঠে যায়। বেণু রিভলবারটা তাক করে।]

জগা ॥ একি রে ! একটু সময় দেবে তো আমাদের। ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে এসেছে যেন।

[বেণু আবার পড়ে কাগজটা। জগা তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।]

ব্যাপারটা—ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত, না ?

বেণু ॥ (সঙ্গে সঙ্গে) মোটেই না। অদ্ভুতের কী আছে ? এখানে হয়তো একটা রেস্টুরেণ্ট ছিলো আগে। ওপর তলায়। এসব জায়গা খুব ঘনঘন হাত বদল হয়।

জগা ॥ রেস্টুরেণ্ট ?

বেণু ॥ হ্যাঁ।

জগা ॥ তারমানে তুই বলছিস এই নীচের তলাটা রান্নাঘর ছিলো ?

বেণু ॥ হতেই পারে। এসব জায়গা রাতারাতি হাত বদল হয়ে যায়। মানে

লালবাতি জ্বলে আরকি। মালিকরা দেখে যে এর থেকে আর লাভ হচ্ছে না—ব্যস্, ছেড়ে চলে যায়।

জগা ॥ তার মানে এর আগে যারা এই জায়গাটা চালাচ্ছিলো তাদের লোকসান হচ্ছিলো, আর তাই তারা ছেড়ে পালিয়েছে ?

বেণু ॥ নিশ্চয়ই।

জগা ॥ তাহলে এখন এর ম্যালিক কে ?

[চুপচাপ]

বেণু ॥ 'মালিক কে' মানে ?

জগা ॥ মানে এখন এটা কার ?—আগে যারা ছিলো তারা যদি চলে গিয়ে থাকে, তাহলে তারপর কে এসেছে ?

বেণু ॥ সে এখন দেখতে হবে—

[ঘট্-ঘট্-ঘটাং করে বাক্সটা নেমে আসে। বেণু রিভলভার তাক করে। জগা বাক্সের ভেতর থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে।]

জগা ॥ (প'ড়ে) কই মাছের ঝোল, মেটের দোপেঁয়াজী, চাট্নী। (একটুক্ষণ চুপচাপ। জগা বেণুর দিকে তাকায়। বেণু কাগজটা নিয়ে পড়ে। সে আস্তে আস্তে ফোঁকড়টার দিকে এগিয়ে যায়। জগাও পিছু পিছু এগোয়। বেণু ফোঁকড়টার মধ্যে দেখে কিন্তু ওপরে তাকায় না। জগা বেণুর কাঁধে হাত রাখে। বেণু ঝট্কা মেরে হাতটা সরিয়ে দেয়। জগা সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঠোঁটে 'চুপ!' বলার ভঙ্গীতে আঙুল রাখে। সে ফোঁকড়টার মধ্যে ঝুঁকে পড়ে চট্ করে ওপরে তাকায়। বেণু আতঙ্কিত হয়ে তাকে এক ঝট্কায় সরিয়ে দেয়। সে আবার কাগজটা পড়ে। তারপর রিভলভারটা বিছানায় ফেলে দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—)

বেণু ॥ কিছু পাঠানো দরকার ওপরে।

জগা ॥ এ্যাঁ ?

বেণু ॥ আমাদের কিছু পাঠানো উচিত।

জগা ॥ ও হ্যাঁ ঠিক। হয়তো তাই করাই উচিত।

[এই সিদ্ধান্তে এসে দুজনেই বেশ স্বস্তি বোধ করে]

বেণু ॥ (উদ্দেশ্যমূলক ভাবে) তাড়াতাড়ি কর। তোর ঐ থলেটায় কী আছে ?

জগা ॥ তেমন কিছু না। (জগা ফোঁকড়টার কাছে গিয়ে ওপরে তাকিয়ে চীৎকার করে) এক মিনিট দাঁড়ান।

বেণু ॥ চেঁচাস না।

[জগা ব্যাগের ভেতরের জিনিসগুলোকে যাচাই করে একে একে বের করে আনে।]

জগা ॥ বিস্কুট। একটা গোটা চকলেট। একটা ছোট বোতল দুধ।

বেণু ॥ ব্যস ?

জগা ॥ এক প্যাকেট চা।

বেণু ॥ বাঃ।

জগা ॥ চায়ের প্যাকেটটা পাঠানো যাবে না। ও ছাড়া আর চা নেই আমাদের।

বেণু ॥ লাভটা কি ? স্টোভে তেল তো নেই। চায়ের প্যাকেট নিয়ে করবি কি ?

জগা ॥ ওরা হয়তো কিছু পয়সা পাঠিয়ে দেবে আমাদের।

বেণু ॥ আর কি আছে ?

জগা ॥ (ব্যাগ থেকে বের করতে করতে) একটা আমসত্ত।

বেণু ॥ আমসত্ত ?

জগা ॥ হ্যাঁ।

বেণু ॥ তোর কাছে আমসত্ত আছে একথা বলিসনি তো ?

জগা ॥ বলিনি বুঝি ?

বেণু ॥ একটা কেন? আমার জন্যে আনিস নি?

জগা ॥ তুই খেতে চাইবি ভাবিনি।

বেণু ॥ যাক্‌গে। একটা আমসত্ত তো আর পাঠানো যাবে না।

জগা ॥ কেন?

বেণু ॥ ওঘর থেকে একটা প্লেট নিয়ে আয়।

জগা ॥ ঠিক আছে (বাঁদিকের দরজার কাছে গিয়ে থেমে যায়) তার মানে তুই বলেছিস আমসত্তটা আমি রেখে দিতে পারি?

বেণু ॥ রেখে দিবি?

জগা ॥ ওরা তো আর জানেনা যে আমাদের কাছে আমসত্ত আছে।

বেণু ॥ সেটা কোনো কথা নয়।

জগা ॥ ওটা আমি রেখেই দিই না?

বেণু ॥ না, রাখতে পারবি না। প্লেটটা নিয়ে আয়।

[জগা বেরিয়ে যায়। বেণু ব্যাগের ভেতরটা দেখে। এক প্যাকেট চানাচুর বের করে আনে। জগা প্লেট হাতে ঢোকে।]

বেণু ॥ (প্যাকেটটা তুলে ধরে অভিযোগের ভঙ্গীতে) এটা কোত্থেকে এলো?

জগা ॥ কো-কোনটা?

বেণু ॥ কো-কোনটা? এই চানাচুরের প্যাকেটটা? এলো কোত্থেকে?

জগা ॥ কোথায় পেলি ওটা?

বেণু ॥ (ঘাড়ে থাপ্পড় মেরে) ন্যাকামী! আমার সঙ্গে চালাকী করছো?

জগা ॥ ওগুলো আমি শুধু মালের সঙ্গে খাই।

বেণু ॥ বটে! মাল পাচ্ছিস কোত্থেকে?

জগা ॥ মানে, মাল পেলে তখন খাবো বলে জমিয়ে রাখছিলাম।

বেণু ॥ আমার মনে থাকবে এটা। প্লেটের ওপর সব জিনিষগুলো রাখ।

[প্লেটের ওপর সমস্ত কিছু ডাঁই করে দুজনে। বাক্সটা প্লেট ছাড়াই উঠে যায়।]

এক মিনিট!

[দুজনে দাঁড়িয়ে থাকে]

জগা ॥ উঠে গেছে।

বেণু ॥ তোর দোষে। ক্যাবলা কোথাকার!

জগা ॥ এখন কি করা যাবে?

বেণু ॥ যতক্ষণ না আবার নেমে আসে হাঁ করে বসে থাকতে হবে। (প্লেটটা বিছানার ওপর রাখে। রিভলভারটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে) এইবেলা তৈরী হয়ে নে।

[জগা নিজের বিছানার কাছে যায়। রিভলভারটা গুঁজতে গুঁজতে বলে—)

জগা ॥ এই বেণু।

বেণু ॥ কী?

জগা ॥ কী হচ্ছে বলতো ব্যাপারটা?

(চুপচাপ)

বেণু ॥ কিসের কি হচ্ছে?

জগা ॥ এটা রেস্টুরেণ্ট হবে কি করে?

বেণু ॥ আগে রেস্টুরেণ্ট ছিলো।

জগা ॥ তুই ওঘরের উনুনটা দেখেছিস?

বেণু ॥ না, কি হয়েছে?

জগা ॥ মাত্তর দুটো তোলা উনুন রয়েছে।

বেণু ॥ তো?

জগা ॥ দুটো তোলা উনুনে কতটুকু রান্না হবে? এইরকম একটা চালু রেস্টুরেণ্টের তো একদম শানাবে না।

বেণু ॥ (বিরক্ত হয়ে) সেইজন্যেই তো খাবার পাঠাতে এতো দেরী হয়। (কোটটা বিছানা থেকে তুলে নেয়)

জগা ॥ হ্যাঁ, কিন্তু ধর আমরা যখন এখানে থাকবো না তখন কি হবে? তখন

ওরা কি করবে? কেবল এত্তো এত্তো অর্ডার নেমে আসবে; কিন্তু কিস্সু ওপরে পৌঁছাবে না কে জানে—হয়তো বছরের পর বছর এই রকমই চলে আসছে।

(বেণু কোটটা ঝাড়তে থাকে)

বল—আমরা চলে গেলে কি হবে?

(বেণু কোটটা চাপায়)

এরকম করে তো ব্যবসা চলবেনা।

(বাক্সটা নেমে আসে। দুজনে ঘুরে দাঁড়ায়। জগা বাক্সটার ভেতর থেকে একটা চিরকুট বের করে আনে)

জগা ॥ (পড়ে) মুর্গ মুঘলে-আজম, আনব-ই-শাহী কোফ্‌তা—

বেণু ॥ মোগলাই খানা।

জগা ॥ তাই মনে হচ্ছে?

বেণু ॥ হ্যাঁ তাই।

জগা ॥ হাই কেলাস ব্যাপার বল?

বেণু ॥ নে, তাড়াতাড়ি কর। নয়তো আবার উঠে যাবে।

জগা ॥ (প্লেটটা বাক্সর ওপর রেখে জানলা দিয়ে ওপরে মুখ বাড়িয়ে চেঁচায়) সাতটা থিন এ্যারারুট, তিনটে ডাইজেস্‌টিং, এক প্যাকেট ব্রুক বণ্ডের রেড লেবেল, এক প্যাকেট রামবাবুর চানাচুর, আমসত্ত্ব কাগজে মোড়া, একটা গোটা চক্‌লেট!

বেণু ॥ ক্যাডবেরীর।

জগা ॥ (ওপরের দিকে) ক্যাডবেরীর।

বেণু ॥ (দুধের বোতলটা দিয়ে) এক বোতল দুধ।

জগা ॥ (ওপরের দিকে) এক বোতল দুধ। ছোট বোতল। (লেবেলটা দেখে) হরিণঘাটার। (বোতলটা বাক্সের মধ্যে রাখে।)

(বাক্স ওপরে উঠে যায়)

—খুব জোর ম্যানেজ হয়েছে।

বেণু ॥ ওরকম করে চেঁচাচ্ছিলি কেন?

জগা ॥ কেন, কি হয়েছে?

বেণু ॥ রেস্টুরেন্টে ওরকম করে চেঁচায় না। (বেণু নিজের বিছানার কাছে যায়) যাক্, আপাততঃ ওতেই চলে যাবে।

জগা ॥ তোর তাই ম.ন হয়?

বেণু ॥ তুই তৈরী হয়ে নিবি? যে কোনো মুহূর্তে ডাক আসবে।

(জগা কোট পরে। বেণু বিছানায় শুয়ে পড়ে ছাতের দিকে তাকায়)

জগা ॥ আচ্ছা জায়গায় এসেছি বাবা। না চা, না বিস্কুট।

বেণু ॥ কেবল সঁাটালে মানুষ কুঁড়ে হয়ে যায়। তুই বুঝতে পারিস যে তুই কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছিস? কাজের ব্যাপারে তুই ঢিলে দিতে চাস না কি?

জগা ॥ কে? আমি?

বেণু ॥ হ্যাঁ তুই। ঢিলে—একেবারে ঝুল।

জগা ॥ কে? আমি—ঝুল?

বেণু ॥ না তো কি? বন্দুকটা দেখে নিয়েছিস? বন্দুকটা পর্যান্ত ঠিক আছে কি না তুই দেখে নিস নি। ওটাকে জীবনে কখনো পালিশ করেছিস?

(জগা বিছানার চাদরের ওপর রিভলভারটাকে ঘষতে আরম্ভ করে। বেণু পকেট থেকে একটা আয়না বার করে চুলটা ঠিক করে)

জগা ॥ আমি খালি ভাবছি রাধুনীটা গেলো কোথায়। এইরকম ঘনঘন অর্ডার সামলাবার জন্যে আসলে তো একটার বেশী—মানে কয়েকজন রাঁধুনী থাকার কথা। হয়তো এই দুটো ছাড়াও আরও গোটাকয়েক বড়ো উনুন ছিলো। হ্যাঁরে বলা যায় না ঐ বারান্দার ওপাশে আরেকটা রান্নাঘরও হয়তো আছে।

বেণু ॥ আছেই তো। তুই জানিস একটা মুর্গ মুঘল-ই আজম বানাতে কত কিছু লাগে?

জগা ॥ না। কি লাগে ?

বেণু ॥ একটা মুর্গ মুঘল-ই আজম বানাতে—একটু ভাব না, বুদ্ধিটা খেলা।

জগা গোটাকয়েক রাঁধুনী লাগে, তাই না ? (রিভলভার কোমরে গুঁজে) এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায় ততোই মঙ্গল। (কোটটা চাপায়) আচ্ছা, ও যোগাযোগ করছে না কেন ? আমার মনে হচ্ছে যেন কয়েক বছর ধরে এখানে আছি।

(রিভলভারটা বের করে গুলি আছে কিনা পরীক্ষা করে)

আমরা কক্ষনো ওকে ঝোলাই নি, বল ? কক্ষনো ঝোলাই নি। কথাটা এই সেদিন ভাবছিলাম আমি। আমরা খুব বিশ্বাসী, বল ?

(রিভলভারটা আবার কোমরে গোঁজে) তবু আজ রাতের কাজটা শেষ হলে আমার নিশ্চিন্তি লাগবে। (কোটটা ঝাড়ে) আজকের লোকটা আবার উত্তেজিত হয়ে কোনোকিছু করে না বসে। কেমন যেন মেজাজ পাচ্ছিনা আজ। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে।

(একটু চুপচাপ। তারপর বাক্সটা নেমে আসে। বেণু লাফিয়ে ওঠে। জগা চিরকুটটা বের করে আনে)

জগা ॥ (পড়ে) একটা আলু-পটলের ডালনা, একটা চিকেন কারী, এক প্লেট ভাজা মটরশুঁটি।

বেণু ॥ মটরশুঁটি ?

জগা ॥ হ্যাঁ।

বেণু ॥ খেয়েছে !

জগা ॥ কোনটা দিয়ে সুরু করবো ভেবে পাচ্ছিনা। (বাক্সটার দিকে ফিরে তাকায়। চায়ের প্যাকেটটা তার মধ্যে রয়েছে। জগা প্যাকেটটা বের করে আনে) চায়ের প্যাকেটটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে।

বেণু ॥ (শঙ্কিত ভাবে) এই মরেছে। এটা করলো কেন ?

জগা ॥ এখন হয়তো চা খাবার সময় নয়।

(বাক্সটা উঠে যায়। স্তব্ধতা।)

বেণু ॥ (বিছানার ওপর চায়ের প্যাকেটটা ফেলে উত্তেজিত ভাবে) শোন, ওদের বলে দেওয়া ভালো।

জগা ॥ কী বলবি ?

বেণু ॥ যে আমরা এসব দিতে পারবো না। এসব নেই আমাদের কাছে।

জগা ॥ ঠিক আছে, বলে দে।

বেণু ॥ তোর পেনসিলটা দেখি। একটা চিরকুট লিখে দিই। (জগা পেন্সিল আনবার জন্যে ঘুরেই কথা বলার নলটা দেখতে পায়। নলটা জানালার ডান পাশে ঝুলছে—জগার বিছানার দিকে তার মুখটা।)

জগা ॥ আরে! এটা কী ?

বেণু ॥ কোন্‌টা ?

জগা ॥ এইটা।

বেণু ॥ (ভালো করে দেখে) এটা তো একটা কথা-বলার নল বলে মনে হচ্ছে।

জগা ॥ এটা কতোক্ষণ ধরে ঝুলছে ওখানে ?

বেণু ॥ এই তো চাই। ফোঁকড দিয়ে না চেঁচিয়ে আমাদের এইটা কাজে লাগানো উচিৎ ছিলো।

জগা ॥ আশ্চর্য তো। আগে দেখতে পাইনি।

বেণু ॥ ঠিক আছে, এবার কাজ কর।

জগা ॥ কী করবো।

বেণু ॥ দেখতে পাচ্ছিস! ওটা একটা হুইসেল।

জগা ॥ এইটা ?

বেণু ॥ হ্যাঁ, ওটাকে বের কর। টেনে বের করে নে।
(জগা বের করে নেয়) এই তো, হয়েছে।

জগা ॥ এবার কি করবো ?

বেণু ॥ ওটাতে ফুঁ দে।

জগা ॥ ফুঁ দেবো ?

বেণু ॥ হ্যাঁ, এখানে ফুঁ দিলে ওপরে বাজবে। ওরা তখন বুঝতে পারবে যে তুই কথা বলতে চাস। ফোঁক্।

(জগা ফোঁকে। স্তব্ধতা।)

জগা ॥ (নলটা মুখের কাছে ধরে) কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো !

বেণু ॥ এবার কথা বল। নলটায় মুখে লাগিয়ে কথা বল।

(জগা বেণুর দিকে তাকায়। তারপর নলটা মুখে লাগিয়ে বলে)

জগা ॥ এক ফোঁটাও ঘি নেই !

বেণু ॥ আমাকে দে ! (জগার হাত থেকে নলটা কেড়ে নেয়। অত্যন্ত সমীহের ভাব নিয়ে বলে) নমস্কার। আপনাকে বিরক্ত করছি বলে কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমাদের মনে হলো—

আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো যে আমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট নেই। আমাদের যা ছিলো, সব ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর কোনো খাবার নেই এখানে। (নলটা আস্তে আস্তে কানে ফিট্ করে) আজ্ঞে ? (মুখে লাগিয়ে) আজ্ঞে ? (আবার কানে ফিট করে শোনে, বারবার মুখে লাগিয়ে) আজ্ঞে না, আমাদের যা ছিলো, সমস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। (আবার কানে দেয়। শোনে। তারপর মুখে লাগিয়ে) ও ! শুনে খুব খারাপ লাগছে। (কানে দিয়ে শুনতে শুনতে জগাকে) আমসত্তটা পচা। (আবার শুনতে শুনতে জগাকে) চকলেটটা গলে গিয়েছিলো। (আবার শুনতে শুনতে জগাকে) দুধটা টকে গিয়েছিলো।

জগা ॥ চানাচুরগুলো ? ওগুলো কেমন লেগেছে ?

বেণু ॥ (শুনতে শুনতে) বিস্কুটগুলো প্যাতপ্যাতে হয়ে গিয়েছিলো। (জগার দিকে কটমট করে তাকায়। নলটা মুখে লাগিয়ে) কি বলবো আপনাকে—

মানে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। (নলটা কানে ফিট্ করে) আজ্ঞে? (মুখে লাগিয়ে) আজ্ঞে? (কানে হ্যাঁ, হ্যাঁ। (মুখে) হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এক্ষুণি। (কানে। গলার স্বর থেমে গেছে। নলটা ঝুলিয়ে দেয়। উত্তেজিত হয়ে) কী বললো শুনলি?

জগা ॥ কী?

বেণু ॥ শুনলি ও কী বললো?—বললো—কেত্লীটা জ্বালাও। কেত্লীটা চাপাও নয়। স্টোভটা জ্বালাও বলেনি—কেত্লীট জ্বালাও বলেছে।

জগা ॥ কিন্তু কেত্লীটা জ্বালাবো কি করে?

বেণু ॥ তার মানে?

জগা ॥ মানে—স্টোভে তো কেরোসিন নেই।

বেণু ॥ হাত দিয়ে মাথায় আঘাত করে) তাহলে এখন কি করবো?

জগা ॥ কিন্তু আমাদের কেত্লী জ্বালাতে বললো কেন?

বেণু ॥ চায়ের জন্যে। এক কাপ চা চায়।

জগা ॥ ও চা চায়? আর আমি? সারারাত ধরে আমি যে এক কাপ চা চাইছি। আমাকে কে দেয়?

বেণু ॥ (হতাশ ভাবে) কী যে করবো এখন?

জগা ॥ আমরা কি খাবো শুনি?

(বেণু বিছানায় বসে, সোজা তাকিয়ে থাকে)

আমাদের কি হবে?

(বেণু বসেই থাকে)

আমারও তেষ্টা পেয়েছে। ক্ষিদে পেয়েছে। আর উনি এক কাপ চা চাইছেন। ম্যাক্সিমাম কেচ্ছা একেবারে!

(বেণুর মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়ে।)

আমাকে এখন কেউ একটু দানাপানি দিলে বর্তে যাই। তোর খবর কি? দেখে তো মনে হচ্ছে একটু কিছু খেতে পেলে মন্দ হতো না। (জগা তার

বিছানায় বসে) আমাদের যতো যা কিছু ছিলো সমস্ত কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলাম, অথচ বাবু তাতে খুশী নন। মাইরী, একথাটা একটা বেড়ালকে বলে দেখ, হেসে মরে যাবে। অতো সব খাবার ওকে পাঠাতে গেলি কেন ? (ভাবতে ভাবতে) আমিই বা পাঠালাম কেন ?

(চুপচাপ)

ওপরে বসে বসে কী সাঁটাচ্ছে কে জানে ? কিছু খাবার দাবার তো নির্ঘাৎ আছে ওদের কাছে। জানে তো—নীচে থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না। খেয়াল করেছিস—দই চায়নি একবারও। হয়তো, এক হাঁড়ি দই রয়েছে ওদের কাছে। কষা মাংস, পেঁয়াজ শশা, তেঁতুলের আচার।

(চুপচাপ)

ডিম সেদ্ধ।

(চুপচাপ)

সব—সবকিছু। হয়তো বোতল কয়েক মালও আনিয়েছে। হয়তো মেজাজের মাথায় আমার চানাচুরগুলো চিবোচ্ছে মাল খেতে খেতে। চানাচুরগুলো কেমন ছিলো কিছু বলেনি না ? বলবে কেন, দিব্যি সাঁটছে যে ওগুলো। ওরা ওপরে বসে আমরা কি পাঠাবো তার জন্যে হা করে আছে ভেবেছিস ? ঘণ্টা। ওরা জানে যে বসে থেকে কোনো লাভ নেই

(চুপচাপ)

দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে।

(চুপচাপ)

আর উনি চা চাইছেন।

(চুপচাপ)

ঠাট্টাটা একটু কড়াপাকের হয়ে গেলো। (বেণুর দিকে তাকায়। উঠে তার কাছে যায়) তোর হলো কি ? কেমন যেন ফুস্ হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে ? আমারও নিজেকে কেমন বোকচন্দর বলে মনে হচ্ছে।

(বেণু সোজা হয়ে বসে)

বেণু ॥ (নীচু গলায়) সময় চলে যাচ্ছে।

জগা ॥ জানি। খালি গেটে 'কাজ' করতে আমার ভালো লাগেনা।

বেণু ॥ (ক্লান্তভাবে) একটু চুপ কর। কী করতে হবে শুনে নে।

জগা ॥ কি দরকার ? আমরা সব সময়ে ঐ একই ভাবে কাজ করি তো, করি না ?

বেণু ॥ শুনে নে আমার কাছে কী করতে হবে।

[জগা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেণুর পাশে গিয়ে বসে। নির্দেশগুলো যান্ত্রিকভাবে বলা এবং পুনরাবৃত্তি করা হবে।]

—ডাক এলেই তুই গিয়ে দরজার পেছনে দাঁড়াবি।

জগা ॥ দরজার পেছনে দাঁড়াবো

বেণু ॥ দরজায় যদি টোকা দেয়, তুই সাড়া দিবি না।

জগা ॥ টোকা দিলে সাড়া দেবো না।

বেণু ॥ কিন্তু দরজায় টোকা দেবে না।

জগা ॥ আমিও সাড়া দেবো না।

বেণু ॥ লোকটা ভেতরে এলে—

জগা ॥ লোকটা ভেতরে এলে—

বেণু ॥ দরজাটা বন্ধ করে দিবি।

জগা ॥ দরজাটা বন্ধ করে দেবো।

বেণু ॥ তুই যে আছিস সেটা বুঝতে না দিয়ে।

জগা ॥ আমি যে আছি সেটা বুঝতে না দিয়ে।

বেণু ॥ ও আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে আসবে।

জগা ॥ ও তোকে দেখে তোর দিকে এগিয়ে যাবে।

বেণু ॥ ও তোকে দেখতে পাবে না।

জগা ॥ (অন্যমনস্কভাবে) এ্যাঁ ?

বেণু ॥ ও তোকে দেখতে পাবে না।

জগা ॥ ও আমাকে দেখতে পাবে না।

বেণু ॥ কিন্তু ও আমাকে দেখতে পাবে।

জগা ॥ ও তোকে দেখতে পাবে।

বেণু ॥ ও বুঝতে পারবেনা যে তুই আছিস।

জগা ॥ ও বুঝতে পারবে না যে তুই আছিস।

বেণু ॥ ও বুঝতে পারবে না যে তুই আছিল।

জগা ॥ ও বুঝতে পারবে না যে আমি আছি।

বেণু ॥ আমি আমার বন্দুকটা বার করবো।

জগা ॥ তুই তোর বন্দুকটা বার করবি।

বেণু ॥ ও এগুতে এগুতে থেমে যাবে।

জগা ॥ ও এগুতে এগুতে থেমে যাবে।

বেণু ॥ ও যদি ঘুরে যায়—

জগা ॥ ও যদি ঘুরে যায়—

বেণু ॥ তাহলে তুই আছিস।

জগা ॥ তাহলে আমি আছি।

(বেণু ভ্রূ কুঁচকে কপাল চেপে ধরে)

—তুই কী যেন একটা বাদ দিয়ে গেলি।

বেণু ॥ জানি। কী বলতো?

জগা ॥ তোর কথা ধরলে—আমি বন্দুক বের করিনি।

বেণু ॥ তুই তোব বন্দুক বের করবি—

জগা ॥ দরজাটা বন্ধ করার পরেই।

বেণু ॥ দরজাটা বন্ধ করার পরেই।

জগা ॥ খেয়াল করেছিস—এটা বলতে তোর আগে কখনো ভুল হয়নি।

বেণু ॥ ঘুরে গিয়ে ও যখন তোকে ওর পেছনে দেখতে পাবে

জগা ॥ ওর পেছনে আমাকে—

বেণু ॥ এবং ওর সামনে আমাকে—

জগা ॥ এবং ওর সামনে তোকে—

বেণু ॥ তখন ও কী করবে বুঝতে পারবেনা—

জগা ॥ অস্বস্তিতে পড়বো। তখন কি করবে ও?

বেণু ॥ ও তখন একবার আমার দিকে, একবার তোর দিকে তাকাবে।

জগা ॥ একটিও কথা বলতে পারবে না।

বেণু ॥ আমরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকবো।

জগা ॥ একটি কথাও বেরুবে না।

বেণু ॥ ও আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

জগা ॥ আর আমরা ওর দিকে।

বেণু ॥ কেউ কোনো কথা বলবে না।

(চুপচাপ)

জগা ॥ কিন্তু যদি মেয়ে হয়?

বেণু ॥ তো?

জগা ॥ মেয়ে হলে আমরা কি করবো?

বেণু ॥ ছেলে হলে যা করতাম ঠিক তাই করবো।

জগা ॥ ও! (জগা উঠে দাঁড়ায়। শিউরে ওঠে) এক্ষুনি আসছি।

[বাঁ দিকের দরজা দিয়ে জগা বেরিয়ে যায়। বেণু খাটের ওপর বসে থাকে। বাথরুমে চেন টানার আওয়াজ হয় কিন্তু জল বেরোয় না।

স্তব্ধতা।

জগা দরজা দিয়ে ঢুকে থেমে যায়। গভীর চিন্তামগ্ন। সে বেণুর দিকে তাকায়, তারপর আস্তে আস্তে নিজের বিছানার কাছে যায়।

গোলমালে পড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। সে ঘুরে বেণুর দিকে তাকায়। তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায়।]

—(চাপা, নীচু গলায় বলে) স্টোভে তেল নেই, একথা জেনেশুনে ও আমাদের দেশলাইএর কাঠি পাঠালো কেন ?

(স্তব্ধতা)

[বেণু সামনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। জগা বেণুর বাঁদিকে চলে যায়—তার অপর কানে কথা বলবে বলে।)

—বেণু স্টোভে তেল নেই জেনেও ও কেন আমাকে দেশলাইএর কাঠি পাঠালো ?

(বেণু তাকায়)

—কেন পাঠালো ?

বেণু ॥ কে ?

জগা ॥ দেশলাইএর কাঠিগুলো কে পাঠিয়েছে ?

বেণু ॥ কী আলতু-ফালতু বকছিস ?

(জগা বেণুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।)

জগা ॥ (মোটা গলায়) ওপরে কে আছে ?

বেণু ॥ (ভড়কে গিয়ে) ওর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?

জগা ॥ শুনিনা—কে ?

বেণু ॥ এর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক ? (বেণু বিছানার ওপর কাগজটা হাতড়ায়)

জগা ॥ আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি !

বেণু ॥ চেপে যা !

জগা ॥ (উত্তেজনা বাড়তে থাকে) আমি তোকে আগেও একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। কে এসেছে এখানে ? জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুই বলেছিলি আগে যারা এখানে ছিলো, তারা চলে গেছে। কিন্তু তারপর কে এসেছে ?

বেণু ॥ (একটু কুঁকড়ে গিয়ে) চুপ কর।

জগা ॥ আমি বলেছিলাম তোকে। বলি নি ?

বেণু ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) চুপ !

জগা ॥ (জ্বরগ্রস্তের মতো) আমি তোকে বলেছিলাম—এই বাড়ীটা কার ; বলিনি ? আমি বলেছিলাম।

(বেণু ওর কাঁধে জোরে থাপ্পড় মারে।)

আমি তোকে বলেছিলাম—এই জায়গাটা কে চালায়! বলেছিলাম কিনা ?

(বেণু আবার ওর কাঁধে খুব জোরে মারে।)

—(ভয়ঙ্কর গলায়) এই সব খেলা ও কেন খেলছে ? এই কথাটা আমি জানতে চাই। কেন ? কিসের জন্যে ?

বেণু ॥ কী খেলা ?

জগা ॥ (বেণুর দিকে এগুতে এগুতে. প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে) এসব নক্সা কিসের জন্যে করছে ? আমাদের তো যাচাই করে দেখে নিয়েছে, দেখেনি ? বহুবছর আগেই আমরা সব পরীক্ষায় পাশ করেছি। করিনি ? দুজনে একসঙ্গে পাশ করেছি। মনে পড়ছে ? এর আগে বহুবার আমরা প্রমাণ করেছি। আমরা সব সময়ে আমাদের কাজ ঠিকমতো করেছি। তাহলে ? আবার এইসব করছে কেন ? ওর মতলবটা কী ? এই সব নক্সাবাজী করছে কিসের জন্যে ?

[বাক্সটা ওদের পেছনে নেমে আসে। সেই আওয়াজের সঙ্গে এবার একটা হুইসল্-এর আওয়াজও হয়। জগা দৌড়ে গিয়ে ফোঁকরের মধ্যে থেকে চিরকুটটা বের করে আনে]

—(প'ড়ে)........

(সে চিরকুটটাকে হাতের মুঠোয় দলা পাকায়, নলটা তুলে নেয়, হুইস্‌ল্‌টা বের করে, বাজায়, তারপর বলে)

আমাদের আর কিছু নেই। যা ছিলো সব দিয়ে দিয়েছি। আর কিস্সু নেই। কথাটা মাথায় ঢুকেছে?

(বেণু নলটা কেড়ে নিয়ে জগাকে ছিট্‌কে সরিয়ে দেয়। সে তাড়া করে গিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে খুব জোরে জগার বুকে মারে।)

বেণু ॥ চুপ কর! শালা ক্ষ্যাপা কোথাকার।

জগা ॥ কিন্তু শুনলি তো!

বেণু ॥ (হিংস্র ভাবে) যথেষ্ট হয়েছে। এবার সাবধান।

(স্তব্ধতা)

(বেণু নলটা ঝুলিয়ে রেখে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে থাকে।)

(স্তব্ধতা)

(বক্সটা উঠে যায় দুজনে দ্রুত ফেরে, চোখাচখি হয়। বেণু কাগজে মন দেয়। জগা আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে বিছানায় বসে।)

(স্তব্ধতা)

(ফোঁকরের পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যায়। দুজনে দ্রুত ফেরে চোখাচোখি হয়। বেণু কাগজে মন দেয়।)

(স্তব্ধতা)

(বেণু কাগজটা আছড়ে ফেলে।)

বেণু ॥ যাচ্চলে!

(কাগজটা তুলে নিয়ে আবার ভালো করে দেখে)

—এইটা শোন।

(চুপচাপ)

—কি বুঝলি?

(চুপচাপ)

—কারবার!

(চুপচাপ)

—এরকম কাণ্ড শুনেছিস কখনো ?

জগা ॥ (মরা গলায়) চেপে যা।

বেণু ॥ আরে সত্যি !

জগা ॥ বাদ দেনা।

বেণু ॥ ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে এখানে।

জগা ॥ (খুব আস্তে) এমনও ঘটে ?

বেণু ॥ ভাবতে পারিস ?

জগা ॥ বিশ্বাস হয়না।

বেণু ॥ বল্-ভাবতেই গায়ের মধ্যে কেমন গুলিয়ে ওঠে।

জগা ॥ (প্রায় ফিস্‌ফিস করে) অসম্ভব।

[বেণু মাথা নাড়ে। কাগজটা রেখে সে উঠে দাঁড়ায়। রিভলভারটা কোমরে গোঁজা। জগা উঠে দাঁড়ায়। বাঁদিকের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।]

বেণু ॥ কোথায় যাচ্ছিস ?

জগা ॥ একটু জল খেয়ে আসি।

[বেরিয়ে যায়। বেণু কোটের ধুলো ঝাড়ে। জুতো মোছে। নলের মধ্যে হুইসেল্‌টা বেজে ওঠে। সে এগিয়ে গিয়ে হুইসেল্‌টা বের করে নেয়। নলটা কানে লাগায়। শোনে। তারপর নলটা মুখে লাগায়]

বেণু ॥ হ্যাঁ। (কানে লাগায়। শোনে। তারপর মুখে।) এক্ষুনি, ঠিক আছে। (কানে লাগায়। শোনে। তারপর মুখে।) আমরা একদম তৈরী। (কানে লাগায়। শোনে। তারপর মুখে।) ঠিক আছে। (নলটা ঝুলিয়ে দেয়।) জগা ! (একটা চিরুণী বার করে চুল আঁচড়ায়। কোটটা ঠিক করে নেয় যাতে রিভলভারের ফোলাটা বোঝা না যায়। বাঁ দিক

থেকে তোড়ে জল পড়ার শব্দ। বেণু দ্রুত বাঁদিকের দরজায় যায়।)

জগা !

[ডান দিকের দরজাটা সাপটে খুলে যায়। বেণু ঘুরে দাঁড়ায়—দরজার দিকে রিভলবারের নল তাক করে। জগা প্রায় হুমড়ি খেয়ে ঢোকে। তার কোট, জামা, রিভলভার ইত্যাদি খুলে নেওয়া হয়েছে। সে থামে। শরীরটা সামনে ঝুঁকে পড়ে। হাতদুটো শরীরের দুপাশে ঝুলতে থাকে। সে মাথাটা উঠিয়ে বেণুর দিকে তাকায়। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।)

পর্দা

সমুদ্র-সওয়ার

(জে. এম. সিঞ্জের Riders to the Sea নাটকের ভাবপ্রেরণায়)

বিভূতি মুখোপাধ্যায়

॥ চরিত্র ॥

বাতাসী বুড়ি—জেলেপরিবারের প্রধান

বটাই—বাতাসীর ছোট ছেলে

খগেন
ছিদাম } প্রতিবেশী, বটাইয়ের বন্ধু

মাইকেল জন—স্থানীয় গীর্জার ধর্মযাজক

পদ্মহরি—বাতাসীর পুত্রবধূ

পুরোহিত, ঢুলি বহুরূপী ও গ্রামবাসীগণ

[এই নাটকে মঞ্চ সজ্জায় কোন দৃশ্যপট ব্যবহৃত হবে না। প্রবেশ প্রস্থানের পথ হবে পিছনের দুপাশ দিয়ে। যথাক্রমে দর্শক থেকে বাম এবং ডানদিক দিয়ে। বামদিকে ঘরের ভেতর এবং ডানদিকে বাইরে। সমগ্র মঞ্চে ঘর এবং বাহির সম্পর্কে এই কাল্পনিক কক্ষাবিভাগ মনে রাখতে হবে অভিনেতাদের। দৃশ্য বলতে পেছনের শাদা পর্দায় সমুদ্রের ছবি। সে ছবি তিনবার তিনভাবে দেখা দেবে ; প্রথমে স্বাভাবিক অনেকটা সিনেমার লঙ সটের মতো, তারপর মধ্যে মিড সটের মতো, এবং সবশেষে ক্লোজ আপের মতো। অভিনেতারা যখন নেপথ্য থেকে ঘরের ভেতরে আসবেন বা ঘর থেকে বাইরে যাবেন তখন মঞ্চের পেছন দিয়ে প্রবেশ করে ডানদিকে পরিক্রমার পর বাঁ দিকে যাবেন, তেমনি বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে ডানদিক ঘুরে তারপর পেছন দিয়ে প্রস্থান করবেন। ঘরের দরজা বা জানালা বা দেওয়াল কিছুই নেই। সবটাই দর্শকের কল্পনার উপর নির্ভরশীল। শুধু অভিনেতাদের মঞ্চের বাম দিকের ঘরের একটা বিশেষ অংশ খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে দরজা অথবা জানালার কল্পনাকে বিমূর্ত করে তুলতে দর্শককে সাহায্য করতে হবে।

মঞ্চের যবনিকা ওঠবার আগে থেকে আদিম মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টিকারী ঢাক ঢোলের বাজনা শোনা যাচ্ছিল। পর্দা উঠলে দেখাগেল বাবা দক্ষিণ রায়রূপী ব্যাঘ্র দেবতার পূজার থান। একজন বহুরূপী বাঘ সেজে বসে আছে, পুরোহিত নেচে নেচে, আরতি করছেন তাকে, আর দুজন ঢুলী নেচে নেচে ঢাকের বোল তুলছে দ্রুতলয়ে; ডিংলে ডিংলে ডিংলে ঝিংলে ঝাম্। ঝিংলে ঝিগব ঝিংলে ঝিগর ঝাম্॥ সমবেত গ্রামবাসীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অধীর আগ্রহে দক্ষিণরায়ের কখন ভর হবে তা দেখবার অপেক্ষায়। গ্রামে যখন দুর্ঘটনা, অপঘাত মৃত্যু বা অন্য কোন অমঙ্গল ঘনিয়ে আসে, তখন বাবা দক্ষিণ রায়ের থানে সকলে মানত করে। পুরোহিত পূজা করেন, বাবা স্থানীয় কারুর ওপর ভর করে সেই অমঙ্গল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় জানিয়ে দেন সবাইকে। জায়গাটা সমুদ্রের কাছাকাছি। পিছনের সাদা পর্দায় আকাশ আর সমুদ্রের আভাস। ঝাউবন ঘেরা বালিয়াড়ি ছাড়িয়ে দূরে সমুদ্রের শান্ত নীল ঢেউয়ের ছোট ছোট ভাঙন দেখা যাচ্ছে।

ছিদাম॥ বটায়ের দাদার খবরডা না পালি শান্তি হচ্ছে না।

খগেন॥ যাবে নিশ্চয়। বাবা না জাগলি তো আর কিছু হবার নয়।

ছিদাম॥ বটাই....

বটাই॥ উঁ।

ছিদাম॥ মন খারাপ করিস না আমাদের জেলে জীবনে এছাড়া আর কীই ব আছে বল।

বটাই॥ আমি বললাম যে আমি চলে যাই, তা তোরা কিছুতেই আমারে যেতি দিলি না—

খগেন॥ যাবিতো। আগে বাবা বলে দিন যে ঘটনাটা কী হয়েছে—

ছিদাম ॥ আর না জেনে যাবিই বা কোনদিকে····উত্তুরে না দক্ষিণে কোথায় যেয়ে তারে খুঁজবি ?

বটাই ॥ আর খোঁজা ।····এই উথাল পাথাল ঝড়ের দিনে সে নৈকো নিয়ে গেল পাথর-পিতিমায় মেলা দেখতি, মা তারে ছাড়তে চায় নি। আমাদের সব ভেয়ের মধ্যে এট্টু দুবলা ছিল বলে মা তো ওরেই আবার এট্টু বেশী টানতো····ত কে কার কথা শোনে···

খগেন ॥ সত্যি বুড়ীরই কষ্ট····মা হয়ে····কেমন আছে এখন ?

বটাই ॥ বেঁচে আছে। খালি কাঁদে আর কাঁদে। কাঁদতি কাঁদতি ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর জেগে উঠলি পর আবার কাঁদতি থাকে।····তোরে সত্যি বলতিছি ছিদেম একদণ্ড ঘরে থাকতি ইচ্ছে করে না····মোট্টে ইচ্ছে করে না। মায়ের ওই দিনরাত গুমিয়ে গুমিয়ে কান্না····হাঁপি আছে তো, তাই জোরে কাঁদতি পারে না····তার ওপর বৌদির মুখখান ঝতি একবার দেখিস ····যা: শালা তোরা থাক আমি ঝাই····যেখানের থে পারি খুঁজে নে আসি···

খগেন ॥ আরে দাঁড়া দাঁড়া····রোস। যাবি কোথায় ? বাবার নির্দেশ না না নিয়ে কোন কাজ কেউ সার্থক করতি পেরেছে এ তল্লাটে····

বটাই ॥ কিন্তুক তিনি তো আখনো জাগলেন না ?

ছিদাম ॥ জাগবেন নিশ্চয়। এতবড এট্টা অঘটন ঘটে গেল তল্লাটে, তিনি কি না জেগে পারেন।····আজকের ভরটা কার ওপর হয়েছেরে খগেন।

খগেন ॥ মোড়লের পো পীতেম্বর····

বটাই ॥ তবে আর জেগেছেন বাবা—

খগেন ॥ কেন ?

বটাই ॥ গাঁজার দমের খোঁয়াড়ী কাটুক আগে। পীতেম্বর ছাড়া আর ভর করবার মুনিষ পালেন না বাবা এই তল্লাটে ?

ছিদাম ॥ তা যা বলেছিস। মোড়লের পো পীতেম্বরের নেশাভাঙ করা ছাড়া

চোপর দিন আর কী কম্মডা আছে। দুডো পয়সা হয়েছে বলে আখন তো একেবারে ধরারে সরা জ্ঞান করে বসে আছে মোড়ল। বাপ ঠাকুদ্দার পেশা মাছ ধরা ছেড়ে আখন দাদনের ব্যবসা ধরেছে—জালে হাত দেয় না, ডোঙায় ওঠে না। থাউকো দরে মাছ কিনে নে ক্যানিংয় গঞ্জে ভাল দামে বেচে আসে।

খগেন ॥ সে ঝাই করুক, আখন সেডা ধর্তব্যের মধ্যে নয় জানবি। কেননা আখন স্বয়ং দক্ষিণ রায়ের ভর হয়েছে তেনার ওপর।

ছিদাম ॥ আহা—বেচে বেচে বাবা ওরেই বা ভর করতি গেলেন কেন, সেই কথাই তো শুধুচ্ছে বটাই....কী হলো? বাজনা থেমে গেল!

খগেন ॥ পোদক্ষিণ হচ্ছে। এইবার জাগবেন বাবা....

বটাই ॥ আসলে আর দক্ষিণ রায় আমাদের নয় জানবি খগেন। গত দুতিন বচ্ছর ধরে দেখতিছি তো... মোড়ল মাতব্বর না হলি আর বাবার ভর হয় না।....তোরা থাক, আমি চললাম, আমার আবার নৈকোর বাদাম মেরামত করতি হবে।

ছিদাম ॥ বাবার নিদ্দেশ না নিয়ে নৈকোয় হাত দিস না বটাই....

বটাই ॥ আমি নৈকোর কাছে আছি তোরা আমারে খবর দিস....

(প্রস্থান)

ছিদাম ॥ বটাই....শোন....শুনে যা...গোঁয়ারতুমি করিস নি...

খগেন ॥ চলে গেছে।

ছিদাম ॥ এমন গোঁয়ার! ঠাকুর দেবতা পর্য্যন্ত মানতি চায় না।

খগেন ॥ ওরা সগলাই ওই ধাতের। সব ভাই কডাই ওইরম গোঁয়ার ছেলো।

ছিদাম ॥ সত্যি কি খোন আছে ওদের রক্তে....

খগেন ॥ বাতাসী বুড়ির ছ'ছডা জোয়ান মদ্দ ছেলে....তার মধ্যি পাঁচটাকেই বা সুমুন্দুর নিয়ে নেলেন....শুধু এই গোঁয়ারতুমির জন্যি....

ছিদাম ॥ সত্যি বুড়াখে আখনো কেমন করে বেঁচে আছে না....কাছিমের পরাণ বুড়ীর, যাই যাই করেও তাই আর কিছুতে বেরোয় না !

[হঠাৎ বাজনায় তেহাই পড়ে। সমবেত সকলের গুঞ্জন শোনা যায়। ছিদাম, খগেন সচকিত হয়, তাকায় থান তলার দিকে]

খগেন ॥ জেগেছেন....বাবা জেগেছেন....

[জনতা ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় ব্যাঘ্ররূপী বহুরূপী মঞ্চের মাঝখানে নাচতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে নাচের ছন্দ উদ্দাম হয়ে ওঠে, দুন থেকে চৌদুনে]

ছিদাম ॥ এবার ঝেন নাচটা কেমন কেমন মনে হচ্ছে—

খগেন ॥ হ্যাঁ....সাড়ে দশ কুশী ছাড়িয়ে গেল।

[ওরা সভয়ে নাচ দেখে। উদ্দাম গতিতে অব্যাহত চলতে থাকে সেই আদিম নৃত্য ছন্দ। নাচতে নাচতে মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ে। পা টলে, মাথা ঘোরে। মনে হয় ওরা বুঝি এক্ষুণি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। তবু নাচ থামে না। বরং আরো দ্রুত তালে সুরু হয়। চোখের সামনে থেকে সবকিছু যেন অদৃশ্য হয়ে যায় ক্রমশ। শুধু একটা রঙীন ঘূর্ণায়মান ধূম কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না]

ছিদাম ॥ আমার বুকির মধ্যি কেমন ঝেন ধড়ফড় করিতেছে খগেন....

খগেন ॥ আমারও কেমন যেন ভয়ভয় করিতেছে ছিদু....কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ করতিছে....বাবার একী রূপ....

ছিদাম ॥ খগেন....খগেন....ওই দ্যাখ....চেয়ে দ্যাখ....

খগেন ॥ কী ?

ছিদাম ॥ হুই ঈশান কোণে....

খগেন ॥ মেঘ....রাঙা মেঘ....অসময়ে কালবোশেখী....

[বাজপড়ে প্রচণ্ড জোরে]

ছিদাম ॥ আমার মাথা ঘুরতিছে খগেন....আমার মাথা ঘুরতিছে....ঘুরন লেগেছে আমার....

খগেন ॥ ছিদু....ছিদু....

ছিদাম ॥ আমারে ধর....আমি পড়ে যাবো...

খগেন ॥ ছিদু....(আবার বাজ পড়ে)

[নাচ শেষ হয়। সোঁ সোঁ ঝড়ের আওয়াজ। সকলে বহুরূপীকে চ্যাঙ দোলা করে তুলে নিয়ে চলে যায়। লোকের কাঁধে তখনও অর্দ্ধ চৈতন্য বহুরূপী থেকে থেকে নাচের ছন্দে চমকে চমকে উঠেছে]

খগেন ॥ ছিদু....ছিদেম....ছিদু... (ঝাঁকানী দেয়)

ছিদাম ॥ (স্বপ্নের ঘোরে) বটার ভাইরে মা সুমুন্দুর কোলে টেনে নেছেন। উত্তুরের চড়ায় তার লাস আটকে আছে। সকলে মিলে তারে গেরামে নে এসে পেরাসচিত্তির করে সৎকার করো। অপঘাতের দোষ লেগেছে তার·

খগেন। (সভয়ে) দক্ষিণ রায়....দক্ষিণ রায়....

[ছেড়ে দেয়। অচৈতন্য ছিদাম ঘাড় লটকে পড়ে মাটিতে। ফাদার জনের প্রবেশ]

জন ॥ খগেন....

খগেন ॥ (সভয়ে ফাদার জনের দিকে তাকিয়ে) দক্ষিণ রায়....দক্ষিণ রায়....

জন ॥ (ছিদামকে পড়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে) সিড়ুম। What he is doing. A trance....মৃগী হইয়াছে।

খগেন ॥ দক্ষিণরায়....দক্ষিণরায়ের ভর হয়েছে কেরেস্তান ঠাকুর ...

জন ॥ lift him, lift him up....টানিয়া উপরে তোলো, জুতা সোঁকাও....

খগেন। ছিদাম....ছিদু....

জন ॥ সিড়ুম....(মাথায় হাত বোলায়)

ছিদাম ॥ আমি কোথায় ?....

জন ॥ Are you feeling well ?

ছিদাম ॥ জন সাহেব ?

জন ॥ এক্ষুণি ঝড় আসবে। ঘরে যাও....ভালো বোধ করছো তো ?

ছিদাম ॥ বটাইয়ের দাদার কোন খবর পালে ঠাকুর....

[জন মাথা নাড়ে হতাশ ভাবে]

খগেন ॥ তাহলি কী হবে ?

জন ॥ In the sea... সব জায়গা আমরা খুঁজলাম। উত্তরে দক্ষিণে কিন্তু কোন জায়গায় তার চুলের টিকিও দেখা গেল না। Not even the broken oie....ভাঙা দাঁড়টিরও কোন খোঁজ মিলল না। But I guess উত্তরের বাঁকেই তাকে পাওয়া যাবে....

খগেন ॥ কোথায় ?

জন ॥ উত্তরে। In the north

[খগেন ছিদামের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়; কিন্তু ছিদাম তার অর্থ বুঝতে পারে না। সহজ ভাবে বলে]

ছিদাম ॥ আমারও মন তাই বলতিছে কেরেস্তান ঠাকুর। উত্তুরে যেখেনে বাঁক নিয়েছেন মা সমুদ্দুর, সেইখেনে ঢেউগুলো ভাল নয়। অন্তস্রোতের টানে কত নৌকো যে ভেসে গেছে তার ঠিকানা নেই। আমার মন বলে ওই উত্তুরেই তারে পাওয়া যাবে

জন ॥ হয়তো যাবে। এই নাও....

খগেন ॥ কী ওডা....পুটলী ? কোথায় পালে ?

জন ॥ উত্তরের চড়ায় আটকে ছিল। কী আছে ওর মধ্যে আমি জানি না। হয়ত ওটা ওর হতে পারে। ওদের ঘরে নিয়ে যাও, They may recognise it....উহারা চিনতে পারে।

[ছিদাম পুঁটলীটা নিয়ে বুকে আঁকড়ে ধরে]

Where is বটাই ?

খগেন ॥ লৈকোর বাদাম সারাচ্ছে। ভেরের লাস খুঁজতি যাবে।

জন ॥ But the sky ·আকাশ কেমন রাঙা হইয়া রহিয়াছে। There is no sound of the rores, no breeze সমুদ্রের গর্জন নাই·······বাতাস নাই··· ····

ছিদাম ॥ (অকস্মাৎ) তুমি ওরে বারণ কর কেরেস্তান ঠাকুর। ও গোঁয়ারটা আমাদের কারুর কথার তোয়াক্কা করে না। ঝদি ঝেতিই হয়, তো লয় কাল যাবে····আগে মেঘটা কাটুক···

জন ॥ Oh no no····তোমরা সমুদ্রের মানুষ; সমুদ্রকে তোমরা বশ করো···· উহার ঢেউএর উপর নাচিয়া বেড়াও। সমুদ্রকে তোমাদের ভয় কী?

খগেন ॥ আমরা সুমুদ্দুর কে ভয় করি না ঠাকুর। সুমুদ্দুর আমাদের মাবাপ তার আঁতি পাঁতি আমরা চিনি····কিন্তুক আজ····

জন ॥ Don't get nervous. ভয় পাইও না। I'll prary for him আমি উহার জন্য প্রার্থনা করিব। Be brave my boy. be brave····

[ওদের পিঠ চাপড়ে দেন]

ছিদাম ॥ খগেন তুই বটায়ের কাছে যা। ওরে খবরডা তড়িঘড়ি দিয়ে আয়। আর শোন ঝতি পারিস তাহলি ওরে নিবস্ত করিস। আজ দক্ষিণরায়ের মন ভাল নাই····ওই নাচের মধ্যি কী ঝেন একটা অমি ভাবে বুঝেছি ···তুই ঝা····আমি ওদের ঘর ঝেতিছি। (জনকে) পেন্নাম নিও কেরেস্তান ঠাকুর।

[ছিদাম ও খগেনের দুদিকে প্রস্থান। জন একা দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে তার সৌম্য হাসি]

জন ॥ How simple they are. I'll pary for them. I'll Pray for their familly. [প্রস্থান]

[সমুদ্রের ঢেউটা বাড়তে থাকে। নীল আকাশ মেঘে কালো হয়ে গেছে। দূরের সমুদ্র এবার একটু এগিয়ে এসেছে কাছে। অশান্ত

ঢেউয়ের তরঙ্গ ভঙ্গ এবার দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। সফেন ঢেউ আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ঢেউয়ের গুম গুম গর্জন····বাতাস বইছে সোঁ সোঁ শব্দে। সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড়ের পূর্বাভাস।

একটা উনুন নিয়ে পদ্মহরি প্রবেশ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে। তবু দৈনিক কাজ করতেই হয়। তাই উনুন নিয়ে ঘরে আসে। মঞ্চের পিছনের ডান দিক দিয়ে দেখা যায় ছিদাম আসছে। সে মঞ্চের ডানদিক দিয়ে ঢুকে একটা চক্র দিয়ে বাম দিকে আসে। দেখে পদ্মহরি বার্লির টিন থেকে একটা এ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে বার্লি ঢালছে। ছিদাম নরম সুরে ডাকে]

ছিদাম ॥ বৌদি। বৌদি····

পদ্মহরি ॥ কে ? ছিদাম····ভেতরে আয়।

[ছিদাম পদ্মহরির কাছে আসে]

বোস। (চোখ মোছে)

ছিদাম ॥ কাঁদছিলে····

পদ্মহরি ॥ নাঃ; কেঁদে আর কী হবে, যা হবার তাতো····বুড়ির জন্তি একটু বাল্লিক করছিলুম : তিন দিন তো কিছু দাঁতে কাটেনি····

ছিদাম ॥ কী করতিছে বুড়ী।

পদ্মহরি ॥ এতক্ষণ তো কাঁদছিলো।····হয়তো ঘুমোয়ে পড়েছে। শরীলটাতো ভাল নেই····হাঁপির টানটাও বেড়েছে।

[ছিদামকে আড়াল করে চোখ মোছে পদ্মহরি। ছিদাম দেখে। পোঁটলাটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরে বুকে]

পদ্মহরি ॥ কাঠের জ্বালের ধোঁয়া····চোখ জ্বলো····

ছিদাম ॥ চোখির আর কী দোষ বলো····

[দুজনে চুপ করে থাকে। দুজনেই কিছু যেন বলতে চায় কিন্তু পারে না। কিছুক্ষণ পরে পদ্মহরি বলে]

পদ্মহরি ॥ ছিদাম····

ছিদাম ॥ উঁ····

পদ্মহরি ॥ কিছু····কিছু খবর পালি।

ছিদাম ॥ বৌদি····

পদ্মহরি ॥ কী? পালি খবর? (পোঁটলাটা এগিযে দেয় ছিদাম)···কী ওডা?

ছিদাম ॥ জন সাহেব দেলেন····

পদ্মহরি ॥ পাওয়া গেছে····ওরে পাওয়া গেছে ···

ছিদাম ॥ আখনো যায় নি। শুধু জন সাহেব এডা দেলেন। বললেন তোমাদের দেখাতি। যদি তোমরা চেনতি পারে।

পদ্মহরি ॥ দেখি (হাতবাড়ায়)

[গোঙানির শব্দ শোনা-যায়]

বুড়ী উঠে পড়েছে····হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে. ঝতি দেখে এডা তাহলি আবার কান্না সুরু করবে।

ছিদাম ॥ লুকোয়ে রাখো কোথাও····দাও আমারে দাও····

[ছিদাম পোঁটলাটা হাতে করে নেয়। বাতাসী বুড়ি প্রবেশ করে। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, হাড়ের ওপর চামড়া ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই। মাথার সমস্ত চুল শোন নুড়ীর মত পাকা। পুরুষের মতো করে ছাঁটা। হঠাৎ দেখলে বব করা চুল বলে মনে হয়। পরণে শুধু একটা আধ-ময়লা ধুতী। খাটো ঝুলের। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। কণ্ঠার কাছটা হাঁফানীর টানে গভীর ভাবে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, আর একটা সাঁই সাঁই শব্দ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। রুক্ষ, কর্কশ, ডাইনীর মতো ভয়াবহ চেহারা হয়েছে বাতাসী বুড়ীর]

বাতাসী ॥ কে ?

ছিদাম ॥ আমি ছিদাম দিদিমা।

বাতাসী ॥ (পদ্মহরিকে) পেটের জ্বালা আখনো গেলনা আবাগী। আর কত খাবি....এত খেয়েও আশ মেটল না ভাতার খাকী।

ছিদাম ॥ দিদিমা....

বাতাসী ॥ চুবো। (শ্বাস টানে) দূর করে ফেলে দে সব। দূর হয়ে যা আমার চোখির সুমুখ থেকে ভাতার খাকী....আবাগী....হতচ্ছাড়ি।

পদ্মহরি ॥ একটু বাল্লিক করছিনু....তিন দিন তো কিছু খাওনি।

বাতাসী ॥ হ্যাঃ

পদ্মহরি ॥ বটাইয়ের জন্যিও তো কিছু করতি হবে। আসবে এক্ষুনি....খেতি চাইবে।

বাতাসী ॥ কোথায় সে ?

ছিদাম ॥ নৌকোর বাদাম সারাচ্ছে।

বাতাসী ॥ খবরদার সে ঝেন না আসে আমার সামনে। খেতি চাইবে। ছাই ধরে দিবি....

পদ্মহরি ॥ মা...

ছিদাম ॥ তুমি বটাইরে কেন খামকা গাল পাড বলদিনি দিদিমা। তুমি ঝানো সে তোমার এই ব্যাভারের জন্যি দুস্কু পায় ?

বাতাসী ॥ না ঝানিনা....ঝানতে চাই না। আমার জন্যি তারে দুস্কু পাতি হবে না। আমার জন্যি তারে ভাবতি হবে না। সে ঝেন খবরদার না আসে আমার সামনে....ফেলে দে....ফেলে দে সব....

[টান মেরে বার্লির বাটি ফেলে দেয়]

ছিদাম ॥ দিদিমা....

বাতাসী ॥ সরে যা। ছুঁসনি আমারে....(পদ্মহরিকে) তুই আখনো কেন

দেঁড়িয়ে আছিস····যা····বেরো····দূর হ। ওই কোটা ঘরে গে বেবুশ্যে হোগে যা।····

[হাঁফায়। তারপর নিজেই টলতে টলতে চলে যায়। ছিদাম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পদ্মহরি ছড়ানো জিনিসগুলো তোলে। ন্যাকড়া দিয়ে বার্লি মেঝে থেকে শুষে নিয়ে নিঙ্‌ড়ে নিঙ্‌ড়ে তোলে বাটিতে। ভেতরের ঘর থেকে বাতাসী বুড়ির গোঙান কান্নার আবহ ভেসে আসে একঘেয়ে]

ছিদাম ॥ একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুড়ির। (পদ্মহরি কোন কথা বলে না। আঁচল দিয়ে চোখ মোছে)

বৌদি····।

পদ্মহরি ॥ আজ কদিন ধরেই এ্যামন করতিছে।····দেখলি আমার যেন ভয় করে। কেমন যেন ভূতি পাওয়ার মত অবস্থা। ছিদেম····

ছিদাম ॥ কী

পদ্মহরি॥ তোরে পাঁচটা পয়সা দেবো, ·বাবার থানে একটা বাতাসা মানত করে দিবি?

ছিদাম ॥ অশোচ না কাটলি তো কিছু হবার নয়। (চুপচাপ)····বৌদি

পদ্মহরি ॥ কী?

ছিদাম ॥ এটা খুলবো····(পুঁটলিটা দেখায়)

পদ্মহরি ॥ আবার যদি বুড়ী আসে।

ছিদাম ॥ আর আসবে না····কান্না থেমে গেছে····বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে···· দেখবো গিয়ে?

পদ্মহরি ॥ না····থাক! জেগে থাকলি আবার গাল পাড়বে। মাথার তো ঠিক নেই।····

ছিদাম ॥ এই নাও (পুঁটলিটা এগিয়ে দেয়।)········বৌদি

পদ্মহরি ॥ কী?

ছিদাম ॥ খামোকো কাঁদতিছ কেন ?····আর কেঁদে কী কোন লাভ আছে... বৌদি····ও বৌদি..

পদ্মহরি ॥ নাঃ তা নাই····কপাল যা পোড়বার তা তো পুড়িইছে।

ছিদাম ॥ চোখ মোছো বৌদি.. চোখ মোছো····

পদ্মহরি ॥ ছিদাম····

ছিদাম ॥ কী····

পদ্মহরি ॥ সকলে বসে সে গোঁয়ার ছেলো····কারুর কথা না শুনি ওই ঝড়ের দিনি নৌকো নে মেলায় চলে গিইলো···

ছিদাম ॥ তা অন্যায় এট্টু ছেলো বৈকী.. দিনডা কি রকম ছেলো বল দিনি ? সাতদিন ধরে সুয্যিঠাকুরের মুখ দেখতি পায় নি গেরামের মানষি। আর সে কী ঝড। বড় মোড়ল বলতিছেল বাপেরকালে এমন ঝড় না কি সে কখনো দেখেনি। ফেজারগঞ্জো, ডাইমোনহাবড়া, ক্যানিং পেরোয়ে সেই ঝড়ের মাতন নাকি দূরে শহর পর্যন্ত তোলপাড় করে দিয়েছিল। বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে আস্তা ঘাট সব বন্ধ হয়ে গিইলো। রেলগাড়ীর লাইন উপড়ে নিয়ে ছিল ঝড়ে। কী দিনডা একবার গেছে ভাব দিনি। বড় মোড়ল বলে বাবুরা নাকি বলেছে মা সুমুন্দুরের বুকের মধ্যি কী ঝেন একটা হয়েছিল.. তাই অমন ঝড়ের মাতন। বাসুকীসর্প ফণা নেড়েছিল সেদিন····উঃ ভাবলিউ গায়ের মধ্যি ঝেন এখনো ঝিকির দে ওঠে····অমন দিনে নৌকো নিয়ে পাথর প্রতিমায় কেউ ঝায়····মা সুমুন্দুর না ডাকলি পর ?

পদ্মহরি ॥ তারে আমি মেরে ফেলেছি ছিদু, আমি মেরে ফেলেছি।

ছিদাম ॥ তুমি।

পদ্মহরি ' সে লজ্জার কথা আমি কারে বলি। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে ছিদাম····

ছিদাম ॥ কী বলতিছ বৌদি····তোমারও কী মাথাডা খারাপ হলো ?

পদ্মহরি ॥ বড় লজ্জার কথা ছিদু....আমি কাউরে বলতি পারছি না....আমিই তারে মেরে ফেলেছি....সে যেতি চায়নি....

ছিদাম ॥ যেতে চায়নি ?

পদ্মহরি ॥ কেউ কি চায় ওই ঝড়মাতনের দিনি ?

ছিদাম ॥ তাহলি ?

পদ্মহরি ॥ আমার ওপর রাগ করে সে গেছে...। আমার কী যেন হয়েছেল। বাবুদের বাড়ীর বৌয়ের মতো নাল পুঁথির মালা পরবার সখ হয়েছেল আমি পোড়া কপালীর। ওরে কতদিন বলেছেলাম। তা বলতো মাছের নৌকো নে ক্যানিঙির গঞ্জে য্যাখন যাবে ত্যাখন এনে দেবে....তা যাই যাই করেও আর হয়নি.. তাই নে আমি রাগ করেছিলাম...দুদিন কথা পর্যন্ত বলিনি....সেই অভিমানে সে পাথর প্রতিমার মেলায় চলে গেল.... আমার জন্যি....এই পোড়াকপালীর সখ মেটাতি....

ছিদাম ॥ সে যা হবার তা হয়েছে বৌদি তোমার দোষ কী। নিয়তি যারে টানে তারে যেতেই হয়....তুমি তো উপলক্ষ্য মাত্তর।....চোখ মোছ....ওই পুটলীটা খোল দিনি। দেখি কী আছে ওডার মধ্যি।

পদ্মহরি ॥ আমার হাত কাঁপিতিছে ছিদাম....আমার ভয় নাগছে....

ছিদাম ॥ তো দাও.. আমারে দাও দিকি.. এমনও তো হতি পারে ওর মধ্যে যা আছে তা লক্ষ্মণের লয় !

পদ্মহরি ॥ এঁ্যা....

ছিদাম ॥ তার লাস তো আখনো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে নি। ওই পুঁটলিডা যে ওরই তারি বা কী অর্থ আছে। আর কাউরিতো হতি পারে।

পদ্মহরি ॥ ছিদাম...না না....তুই আমারে আর লুভি করিস্ নি।

ছিদাম ॥ রোস না....আগে খুলি এডা ...ইস লোনাজলে গিঁটটা সেঁটে বসেছে একেবারে....একটা কিছু দাও দিনি....কৈঁচি ছুরি....কিছু একটা....

পদ্মহরি ॥ দেখি আমারে দে....

ছিদাম ॥ তুমি পারবে না····ঝা বলছি শোন না····এট্টা কেঁচি ছুরি ঝা হোক কিছু দাও।

[পদ্মহরি উঠে যায় ছিদামের কথা মতো ছুরি কাঁচি কিছু আনতো ছিদাম চেষ্টা করে পুঁটলির গেরো খুলতে। বাইরে বটাইকে আসতে দেখা যায়। বটাই মঞ্চের পিছনে ডানদিক দিয়ে ঢুকে সোজা আসছে····বাম দিক দিয়ে পদ্মহরি ঘরে আসার সময় ওকে দেখতে পায়]

পদ্মহরি ॥ বটাই আসছে····এখন থুয়ে রাখ ওডা।

[ছিদাম পুঁটলিটা খোলার চেষ্টা থেকে নিরস্ত হয়। বটাই ঘরের ভেতর আসে]

বটাই ॥ বৌদি····বৌদি····কুই কী আছে দুটো দাও দিনি ঝটপট্ করে। আখুনি বেরোয়ে পড়ভি হবে... আকাশের অবস্থা ভাল বলতিছে না। সুমুন্দুরের ডাক বন্দ হয়ে গেছে। কে ছিদেম.. ওডা কী তোর হাতে ?

ছিদাম ॥ এট্টা পোঁটলা····জন সাহেব দেলেন।

বটাই ॥ সায়েব এয়েছেলো।

ছিদাম ॥ বাবার থানে গিইলেন

বটাই ॥ বৌদি . কই দাও কি আছে পেটে আকেবারে আগুন জ্বলতিছে। ও বুঝলি ছিদাম নৌকোর একেবারে কিছু ছেল না। বাদাম সারাতে গিয়ে ছৈ পালটাতি হয় আবার ছৈ পালটাতি গিয়ে দেখি তলাডা একেবারে গেছে এবার একখানা ভালো নৌকো বানাতি হবে। দুভেয়ে মিলে বর্ষাডা গেলিই কাজে লেগে পড়বো কী বলিস ?····কই...কী হলো ও বৌদি ?

পদ্মহরি ॥ কী তোমারে দেবো আখন আমি..

বটাই ॥ কেন ? কিছু নেই...

পদ্মহরি ॥ একটু বাল্লিক করেছিলুম...তাও ফেলে দেলে বুড়ী ..

বটাই ॥ মা উঠেছে

পদ্মহরি ॥ আবার শুয়েছে যেয়ে..

বটাই ॥ তো ঠিক আছে নেই তো নেই আমি তাহলি বেরিয়ে পড়ি। দেরী হলে পৌছানো মুশকিল হবে ঝতি ঝড় আসে .

পদ্মহরি ॥ রও দেখি। খানকয় বাতাসা বোধ হয় আছে তাই দিয়ে একঘটি জল খেলি মুঁড়ি ঠাণ্ডা হবেখুনি।

বটাই ॥ তো তাই আনো দেখি। জলদী জলদী করো।

[পদ্মহরির প্রস্থান]

হ্যাঁরে তোর কি আক্কেল কাণ্ড নেই ছিদাম

ছিদাম ॥ কী করনু !

বটাই ॥ বৌদির সামনে ওই পোটলা তুই কোন আক্কেলে নে আলি হাজার হলিউ তার তো সোয়ামী...মেয়েমানুষ বলে কথা।

ছিদাম ॥ তা আমি কী করবো . জন সাহেব দেলে

বটাই ॥ তো আমারে দেলি হতোনা ? ওই পোটলা নে তুই ওর কাছে আলি কোন আক্কেলে। এ্যা....বলি মানষির কাণ্ডজ্ঞান বলিউ তো একটা কথা আছে।

[পদ্মহরির প্রবেশ]

পদ্মহরি ॥ এই নাও...(বাতাসা দেয়)

বটাই ॥ ....জল....জল...এট্টা যুক্তির নও তুমি ..বাসাতা আছে তো জল নি... জল আছে তো বাসাতা নি।

[বিভ্রান্ত পদ্মহরি তাড়াতাড়ি জল আনতে যায়। মঞ্চের বাম দিকের পিছন দিয়ে বাতাসী বুড়ি ঘরে প্রবেশ করে]

বটাই ॥ মা ! তুই আবার কেন উঠে আলি....একে দুব্বল শরীল....

বাতাসী ॥ কোথা যেতেছিস তুই হুড়েপুড়ে

বটাই ॥ উত্তরের চরে।

[বাতাসী সকলের মুখের দিকে তাকায়, তারপরে বলে]

বাতাসী ॥ না···

(প্রস্থানস্থতা)

বটাই ॥ না····

বাতাসী ॥ (যেতে যেতে ফিরে) না····

বটাই ॥ কী বলতিছিস তুই····আজ সাতদিন সারা সুমুদ্দূর তোলপাড় করে ঝাউ বা একটা তল্লাস পাওয়া গেল····

বাতাসী ॥ কী তল্লাস ? কী সুখির সংবাদ এনেছে আমার জন্যি গেরামের মুনিষ····কী আনতি ঝেতিছিস তুই আমার জন্যি···· .

বটাই ॥ জন সাহেব বললে····

ছিদাম ॥ বটাই (ওরা পরস্পরের দিকে তাকায় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে)

বাতাসী ॥ (নিজের মনেই বলে) আজ সগলা ধুম করি আনতি যেতিছে····ঝেদিন গেল সেদিন তারে কেউ মানা করতি পারেনি।····ওই যে ভাতারখাকী তেলে হাঁড়ীর মত মুখ করে দেঁইড়ে আছে····কী করতিছিলি তুই সেদিন····

পদ্মহরি ॥ ˙আমার কথা কী কেউ শোনতো····

বাতাসী ॥ গতর ছেল কী জন্যি ? চার বেলা নাদা পেট ভরে ভাত গিলে ওই গতর করেছিল কেন তবে হাঁড়ি খাউনির ঝি—

বটাই ॥ মা····

বাতাসী ॥ সবাই আমার শত্তুর····সবাই····সগগলা····(কাঁদে)

বটাই ॥ কেন তুই অমন করতিছিস····ঝা হবার তাতো হয়েছে····আখন ভালয় ভালয়····

বাতাসী ॥ কী ভাল····কিসির ভালো ?····তারে আনতি যেয়ে কী ভালোডা করবি তুই আমার ?····না যাবি নে····যাবিনে তুই····

বটাই ॥ দক্ষিণরায়ের থানে আজ····

বাতাসী ॥ নাতি মারি আমি দক্ষিণরায়ের মুখি····

পদ্মহরি ॥ মা····

ছিদাম ॥ ঠাকুর দেবতার নামে কি বলতিছ দিদিমা····

বাতাসী ॥ নাতি মারি আমি সকলার মুখি··· কী হবে আমার আর কী করবে আমার কে? চার চারডে এর আগে এমনি করে চলে গেছে····ত্যাখন কোথায় ছিল তোদের দক্ষিণবায়····(কাঁদে)

বটাই ॥ (রেগে) ধ্যাত্তোরী যা খুশি করগা তুমি বৌদি জল এনেছে ···

পদ্মহরি ॥ এই যাই···

বটাই ॥ থাক আর চাই না। আমি যাই····এসব প্যানপ্যানানি আর সহ্যি হয় না।

বাতাসী ॥ না যাবিনে····খবরদার যা'বিনে তুই····

বটাই ॥ কেন যাবো না। নিজি তুই না হয় অনেক দেখেছিস····অনেক সয়েছিস····কিন্তুক তাই বলে ওই বউডার মুখের দিকে তাকাবিনি? সাধ্ পরের মত কথা বলতিছিস তুই।

বাতাসী ॥ ইঃ সোহাগে একেবারে উথাল পাথাল।

বটাই ॥ মা····

বাতাসী ॥ কেঃ (প্রস্থানোদ্যত)

বটাই ॥ (নরম সুরে) মা কেন তুই ব্রবুছের মতো কথা বলতিছিস?····তোর মনের মধ্যি যে কি হতিছে তাকি আমি জানি না····কিন্তুক ঝতি কিছু হয়েই থাকে তো কি উপায় আছে? বলি নেয়তির ওপর তো কারুর জারিজুরি খাটবে নি?····তুই চুপ কর····খামখা চোখির জল ফেলে আর অকল্যাণ করিস নি····বৌদি কই জল এনেছো···

পদ্মহরি ॥ এই যাই··· (প্রস্থান)

বটাই ॥ তাড়াতাড়ি নে এসো।····আকাশডা যেন একেবারে থুম্ মেরে আছে ··· ছিদাম আমি য্যাতক্ষণ না আসি তুই থাকিস মারে দেখিস এট্টু। (গুরু গুরু মেঘ গর্জন) আকাশ ডাকতিছে····

ছিদাম ॥ বুকির মধ্যি যেন গুম্ গুম্ করে ওঠল....অথ্যাচ আখনো সুয্যির আলো ঘোচে নি .

বাতাসী ॥ (আপন মনে) মেঘ নাই আকাশের হাঁক।
দিনির বেলায় প্যাঁচার ডাক ॥

বটাই ॥ ঢেউগুলো ঝ্যান বাচখেলার ছিপের মতো সাঁ সাঁ করে ছুটে আসতিছে তীরের নাগাল

বাতাসী ॥ ভর দুপুরি অমাবস্যা
মায়ের বাছা ঘরে থাক ॥

বটাই.. তুই ঝাসনি....তোরে আমি ঝেতি দেবো না....

বটাই ॥ মা ঝেন কী ?

বাতাসী ॥ মা যে কী তা তোরা বুঝবি নি। কোলের ছেলে বড় হলি মারে তারা আর বোঝে না। বুঝতি চায় না।

বটাই ॥ আচ্ছা কেন তুমি এ্যামন করতিছো বলতো ' তিন দিন, তিন রাত্তির তো না খেয়ে পড়ে আছো। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটোতো লাল হয়ে উঠেছে করমচা'র মতো....অথ্যাচ য্যাখন একডা খবর পেয়ে যেতেছি.... ত্যাখন....

বাতাসী ॥ (হঠাৎ চীৎকার করে) বটাই....বটাই সরে আয়....সরে আয় .

বটাই ॥ কী হলো....(চমকে সরে যায়। সকলে হতবাক)

[কাল্পনিক কাউকে দেখে তাড়াতে সুরু করে বাতাসী]

বাতাসী ॥ হুস....হুস....সরে যা ..ছুঁসনি আমার ছেলেরে . খবরদার ছুঁসনি .. হুস....

ছিদাম ॥ কারে কী বলছো দিদিমা....(বটাইয়ের দিকে তাকায়)

বটাই ॥ মাথাটাই গেছে...আমি যাচ্ছি আর বসে থাকা যায় না। সত্যি সত্যি ঝড় উঠলে ত্যাখন আর নৌকো ভাসানো যাবেনি।

ছিদাম ॥ আকাশ কিন্তুক ভাল কথা বলছেনা বটাই.

বটাই ॥ হ্যাঁ...কেমন ঝ্যান গুম্ মেরে আছে।

ছিদাম ॥ কেমন ঝ্যানো ভয় ভয় করতিছে.

বটাই ॥ হ্যাঁ...

ছিদাম ॥ তাড়াতাড়ি যা...দেরী হলে...

বটাই ॥ হ্যাঁ....তাই যাই....তুই থাকিস কিন্তুক....

বাতাসী ॥ না . তুই যাবি নে....বটাই...(বটাই চলে যায়)....চলে গেলো.... মায়ের ডাকে পিছু ফিরে তাকালো না....ছেলে নয়....শত্তুর....সবাই শত্তুর..

[পদ্মহরি প্রবেশ করে]

পদ্মহরি ॥ জল নাও....বটাই...জলডা খেয়ে যাও মুখির জল ফেলে যেও নি ...শোন....শুনতিছ...

ছিদাম ॥ বটাই....বটাই...জল নে যা।....

[কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মঞ্চের ডানদিক পরিক্রমণ করে বটাই পিছন দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাদা পর্দায় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। এবার আগের চেয়ে সমুদ্রকে আরো কাছে দেখা যাবে। আকাশ ডাকে গুম্‌গুম্ করে; পদ্মহরি এবং ছিদাম পরস্পরেরর মুখের দিকে তাকায়। তু'জনেই নিবাক]

বাতাসী ॥ (বিড়বিড় করে) মেঘ নাই আকাশের হাঁক।
দিনির বেলায় প্যাঁচার ডাক ॥
ভরদুপুরি অমাবস্যা।
মায়ের বাছা ঘরে থাক।

ছিদাম ॥ ছেলেডারে এট্টা ভাল কথাও বললে না দিদিমা...

বাতাসী ॥ (আপন মনে) বুড়ো হলি ঝতি তারে কেউ না মানে.. তো মানষি বুড়ো হয় কেনে ?... (কাকে যেন দেখে) কী চাই...কেন এয়েছো তুমি এখানে....যা....চলে যা...হুস...হুস...

পদ্মহরি ॥ কী হয়েছে—

ছিদাম ॥ কী জানি ? ত্যাখন থেকে ওই রকম করতিছে····

বাতাসী ॥ হরেকেষ্ট—ভূপতি—ছিবিবাস—নেতাই—লখাই আর বটাইরে নে সুমুন্দুবের ধারে হুড়োহুড়ি করিস নে বাছা—আমার বড় ভয় করে—না—না—জলে নাবিস নে—

ছিদাম ॥ ছেলেদের কথা বলতিচে বুড়ী—

বাতাসী ॥ ঝা—ঝা দেখদিনি বটাইটা কোথায় গেল—খুঁজে আনদিনি তোরা—ঝা—দেরী কবিস নে—আমার হাত পা কাঁপিতেছে—বুকির মধ্যি ধড়ফড় কবতিছে—ঝা—ঝা দেখি ঝট করে—

ছিদাম ॥ দিদিম—ও দিদিমা—কারে কী বলতিছো—কারে কোথায় দেখলে তুমি—ও দিদিমা—

বাতাসী ॥ (হঠাৎ চীৎকার করে ছড়া কাটে)

হেই পঞ্চবটির গণ্ডী দেলাম
রামরাবণির বিয়ে দেলাম
সাত শকুনের মরা ছানা
কাছিম খোলায় শিশিরকণা
আলাই বালাই দূরে যা
মায়েব বাছা ঘরে যা ॥

হুরর্ তাক্ তাক্ হুস—হুরব্ তাক্ তাক্ হুস—হুবব্ তাক্ তাক্ হুস।
[ধুলো পড়া দেয় বুড়ী চারিদিকে। শোন নুড়ীর মতো সাদা চুল ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে। কোটর থেকে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ডাকিনী মূর্ত্তি]

পদ্মহরি ॥ মা—মা—

ছিদাম ॥ দিদিমা—দিদিমা—

[বাতাসী গোঁ গোঁ করে বসে পড়ে মাথা ঝাঁকাতে সুরু করে মৃগী রোগীর মতো। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে সুরু করে]

ভর হয়েছে—ভর হয়েছে—জল দাও— বৌদি—জল—জল ছেটাও—। দিদিমা—দিদিমা—

[ছিদাম বাতাসী বুড়িকে দুহাতে চেপে ধরে, তার কাঁপুনী থামাতে চেষ্টা করে। পদ্মহরি জল ছেটাতে সুরু করে ওর মুখে মাথায়। আস্তে আস্তে কাঁপুনী থামে—কয়েক লহমা পাথরের মতো হয়ে থাকে বুড়ী]

ছিদাম ॥ দিদিমা—দিদিমা—নিশ্বেস বন্ধ হয়ে গেছে—চোখির পাতা লড়ছে না বৌদি—

পদ্মহরি ॥ মা— আমি কী করি ছিদাম—বটাইও চলে গেল এ সময়ে—

ছিদাম ॥ দিদিমা—দিদিমা....ও দিদিমা.. (ঝাঁকানী দেয়)

[বাতাসী চোখ মেলে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকায় চারদিকে। ছিদাম বাতাসীর অপলক চোখের সামনে আঙুল নাড়তে নাড়তে ডাকে]

দিদিমা—

বাতাসী ॥ (আচ্ছন্নের মতো) এঁ্যা—(হঠাৎ যেন ঘোর কেটে যায়) কে ? ছিদাম—বটাই কই—

ছিদাম ॥ চলে গেছে।

বাতাসী ॥ চলে গেল।

ছিদাম ॥ ছেলেডারে এট্টা মুখির কথাও বললে না

বাতাসী ॥ বলি নি ? সে তো এয়েছেল আমার কাছে. আমারে তো বললে আমি যাচ্ছি—

ছিদাম ॥ কিন্তুক তুমি তো তারে কিছু বল্লে না.

বাতাসী ॥ আমার কেমন যেন ভয় করতিছেল—বুকির মধ্যি কেমন যেন গুড়

গুম করতিছেল....আমি তারে কী বলেছি....কী করেছি...কিছু মনে নাই....
..কী বলেছি তারে আমি...কী বলেছি তারে ?

[উঠে দাঁড়ায়]

পদ্মহরি ॥ কোথায় যাচ্ছো....

বাতাসী ॥ আমার ছেলে এট্টা ভালকাজ করতি গেল তারে আশীর্বাদ করতি হবে না.. আমি ঝাই...ও নিশ্চয় বাবার থানে যেয়ে মুখ ভার করে বসে আছে। আমার আশীর্বাদ না পালি সে যেতি পারবে না .আমি ঝাই....

পদ্মহরি ॥ মা...

বাতাসী ॥ ওরে সে যে আমার নাড়ী ছেঁড়াধন। পাছে আর সব কডার মতো তার ওপর আমার নজর লাগে সেই জন্যি তারে কোন দিন কাছে আসতি দিইনি....দূর ছাই করেছি....সে তো জানেনা এ তত্ত্ব.. তাই রেগে যায়.... আমি ঝাই .. কী বলিস তোরা।

পদ্মহরি ॥ কিন্তুক আখন ঝেয়ে—

ছিদাম ॥ বৌদি (ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে) হ্যাঁ, তাই যাও একবার ঝেয়ে ওরে দুটো ভাল কথা বলে এসো তাতে করে তোমাদের দুজনের মনডাই পাতলা হবে ..

বাতাসী ॥ আমার নাটি—

[ছিদাম পদ্মহরিকে ইঙ্গিত করে। পদ্মহরি তাড়াতাড়ি গিয়ে লাঠি এনে দেয় বাতাসীকে]

বুড়ো হয়েছি....আমি ·কি ওর সঙ্গে ছুটতি পারবো। হয়তো এতক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে...

ছিদাম ॥ বাবার থানে আছে নিচ্চয়..

বাতাসী ॥ হ্যাঁ, আমারে ঝেতিই হবে.. মায়েদের ঝেতিই হয়। ছেলেরা মায়ের জন্যি থাকে না...কিন্তুক বুড়ো হলিউ মা'রে ছেলের জন্যি ছুটতিই হয়... (ধীরে ধীরে প্রস্থান)

[ছিদাম আর পদ্মহরি দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখা যায় বাতাসী লাঠি হাতে নড়বড় করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে মঞ্চের ডান দিক দিয়ে ধীরে ধীরে পিছনের নেপথ্যে প্রস্থান করে]

পদ্মহরি ॥ আমার কেমন ভয় ভয় করতিছে ছিদাম····কেমন যেন এট্টা ভাব ··· কী যেন ঘটবে····

ছিদাম ॥ (পোঁটলাটা নিয়ে) বৌদি····(পদ্মহরি তাকিয়ে থাকে) এট্টা ছুরি কেঁচি দাও দিনি ···সুনজলে গেরোটা একেবারে চেপে বসেছে।

পদ্মহরি ॥ বুড়ী ঝতি ফিরে আসে।

ছিদাম ॥ নাঃ (উঠে দেখে) ·· সই তো যেতিছে নাটি হাতে নড়বড় করতি করতি····বাবার থানেই যাচ্ছে····সই তো ঘোষেদের পচা ডোবার পাশ দে সোদা রাস্তা ধরলো····।····দ্যাও দিনি একটা ছুরি কেঁচি ঝা হয়········খুলি এড়া।

[পদ্মহরি কাঁচি আনতে যায় ছিদাম পোঁটলার গেরোটা খুলতে চেষ্টা করে শুধু হাতে। পদ্মহরি আসে]

কই এনেছো····দ্যাও····ওকি· ·কাঁদছো····

পদ্মহরি ॥ নাঃ কিছু না····

ছিদাম ॥ বৌদি ঝা হবার ঝতি হয়েই থাকে····

পদ্মহরি ॥ যতি কেন আমি আর সইতে পারছি না ছিদাম··· আমার বুক ফেটি যাচ্ছে

ছিদাম ॥ বৌদি চুপ কর····কাঁদে না··· দ্যাখদিনি আমি কি কাঁদছি তোমার মতো। সে তো আমারও বন্ধু ছেলো····(চোখ মোছে) ঝাক দ্যাখো তো এড়া····

পদ্মহরি ॥ কী আছে ওর মধ্যি··· কী দ্যাখবো····

[ছিদাম ভতক্ষণে পোঁটলাটা খুলে দেখছে। একটা রঙান সার্ট টেনে বার করে ওর মধ্যে থেকে। পদ্মহরি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে]

ছিদাম ॥ বৌদি····

পদ্মহরি ॥ বাণ ফোঁড়ার মেলায় যেয়ে সখ করে কিনেছিল সেদিন····

ছিদাম ॥ —এট্টাধুতি

পদ্মহরি ॥ নাল পাড়—

ছিদম ॥ হ্যা নাল পেড়ে—

পদ্মহরি ॥ খুঁটের দিকে খোঁচা লেগে আছে ?

ছিদাম ॥ হ্যাঁ। এট্টা ধুতি····রবাটের হাওয়া চটি····আর কিছু নি····

[জিনিসগুলো বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে পদ্মহরি। ছিদাম দেখে কিছু বলে না। তারও চোখ দিয়ে জল পড়ে]

ছিদাম ॥ বড হাসি খুসি ছেলে মানুষডা···নৈকোটা ভেঙে গেছল····আমারে যাবার সময় বললে ছিচু মেলার থে ফিরে আসি তারপর তোতে আমাতে রঙ করবো নৈকোটা····এবার বাচ খেলায় গতবারের মতো হেরে গেলি চলবে নি····হাল টানতি হবে তোরে তাগদ কর····কথা গুলো যেন আমি আখনো পষ্ট শুনতি পাচ্ছি····

পদ্মহরি ॥ সব খেলাই হবে ছিদাম····শুধু তার খেলাই কেড়ে নেলেন মা সমুন্দুর।

[দুজনেই চুপ করে থাকে। দুজনেই কাঁদে বাইরে একটানা নাকে কান্নার আবহ শোনা যায়। দেখা যায় বাতাসী বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে আসছে। ওরা সচকিত হয়]

ছিদাম ॥ বুড়ী আসছে।····ওগুলো দাও লুকোয়ে রাখি····

[পদ্মহরি পোঁটলার জিনিসগুলো বুকে আঁকড়ে ধরে]

দাও বৌদি···বুড়ী দেখলি আবার····

[পদ্মহরির কাছ থেকে নেবার জন্য টানাটানি করে। সে ছাড়েনা। বাতাসী বুড়ীর প্রবেশ। কারুর দিকে তাকায় না সে। কাঁদতে থাকে]

পদ্মহরি ॥ কী হয়েছে····কাঁদতিছো কেন····মা—

ছিদাম ॥ কী হলো দিদিমা দেখা পেলে বটাইএর····কিছু বললে তারে···· ?

বাতাসী ॥ না····(কাঁদে)

ছিদাম ॥ দেখা পেলে অথ্যাচ কিছু বললে না ?

বাতাসী ॥ বলতি পারলুম না।

ছিদাম ॥ কেন ?

বাতাসী ॥ বাবার থানে বটাই মানত্ করিতেছেল····তারপর খগেন এলো····

ছিদাম ॥ খগেন রে নে গেছে ? তয় তো ভালই হয়েছে····

বাতাসী ॥ আমি দূরির থে দাঁড়ায়ে দেখলুম····ওরে····ডাকতি গেলুম····কিন্তু গলা দে স্বর বার হলোনি····আমি চীচ্কার করতি গেলুম····কিন্তুক···· টানটা বেড়ে গেল হটাত্ করে····মাথা ঘুরতি নাগল····সব অন্ধকার হয়ে গেল চোখির সামনে····

পদ্মহরি ॥ চল শোবে চল। বটাই ঠিক আসবে····তার জন্যি ভাবতি হবে না···· চল বিছানায় দে আসি তোমারে····

বাতসী ॥ না····আমি যাবো না····আমি এখানে বসে থাকবো····য্যাতক্ষণ বটাই না ফেরে ত্যাতক্ষণ বসে থাকবো আমি। ওরা বলেছে····

পদ্মহরি ॥ কারা কী বলেছে ?

বাতাসী ॥ ওরা····বাবার থানে আমি ওদের সবাইরে দেখেছি····তারা সবাই আনাচে কানাচে এয়েছেল····কানাকানি করেছে····কথা বলেছে আমার সঙ্গে····

ছিদাম ॥ কারা এয়েছেল ? কারা কানাকানি করেছে ? কারা কথা বলেছে তোমার সঙ্গে····

[মেঘের গর্জন শোনা যায় : ঝড় সুরু হয় সোঁ সোঁ শব্দে]

পদ্মহরি ॥ ঝড় উঠল...

ছিদাম ॥ আকাশের ভাবখানা ভাল ঠেকছে না বৌদি ..মনে হচ্ছে····

[দমকা হাওয়া শুরু হয়। পেছনের শাদা পর্দায় দেখা যায় উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গ····]

বাতাসী ॥ হরেকেষ্ট····ভূপতি····ছিরিবাস····নেতাই····লখাই····সবাই এসেছে···· সবাই আনাচে কানাচে ঘোরা ফেরা করতিছেল...আমারে দেখে হাসা হাসি করতিছেল...ওদের বাপরেও দেখলাম আমি .

পদ্মহরি ॥ মা।

ছিদাম ॥ তারা কেন আসবে····তারা সব কবে হাবায় মিশে গেছে····

বাতাসী ॥ আমি দিনের আলোর মতো পষ্ট দেখেছি তাদের। তারা বটাইরে ঘিরে নাচাত নাগলো····য্যাখন বটাই চলে গেল ত্যাখন ওরা সবাই গেল তার পেছু পেছু আমি পষ্ট দেখেছি ..সে কি নাচ····আর খল বল করে কতা····আমারেও যেন কী বললে····কিন্তুক আমি শুনতি পালাম না···ওই তো····ওই তো ওরা—নেতাই নেতাই····চলে যা বাপ আমার····এধর আখন তার লয় তোরে এখান খে অনেক দিন আমি তোড়িয়ে দিইছি। ..হরেকেষ্ট····হরেকেষ্ট····ওরে নে যা বাপ····তুই তো আমার কথা শুনতিস····না না ভূপতি····আসিস না আমার কাছে ছুঁস না আমারে····আমি আর তোদের মা নই...কেউ নই

ছিদাম ॥ দিদিমা ..দিদিমা...

বাতাসী ॥ ছিদাম ওদের চলে যেতি বল...ওরা আখনো কেন আসছে...কেন মা বলে ডাকছে আমারে...যা...যা...চলে যা তোরা . ঘুমোয়ে থাক... চলে যা····

পদ্মহরি ॥ কা বলতিছ তুমি মা...

বাতাসী ॥ বৌ গঙ্গা জল ছড়াও...তেল আর সিঁদুর মেশায়ে ফোঁটা ভাও ঘরে দোরে.. আর এট্টা ঘুঁটে পোড়াও মালশায়····না হলি অমঙ্গল হবে···· ভয়ানক অমঙ্গল। আমার মন বলতিছে····

পদ্মহরি ॥ মা····

বাতাসী ॥ আমি বুঝতি পারি...য্যাখনই এট্টা কিছু অমঙ্গল হয় ত্যাখনই আমার মন আমারে বলে দেয় আগে ভাগে—তাড়াতাড়ি করো।

পদ্মহরি ॥ এই যাই····কিন্তুক তুমি শুয়ে পড়ো। এই ঝড়ো হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে আবার টান বেড়ে যাবে।

বাতাসী ॥ না. আমার কিছু হবে না। বুড়ো হাড়ে কিছু হয় না। আমি বসে থাকবো। য্যাতক্ষণ বটাই না আসে ত্যাতক্ষণ তার পথ চেয়ে বসে থাকবো আমি····

[বাতাসী চুপ করে। পদ্মহরি, ছিদাম, সবাই নির্বাক। বাইরে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি। মেঘ গর্জন। সাদা পর্দায় উথাল পাথাল সমুদ্র তরঙ্গ]

বতাসী ॥ (বিড়বিড় করে) পঞ্চবটির গণ্ডী দেলাম,
রাম রাবণির বিয়ে দেলাম।
সাত শকুনের মরা ছানা····
কাছিম খোলায় শিশিরকণা
আলাই বালাই দূরে যা
মায়ের বাছা ঘরে যা॥
[প্রচণ্ড বেগে বজ্রপাত হয়]

(চমকে) বাজ পড়ল?

পদ্মহরি ॥ হঁ্যা।

বাতাসী ॥ (নিশ্চিন্তমনে) তাহলি গেছে অপদেবতা চলি গেলি বাজ পড়ে। বৌ····বৌ····চলে গেছে ওরা আর ভাবনা নি···আর ভয় নি।—

পদ্মহরি ॥ তুমি শুয়ে পড়—মা—মা—

বাতাসী ॥ এঁ্যা—

পদ্মহরি ॥ শুয়ে পড়ো তুমি—

বাতাসী ॥ শুবো—?

ছিদাম ॥ হাঁ। যাও শুয়ে পড়ো—

বাতাসী ॥ কিন্তুক বটাই যে আসেনি—

ছিদাম ॥ আসবে—খগেন য্যাখন গেছে ত্যাখন ভাবনা কী—

বাতাসী ॥ না আর ভাবনা নেই—বাজ পড়ে গেছে আর ভাবনা নেই—

পদ্মহরি ॥ চলো—

বাতাসী ॥ যাবো···!

পদ্মহরি ॥ চলো তোমারে শুইয়ে দে আসি—

বাতাসী ॥ চল—

[পদ্মহরি বাতাসীকে ধরে তোলে। টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়ায় বাতাসী। হাতের লাঠিটা প:ড যায়। ছিদাম তাড়াতাড়ি সেটা তুলে দেয় বাতাসীর হাতে। লাঠিতে ভর করে পদ্মর সাহায্যে দু চার পা এগোয় বাতাসী—দূর থেকে খগেনের ডাক শোনা যায়]

নেপথ্যে ॥ ছিদাম—ছিদাম

ছিদাম ॥ কে ?

[ওরা সবাই দাঁড়িয়ে যায়। দেখা যায় মঞ্চের ডান দিকের নেপথ্য থেকে খগেন ছুটতে ছুটতে আসছে, তার সর্বাঙ্গ ভেজা—নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে]

খগেন।

[খগেন বাইরে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই ডাকে]

খগেন ॥ ছিদাম—ছিদাম আছিস।

ছিদাম ॥ (দরজার কাছে গিয়ে) কী হয়েছে··· ভেতরে আয়—

খগেন ॥ শোন—শুনে যা—

[ছিদাম বেরিয়ে আসে। মঞ্চের বাঁদিকে অর্থাৎ ঘরের ভেতরে

পদ্মহরি আর বাতাসী দাঁড়িয়ে থাকে। ছিদাম ঘর থেকে বেরিয়ে মঞ্চের ডানদিকে খগেনের কাছে আসে। ওর চেহারা দেখে চমকে ওঠে ছিদাম]

ছিদাম ॥ কী····হয়েছে····অমন করতিছিস কেন ?

খগেন ॥ ছিদাম .

ছিদাম ॥ কী····

খগেন ॥ বটাই····

ছিদাম ॥ কী····কী হয়েছে বটাইয়ের.. কোথায় সে ..খগেন কী হয়েছে...তোর নাকে মুখে রক্ত কেন.. ?

পদ্মহরি ॥ (দরজার কাছ থেকে) কী হয়েছে ছিদাম—

[ছিদাম পদ্মহরির দিকে তাকায়। কিন্তু কিছু বলবার আগেই ওদের দৃষ্টি পড়ে নেপথ্যের দিকে। দেখা যায় ক্রশ হাতে করে ফাদার মাইকেল জন প্রবেশ করছেন। তাঁর পেছনে সাদা কাপড়ে মোড়া একটা দেহ বয়ে আনছে গ্রামের লোকেরা আর স্থানীয় পুরোহিত। সবাই নির্বাক। কারুর মুখে কোন কথা নেই পায়ে চলার শব্দ নেই। গ্রামের লোকেরা মঞ্চের ডান দিকে শবদেহ নামিয়ে রাখে—তারপর সেটা ঘিরে বসে গোল হয়ে। ফাদার জন দাঁড়িয়ে থাকেন হয়তো বিড় বিড় করে মন্ত্রোচ্চার করেন কিন্তু কিছু শোনা যায় না। শুধু দেখা যায় তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ছে। চোখ বন্ধ। পদ্মহরি দৌড়ে বেরিয়ে আসে]

পদ্মহরি ॥ কী হয়েছে ? কে এডা—চুপকরে আছ কেন তোমার কে এডা—

খগেন ॥ বটাই—

পদ্মহরি ॥ বটাই—

খগেন ॥ ঝড় আসছিল সেই ঝড়ের মুখে নৌকো নে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুমুদ্দূরে—

বারণ করলুম—শোনলো নি—ঢেউয়ের দাপটে মোচার খোলের মতো নৈকো আছড়ে পড়লো চড়ায়—ভেঙে খান খান হয়ে গেল—(কাঁদে)

[পদ্মহরি আর কোন কথা শোনে না। সে গিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে বটাইয়ের মৃতদেহের ওপর]

পদ্মহরি ॥ কেন তুই এ্যামন করলি বটাই—কেন তুই এ্যামন করলি—মরা মানষিরে আনতে গে জ্যান্ত প্রাণডা কেন দিলি—ওরে আমরা এখন কারে নে থাকবো—বটাই—

[হঠাৎ বাতাসীর ডাকে চমকে ওঠে ওরা সবাই। এতক্ষণ ধরে তার কথা ওদের খেয়াল ছিল না। সকলে দরজার দিকে ফিরে তাকায়। দেখা যায় বাতাসী এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। আশ্চর্য শান্ত তার মুখ—শান্ত তার কণ্ঠস্বর]

বাতাসী ॥ ছিদাম—খগেন—

[বাতাসীর কথা শুনে পদ্মহরিও মুখ তুলে তাকিয়ে ছিল কান্না থামিয়ে]

ওরে উঠে আসতি বল—অপঘাতে মড়ার কাছে কাদলি তার অকল্যাণ হয়····ওরে উঠে আসতি বল।

[পদ্মহরি নিজেই ধীরে ধীরে উঠে আসে। বাতাসীর সামনে এসে তার চোখে চোখ রেখে দাঁড়ায়। তারপর 'মা' বলে ডেকে তার পায়ের কাছে পড়ে যায়—প্রায় অচৈতন্য হয়ে]

বাতাসী ॥ (সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে) ওর দেহ কী আখনো গরম আছে···· চুপ করে থেকো নি ···ভালো করে দেখো হাত দে····

[সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করে। পুরোহিত এগিয়ে যায়। শবদেহে হাত দিয়ে ধরা গলায় বলে]

পুরোহিত ॥ হ্যাঁ।

বাতাসী ॥ গরম আছে····। তাহলি এখনো ওর আত্মা যায় নাই এই গেরাম

ছেড়ে ....কি করেই বা যাবে....এতক্ষণ তো এখানেই ছেল....এই তো কথা বললো আমার সঙ্গে ..এইতো বাবার থানে গিয়ে মানত করলো—আমি ওরে বারণ করতি গেলাম—কিন্তুক গলা আটকে গেল—এইতো খগেনের সঙ্গে ও চলে গেল—অ্যাখনো মায়া কাটেনি তাই আছে। এই নাও—(ঘটি এগিয়ে দেয়) এই গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও ওর দেহে—ওরে ঠাণ্ডা করো—চলে যেতি বলো—

ছিদাম ॥ দিদিমা

বাতাসী ॥ চলে যেতি বলো—তারপর মা সুমুন্দুরের চড়ায় নে গিয়ে জ্বালায়ে দাও—ভাল করে জ্বালাবা—মা সুমুন্দুর যেন দেখতি পায়—বেশ ভালো করে জ্বালাবা—

[সবাই চুপ করে থাকে মাইকেল জন তখনও বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে চলেছেন]

বাতাসী ॥ হরেকেষ্ট—ভূপতি—ছিরিবাস—নেতাই—সখাই—বটাই—ছ'ছডা ছেলে আমার—ওদের জন্যি একদণ্ড আমি শান্তিতে থাকতি পারিনি—। মা সমুন্দুরের চড়ায় সবাই খেলা করতো—চোপর দিন ঢেউয়ের ওপর ঝাঁপাই ঝুড়তো—ঝড়ে বাদলায় নৌকো নে মাঝ সুমুন্দুরে চলে যেতো মাছ ধরতি—আমার ভয় করতো—কখন কী হয়—। চল্লিশ বছর আগে য্যাখন এই গেরামে বউ হয়ে আলাম ত্যাখন সুমুন্দুর দেখলাম পেরথম—সেদিন থেকে আমার ভয় করতো সুমুন্দুরকে। ভাবতুম দামাল ছেলেপুলে তাদের কী করে সুমুন্দুরের টান থেকে দূরে রাখবো—আমি জানি সুমুন্দুরের এট্টা টান আছে—সে সবাইরে টানে—আমারেও টানতো—কিন্তুক আমি কোনদিন সুমুন্দুরে যাইনি—কিন্তুক ওরা যেতো—ওদের আটকাতে পারিনি আমি—তাই চোপর দিন ভয়ে ভয়ে থাকতুম য্যাতক্ষণ না ওরা বাড়ী ফিরে আসে

খগেন ॥ দিদিমা—

বাতাসী ॥ সে ভয় আমি কাউরে বোঝাতি পারবো নি—মা না হলি ছেলের জন্যি সে ভয় কেউ বুঝতি পারে না। তারপর হরেকেষ্ট—ভূপতি—ছিরিবাস—নেতাই—লখাই—সবাই চলে গেল। মা সুমুন্দুর—আমি ভয় করতুম বলে—আমার ভয় ভাঙানোর জন্যি একে একে সকলরে কোলে টেনে নেলেন।—আর আমার ভয় নাই। সকাল থে সন্দে পর্যন্ত আর কারুর জন্যি আমারে ভাবতি হবে না—ঝড়বাদলের দিনে পথ চেয়ে বসে থাকতি হবে না—আর হানটান করতি হবে না ঘর বার। কাউরে বারে বারে শুধোতি হবে না—হ্যাঁ গো সুমুন্দুরের ধারে আমার বাছাদের কেউ তোমরা দেখেছো ..দেখেছো তাদের? আমার হরেকেষ্ট—ভূপতি—ছিরিবাস—নেতাই—লখাই—বটাই আর কেউ আসবে না আমার কাছে। আজ চল্লিশ বছর পর আমি ঘুমুবো—কারুর জন্যি না ভেবি শান্তিতে ঘুমুবো—ঝাও নে ঝাও ওরে—বেশ ভালো করে আগুন জেলো ঝেন মা সুমুন্দুর দেখতি পায়—।

[সকলে নড়ে চড়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা বটাইয়ের মৃতদেহ ধীরে ধীরে মাথায় তুলে নিয়ে দাঁড়ায়। খুব মৃদু কণ্ঠে ঐকতান শোনা যায়।—"বল হরি—হরিবোল"]

বাতাসী ॥ (ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে) তোমরা সব সুখী থাকো। তোমরাও আর সুমুন্দুররে আর ভয় করো না—

[বাতাসীর এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীরব জনতা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে অশ্বক্ষুরের চিত্র অঙ্কিত করে মঞ্চে। বাতাসী তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তারা দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বাতাসীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসী সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে]

তোমরা সবাই সুখী থাকো—ঝে ঝেখানে আছো সবাই সুখী থাকো। তোমাদের সব অমঙ্গল আমি নে নেলাম। আমি মরবো না—কাক ভূষণ্ডীর মতো আমি এইখানে চিরদিন বেঁচি থাকবো—আমি তো

মা—মা কোনদিন মরে না—সব বাছার অমঙ্গল বুকি নে আমি চেরকাল থাকবো—তোমাদের সব ভয় সব অমঙ্গল আমারে দিয়ে যেও—আমি মা—আমি সব সহ্য করতি পারবো—মায়েদের সব সহ্য করতি হয় ঝাও চলে ঝাও সব....ঘুমোয়ে থাক গা। ঝ্যাখন ভয় করবে....ঝ্যাখন অমঙ্গলের ভাবনা হবে....ত্যাখন এই বাতাসী বুড়িরে মনে করো....সে তোমাদের সব ভয় ..সব অমঙ্গল বুকি নে এখেনে বসে আছে—। মায়েদের এই ভাবে বসে থাকতি হয়.... তোমরা তো তাদের কোনদিন নিস্কিতি দেবা না....তারা যে মা....

[কেঁদে ফেলে বাতাসী। পেছনের সাদা পর্দায় সমুদ্রের উথাল পাথাল ঢেউ এবার একেবারে সমস্ত পর্দা জুড়ে দৃশ্যমান হয়। সেই উত্তাল তরঙ্গের পটভূমিতে দেখা যায় শুধু বাতাসীকে। আর সব ছায়া হয়ে গেছে]

পর্দা

চরিত্রলিপি	ব্যারিল চার্চিল রচিত 'Ants' অনুসরণে
দাদু	
জয়ন্তী	# পিঁপড়ে
সুশান্ত	
টুশাই	রচনা : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

টুশাই ॥ ঐই যে-এই পিঁপড়েরা! তোমরা মুখে করে কী নিয়ে যাচ্ছ? খাবার নিয়ে যাচ্ছ? তোমার মুখেও তো কি রয়েছে! তোমার মুখেও, তোমার? হ্যাঁ, তোমারও! এই—এই—থেমো না! তুমি দাঁড়িয়ে গেলে কেন? দেখছ না আর সবাই কেমন সারি দিয়ে বারান্দার ওধারে চলে যাচ্ছে? যাও, যাও, এই ফাটলটা দিয়ে সাব্বার সঙ্গে চলে যাও। হারিয়ে যাবে যে! আচ্ছা, ছোট্ট পিঁপড়ে, এসো এসো আমার বুড়ো আঙুলের ওপর এসো। ভয় কি? এসো! এই এই পালিয়ে যেও না। ঐ যে আরেকটা তোমার মত ছোট্ট পিঁপড়ে ভুল পথে চলে যাচ্ছে। তুমি ছোট্ট পিঁপড়ে—আর মেজ পিঁড়ে, আর তুমি বড়। বাব্বা! তোমার গাটা কি রকম চকচকে কালো! আচ্ছা আমি যদি তোমাদের রাস্তায় একটা স্কেল রেখে দিই! তাও তোমরা ডিঙিয়ে চলে যাবে, না? এসো, এসো। তুমিও এসো! ও পিঁপড়েগুলো কি মজার। না? (হাসতে থাকে)

[ঘড়িতে ছটার ঘণ্টা বাজে]

দাদু ॥ ব্যস। আরেকটা দিন ফুরিয়ে গেল। ছ'টা বাজল। রোজ ঠিক এই সময়টাই যখন ছ'টার ঘণ্টা বাজে ঘড়িটাতে। আমার মনে হয় আরেকটা দিন পার হয়ে গেল।

জয়ন্তী ॥ (দূর থেকে) টুশাই টুশাই!

[নিস্তব্ধ। শুধু কয়েক সেকেণ্ড ঘড়ির টিক-টক]

দাদু ॥ মা ডাকছে তোকে, দাদুভাই।

জয়ন্তী ॥ (খানিক কাছে) কি করছ তুমি টুশাই ?

টুশাই ॥ কিছু না।

জয়ন্তী ॥ (বারান্দায় এসে) হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছ ? তোমার বাপি এসে পড়বে এক্ষুণি। তোমাকে নোংরা দেখলে বলবে আমি তোমার দেখাশোনা করি না। ওকি! মেঝেয় বসে কি করছো তুমি ? পিঁপড়ে ? ইশ্! বেছে বেছে এই ধ্যাদধ্যাড়া গোপালপুরে কি বাড়ীই কিনেছিলে তুমি, বাবা ? যত রাজ্যের পোকা-মাকড়! এখানে আরশোলা, ওখানে টিকটিকি। মেঝেয় পিঁপড়ে। পিঁপড়ে হলে কি করতে হয় বাবা ?

দাদু ॥ কিছু করার দরকারটা কি ?

জয়ন্তী ॥ পিঁপড়েগুলোর চারপাশে একটু কেরোসিন ছড়িয়ে আগুন জ্বেলে দিলে ওরা শেষ হয়ে যাবে না ?

টুশাই ॥ না!

জয়ন্তী ॥ টুশাই। যাও, হাত-পা ধুয়ে নাও, সোনা।

টুশাই ॥ ওরা—ওরা—আমার পিঁপড়ে! তুকি ওদের মারবে না!

জয়ন্তী ॥ শোনো। হাত-পা ধুয়ে মাথাটা আঁচড়ে নিও। এই জামাটা বদলে নতুন সবুজ জামাটা পরে নাও। আর জুতো পরে নিও। তোমার ব্রাউন জুতো জোড়া কোথায় রেখেছ ?

টুশাই ॥ তুমি ওদের মারবে না! ওরা ওরা পিঁপড়ে না ?

দাদু ॥ আচ্ছা তোমরা পিঁপড়েদের কেউ ছোঁবেও না। এখন যাও। মা যা বলছে করো গিয়ে, কেমন!

টুশাই ॥ (যেতে যেতে, অল্প দূর থেকে) তুমি পিঁপড়েদের কিছু করলে আমি বাপিকে বলে দেব। দেখো!

জয়ন্তী ॥ (কণ্ঠস্বর তুলে) চুলটা আঁচড়াতে ভুলো না। দেখলে তো, বাবা! টুশাই আজকাল সব সময় আমাকে ওর বাপির ভয় দেখায় আর ওঁকে

আমার ভয় দেখাতে চেষ্টা করে। ঐটুকু বাচ্চা। হলে কি হবে ও যেন সব বুঝে ফেলেছে। কি রকম বলল 'বাপিকে বলে দেব '

দাদু ॥ বাঃ, যত বাচ্চাই হোক কিছু কিছু ব্যাপার তো ওর নজরে পড়বেই।

জয়ন্তী ॥ কিন্তু ওর ভাবটা যেন 'আমার কথা না শুনলে আমি বাপির কাছে চলে যাব, তোমার কাছে থাকবনা।'

দাদু ॥ ও কার কাছে থাকবে সেটাতো কোর্ট ঠিক করে দেবে ?

জয়ন্তী ॥ হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি জানিই আমাকেই রাখতে দেবে ওকে! মা'র কাছ থেকে তো আর বাচ্চাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না!

দাদু ॥ আমি এসব ব্যাপার ঠিক বুঝি না। কিন্তু ব্যাপারটা কি কোন পক্ষ ....যাকে বলে....দোষী, তার ওপর নির্ভর করে না ?

জয়ন্তী ॥ টুশাইর বাবাই দোষী!

দাদু ॥ কখন পৌছুচ্ছে সুশান্ত ?

জয়ন্তী ॥ এসে তো পড়ার কথা! অবিশ্যি সোজা গাড়ীতে আসবে, কাজেই আধটু এধার ওধার হতে পারে।

দাদু ॥ তোকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, জয়। এ শাড়ীটাতো আগে কখনো দেখিনি।....তা একেবারে ডিভোর্স পর্যন্ত না গেলে চলত না ? (বিরতি) তোকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে....সুশান্ত তোকে ডিভোর্স করতে চাইবে না বোধ হয়।

জয়ন্তী ॥ মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টালিটি করছ, বাবা। তোমাকে তো আর জীবন-ভোর ওর ঘর করতে হবেনা ?

দাদু ॥ একটু মধ্যবিত্ত হলেও তো পারিস। ওকে ছেড়ে তুই খুব কষ্ট পাবি। কি জানি, হয়তো তাও পাবি না। শুধু আরও ক্লান্ত হবি খানিকটা।

জয়ন্তী ॥ তোমার জন্যই তো এই বিয়ে হলো। ওকে ছাড়া আর কাউকে তুমি পাত্তাই দিতে না!

দাদু ॥ কিন্তু তুই তো ওকে ভালবাসতিস।

জয়ন্তী ॥ কি জানি ? জানি না !

দাদু ॥ আমি আর কদিন রে ? আর জানিস, তুই শুনলে হয়তো দুঃখ পাবি, আমি আজকাল আর তোর জন্য তেমন ভেবে উঠতে পারি না। এমনিই আমার মনে হয় চট করে কেউই কারো জন্যে বিশেষ ভাবে না। বুড়ো হলে সেটা যেন বাড়ে। কেমন যেন নির্লিপ্ত হয়ে যায়।

[গাড়ী থামার শব্দ]

জয়ন্তী ॥ বাবা, টুশাই আমাকে বেশী ভালবাসে, বাসে না ?

দাদু ॥ আমিও তো তোকে ভালবাসি। সুশান্তও তোকে ভালইবাসে।

জয়ন্তী ॥ ওর গাড়ীরই হর্ণ ওটা।

দাদু ॥ যা, গেটের কাছে গিয়ে নিয়ে আয় ওকে।

জয়ন্তী ॥ না। আমি বরং বারান্দাটায় দাঁড়াই।

দাদু ॥ বেশ, তবে ওই রেলিঙে ভর দিয়ে সমুদ্র দেখ যেন ও আসেই নি. তোকে বেশ দেখাচ্ছেরে !

টুশাই ॥ (দূর থেকে) মা'মি ! মা'মি বাপি এসেছে।

জয়ন্তী ॥ (কণ্ঠস্বর তুলে) আমি বারান্দায় বসে আছি !

টুশাই ॥ এসো, এসো, বাপি। মা'মি, বাপি আমাকে এই চকোলেটটা দিয়েছে !

জয়ন্তী ॥ এখন নয়, টুশাই। রাতে খেতে পারবে না তাহলে।

সুশান্ত ॥ কেমন আছো ?

জয়ন্তী ॥ তুমি কেমন আছো ?

সুশান্ত ॥ কেমন আছেন ? শরীর কেমন আপনার ?

দাদু ॥ আর থাকা ! এখন তো দিন ফুরোলো। রোজ সূর্যটা টুপ করে জলে ডুবে যায় আর ভাবি এইবার একদিন আমিও অমনি টুপ করে ডুবে যাবো !

সুশান্ত ॥ আপনাকে কিন্তু আগের বার যা দেখেছিলাম তার থেকে অনেক ফ্রেশ দেখাচ্ছে।

দাদু ॥ তোমাকে কিন্তু এবার একটু কাহিল দেখছি!

সুশান্ত ॥ কি জানি। ঠিকই তো আছি?

টুশাই ॥ বাপি, আমার পিঁপড়েগুলো দেখো!

সুশান্ত ॥ তাই তো। এমন সুন্দর পিঁপড়ে পৃথিবীতে কেউ কক্ষনো দেখিনি!

জয়ন্তী ॥ ওটা? এখানে ভালো কাগজ আসে না। একটু দেখতে পারি?

সুশান্ত ॥ বাঃ নিশ্চই। নাও।

দাদু ॥ সত্যি কাগজপত্তর না এলে এখানে থেকে মনেই হয় না যে বাইরে একটা পৃথিবী আছে, সেখানে একটা যুদ্ধ চলছে। কোথাও এই মুহূর্তে যুদ্ধ চলছে ভাবাই যায় না। অথচ হচ্ছে তা ঠিকই।

জয়ন্তী ॥ 'প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ'।

দাদু ॥ কার?

জয়ন্তী ॥ আমরা?

দাদু ॥ মানে আমরা খেয়েছি না করেছি?

জয়ন্তী ॥ করেছি।

দাদু ॥ অবিশ্যি কিই বা তফাৎ!

টুশাই ॥ তুমি পিঁপড়েদের চিনতে পারো, বাপি?

সুশান্ত ॥ উঁহু। আমি একটু পরেই গুলিয়ে ফেলি। সবগুলো এক রকম মনে হয়।

টুশাই ॥ আমি একটাকে চিনতে পেরেছি, সামনের দিকটা ছোট। ওর নাম ভুলো।

জয়ন্তী ॥ তুমি কি এখন সী বীচে বেড়াতে যাবে?

সুশান্ত ॥ চলো। টুশাই, যাবি নাকি?

জয়ন্তী ॥ ও পিঁপড়ে নিয়ে খেলছে। ও যাবে না।

টুশাই ॥ আমি যাব না।

সুশান্ত ॥ তোমার জুতো ?

জয়ন্তী ॥ বৈঠক খানায় আছে, যাবার সময় পরে নেব।

সুশান্ত ॥ চলো তাহলে।

[দু'জনে চলে যায়। দাদু কাগজ পড়েন]

দাদু ॥ 'তিনহাজার নিহত'! ভালো কথা। 'যুবরাজের সহিত মডেলের বিবাহ।' 'মার্কিন প্রেসিডেণ্টের কুকুরের দুর্ঘটনা।' 'মহিলার একসঙ্গে ছয়টি সন্তান প্রসব।' কোন খবর নেই। ভুলো কোথায়, দাদুভাই ?

টুশাই ॥ দেখতে পাচ্ছি না, বোধ হয় চৌকাঠের ফাঁকে লুকিয়েছে। এক্ষুণি বেরোবে।

দাদু ॥ তুই ওকে আর চিনতেই পারবি না।

টুশাই ॥ হ্যাঁ, পারব!

দাদু ॥ তুই ওকে চিনলি কি করে ?

টুশাই ॥ লাইন থেকে অন্য দিকে চলে যাচ্ছিল, তো আমি হাত দিয়ে আটকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম।

দাদু ॥ কি করল তখন ?

টুশাই ॥ গোল হয়ে খালি ঘুরতে লাগল, সাতবার, আটবার....এগারোবার.... তারপর আরেকটা পিঁপড়ের সামনে দাঁড়াল, কথা বলতে লাগল। তারপর সবার সঙ্গে বারান্দার দিকে চলে গেল। ঐ যে, ঐ যে ভুলো!

দাদু ॥ ঠিক ভুলোই তো ?

টুশাই হ্যাঁ।

দাদু ॥ ওইটা নয়তো ?

টুশাই ॥ না এইটা।

দাদু ॥ কোন্‌টা ?

টুশাই ॥ এই যে—আরে কোথায় গেল ? কোনটা ভুলো ?

দাদু ॥ বললুম চিনতে পারবি না।

টুশাই ॥ আরে।

দাদু ॥ কতগুলো পিঁপড়ে আছে ওখানে?

টুশাই ॥ এক—এক কোটি!

দাদু ॥ দশ হাজার?

টুশাই ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ দশ হাজর। বাপি এবার অনেক দিন থাকবে?

দাদু ॥ ন বোধ হয়।

টুশাই ॥ সোমবার সকালে চলে যাবে?

দাদু ॥ রোববার রাতেও যেতে পারে।

টুশাই ॥ তুমি জানে না?

দাদু ॥ ঠিক জানি ন

টুশাই ॥ আমিও জানি না। দাদু, ওদের কিছু খেতে দেব না?

দাদু ॥ চিনি দিতে পারিস। দাঁড়া, আমি দিচ্ছি একচামচ,

[দাদু চিনি দিতে থাকেন ইতিমধ্যে টুশাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়]

টুশাই ॥ ঐ দূরে সমুদ্রের ধারে মানিক—বাদিকে দেখা যাচ্ছে। ওরা আমাকে দেখতে পাচ্ছে ন। ওদের—ওদের পিঁপড়ের মত লাগছে।

দাদু ॥ দিয়েছি ওদের।

টুশাই ॥ বাপি আরও বেশী বেশী থাকে না কেন?

দাদু ॥ সারা সপ্তাহ অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকে।

টুশাই ॥ সব শনিবারেও তো আসে ন বাপি।

দাদু ॥ দেখে যা, ওরা কেমন চিনি খাচ্ছে।

টুশাই ॥ (পিঁপড়েদের কাছে ফিরে আসে) আমরা পুজোর সময় বাপির কাছে যাব?

দাদু ॥ তুই যেতে চাস?

টুশাই ॥ আমার ওখানের পুজো ভালো লাগে।

দাদু ॥ ওদের দেখ্। ঠিক মানুষের মতো। লোভী! চিনি নিয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছে না—আচমকা পেয়েছে তো সববাই বলাবলি করছে। বিচ্ছিরি লোভী!

ওরা খুব চালাক। মানুষের মতোই। সবকিছু বেশ গোছানো। সবাই মিলে সমাজের জন্য কাজ করে, সব কাজ। দেখ খালি ঘুরে মরছে। কাজ আর কাজ, খাবার খুঁটছে, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, জড়ো করে রাখছে, জমাচ্ছে। ওদের খুব গর্ব কাজ করে বলে। শীতকালে একটা পিঁপড়ের সঙ্গে একটা ফড়িঙের দেখা হলে পিঁপড়েটা বলে, "শরৎ কালে কি করলে তুমি?" বেচারা ফড়িং বলে, 'আমি সূর্যের মিষ্টি আলোয় শুধু নেচেছি।' তখন কর্মবাগীশ পিঁপড়ে কি বলে জানিস? বলে, আমি অনেক পরিশ্রম করেছি, অনেক খাবার জমিয়েছি। এখন বসে বসে খাব। তুমি ফাঁকিবাজ, ব্যাটা উপোস করে ঠাণ্ডায় মরো।' পিঁপড়েরা—

টুশাই ॥ পিঁপড়েরা ভালো।

দাদু ॥ ঠিক মানুষের মত—কোন কল্পনাশক্তি নেই। অনেক লোকের ভীড় থাকলে দেখবি—খুব উঁচু বাড়ীর ওপর থেকে দেখবি লোকেদের—খালি দৌড়চ্ছে আর দৌড়চ্ছে, ঠিক পিঁপড়েদের মত। এরোপ্লেন থেকেও ঠিক ঐরকম লাগে—গোটা মানুষের রাজত্বটাই পিঁপড়েদের জগৎ মনে হয়।

টুশাই ॥ তুমি এরোপ্লেনে চড়েছ?

দাদু ॥ হ্যাঁ।

টুশাই ॥ কোথায় গিয়েছিলে এরোপ্লেনে চড়ে?

দাদু ॥ ক্যানাডা থেকে ফিরেছিলাম।

টুশাই ॥ কোথা থেকে?

দাদু ॥ ক্যানাডা।

টুশাই ॥ কি করতে গিয়েছিলে ক্যানাডায়?

দাদু ॥ কি করতে....ঠিক বলা মুস্কিল।

টুশাই ॥ এরোপ্লেনে—ভালো লাগছিল?

দাদু ॥ ঠিক খেয়াল করিনি।

টুশাই ॥ তাহলে এরোপ্লেনে চাপলে কেন?

দাদু ॥ তাড়া ছিল।

টুশাই ॥ কেন?

দাদু ॥ তোর দিদিমা মারা যাচ্ছিলেন।

টুশাই ॥ এরোপ্লেনে?

দাদু ॥ না। এই বাড়ীতে।

টুশাই ॥ দিদিমাকে কেন তোমার সঙ্গে ক্যানাডয়ে নিয়ে যাওনি?

দাদু ॥ এখানে ছিল বলে।

টুশাই ॥ ওটা কি জেট প্লেন?

দাদু ॥ না বোধ হয়।

টুশাই ॥ কটা প্রপেলার ছিল ওটায়?

দাদু ॥ ঠিক মনে নেই। তুই আর ভুলোকে খুঁজে বার করতে পারবি? উফ্! তোর পিঁপড়েদের চিনি খাওযাতে বসে বসে আমার কোমরে টান ধরে গেল। দাড়া ইজিচেয়ারটায় বসি। (বসেন)

টুশাই ॥ মা'নি—বাপি কখন ফিরবে?

দাদু ॥ রাতে খাওয়ার সময়।

টুশাই ॥ ওদের আর দেখতে পাচ্ছি না। তুমি পাচ্ছ?

দাদু ॥ ওরা সামনে থাকলেও আমি দেখতে পেতাম না। আমার চোখ জোড়াও তো বুড়ো হয়ে গেছেরে।

টুশাই ॥ তুমি তো ওদিকে তাকাচ্ছই না।

দাদু ॥ তাকালেও দেখতে পাবো নারে।

টুশাই ॥ ওরা বোধ হয় ঐ বালিগুলো উচু হয়ে আছে তার ওপাশে চলে গেছে।

দাদু ॥ তাহলে আমরা বোমাবর্ষণ করছি !

টুশাই ॥ খুব বড় বড় বোমা ?

দাদু ॥ খুব বড় বড় ?

টুশাই ॥ অনেক লোক মরে গেছে ?

দাদু ॥ হুঁ ।

টুশাই ॥ এবারে সব থেকে বেশী লোক মরে গেছে ?

দাদু ॥ মরলে ভাল হয় ?

টুশাই ॥ বাঃ ! ওরা তো শত্রু ! ওরা তো মরলেই ভালো ।

দাদু ॥ তা বটে ।

টুশাই ॥ তুমি কি তোমার এরোপ্লেন থেকে বোমা—বোমা বর্ষণ করছিলে ?

দাদু ॥ না ।

টুশাই ॥ তবে কি করছিলে ?

দাদু ॥ পত্রিকা পড়ছিলাম ।

টুশাই ॥ সেই যখন দিদিমা মরে যাচ্ছিল ?

দাদু ॥ হ্যাঁ । আমি ফেরার আগেই তোর দিদিমা মরে গিয়েছিল ।

টুশাই ॥ আমার ক্ষিদে পেয়েছে । (বারান্দা থেকে) মা'ণি-ই-ই—বাপি-ই-ই-আমার ক্ষিদে পেয়েছে-এ-এ !

দাদু ॥ ওরা শুনতে পাবে না ।

টুশাই ॥ পার্থকাকা কি এই শনিবার আসবে ?

দাদু ॥ না ।

টুশাই ॥ কবে আসবে তবে ?

দাদু ॥ এলে তোর ভালো লাগে ?

টুশাই ॥ পার্থকাকা কিরকম সাঁতার কাটতে পারে ! বড়ো ঢেউগুলো ছাড়িয়ে ।

দাদু ॥ পার্থকাকা যদি সব সময় থাকে তোর ভালো লাগবে ?

টুশাই ॥ সবসময় থাকবে পার্থকাকা? তোমার এখানে?

দাদু ॥ যদি তোদের সঙ্গে থাকতে আসে তাহলে—

টুশাই ॥ তুমি তো একা একা থাকো!

দাদু ॥ এখন আর একা কই?

টুশাই ॥ তোমার একা থাকতে ভালো লাগে?

দাদু ॥ একা কই? পিঁপড়েগুলো তো রয়েছে আমার সঙ্গে!

টুশাই ॥ মা'মি বলছে পিঁপড়েদের মেরে ফেলবে।

দাদু ॥ আমরা মারতে দেব না।

টুশাই ॥ পিঁপড়েদের কি রকম করে মারে? মা বলছিল, কেরোসিন ঢেলে—?

দাদু ॥ কেরোসিন ঢেলে তারপর দেশলাই জ্বেলে দিয়ে।

টুশাই ॥ কেরোসিন জ্বলে?

দাদু ॥ হ্যাঁ।

টুশাই ॥ কেরোসিন তো ভিজে? জলও তাহলে জ্বলে?

দাদু ॥ না।

টুশাই ॥ জলে যদি আগুন লাগত তাহলে ঐ সমুদ্রটায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া যেত। না? (বিরতি) পিঁপড়েদের আর কি করে লোকে?

দাদু ॥ কিছু করবার দরকার আছে কি?

টুশাই ॥ কি রকম বাজে খালি যাচ্ছে আর আসছে। একরকম।

দাদু ॥ তোমার কথা ভেবে তো কিছু করছে না। তোমার কথা জানেই না ওরা!

টুশাই ॥ চিনি দিলে আর ওদের পথের সামনে রুলারটা রেখে দিলে জানবে।

দাদু ॥ ওরা চিনিটা জানবে, রুলারটা জানবে। তোমাকে জানবে না।

টুশাই ॥ ভুলোটা যে কোথায় গেল?

দাদু ॥ অন্য অনেক দেশে সব সাংঘাতিক পিঁপড়ে আছে। কোটি কোটি পিঁপড়ে একসঙ্গে থাকে. বিরাট বিরাট পিঁপড়ে। জঙ্গল কে জঙ্গল সাফ করে দেয়। পথে যা কিছু পড়ে সব খেয়ে ফেলে।

টুশাই ॥ তোমাকে ওদের পথে পেলে খেয়ে ফেলবে ওরা ?

দাদু ॥ তাও পারে।

টুশাই ॥ আমাকে খেতে পারবে না। আমি মাড়িয়ে দেব !

দাদু ॥ ওরা যে অসংখ্য !

টুশাই ॥ আমি লাফাবো। খালি লাফাবো ?

দাদু ॥ অনেক যে ওরা।

টুশাই ॥ আমি ওদের ওপর জিনিষ ফেলে দেব !

দাদু ॥ ওদের শেষ নেই। পুরো গোটা গোটা বাড়ী ধ্বংস করে দেয়। পঙ্গপালও এক একটা গোটা দেশ মরুভূমি করে দেয়। ·অসংখ্য ! আলাদা একটাকে দেখাই যায় না। কালো কালো ঝাঁক ঝাঁক শোঁ শোঁ করে উড়ে চলে। পথে যা কিছু থাকে সব নিঃশেষ করে দেয়। ভাবতো, পিঁপড়ে আর পঙ্গপালেরা যদি সব শেষ করে দেয়, তুই খাবি কি করে ?

টুশাই ॥ ওরকম করতে দেবই না ওদের !

দাদু ॥ যা, আটকা গিয়ে তবে। সব লোকেরা কাঁসর—ঘণ্টা—ঢাক—ঢোল নিয়ে মাঠে মাঠে গিয়ে বাজায়। ভীষণ আওয়াজ করতে থাকে যাতে ওরা শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। তবুও ওরা শেষ পর্যন্ত কোন না কোন মাঠে গিয়ে নামেই।

টুশাই ॥ পিঁপড়েরা শব্দ শুনলে ভয় পায় ?

দাদু ॥ দেখো চেষ্টা করে।

টুশাই ॥ (মাটিতে ঝুঁকে পড়ে চীৎকার ক'রে) চলে যাও ! এই পিঁপড়ে, চলে যাও !

দাদু ॥ আজকাল সব বিজ্ঞানের কায়দা বেরিয়েছে। ওষুধ ছিটিয়ে মাইলের পর

মাইল পঙ্গপালের ঝাঁক মেরে ফেলে। এরোপ্লেনে করে বিষ ছড়িয়ে দেয়।

টুশাই ॥ পিঁপড়েরা? ওরা শব্দ শুনে চলে যায় না?

দাদু ॥ ওদের কি করতে হয় আমি জানি না।

টুশাই ॥ আমি জোরে বকেছি বলে রাগ করোনি তো? এসো, এই আঙুলটার ওপর এসো। এ্যাই, আমার হাতে কোথায় যাচ্ছো? বাপি এবার অনেকদিন পরে এলো।

দাদু ॥ ও খুব ব্যস্ত।

টুশাই ॥ ওই ত্যাখো, ভুলো! তুমিও এসো আমার হাতে, এই যে, তোমার বন্ধুও রয়েছে! তুমি কি কাজ করতে?

দাদু ॥ চাকরী।

টুশাই ॥ কি করতে?

দাদু ॥ মাটী খুঁড়ে তেল খুঁজতাম।

টুশাই ॥ মজা লাগতো মাটী খুঁড়তে? (পিঁপড়েদের) আয়, আয়!

দাদু ॥ নারে ভালো লাগত না: এই পিঁপড়েদের মত—শুধু কাজ আর কাজ।

টুশাই ॥ আমার হাতের পাতায় এখন চারটে উঠেছে।

দাদু ॥ ওরা ভাবতো আমি ফাঁকিবাজ। তাই শেষকালে আমকে প্রায় তাড়িয়েই দিল।

টুশাই ॥ এ্যাই, এ্যাই, কনুইয়ের কাছে যাচ্ছো কেন তোমরা হাতের পাতায় থাকো! তারপরে তুমি ক্যানাডায় চলে গেলে?

দাদু ॥ হ্যাঁ।

টুশাই ॥ তুমি অনেকদিন চলে গিয়েছিলে? বাপি যতদিন বাইরে আছে ততদিন? এসো, আমার হাতের ওপর এসো। তোমরাও এসো না!

দাদু ॥ তার থেকেও বেশী দিন।

টুশাই ॥ তুমি আর দিদিমাকে ভালবাসতে না, তাই ? (বিরতি) বাপি আমাদের ভালোবাসে না।

দাদু ॥ ধাঃ নিশ্চই ভালোবাসে !

টুশাই ॥ উহুঁ আর উঠো না : উঠো না, বলছি ! আমাদের সঙ্গে থাকে না তো বাপি !

দাদু ॥ তুই তোর মার কাছে থাকতে ভালোবাসিস, না বাবার কাছে ?

টুশাই ॥ ওরাও বোধহয় তাই জানতে চায় বাপি আর মা'ণি আর কোন দিন একসঙ্গে থাকবে না, না ?

দাদু ॥ তাই যদি হয় তুই কার সঙ্গে থাকাবি, দাদুভাই ?

টুশাই (প্রচণ্ড ভয়ে) আ—আঃ, উঃ—উঃ—যাঃ—যাঃ—উঃ।

দাদু ॥ কি হোলো ?

টুশাই ॥ অনেকগুলো উঠে পড়ছিলো। অনেকগুলো পিঁপড়ে।

দাদু ॥ ওরা কিছু করবে না।

টুশাই ॥ এ্যাতোগুলো একসঙ্গে—বিচ্ছিরি ! দুটো—তিনটে ছিল আর ভুলো ছিল ; আমি সববাইকে দেখতে পাচ্ছিলুম। হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো উঠে পড়লো—একেবারে আমার গায়ের ওপরে ! ঝাড়লেও যাচ্ছিল না !—

দাদু ॥ তুই ওদের কয়েকটাকে ব্যথা লাগিয়ে দিয়েছিস।

টুশাই ॥ কিছু করো ওদের।

দাদু ॥ দরকার নেই।

টুশাই ॥ ছটফট করছে যে ! কষ্ট পাচ্ছে।

দাদু ॥ পায়ের তলায় মাড়িয়ে দে।

টুশাই ॥ না !

দাদু ॥ মাড়িয়ে দে।

টুশাই ॥ আমি না। তুমি করো।

দাদু ॥ আচ্ছা। (দাড়ান। তারপর চটীর তলা মেজেতে ঘষে পরিষ্কার করেন)

টুশাই ॥ ওঃ ওঃ !

দাদু ॥ কেঁদো না, বোকা ছেলে! ওরা তো পিঁপড়ে! (বিরতি)

টুশাই ॥ আমি যদি তোমার মত একা-একা থাকি ?

দাদু ॥ বড়ো হও আগে।

টুশাই ॥ আমি যখন বড়ো হব তখন কারুর সঙ্গে থাকব না।

দাদু ॥ ঠিক ? মনে রাখিস কিন্তু। বড় হলে লোকে সব ভুলে যায়। বুঝলি ? তখন তোর ইচ্ছে হবে রাঙা টুকটুকে বৌ হোক, মোটাসোটা অনেকগুলো বাচ্চা হোক, ভালো আরামের চাকরী হোক, অনেক বন্ধু-বান্ধব থাক। কিন্তু খবরদার, ভুলবি না কিন্তু! একা থাকবি। ভালোবাসা, ভালো চাকরী— এসব যেন ভুলিয়ে না দেয়। একেবারে একা থাকবি, তাহলে কাউকে ঠকিয়ে পালাতেও হবে না। প্রবঞ্চনা করতে হবে না।

টুশাই ॥ প্রবঞ্চনা মানে প্র—প্ররোচনা ?

দাদু ॥ না প্রবঞ্চনা মানে হলো আমি তোর দিদিমাকে যা করেছিলুম তাই। তোর বাবা যে তোর মার কাছে থাকে না তাই হলো প্রবঞ্চনা। প্রবঞ্চনা মানে যখন তুমি আর লোকেদের ভালোবাসো না, দূর থেকে—অনেক ওপর থেকে দেখো তাই—যখন মানুষদের পিপঁড়ের মত দেখো তখন— তুই যদি একা থাকিস, তাহলে এসব ঝঞ্ঝাটও তোর পোয়াতে হবে না! একা থাকবি—সমুদ্রের ধারে, আর বারান্দা দিয়ে শুধু সমুদ্র দেখবি !

টুশাই ॥ আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

দাদু ॥ আমিই কি পারছি রে, দাদুভাই! বুড়ো হয়ে গেছি—গাঁটে গাঁটে বার্দ্ধক্য। শুধু এইটুকু বুঝি, আমরা কেউ কাউকে ভালোবাসি না। দেখিস না সবাই সবাইয়ের দেশে বোমা ফেলছে! কেউ কাউকে ভালোবাসে না।

টুশাই ॥ মা'পি বাপি আসছে। ঐ যে!

দাদু ॥ কোথায় ?

টুশাই ॥ (খুশীতে হৈ হৈ করে) ঐযে ওল্টানো নৌকাগুলোর পাশ দিয়ে— বালিয়াড়িতে উঠছে।

দাদু ॥ আমি দেখতে পাই না। এই তো সেদিন, তোর মা ছোট ফুটফুটে মেয়েটি ছিল। সুশান্ত আসত—কেমন ঝকঝকে ছেলে। দু'জনে হৈ হৈ করে জলের ধারে চলে যেত। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাণ করতুম যেন কিছু দেখছি না। অথচ সব দেখতুম—দেখতুম ওরা এ-ওর গায়ে বালি ছিটিয়ে দিচ্ছে, এ ওকে জলে ঠেলে দিচ্ছে—আরো কত কি। কি সুখের দিন ছিল সেগুলো।

টুশাই ॥ মা'—মি। বা—পি। ওরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না ? আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। আ—আ—আ'। আর দেখতে পাচ্ছি না, বালির আড়ালে চলে গেছে। ঐ যে, ওর রাস্তায়। এদিকে আসছে। প্রায় এসে গেছে। ঐযে গেটের কাছে। ভেতরে। তুমি দেখছ না কেন, দাদু ? বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে। এসে গেছে। বাপি। বাপি।

সুশান্ত ॥ দেখি টুশাই। আয় তোকে আকাশে ছুঁড়ে দিই। আ—হাঃ। ভারী হয়ে গেছ তুমি। আমার গালে একটা হামি দিয়ে দা—ও।

টুশাই ॥ মা'—মি। মা'—মি।

জয়ন্তী ॥ হয়েছে টুশাই। লাফালাফি কোরো না। সোফা'টায় চুপ করে বোসো। আমরা তোমাকে একটা কথা বলবো।

সুশান্ত ॥ জয়ন্তী—

জয়ন্তী ॥ আমি আর তোমার বা'বা কথা বলছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে—

সুশান্ত ॥ শোনো টুশাই, সোনা ছেলে। তোমার মা আর আমি—

জয়ন্তী ॥ আমি কথাটা বলতে শুরু করেছিলাম। কেন বাধা দিচ্ছ ? একবার চুপ করো অন্ততঃ।

টুশাই ॥ আমি তোমাদের দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম! তোমরা আসছিলে, আমি দেখছিলাম!

জয়ন্তী ॥ টুশাই! তোমাকে কোন দিন কিছু বলিনি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে পেরেছ—

টুশাই ॥ তোমরা বালিয়াড়ির পেছনে হারিয়ে গিয়েছিলে! আমাকে দেখতে পাচ্ছিলে তোমরা?

সুশান্ত। গত কয়েকমাস আমি এখানে বেশী আসিনি—খুব ব্যস্ত ছিলাম—তোমার সঙ্গে বেশী দেখাও হয়নি।

জয়ন্তী ॥ তোমার গত ছ'মাস এখানে বেশ মজায় কাটেনি?

টুশাই ॥ হ্যাঁ! কত মজা হয়েছে এখানে এসে—

সুশান্ত ॥ কিন্তু পুজোর পর থেকে তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে থাকতে পারো। আর যদি মা'র সঙ্গে এখানেই থাকো তাহলেও আমি বেশী করে আসতে পারি—তোমার সঙ্গে অনেকদিন থাকতে পারি—তাহলেও তোমার ভালো লাগবে, না?

টুশাই ॥ হ্যাঁ!

জয়ন্তী ॥ টুশাই, তুমি জানো তোমার বাবা আমাদের এখানে বেশী আসে না, তাই আমরা ঠিক করেছি আর তোমার বাবা কোনদিন এখানে আসবে না! আর এরপর থেকে—

সুশান্ত ॥ কি পাগলের মত সব যাতা বলছ। দোহাই তোমার!

জয়ন্তী ॥ এরপর থেকে তুমি আমার আর পার্থকাকার সঙ্গে থাকবে।

সুশান্ত ॥ তুমি দয়া করে চুপ করো! [বিরতি]

টুশাই ॥ (গলায় কান্নার পূর্বাভাস) দাদু—

সুশান্ত ॥ টুশাই! ওসব বাজে কথা! আমার কথা শোন। এখন থেকে তোমার তিনটে বাড়ী হবে—

জয়ন্তী ॥ তুই আমার সঙ্গে থাকবি। তোকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি, তুই

আমার সঙ্গে থাকবি, আমার সঙ্গে থাকতে চা—স। বুঝলি? এবার বল্ কার সঙ্গে তুই-থাকতে চাস?—আমার সঙ্গে,—না?

টুশাই ॥ আমি একা-একা থাকব।

সুশান্ত ॥ তুই কার সঙ্গে থাকবি, এখনো ঠিক হয় নি, টুশাই। কিন্তু যার কাছেই থাকিস তুই, আর সবার সঙ্গে তোর প্র য়ই—প্রায়ই দেখা হবে।—তাছাড়া তোর যতদিন ইচ্ছে দাদু ভাইয়ের সঙ্গে এই সমুদ্রের ধারে এবাড়ীতেও থাকতে পারবি!

জয়ন্তী ॥ চুপ করো! টুশাই! কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বাবার সঙ্গে থাকবি কিনা, বলবি, 'না' বলবি, 'বাপি তোকে আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল' পার্থকাকা আসার আগেই ছেড়ে চলে গিয়েছিল।—তাই না, সোনা?

সুশান্ত ॥ জয়ন্তী, এটা সত্যি কথা নয়—

জয়ন্তী ॥ তুমি অনেক আগেই আমাকে ত্যাগ করেছ—

সুশান্ত ॥ ও আসতে শুরু করার পরে, আগে নয়!

জয়ন্তী ॥ তুমি ভালবাসতে না বলেই আমি পার্থর সঙ্গে—

সুশান্ত ॥ না পার্থর জন্যই আমি—। মাসের পর মাস—

জয়ন্তী ॥ না। তার আগে থেকেই তুমি—। প্রায়ই তুমি বাড়ী ফিরতে না! দিনের পর দিন তুমি বাইরে চলে যেতে।

সুশান্ত ॥ দোহাই! আবার নতুন করে শুরু কোরোনা তুমি।

জয়ন্তী ॥ দিনের পর দিন! তোমার ভালোবাসা মরে গিয়েছিল। তুমিই আমাকে ত্যাগ করেছিলে—বল্ না টুশাই!

সুশান্ত ॥ জয়ন্তী—এসব কথা তো হাজার বার হয়েছে।

জয়ন্তী ॥ (প্রায় কেঁদে ফেলে) বল্ টুশাই। ওই চলে গিয়েছিল। তোর বাপিই আগে চলে গিয়েছিল—

টুশাই ॥ (চীৎকার করে) কেঁদো না! কেঁদো না! আমি তোমাদের—তোমাদের প্রবঞ্চনা করি—তোমাদের আমি ভালোবাসি না। কেঁদো না।

সুশান্ত ॥ টুশাই—

টুশাই ॥ আমি তোমাদের প্রবঞ্চনা কবি। আমার পিঁপড়ে—পিঁপড়ে—পিঁপড়ে (কাঁদতে থাকে)

জয়ন্তী ॥ (এখনো কাঁদতে থাকে)।

সুশান্ত ॥ উঃ! অসহ্য। আমি তোমায় ট্রাঙ্ককল করে কথা বলে নেব।

(চলে যায়) [বিরতি]

জয়ন্তী ॥ শোনো। শুনছো! একটু অপেক্ষা করো, যেও না।

[জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর দূরায়ত্ত হয়। গাড়ী স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ হয়, মিলিয়ে যায়। জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর এখনো শুনতে পাওযা যায়]

টুশাই ॥ (এখনো ফুঁপিয়ে কেঁদে চলে)

দাদু ॥ শোন্, শোন্ দাদু ভাই। ওরা চলে গেছে। আয় এবার একটা মজা করা যাক। ব্যস, এখন শুধু তুই আর আমি। শুধু আমরা। বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছে। দাঁড়া, আমি স্টোর রুম থেকে আসছি। তুই চুপটি করে, সোনা ছেলে হয়ে, বসে থাক। আমি আসছি। ততক্ষণ তুই সমুদ্র কি করছে দেখ আর লাইট-হাউসে আলো জ্বললো কিনা লক্ষ্য কর। কেমন। এক····দুই····তিন····চার করে সময় গোন কতক্ষণ পরে পরে আলোটা ঘুরে আসে····আমি আসছি (বেরিয়ে যাস)

টুশাই ॥ এই পিঁপড়ে! আমি একা থাকব বুঝলে। আমি অনেক এরোপ্লেনে চড়ব। ঐ যে আলো জ্বলেছে! এক····দুই····তিন····। এই পিঁপড়ে, চলে যাও! আমি তোমাদের ভালোবাসিনা! এক····দুই····তিন····চার···· চলে যাঃ। আমি তোকে প্রবঞ্চনা করি। এক····দুই···তিন····চার····পাঁচ

দাদু ॥ এবার দ্যাখ দাদুভাই! কি করি আমরা দ্যাখ! অন্ধকারে পিঁপড়ে-গুলো কোথায় দেখতে পাচ্ছিস? তুই দেখতে পাচ্ছিস, না? বেশ। এবার ওদের চারপাশে কেরোসিন ছড়িয়ে দিই, কেমন! ব্যস! আয় ওদের দু'পাশে বসি! ব্যস! এবার এই····এই দেশলাই জ্বালি!

(দেশালাই জ্বালেন) তুই কাঠিটা ধর হ্যাঁ সাবধানে। এবার....এবার কেরোসিনে কাঠিটা ফেলে দে। হ্যাঁ। (দপ করে কেরোসিনে আগুন জ্বলার শব্দ) এবার ওরা কেমন কালো....আরো কালো....ছাই হয়ে যাবে দ্যাখ। (আগুন জ্বালার শব্দ—বাড়ে)

টুশাই ॥ (উল্লাসে খিল খিল করে হাসতে থাকে, প্রায় চীৎকার করতে থাকে)

[টুশাইর চিৎকার বাড়তে থাকে, ধীরে ধীরে সমুদ্রের হাওয়া-প্রায় কান্নার মত হাওয়া—বাড়তে থাকে। টুশাইর চিৎকার আর সমুদ্রের বাতাসের শব্দ মিশে যায়, মিশে একাকার........]

॥ যবনিকা ॥

চরিত্রলিপি	Luigi Pirandell-র
লোকটি—যার মুখে মৃত্যুর কুঁড়ি	"The man with the flower in his mouth"
খদ্দের—যার নিজস্ব কোনো আবহাওয়া নেই	অবলম্বনে
মহিলাটি—ও কি চায়, জানেন ?	"মৃত্যুর কুঁড়ি"
	—হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

[একটা রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। সামনের দিকে মঞ্চের মাঝামাঝি একটা বেঞ্চ। পিছনে মঞ্চের এপাশ থেকে ওপাশ পর্য্যন্ত লোহার রেলিং চলে গিয়েছে।

রাত অনেক হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের ষ্টীম ছাড়ার আওয়াজ আর সিটি শোনা যাচ্ছে। রেলিং-এর পিছনে কোথায় যেন কুলিদের বস্তি। ঢোল এবং খঞ্জনী সহযোগে 'রামা-হো'র আসর জমে উঠেছে। সমবেত কণ্ঠে যখন ধুয়ো ধরা হচ্ছে, তখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। গান যদিও থামছে না কখনও

বেঞ্চের দুপাশে দুজন লোক বসে। বাঁদিকে যে বসে, তার চেহারা শুকনো, মুখে গোঁফ-দাড়ি। অন্যজন বেশ গোলগাল, পরিতুষ্ট চেহারার। এর নাম দেওয়া যাক খদ্দের। পানের ডিবে থেকে একটা পান মুখে দিলো, একটু চুণ ঠেকালো জিভে, তারপর এক খাবলা জর্দা ফেললো মুখের মধ্যে। অন্য মানুষটি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। খদ্দের সযত্নে পানের ডিবেটা পকেটে রাখলো।]

মনুষটি ॥ হ্যাঁ যা বলছিলেন—গাড়ী ধরতে পারলেন না ?

খদ্দের ॥ নাঃ—এক মিনিটের জন্যে। এক মিনিটেরও কম—আমি ইষ্টিশনে ঢুকিচি আর অমনি গাড়ীটা ছেড়ে দিলে।

মানুষটি ॥ গাড়ীর পিছনে ছুটলেন না কেন ?

খদ্দের ॥ কেন ? লটবহর নিয়ে আমার অবস্থাটা তখন কিরম জানেন ?—ধোবার গাধার মতো। অতচ কিসৃসু করবার নেই। মেয়েছেলেদের কাববার বোঝেন তো ! ফরমাস,ফরমাস আর ফরমাস—কার বাপের সাধ্যি মেটায় ! ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় সবকটা মাল আঙুলে ঝোলাতে কতক্ষন টাইম লেগেচে জানেন ? পাক্কা তিন মিনিট। প্রত্যেকটা আঙুলে দুটো করে প্যাকেট।

মানুষটি ॥ আহা, আপনাকে ঐ অবস্থায় একবার দেখতে পেলাম না।—তবে আমি হলে কি করতাম জানেন ?

খদ্দের ॥ কি ? কুলি ডাকতেন ? তাতে আরো বেশী টাইম লেগে যেতো, তার ওপর গাঁটগচ্চা তো আছেই। গাড়িও পেতাম না, কড়িও খসতো।

মানুষটি ॥ কোনোটাই হতো না।—আমি ঠোঙাগুলো ট্যাক্সিতে ফেলে রেখে চলে যেতাম।

খদ্দের ॥ সব্বোনাশ ! তারপর ? বাড়ীতে আমার গিন্নী ? দুগাছি মেয়ে ? গ্রামের আর সব ঠাকরুণরা ? কী কাণ্ড করতো একবার ভেবে দেখেছেন।

মানুষটি ॥ কাঁই-মাই করতো। আমার বেশ মজা লাগতো তাতে।

খদ্দের ॥ মজা লাগতো ?—আপনার মশাই মেয়েছেলেদের সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই মনে হচ্ছে।—আপনাকে ভবযন্ত্রণা ভোগ করিয়ে ছাড়তো।—আরে মশাই, একটা জরুরী কাজে শহরে আসবো—"শহরে যাচ্চোই যখন আমার জন্যে একটা অমুক নিয়ে এসো—আর একটা তমুক—আর এমটা ভুসুক আনতে গেলে কি তোমার খুব অসুবিধে হবে ?"—আবার জিগ্‌গেস্ করে খুব অসুবিধে হবে !—"আর যখন ঐ পাড়াতেই যাচ্চো তখন অমুকের বাড়ীতে একটু·······।" তাতে যদি বললাম—এতোসব করে আমি ফেরবার গাড়ী ধরবো কী করে ?—তো অমনি ব'লে দিলো—"কেন ? একটা ট্যাক্সি করে নিও।"—নিন্, আর কি বলবেন বলুন ?—ঐসব সতেরোগণ্ডা ঝঞ্ঝাট

সামলাতে গিয়ে শেষ গাড়িটা এক মিনিটের জন্যে ফসকে গেলো। এখন হাপু গোনো বসে বসে !

মানুষটি॥ সত্যি, কী কাণ্ড। তারপর ?

খদ্দের॥ তারপর আর কি ?—লটবহর গুলো ইষ্টিশনে জমা রেখে একটা হোটেলে গিয়ে খেলাম। আরে ছোঃ!—আমরা গ্রামের মানুষ, ঐসব ছিঁচকে খাওয়া কি আমাদের পোষায় ? শুধু পয়সার ছেরাদ্দ আর পাঁচ মিনিট পরেই—বুইলেন—ইয়া বড়ো বড়ো চোঁয়া ঢেকুর ! মেজাজটা এমন টকে গেলো যে তারপর—যা আমি জন্মে করিনা—একটা হিন্দী সিনেমার টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। বেরুলাম যখন, বুইলেন, ভ্যাপ্‌সা গরমের ঠেলায় আদসেদ্দো হয়ে গেছি। ওদিকে নাচ আর গানের ঠেলায় মেজাজটা গেছে আরও টকে।—মানে পুরো পয়সাটাই গচ্চা আর কি।—বেরিয়ে ভাবালাম—এখন কি করা ? রাত প্রায় বারোটা। ভোর সাড়ে চারটের আগে কোনো গাড়ি নেই। ইষ্টিশনেই পড়ে থাকি—প্রথম গাড়িটা অন্তত ধরা যাবে।—সেই থেকে এই বেঞ্চিতে বসে আছি আর মশা খাব্‌ড়াচ্ছি। ভাগ্যিস আপনি এলেন—দুটো কথা বলে বাঁচলাম।

মানুষটি॥ ইস—আপনার তো খুব হুজুতি গেলো।

খদ্দের॥ হুজ্জুতি বলে হুজ্জুতি। কথায় বলেবে না—বাপের বিয়ে দেখা—আমার একেবারে তাই হয়ে গেলো।

মানুষটি॥ তা আপনার মালপত্র ? ষ্টেশনেই জমা আছে ?

খদ্দের॥ হ্যাঁ। ভাবলাম—এখানে বসে বসে যদি একটু ঢুলুনি আসে ?—কী দরকার বাবা—ও একেবারে ভোরবেলা ছাড়িয়ে নিয়ে—(হঠাৎ থেমে) কেন ? জমা রাখা ঠিক হয়নি বলছেন ? মালগুলো কিন্তু খুব ভালো করে বাঁধা আছে—চট্‌ করে কেউ—

মানুষটি॥ না না, ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া আমি জানি দোকানদাররা কতো ভালো করে মালপত্র বেঁধে দেয়। ওদের বাঁধবার কায়দাই আলাদা।

খদ্দের ॥ তা ঠিক। আমি-আপনি হাজার চেষ্টা করলেও ওদের মতো বাঁধতে পারবো না।

মানুষটি ॥ ঠিক বলেছেন। আমি ওদের হাতগুলোকে যেন দেখতে পাচ্ছি। কী কায়দার হাত!—ওরা প্রথমে কাগজের একটা বড়ো টুকরো নেয়—বেশ মোটা খয়রী রঙের কাগজ, সরু সরু ঢেউ খেলানো লাইন থাকে তাতে—চমৎকার দেখতে, আর কি মসৃণ!—প্রথমে দোকানদার কাগজটাকে পাতে। তারপর জিনিষটাকে—হয়তো এক টুকরো কাপড়—ঠিক তার মাঝখানে রাখে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কাগজের একটা কোণা ওঠায়, তারপর অন্যটা; তারপর সুন্দরভাবে মুড়ে কোণা দুটোকে মিলিয়ে দেয়—একটুও ছোটো বড়ো হয়না। বাকি দুটো কোণাকে তারপর সুন্দর ত্রিভূজের মতো করে মোড়কটার মাঝখানে এনে দুটো মাথা মিলিয়ে দেয়। তারপর একহাতে মাঝখানটা চেপে ধরে দোকানদার অন্য হাতটা বাড়ায় সুতলীর দিকে। ঠিক যেটুকু দরকার সেইটুকু সুতলী একটানে ছিঁড়ে নিয়ে সে মোড়কটাকে এতো চট্‌পট বেঁধে ফেলে যে তার কাজের তারিফ করবারও সময় পাওয়া যায় না। নিমেষের মধ্যে আঙুলে গলাবার ফাঁসটা পর্য্যন্ত তৈরী!

খদ্দের ॥ আপনি মশাই দেখছি এই ব্যাপারটা খুব খেয়াল করে দেখেছেন?

মানুষটি ॥ দেখেছি বৈকি! আমি দিনের পর দিন ঐ করে কাটিয়েছি যে।

খদ্দের ॥ তাই বলুন! আপনাদের নিজেদের দোকান আছে।

মানুষটি ॥ (খদ্দেরের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে) না, ব্যাপরটা তা নয়। আসলে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি একই দোকানের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি। আমার মনে হয় আমি যেন সেই দোকানের জিনিসপত্র হয়ে গিয়েছি। দোকানদার গজ-ফিতে দিয়ে যে কাপড়টা মাপে, আমার ইচ্ছে করে দোকানীর হাতের সেই কাপড়টা থেকে বেরিয়ে এসে, আমি তাদের দেখি। তারা যখন আমাকে

পার হয়ে হেঁটে যায়, আমার চোখ তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে—যতক্ষন না তারা দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। আমি কল্পনা করি—তাদের সম্পর্কে আমি এতো—এতো রকম কল্পনা করি যে আপনি ধারনা করতে পারবেন না।

খদ্দের ॥ আজ্ঞে না, পারবো না।

[illegible]টি ॥ অবশ্য কি করেই বা করবেন? (একটু থেমে যেন নিজেকে বলে) [illegible] করেই হোক—কোনো না কোনো রকমে—এতে সাহায্য হয়।

[illegible] ॥ [illegible] সাহায্য হয়?

[illegible] ॥ [illegible] সেঁটে থাকার। কল্পনায় সাহায্যে ফটকের গায়ে [illegible] যেমন [illegible] (একটু থেকে) আমার কল্পনাকে আমি [illegible] জীবনকে আমি জড়িয়ে থাকি আমার কল্পনা দিয়ে—[illegible] আমার [illegible] লোকদের অবশ্য নয়, কারন তাদের [illegible]না। একেবারে অপরিচিত লোক' যাদের ক্ষেত্রে আমার [illegible] কোনো বাধা পায় না—সচ্ছন্দে এগুতে পারে। ওপর ওপর [illegible] অনেক ছোটো খাটো তুচ্ছ ব্যাপার আমার নজরে পড়ে। আমার কল্পনা শক্তি যে কী ভাবে কাজ করে—আপনি ধারনা করতে পারবেন না।

খদ্দের ॥ আজ্ঞে না, তা পারবো না।—আচ্ছা ঐ কল্পনা করে কি হয়?

মানুষটি ॥ কল্পনা করে?—আমি তাদের একেবারে ভেতর পর্যন্ত চলে যাই—একেবারে গভীরে। এরা কী রকম বাড়ীতে থাকে আমি দেখতে পাই। এদের বাড়ীতে আমি বাস করি—আমি সেই বাড়ীর লোক হয়ে যাই। আর আমি অনুভব করতে শুরু করি—আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে একটা বাড়ির—যে-কোনো একটা পুরানো বাড়ির একটা নিজস্ব আবহাওয়া আছে। তার আবহাওয়ার একটা বিশেষত্ব আছে যেটা কেবলমাত্র সেই বাড়ির—অন্য কোনো বাড়ীতে সেটা পাওয়া যায় না? যেমন ধরুন আপনার বাড়ির, আমার বাড়ির?—অবশ্য, আপনার নিজের

বাড়িতে এটা আর খেয়াল করেন না হয়তো, কারণ সেটা তো আপনার আবহাওয়া—অর্থাৎ আপনার নিজেরই বাঁচার আবহাওয়া, তাই না ?

খদ্দের ॥ আমার আবহাওয়া ?

মানুষটি ॥ আমি ঠিক বোঝাতে পারলাম না, না ?

খদ্দের ॥ না না, আপনি হয়তো ঠিকই বুঝিয়েছেন—আমি বুঝতে পা[illegible] মানে—ব্যাপার হচ্ছে গ্রামের আবহাওয়া কি দেশের আব[illegible] বুঝতে পারি। কিন্তু—

মানুষটি ॥ না না, আপনার আবহাওয়া। আপনার—[illegible] আমি বোঝাতে পারছি না। মনে কর[illegible]

খদ্দের ॥ যাকগে, আমার কথা ছেড়ে দি[illegible] ঐ কল্পনা করতে—আপনার [illegible]

মানুষটি ॥ (হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে ; [illegible] থেকে) আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। আপ[illegible] ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছেন ?

খদ্দের ॥ আমি ? কি করতে যাব ? আমার তো আর অসুখ করেনি।

মানুষটি ॥ না না, তা নয়। আমি জানতে চাইছি যে আপনি কখনো কোনো বড়ো ডাক্তারের ওয়েটিং রুম—অর্থাৎ যে-ঘরে বসে রুগীরা তাদের পালার জন্যে অপেক্ষা করে সেরকম ঘর দেখেছেন ?

খদ্দের ॥ ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার ছোটো খুকীকে একবার নিয়ে যেতে হয়েছিলো। —বুইলেন, খুকীর সে কি ভয় ! আমি যতো বলি—

মানুষটি ॥ ব্যস আর বলতে হবে না। ঐ অপেক্ষা করার ঘরে—(একটু থেমে) আচ্ছা আপনি কখনও এই ঘরগুলোকে খেয়াল করে দেখেছেন ? সেকেলে ধরনের একটা কাউচ থাকে—বহুব্যবহৃত হয়ে রংটা কাল্‌চে হয়ে গিয়েছে—কিছু এমনি চেয়ার, টেবিল, হাতলওয়ালা বেতের চেয়ার—প্রত্যেকটার ধরন কিন্তু আলাদা একটার সঙ্গে অন্যটা না মানানোই যেন

নিয়ম। হয়তো সস্তায় কোনো নিলামে কেন অথবা দফায় দফায় কেনা—পাকেচক্রে এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে—রুগীদের সুবিধের জন্যে। দেখলেই বোঝা যায় এই আসবাবগুলো সে বাড়ীর নয়। সেই ডাক্তারেরই নিজের বাড়ীর বসবার ঘরটা একেবারে অন্য ধরণের। সেটা তার নিজের জন্যে, স্ত্রীর জন্যে, স্ত্রীর বান্ধবীদের জন্যে সাজানো গোছানো একটা ঘর। [illegible]নি যদি এই বসবার ঘরের একটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে ঐ ডাক্তারখানার [illegible]খেন, তাহলে সেটা 'হংস মধ্যে বকে যথা' ন্যায় সকলের নজরে [illegible] মানে কিন্তু [illegible] নয় যে ডাক্তারখানার ঘরটার কোনো খামতি [illegible]কে বলে বেড়াবার মতো হয়তো [illegible] ঘরটা—কিন্তু যেমনটি [illegible]টি। বেশ একটা সম্ভ্রম জাগানো ভাব।—যখন [illegible] মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলন দেখাতে, তখন যে [illegible] ভালো করে দেখেছিলেন? আমার ভীষণ জানতে [illegible]।

খদ্দের॥ ন—না; [illegible]।

মানুষটি॥ নিশ্চয়ই [illegible]পনি তো আর অসুস্থ ছিলেন না। (একটু থেমে) কিন্তু অনেকসময় অসুস্থ থাকলেও লোকে খেয়াল করে না। নিজের অসুস্থতা নিয়ে লোকে এতো ব্যস্ত থাকে!—অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা—অন্তত তাদের মধ্যে অনেকে—চেয়ারটার হাতলে আঙুল দিয়ে হাঁকিবুঁকি কাটে আর সেই আঙুলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। আসলে তারা সারাক্ষণ নিজের কথা ভাবে আর তাই দেখতে পায় না। (আবার একটু থেমে) আচ্ছা, ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে তারা যখন আবার অপেক্ষা করার ঘরটাকে পেরিয়ে যায়, তখন সেই চেয়ারটাকে—যে চেয়ারে সে অল্পক্ষণ আগেই বসে বসে তার অসুখ সম্পর্কে ডাক্তারের রায় শুনবে বলে অপেক্ষা করছিলো—সেই চেয়ারটাকে দেখে তার কি মনে হয়? এখন হয়তো সেই চেয়ারটায় আর একজন রুগী এসে বসেছে—বসে বসে সেও

তার জানা বা অজানা রোগকে মনের ভেতরে লালন করছে। কিম্বা হয়তো চেয়ারটা খালি পড়ে রয়েছে—সেটার কোনোরকম অভিব্যক্তি নেই। অপেক্ষা করছে—কখন আবার এক নাম-না-জানা রুগী এসে তার ওপর বসবে। (থেমে যায়) আচ্ছা, কোন কথা থেকে যেন একথাটা উঠলো ?

খদ্দের ॥ সে কি আর মনে আছে। (মনে করার চেষ্টা করে) [illegible] করুন আপনি আমার আবহাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করে [illegible] বুঝতে পারলাম না—তারপর আপনি জানতে চাইলেন [illegible] আনন্দ পাই কিনা—

মানুষটি ॥ ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে।—[illegible] আমার হঠাৎ ঐ চেম্বারের চেয়ার[illegible] কথা মনে পড়ে গেলো। কেন বলুন তো ?

খদ্দের ॥ আজ্ঞে, আমিও সেইটা[illegible]

মানুষটি ॥ বুঝতে পারছেন না তো [illegible] দুটোর মধ্যে মিলট কোথায় ? আমিও বুঝতে পারছি না। (একটু [illegible]) মনে করুন আপনার একটা ছবি মনে পড়ে গেলো সেই সঙ্গে আরও একটা ছবি মনে এলো। ছবিদুটো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়, অথচ তাদের মধ্যে একট মিল আছে। আপনার কাছে ঐ দুটো ছবি পরপর মনে আসার একটা যুক্তি আছে—দুটোই আপনার অভিজ্ঞতার ফল। আপনাকে অবশ্য ভাণ করতে হবে যে ঘটনাটা তা নয়। কথা বলবার সময় আপনাকে ওগুলোর কথা ভুলে যেতে হবে। কারণ বেশীর ভাগ সময়েই ঐ মিলগুলো ভীষণ অযৌক্তিক। (একটু চুপ করে) দুটোর মধ্যে মিলটা হয়তো এই—(চিন্তা করে)

খদ্দের ॥ (একটু ভয়ে ভয়ে) কেন মশাই আমাকে নিয়ে টানাটানি করছেন। আমার মনে কোনো ছবি আসেনি—বিশ্বাস করুন—

মানুষটি ॥ (থামিয়ে দিয়ে) শুনুন, আমি বলছি মিলটা কোথায়। আচ্ছা,

আপনার কি মনে হয় যে এরপর কোন্ রুগী এসে বসবে—সেই কথা কল্পনা করে চেয়ারগুলো আনন্দ পায়? কোন্ রুগী এসে বসবে, তার মধ্যে কী রোগ পোষা আছে, সে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে, কী করবে—এই সব কথা ভেবে? —মোটেই আনন্দ পায় না। আমারও তাই। আমিও কল্পনা করে কোনো আনন্দ পাই না।

খদ্দের॥ আনন্দ পান না?

মানুষটি॥ মোটেই না। ঐ চেয়ারগুলো আর এই বেঞ্চিতে আমি। ওরা রুগীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। আমিও হাত বাড়িয়ে দিই এর ওর দিকে। এই যেমন ধরুন আপনি। কিন্তু আমি কোনো আনন্দ পাই না। —এই যে আপনি গাড়িটা ধরতে পারলেন না, গ্রামে আপনার সংসারের লোকেরা অপেক্ষা করে বসে আছে, আপনার ছোটো ছোটো সব সমস্যা—এসবের থেকে আমি একেবারেই কোনো আনন্দ পাই না।

খদ্দের॥ সমস্যার কথা আর বলবেন না মশাই। আমার এতো রকম সমস্যা আছে যে—

মানুষটি॥ কিন্তু ছোটো ছোটো। সেজন্যে ভগবানকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ। (একটু চুপ) কোনো কোনো লোকের বিরাট বিরাট সমস্যা থাকে। আপনাকে বলছিলাম না—কল্পনার সাহায্যে আমি অন্যের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার তাগিদ অনুভব করি—গায়ের চামড়ার মতো?—অথচ এর থেকে আমি কোনো আনন্দ পাই না। এমনকি আমার কৌতূহলও হয় না। বরঞ্চ উল্টো—আমি ওদের, আপনার সমস্যাগুলো জানবার চেষ্টা করি কেবল নিজের কাছে এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে যে জীবন ব্যাপারটা নির্বোধ আর অর্থহীন। যাতে জীবনটা শেষ হয়ে গেলে আক্ষেপ করবার কিছু না থাকে। (চাপা ক্রোধে) কিন্তু নিজেকে এই কথাটা বোঝানো সোজা ব্যাপার নয়, জানেন? প্রমাণ চাই, একশো একটা উদাহরণ দরকার যাতে কেউ সে সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে নড়াতে

না পারে। কারণ—কারণ একটা ব্যাপার যে আছে। আমরা কেউ জানিনা সেটার জন্ম কিসে, কিন্তু সেটা আছে। আমরা সবাই সেটা অনুভব করি। গলায় বিঁধে-থাকা কাটার মতো সেটা সবসময় খচ্ খচ্ করে—ভোলবার কোনো উপায় নেই। সেটা হলো—জীবনের তৃষ্ণা। বেচে থাকার তৃষ্ণা। এ তৃষ্ণা কখনো মেটে না—মেটবার নয়।

খদ্দের ॥ এইটা আপনি খাঁটিকথা বলেছেন। মুখে যে যাই বলুক, যতো কষ্টই পাক—বাঁচার ইচ্ছে কমে না।

মানুষটি ॥ ঠিক বলেছেন—বাঁচার ইচ্ছে কিছুতেই কমতে চায় না, কারণ জীবন—যে জীবন আমরা মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে বেচে চলি প্রতিদিন—সে জীবন নিজেই তৃষ্ণার্ত। নিজের জন্যে নিজে তৃষ্ণার্ত। আমরা তাই সে জীবনের কোনো আস্বাদই পাই না। আমাদের জীবনের যা-কিছু স্বাদ, যা-কিছু আঘ্রাণ আর উপভোগ—সব কিছু অতীতের মধ্যে। তাই তার সঙ্গে সব সময়ে আমাদের একটা দূরত্ব থেকে যায়। একটা খুব সরু সুতো দিয়ে আমরা তার সঙ্গে বাঁধা আছি—স্মৃতির সুতো। হ্যাঁ, স্মৃতি আমাদের বেঁধে রাখে। সেই অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা, নানারকম বিরক্তি, হাস্যকর কল্পনা, উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বেঁধে রাখে। আজ যেটা নির্বুদ্ধিতা বা বিরক্তি, এমনকি যেটা আজ দুর্ভাগ্য—প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য, চার, পাঁচ কি দশ বছর কেটে গেলে সেটার আঘ্রাণ কী দাঁড়াবে, তার জন্যে কী চোখের জল ঝরবে, তার স্বাদ কীরকম হবে—কেউ জানে না। —জীবন! এই হোলো জীবন। অথচ আপনি একবার ভাবুন না যে জীবনটাকে বাতিল করে দিতে হবে অল্পদিনের মধ্যে—অমনি দেখবেন—(রেলিংএর পিছনে ডান দিকের অন্ধকারে কালো কাপড় পরা একজন মহিলার মাথা দেখা গেলো এই সময়ে)

ঐ দেখুন। দেখেছেন? ঐ কোণায় ঐ মহিলাকে? ঐ যে—ছায়ার মতো—দেখতে পাচ্ছেন? ঐ সরে গেলো—লুকিয়ে পড়লো।

খদ্দের। সেকি? কে?

মানুষটি॥ আপনি দেখতে পেলেন না? লুকিয়ে পড়েছে।

খদ্দের॥ মহিলা?

মানুষটি॥ আমার স্ত্রী।

খদ্দের॥ ও, তাই বলুন! আপনার স্ত্রী। (একটু চুপচাপ)

মানুষটি॥ আমার ওপরে ও নজর রাখে। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে করে—গিয়ে এক লাথি মারতে। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হবে না। পোষা কুকুরের মতো ওর সহ্যশক্তি—যতো মারবেন ততো আপনার কাছে আসবে॥

খদ্দের॥ আরে ছি ছি, এসব কি বলছেন। না হয় একটু নজরই রাখে আপনার ওপর, তবু পরিবার তো।

মানুষটি॥ আপনি ধারণা করতে পারবেন না—ঐ মেয়েটা আমার জন্যে কী প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। ও খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, জানেন—ঘুমোনো বন্ধ করেছে। কেবল আমার পেছনে ঘোরে—দিনরাত। একটু দূরে দূরে। জামাকাপড় কাচে না, পোষাক পাল্টায় না কখনো। ও আর মেয়ে নেই—একটা ছেঁড়া, পুরোনো পুতুলের মতো হয়ে গিয়েছে। ওর চুলে পাক ধরেছে—হ্যাঁ, কানের ওপরের চুলগুলো চিরজীবনের মতো সাদা হয়ে গিয়েছে। কতো বয়েস জানেন? মাত্র চৌত্রিশ বছর। (একটু থেমে) ওকে দেখে আমার রাগ হয়।

খদ্দের॥ সে কি। রাগ হয়?

মানুষটি॥ আপনি জানেন না—কী প্রচণ্ড রাগ হয় আমার। মাঝে মাঝে ওকে চেপে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে চীৎকার করে বলি—তুমি একটা নির্বোধ! ও চুপ করে সহ্য করে। আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। —উঃ ওর সেই তাকানো দেখে আমার আঙুলগুলো নিশ্‌পিশ্‌ করে। ওকে গলা টিপে খতম করে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওরকম কিছুই ঘটে

না। আমি একটু দূরে সরে যাওয়া পর্যন্ত ও অপেক্ষা করে, তারপর আবার আমার পিছু নেয়। (মহিলার মাথাট আবার দেখা যায় রেলিংএর ওপর) ঐ দেখুন। আবার মাথা বাড়িয়েছে।

খদ্দের ॥ আহা, বেঁচারা।

মানুষটি ॥ বেচারা ? আপনি জানেন ও কী চায় ? ও চায় আমি ঘরে বসে থাকি—বেশ নিশ্চিন্ত আরামে আর সুখে, আর স্ত্রী সুলভ মাধুর্য্য নিয়ে ও আমার দেখাশোনা করুক। —ঘর। গৃহ। নীড়। বেশ সাজানো-গোছানো তকতকে ঘর, সুন্দর আসবাবপত্র, শান্তি। কেবল অপরিসীম শান্তি। খাবার ঘরের বড়ো ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দেই কেবল যার পরিমাপ চলে। —এই। আমার কাছে ও এই চায় কী অসঙ্গত চাওয়া আপনি একবার ভেবে দেখুন—কী বিশ্রী রকমের অসঙ্গত। তার চেয়েও খারাপ—কী নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর চাওয়া। আপনি বুঝতে পারছেন ?

খদ্দের ॥ আজ্ঞে না। পরিবার আপনাকে ঘরে থাকতে বলেছে তাতে অসঙ্গত ব্যাপার কি হচ্ছে আমি ঠিক বুইতে পারছি না।

মানুষটি ॥ পারছেন না ?—আপনি একবার ভাবুন তো—হিরোশিমার কথা, কিম্বা নাগাসাকি। ধরুন, সেখানকার বাসিন্দারা যদি আগে থেকে জানতো যে এ্যাটম বোমা পড়তে যাচ্ছে, তাহলে তারা চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারতো ? বলুন ওরা শান্তভাবে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ শুনতে শুনতে এ্যাটম বোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারতো ? দৈনন্দিন জীবনের হিসেব এতোটুকু নড়চড় না করে ?—তারা পালাতো। সমস্ত কিছু ফেলে রেখে দৌড় লাগাতো তারা। প্রত্যিটি বাড়ি, প্রত্যিটি ইঁট টেনে দৌড় দিতো। (খদ্দেরের দিকে হঠাৎ ঘুরে) আপনি আমার সঙ্গে এক মত ?

খদ্দের ॥ (ভড়কে গিয়ে) তা অবশ্য—মানে আপনি যা বলছেন তাতে—

মানুষটি ॥ হ্যাঁ তাই। ধরুন ওরা আগে থেকে জানতো। হিরোশিমা আর নাগাসাকির বাসিন্দারা ওরা পারতো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে যেতে ?

চটি জোড়া দরজার বাইরে ছেড়ে রেখে ? পরিষ্কার বিছানায় শুয়ে সগুঢাকা চাদরের গন্ধ উপভোগ করতে পারতো ? পারতো স্ত্রীকে আদর করতে—একথা পরিষ্কার জেনে যে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তারা অক্কা পাবে ? বলুন, পারতো তারা ?

খদ্দের ॥ তা কি আর পারতো। কিন্তু আপনার পরিবার বোধহয়—

মানুষটি ॥ আমাকে শেষ করতে দিন। (আবার সুরু করে) ধরুন, মৃত্যু যদি একটা অদ্ভুত নোংরা মাছির মতো হতো—অজান্তে আপনার পায়ে এসে বসতো—আপনি জানতেও পারতেন না—অর্থাৎ, কি বলবো—ধরুন, আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। হঠাৎ আর একজন লোক আপনাকে আপনাকে থামালো। সাবধানে আঙুল দেখিয়ে বললো—"কিছু মনে করবেন না দাদা, মৃত্যু আপনার গায়ে এসে বসেছে।" বলে তার দুটো আঙুল দিয়ে সাবধানে সেটাকে ধরে রাস্তার ধারের নর্দমায় ফেলে দিতো—তাহলে চমৎকার হতো, না ? কিন্তু মৃত্যু তো আর মাছির মতো নয় যে দেখা যাবে। এই শহরের অসংখ্য পথচারীর ওপর মৃত্যু চেপে বসে গিয়েছে। তারা যতোই অন্য চিন্তা করুক, নিজেকে যতোই নিশ্চিন্ত ভাবুক না কেন তারা দেখতে পাচ্ছে না আগামী কাল কি করবে—তারা কেবল সেই কথাই ভাবছে। কিন্তু আমি—(উঠে পড়ে খদ্দেরের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়) দেখুন, আমি আপনাকে একটা জিনিষ দেখাচ্ছি। দেখছেন, আমার এই দিকের গোঁফের তলায় ? দেখতে পেয়েছেন ঐ ফুলের কুঁড়ির মতো লাল টকটকে ফোলাটা ? ওটার নাম কি জানেন ? দারুণ কাব্যিক নাম। শুনলে একটা নরম, মিষ্টি কোনো জিনিষ মনে আসবে। এপিথেলিওমিয়া ('ও'টা একটু টেনে বলে) । একবার উচ্চারণ করে দেখুন—কী নরম আর মিষ্টি, না ? এপিথেলিওমিয়া—অথচ কী ভয়ংকর। এর মানে বুঝতে পারছেন ? মৃত্যু একবার আমার দরজার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। যাবার সময়ে আমার মুখে এই কুঁড়িটা গুঁজে

দিয়ে বলে গেছে—"বাছা, এটা রাখো। আমি আবার ঘুরে আসবো—আট থেকে দশ মাস পরে।" (একটু থেমে) এইবার বলুন—আপনিই বলুন আমাকে—ঐ অসুখী মেয়েটা যা চায় তা কি আমি করতে পারি? এই মৃত্যুর কুঁড়ি মুখে নিয়ে আমার পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থাকা সম্ভব? আমি চীৎকার করে ওকে বলি—'তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে চুমু খাই?'—"হ্যাঁ হ্যাঁ খাও, একটা চুমু খাও।" ও কি করেছিলো জানেন? দিন পনেরো আগে একটা আলপিন দিয়ে নিজের ঠোঁটটা—ঠোঁটের এইখানটা—চিরে ফেলেছিলো। তারপর আমার মুখটা দু'হাতে চেপে ধরে জোর করে আমাকে চুমু খাবার চেষ্টা করেছিলো—আমার ঠোঁটে। বলেছিলো—আমার সঙ্গে ও-ও মরতে চায়—ও বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। (সক্রোধে) আমি বাড়িতে থাকি না। কক্ষণো না। আমি চাই দোকানের জানালায় দাঁড়িয়ে দোকানদারের কেরামতির প্রশংসা করতে। আমি এইখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাত্রীদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করি, কুলীদের পরিশ্রমের অংশীদার হতে চাই, ওদের ঢোল আর গানের শব্দ শুনি। কারণ বুঝতে পারছেন, আমি যদি কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে থাকতে দিই, যদি কখনও আমি খালি হয়ে যাই—আপনি বুঝতে পারছেন—আমি হয়তো কোনোকিছু না ভেবেই কাউকে মেরে ফেলতে পারি—হয়তো কারুর জীবন নষ্ট করে দিতে পারি—এমন কারুর যাকে আমি চিনিও না। আমি হয়তো আপনারই মতো একজনকে—যে মালপত্র সামলাতে গিয়ে গাড়ি ধরতে পারেনি—এমন কাউকে একটা বন্দুক দিয়ে খুন করে ফেলতে পারি। (হেসে) না না, ভয় পাবেন না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। (একটু থেমে) আমি এবার চলি। (আর একটু থেমে) খুন করলে আমি একমাত্র নিজেকেই করবো। (হঠাৎ থেমে) আচ্ছা, বছরের এই সময়ে গ্রামের দিকে গাব পাকে না? চমৎকার খেতে। —কী ভাবে খায় যেন? দুহাতে ধরে মাঝখান থেকে ফাটিয়ে ফেলতে হয়, না? তারপর আধখানা

এইরকম গোল করে ধরে চুষে খেতে হয়, না? (চোষার শব্দ করে) আঃ! কী মিষ্টি, আর নরম—মেয়েদের ঠোঁটের মতো। (হাসে। একটু চুপ করে থেকে) আপনার স্ত্রী আর মেয়েদের আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি—আপনার স্ত্রী লাল পাড় শাড়ি পরে রয়েছেন আর আপনার মেয়েদের পরণে নীল ডুরে শাড়ি। ঘন সবুজ আম-কাঠালের ছায়ায় আপনাদের ছোট্ট বাড়ি—(থেমে যায়)। আচ্ছা, আপনি কাল সকালে গ্রামে পৌঁছে আমার একটা উপকার করবেন? আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার গ্রামটা স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে। সবে ভোর হয়েছে। আপনি মালপত্র হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের দিকে এগুচ্ছেন। পথের ধারে ঘাসের যে প্রথম গোছাটা দেখবেন, তাতে কতগুলো পাতা আছে গুণে দেখবেন? খালি গুণে দেখবেন কতগুলো। (হেসে) যে সংখ্যাটা পাবেন, আমার আয়ু হয়তো ঠিক ততোদিন। (একটু থেমে) শেষ একটা অনুরোধ, বড়ো দেখে একটা গোছা বাছবেন, কেমন? (হাসে) আচ্ছা চলি, নমস্কার।

(কুলীদের গানের সুরটা ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেলো মঞ্চের পিছনে ডানদিকে। হঠাৎ স্ত্রীর কথা মনে হওয়ায় থেমে গেলো। অত্যন্ত সাবধানে চুপি চুপি বেরিয়ে গেলো উল্টো দিক দিয়ে। খদ্দের বিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মশা মারতে থাকলো।)

যবনিকা

আণ্ডন চেখভের 'সোয়ান্ সঙ্'
অনুসরণে

নানারঙের দিন

রূপান্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

—: চরিত্র :—

রজনী চট্টোপাধ্যায় — অভিনেতা, বৃদ্ধ
কালীনাথ — প্রম্পটার, বৃদ্ধ

নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে ১৯৬২ সালের এগারোই ফেব্রুয়ারী।

ভূমিকালিপি

র. চট্টোপাধ্যায়........অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়
কালীনাথ........রাধারমণ তপাদার।
পরিচালনা :—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পেশাদারী থিয়েটারের একটি ফাঁকা মঞ্চ পেছনে রয়েছে রাত্রে অভিনীত নাটকের অবশিষ্ট দৃশ্যপট, জিনিশপত্র আর যন্ত্রপাতি। মঞ্চের মাঝখানে একটি টুল ওলটানো রয়েছে।....এখন রাত্রি। চারিদিক অন্ধকার। দিলদারের পোশাক প'রে প্রবেশ করেন রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। হাসছেন তিনি।]

রজনী ॥ আচ্ছা, ব্যাপারটা কী হোলো বলো'তো? কী গেরো। ঘুমুলুম তো ঘুমুলুম একেবারে গ্রীনরুমে? নাটক কখন শেষ হয়ে গেছে, হল ফাঁকা. শাজাহান—জাহানারা সব পাত্রপাত্রী ভোঁভাঁ—আর আমি দিলদার—এতক্ষণ প'ড়ে প'ড়ে গ্রীনরুমে নাক ডাকছিলুম! ধ্যুর? বারোটা বেজে গেছে আমার—বারোটা বেজে পাঁচ।—রাত কতো হোলো কে জানে! এতো টানলে কী আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? চেয়ারে পড়েছি আর ঘুম!—বাঃ বাঃ বুঢ্ঢা! আচ্ছাহি কিয়া! ক্যায়া হোগা তুম্সে? কুছ্ নেহি! বিলকুল

কুছ্ নেহি। (চেঁচিয়ে) রামব্রীজ। এ রামব্রীজ।—আরে, গেল কোথায় লোকটা? কোথায় যেনো টেনে প'ড়ে আছে ব্যাটা। এ রামব্রীজ।—

[হতাশ হয়ে পড়েন। টুলটা সোজা ক'রে তার ওপর বসেন। মোমটাকে মাটিতে রাখেন।]

—চারিদিক নিঃঝুম —খালি আমার গলাটাই ঘুরে ফিরে কানে বাজছে আমার। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে।—কাল রাতেও ঠিক এই ব্যাপার। মদ গিলে গ্রীনরুমে পড়েছিলাম। রামব্রীজই ঘুম থেকে তুলে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিলো। তার দরুণ আজ সন্ধেবেলা নগদ তিনটে টাকা বখশিশও দিলুম ওকে। আর তার ফল হোলো কী। না, সেই টাকায় তিনি নিজেই আজকে মদ গিলে কোথায় পড়ে আছেন।—নির্ঘাৎ মেইন গেটে তালা পড়ে গেছে —আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে যা-হোক।

(মাথা ঝাকিয়ে) উফ্। আজ রাতে কৎট গিলেছি? মাতালের এই হচ্ছে বিপদ। ছাড়বো বললে ছাড়ান নেই। আরে বাবা,—দিলুম, তোকে বখশিশ দিলুম, না উনি আবার সেই আনন্দে আমাকেই দেড় বোতল খাইয়ে গেলেন। এঃ, একেবারে র'মথেনে। উফ্ বুকের ভেতরটা থর থর থর থর করে কাঁপছে যে। মুখের ভেতরটা যেন আডিটোরিআম—ইণ্টারভ্যালে সব দর্শকর হাঁটাহাঁটি লাগিয়ে দিয়েছে।—উঃ, জিভটা টানছে কি রে বাবা —

(একটু থামেন) অকারণ—অকারণ রে বাবা। কেউ যদি বলে, "রজনীবাবু অনেক তো বয়েস হোলো, এবার মদ খাওয়াটা ছাড়ুন।" কোনো জবাব আছে? উঃ ভগবান। শিরদাঁড়াটা গেল—একটা কী ভীষণ কাঁপছে—মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন—রজনীবাবু ভাই, শরীরটার দিকে একটু নজর দিন—আর কী এ বয়েসে এতো সয়? কতো বুড়ো হয়েছে ভাবুন দিকিনি —(থামেন) হ্যাঁ, বুড়ো হয়েছেন বৈকি রজনীবাবু—আটষট্টিটা বছর কী নেহাৎ কম বয়েস, এ্যাঁ? ছোকরাদের মতো চং-চাং করলে পারেন, লজ্জা

চওড়া চেহারাটা আছে, আ.রা চালিয়ে দেবেন কিছুদিন—আর আপনি লম্বা লম্বা চুলে ডেইলা হাফশিশি কলপ লাগিয়ে যে র'ম ইয়ার্কি-টিয়ার্কি মারেন, তাতে বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না।—কিন্তু যা গেল, সে কি আর ফিরবে? আটষট্টিটা বছর—এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে—আর জীবনে ভোর নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই,—সন্ধেও ফুরিয়েছে—এখন শুধু মাঝরাত্তিরের অপেক্ষা—এখানেই গল্প শেষ। এরপর রজনীবাবু বলবেন, "আমি লাষ্ট সীনে প্লে করবো না ভাই। আমাকে ছেড়ে দিন।" —কিন্তু কার্টেন উঠবেই—শ্মশানঘাট—পরিচিত বন্ধুবান্ধব—ওপারের দূত উইংসে রেডি—

[একটু থামেন। সামনের দিকে তাকান—হল-এর শেষপ্রান্তে।]

জানেন রজনীবাবু, এই পঁয়তাল্লিশ বছর থিয়েটারের জীবনে—এই প্রথম আমি মাঝরাতে একা—একেবারে একা—স্টেজে দাঁড়িয়ে আছি—জীবনে প্রথম। কেন জানেন?—এ সবই হচ্ছে মাতালের কারবার —

(ফুটলাইটের কাছে যান।)

—সামনেটা কিচ্ছু দেখা যায় না ওই দূরে ঐ তো ব্যালকনি, না?—ফার্স্ট-বক্সটাও দেখতে পাচ্ছি এখন—ওই তো সেকেণ্ড—থার্ড—ফোর্থ বক্সটাও—সব গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে—সব মিলিয়ে যেন একটা শ্মশান, যেন শুধু দেওয়ালে কালো কালো অক্ষরে লেখা আছে জীবনের শেষ কথাগুলো—কত নড়াচড়া, কত উদ্বেগ, কত প্রেম, কত মায়া—সব মিলিয়ে যেন মৃত্যুর নিঃঝুম ঘুমের আয়োজন ক'রে রেখেছে কারা—উঃ কী শীত—সব আছে শুধু মানুষ নেই—সব ভুতুড়ে বাড়ি মতো খাঁ খাঁ করছে—মরে গেছে না কি।—শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কী রকম শিরশির্ করছে যেন—(হঠাৎ চেঁচিয়ে) রামব্রীজ। রামব্রীজ। কোথা গেলি রে—উঃ এই মাঝরাতে একা-একা কী সব মৃত্যু, শ্মশান সব আবোল তাবোল ভাবছি। হবে না কেন? কম গিলেছি আজকে —মদটা ছেড়ে দিন রজনীবাবু মদটা

ছেড়ে দিন। বুড়ো হয়ে গেছেন, আর দু-দিন বাদেই খাটে উঠবেন মশাই। ধরুন আপনার মতো বয়েস হয়েছে যাঁদের—আটষট্টি বছর তাঁরা সময়মতো মাপজোপ করে খাওয়া-দাওয়া করেন—সকাল-সন্ধে বেড়াতে যান—সন্ধেবেলা কেত্তন-টেত্তন শোনেন—ভগবানের নাম করেন—আর আপনি—রজনীবাবু এসব কী করছেন মশাই? মাঝরাতে দিলদারের পোশাক পরে পেটভর্তি মদ গিলে এসব থিয়েটারী ভাষায় কী সব আবোল-তাবোল বকছেন বলুন তো? কেউ শুনলে ভয় পেয়ে যাবে যে। আন্দাজ করুন দিকি, আপনার চোখগুলো এখন কেমন দেখতে লাগছে।—যান যান মেকআপ-টেপআপ তুলে, চুল-টুল আঁচড়ে, ভদ্র-গোছের জামা-কাপড় প'রে বাড়ি যান দিকিনি। কী যে পাগলামি করেন। সারারাত ধ'রে এইসব ভাবলে হঠাৎ হার্টফেল করবেন যে।—

উইংস দিয়ে বেরিয়ে যেতে চান যেই এগিয়েছেন আমনি দেখা গেল—পরনে ময়লা পাজামা, গায়ে কালো চাদর, এলোমেলো চুল বুড়ো কালীনাথ সেন ঢোকেন রজনীবাবু ভয়ে চিৎকার ক'রে পিছিয়ে যান।]

কে? কী চাই তোমার? কী চাই? (অর্ধেক রাগ অর্ধেক মিনতি ক'রে) কে? কে তুমি?

কালীনাথ॥ আমি।

রজনী॥ (এখনও ভয় পেয়ে) কে, নাম বলো?

কালীনাথ॥ (আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে) আমি চাটুজ্যে মশাই—আমি কালীনাথ—আপনাদের প্রম্পটার কালীনাথ—

রজনী॥ (অসহায় হয়ে টুলের উপর ব'সে পড়েন, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে থাকে, সারা শরীর কাঁপতে থাকে) অ্যাঁ, কে। ওহ, তুমি, তুমি, কালীনাথ? তুমি এতোরাতে কী করছিলে এখানে?

কালীনাথ। আমি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রীনরুমে ঘুমুই চাটুজ্যেমশাই—কেউ

জানে মা—আপনি বামুন মানুষ, মিছে কথা বলবোনা—আপনার পায়ে ধরছি, একথাটা মালিকের কানে তুলবেন না চাটুজ্যেমশাই—আমার শোবার কোন জায়গা নেই—একেবারে বেঘোরে মারা পড়বো তাহলে—

রজনী ॥ ওহ, তুমি কালীনাথ। তাই বলো। তাই বলো কালীনাথ—তুমি কী হয়েছে জানো—আজকের শো-তে আমি সাতটা ক্ল্যাপ্ পেয়েছি—দু-বার তো স্পষ্ট শুনেছি, "মাইরি, এই নইলে এ্যাক্টিং।" কে যেন একেবার বললে, "দেখেছো, বন্দন চাটুজ্যে ইজ্ রজনী চাটুজ্যে-মরা হাতী সোয়া লাখ্।" তাহ'লেই বুঝলে কালীনাথ, পাবলিক এখনও কী রকম ভালবাসে আমাকে?—আসলে যতক্ষন স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকি ততক্ষন কদর! তারপর যে যার ঘরে যায়, তখন কে কার। কে-উ কা এই বুড়ো মাতালটার খোঁজ ক'রে বলে, "উঠুন রজনীবাবু চলুন বাড়ী যাবেন? কেউ বলে না।—

কালীনাথ ॥ বাড়ী চলুন আপনাকে আমি বাড়ী পৌঁছে দেব—

রজনী ॥ কেন,—বাড়ী কেন,—কোথায়—

কালীনাথ ॥ আপনার মনে পড়েছে না আপনার বাড়ী কোথায়?

রজনী ॥ তা পড়েছে বৈকি। কিন্তু কী হবে বাড়ি ফিরে—একটুও ভালো লাগে না বাড়িতে।—জানো কালীনাথ, পৃথিবীতে আমি একা আমার আপনজন কেউ নেই—বৌ নেই—ছেলেমেয়ে নেই সঙ্গীসাথী—নেই কেউ কোথাও নেই—আমি একদম একা—একেবারে—নিঃসঙ্গ—কেমন জানো? ধূ-ধূ করা দুপুরের অনন্ত মাঠে বাতাসে যেমন একা—যেমন সঙ্গীহীন—তেমনি—আদর করে একটা কথা বলে এমন কোনো লোক আছে আমার? মরবার সময় মুখে দু'ফোঁটা জল দেয় এমন কেউ নেই আমার।—আর জানো, যখনই এইসব কথা ভাবি, তখনই ভয়ে যেন বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে আমার—তখন কেউ দুটো ভালোকথা বলে? কেউ কী এই

বুড়ো মাতালটার হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় ? দেয় না। আমি কার ? কে চায় আমাকে ?

কালীনাথ। (জলভরা চোখে) পাবলিক তোব আপনাকে ভালোবাসে চাটুজ্যেমশাই।

রজনী॥ পাবলিক ?—এই মাঝরাতে পাবলিক এখন থিয়েটার দেখে-টেখে গিয়ে টেনে ঘুম লাগাচ্ছে। তুমি কি ভাবছো পাবলিক আমাকে এমনই ভালোবাসে যে ঘুমের ঘোরে আমাকে স্বপ্ন দেখছে ? —পাগল। আমাকে আব কেউ চায়না কালীনাথ, কেউ না—আমার ঘর-সংসার বৌ ছেলেমেয়ে কেউ নেই—কিচ্ছু নেই—

কালীনাথ॥ কিন্তু তাই নিয়ে আপনার মতো লোকের এত দুঃখ চাটুজ্যেমশাই—?

রজনী॥ কেন, আমিও তো মানুষ। আমারও তো আর পাঁচজনের মতো হাত-পা আছে। রক্ত আছে। সদ্বংশের রক্ত।—বিশ্বাস করো কালীনাথ, আমি একটা উঁচুবংশে—রাঢ়ের সবচেয়ে প্রাচীন ভদ্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছিলুম—এই লাইনে আসার আগে আমি পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিলুম—ইন্সপেক্টর অব্ পুলিশ—আর তখন কী চেহারাই না ছিলো আমার। তখন ছোকরা বয়েস তো ? চেহারাব জেল্লা ছিলো, কারো তোয়াক্কা করতুম না শরীরে শক্তি ছিলো মনে সাহস ছিলো, আজকের চার ডবল কাজ করতে পারতুম একাই—তারপর একদিন, বুঝলে—চাকরিটা ছেড়ে দিলাম—আর এক রকম ক'রে জীবন শুরু করা গেল, নাটক নিয়ে—সে সব দিনের কথা কি তোমার মনে আছে কালীনাথ ? তখন কী নাম-ডাকই ছিলো আমার ! কী খাতির। কী প্রতিপত্তি। তারপর সে সব দিনও যেন কবে—কেমন ক'রে ফুরিয়ে গেল—শেষ হয়ে গেল জীবনের সব ভালো ভালো দিনগুলো—আহা-হা, কালীনাথ, সব গেল—একেবারে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে গেল কে আমাকে—

(দাঁড়িয়ে কালীনাথের গায়ে ভর দিয়ে) জানো—এই একটু আগে সামনের ওই অন্ধকারের দিকে চেয়েছিলাম—হঠাৎ আমার মনে কোলো কে যেন আমার সমস্ত জীবনটাকে আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছে—থিয়েটারের দেওয়ালে দেওয়ালে অন্ধকারের গভীর কালো অক্ষরে লেখা আমার জীবনের পঁয়তাল্লিশটা বছর কালীনাথ—কী জীবন। —ঐ অন্ধকারে আশ্চর্য স্পষ্ট সে সব অক্ষর—আমি দেখলাম কালীনাথ—যেমন স্পষ্ট তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি এখন—ঠিক তেমনি—তেমনিই স্পষ্ট— একে একে পার হয়ে যেতে দেখলাম—আমার যৌবন আদর্শ শক্তি সম্ভ্রম প্রেম—নারী।—হ্যাঁ একটা মেয়ে! জানো কালীনাথ, একটা মেয়ে।—

কালীনাথ ॥ ঘুম পাচ্ছে? ঘুমোবেন চাটুজ্যেমশাই?

রজনী ॥ তখন আমার বয়েস বেশী নয়—সবে এ-লাইনে এসেছি—সারা দেহ মনে ফুটছে টগ্‌বগ্‌ ক'রে উৎসাহ—তখন একটা মেয়ে একদিন আমার থিয়েটার দেখে প্রেমে পড়লো আমার।—বিশ্বাস করো। বেশ সুন্দর দেখতে ছিলো মেয়েটা, ওর বাপের টাকাপয়সাও ছিলো অঢেল — মেয়েটা বেশ লম্বা ফর্সা সুন্দর ছিপ্‌ছিপে গড়নের—উঠতি বয়স—আর মনটা ছিলো দারুণ ভালো, কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই।—সব ভালো তার—কিন্তু—ওরই মধ্যে কোথায় যেন আগুন লুকিয়ে-ছিলো।—সূর্যাস্তে পশ্চিম আকাশ যে আগুন লুকিয়ে রাখে, সেই আগুন। কালীনাথ, সে কী আশ্চর্য মেয়ে কেমন করে বোঝাবো তোমাকে? এমন গভীর ওর টানা-টানা কালো চোখ যে অন্ধকার রাতে একা এক ভাবলে মনে হতো—সে যেন কোন্ অচেনা দিনের আলো! কী অদ্ভুত হাসি তার। কী তার ঢেউ খেলানো রাশি রাশি কালো চুল। দাঁড়াও, ওর চুলগুলোর কথা বুঝিয়ে বলি তোমাকে।—সমুদ্রের ঢেউ দেখেছো তো? মনে হয় না ঢেউ-এ ঢেউ-এ কী আশ্চর্য শক্তি! কিন্তু জানো, যদি তোমার বয়েস কম হতো, যদি সেই দৃষ্টি থাকতো তোমার, যদি দেখতে ওর রাশি রাশি কালো চুলের ঢেউ—তাহলে তোমার ধারনা

হতো—কেমন ক'রে দুর্গম পাড়কে ধসিয়ে দেয় পাহাড়ী নদীর দুর্দম খরস্রোত—কোন অমোঘ শক্তির গতিতে সমস্ত পাহাড় থরথর ক'রে উঠে তীব্র আক্ষেপে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়—মুহূর্তে প্রলয় ঘ'টে যায় পৃথিবীতে তখন কী মনে হতো না তোমার—এ ঢেউ যদি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তো যাক—আমাকে উল্টেপাল্টে দিয়ে যদি জীবনের খেলা খেলতে চায় তো খেলুক ! —সত্যি জানো হঠাৎ মনে হয়, আমি যেন ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আমি যেন ওর সামনেটা মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে আছি ঠিক যেমন এখন তুমি দাঁড়িয়ে আছো আমার সামনে। —আর একদিন—আর একদিন—সেদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিলো—ভোরের প্রথম আলোর চেয়েও সুন্দর সে—সেই যে তার আমার দিকে সেই একরকম অদ্ভুত ক'রে চেয়ে থাকা ম'রে যাবো—তবু ভুলবো না—আর সেই আশ্চর্য ভালোবাসা—ও শুধু আমাকে ওথেলোর পার্ট করতে দেখেছিলো—আর কিছু না—একদিন যেচে আলাপ করলো আমার সঙ্গে—তারপর ক্রমশঃ আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা—ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম—আর তখনকার দিনে আমার আমার অ্যাক্টিং মানে, সে একটা ব্যাপার !—তখন তো আমার বয়সও বেশী না সামনে পড়ে রয়েছে ব্রিলিঅ্যান্ট ফিউচার তখন নিজের ওপরে কত জোর ছিলো হে ! —তখন মনে মনে কতো আশা—কতো প্ল্যান ! —একদিন ওকে বললাম, „এমনি ক'রে আর ক'দ্দিন থাকবো আমরা। এবার আমাদের বিয়ের কথাটা তোমার বাবাকে বলি একদিন ?

(গলার স্বর ডুবে যায়) ও কী বললো জানো ? বললো,—"তুমি থিয়েটার ছাড়ো আগে, তবে তো !"—থিয়েটার ছেড়ে দেব। কেন জানো ? থিয়েটার কি একটা অনারেবল্ ব্যাপার নাকি ? বছরে এক-আধ দিন শখ করে কেউ করে, সে অন্য কথা। কিন্তু তা বলে সারা-জীবন শুধু থিয়েটার নিয়ে ? বিবাহিত জীবনে মানুষের একটা সম্মান আছে না ?—এই তার ব্যাখা। তার মানে—আমি ভদ্রবংশের মেয়ে, দেখতে শুনতে

ভালো, আমার বাপের টাকা আছে, প্রেম যদি করতে হয় তাহলে থিয়েটারের আর্টিস্ট তো ভালোই। কিন্তু বিয়ে? নৈব নৈব চ।—আমার মনে আছে সে রাত্তিরে কী যেন পার্ট করছিলুম ভালো....কী যেন....কী একটা.... বাজে হাসির বই—স্টেজে দাঁড়িয়ে পার্ট করতে করতে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল....সেই রাত্রে জীবনে প্রথম....মোক্ষম বুঝলুম যে....যারা বলে 'নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প' তারা সব মিথ্যেকথা—বাজে কথা বলে। অভিনেতা মানে একটা চাকর—একটা জোকার একটা ক্লাউন; লোকেরা সারা দিন খেটেখুটে এলে তাদের আনন্দ দেওয়াই হোলো নাটকঅলাদের একমাত্র কর্তব্য। মানে এক কথায়—একটা ভাঁড় কী মোসায়েবের যা কাজ তাই। আর সেদিনই বুঝলুম পাবলিকের আসল চরিত্রটা কী।—তারপর থেকে ওসব ফাঁকা হাততালিতে, খবরের কাগজের প্রশংসায় মেডেল-সার্টিফিকেটে, 'নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প'—এসব বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না। পাবলিক মহোদয় আলবৎ হাততালি দেবেন—খুব প্রশংসা করবেন—সব ঠিক—কিন্তু যেই তুমি স্টেজ থেকে নামলে—তুমি তাঁদের কেউ না—তুমি থিয়েটারওয়ালা—একটা নকলনবীশ—একটা অস্পৃশ্য ভাঁড়, একটা বেশ্যা।—তা ব'লে কি তাঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন না, কিংবা চা-সিগারেট খাওয়াবেন না? তা খাওয়াবেন। অনেক কথা বলবেন, আলাপ-আলোচনা করবেন, হাসবেন, নমস্কার করবেন—তা' নইলে বাইরে জাহির করবেন কি করে, "ও. অমুক আর্টিস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে আমি চিনি,' ওর সঙ্গে আমার খুব খাতির, উনি তো সেদিন অব্দি আমার ঘরে—" সব ঠিক। কিন্তু কোনো সামাজিক সম্মান তুমি পাবে না। থিয়েটারের পরিচয়ে কেউ তার মেয়ে কিংবা বোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে কারো? কক্ষনো না। জানো, তোমার ঐ পাবলিক, মানে থিয়েটারের টিকিট-কেনা খদ্দেরদের আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

কালীনাথ ॥ পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান চাটুজ্যে মশাই। শুধু শুধু মন খারাপ ক'রে কী হবে। চলুন বাড়ি নিয়ে যাই আপনাকে—

রজনী। 'নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প।' এই পবিত্রতার নামাবলীটা সেদিন হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেল আমার সামনে—হঠাৎই।—আর তারপর থেকে—সেই মেয়েট—কী হ'লো ওর কে জানে। আমারও আর কিছু ভালো লাগতো না—ভবিষ্যতের চিন্তা-টিন্তা সব—বই বাছাই-ফাছাই মাথায় উঠে গেল, আবোল-তাবোল সব মাথায় উঠে গেল—পার্ট করতে লাগলাম—সে সব যা-তা পার্ট—লোকের মুখে শুনলাম, জ্ঞানীব্যক্তিদের মতে এইসব দেখে-টেকেই নাকি দেশের ছোঁড়াগুলো গোল্লায় যাচ্ছে—অথ যেই স্টেজে নেমেছি, তখন ওইসব জ্ঞানীব্যক্তিরাই বলেছেন, 'বাঃ বাঃ দারুণ। কী ট্যালেণ্ট।'—এতো ক'রে চেষ্টা ক'রে ক্ষয় করতে চেয়েছি সব—তবু ঐ এক কথা 'সত্যি, কী ট্যালেণ্ট।'—ধুত্তোর, নিকুচি করেছে ট্যালেণ্টের। আস্তে আস্তে বয়েস বাড়লো, গলাও কাজ নষ্ট হ'য়ে গেল, একটা নতুন চরিত্রকে বোঝবার, ফটিয়ে তোলবার ক্ষমতা নষ্ট হ'য়ে গেল, থিয়েটারের দেওয়ালে দেওয়ালে কার অদৃশ্য হাত অঙ্গারের কালো কালো অক্ষরে লিখে দিয়ে গেল প্রাক্তন অভিনেতা রজনী চাটুজ্যের প্রতিভার অপমৃত্যুর করুণ সংবাদ।—আমি আগে বুঝতে পারি না, জানো।—আজ রাতে—সবে হঠাৎ—ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কথাটা। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে,—আমারই জীবনের আটষট্টিটা বছর—আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো রজনী চাটুজ্যে—আর ক'পা এগোলেই শ্মশানের চিতার আঁচ লাগবে গায়ে—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ঝলসে দেবে আমাকে—

কালীনাথ ॥ না না, আপনি চুপ করে বসুন এখানে। আর কিছু ভাববেন

না। ভগবান আছেন চাটুজ্যে মশাই! অদৃষ্ট তো মানেন আপনি! (চেঁচিয়ে) রামব্রীজ! রামব্রীজ!

রজনী ॥ (হঠাৎ জেগে) সে-সব দিনে কী না পারতাম! যেমন খুশী তাই পারতাম! তোমার মনে আছে সে সব দিনের কথা?—কী সহজে এক-একটা চরিত্র বুঝতে পারতাম—কী-রকম আশ্চর্য সব নতুন রঙে চরিত্রগুলো চেহারা পেতো—কী অসীম বিশ্বাসে ভরন্ত ছিলো (বুকে ঘা মেরে) এ জায়গাটা।—শোন হে, শোনো তো, বলি, বলি। দাঁড়াও একটু দম টেনে নিই আগে—মনে আছে রিজিয়া নাটকে বক্তিয়ারের ঐ সীনটা—?

—শাহাজাদী! সম্রাটনন্দিনী। মৃত্যু ভয় দেখাও কাহারে? জান না কি তাতার-বালক মাতৃ অঙ্ক হ'তে ছুটে যায় সিংহ-শিশু সনে করিবার মল্ল-রণ? শানিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তার! জীবনের ভয় দেখাও, সম্রাজ্ঞি? বক্তিয়ার মরিতে প্রস্তুত সদা—খুব খারাপ হচ্ছে না, কী বল?—আচ্ছা, ঐ সীনটা মনে আছে তোমার-সেই যে ডি. এল. রায়ের শাজাহান নাটকে ঔরংজীব আর মহম্মদের সীনটা?—প্রথমে ঔরংজীব একা—

"এ বড় ভয়ঙ্কর যোগ। শাজাহান আর যশোবন্ত সিংহ। আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা কচ্ছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—হুঁ। বড় কম কথা কয়। আমার প্রতি একটা একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বর্পনা ক'রে দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ!" (অধৈর্য হয়ে) আঃ! কাম অন্, কুইক্! মহম্মদের ক্যাচ্‌টা দাও তো, মহম্মদের ক্যাচ্‌টা দাও তো।

কালীনাথ ॥ পিতা আমাকে ডেকেছিলেন?

রজনী ॥ হ্যাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ কর্বে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

কালীনাথ ॥ যে আজ্ঞা পিতা।

রজনী ॥ আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রইলে যে? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

কালীনাথ ॥ না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

রজনী ॥ তবে?

কালীনাথ ॥ আমাব একটা আর্জি আছে পিতা!

রজনী ॥ কী!—চুপ করে রৈলে যে। বল পুত্র।

কালীনাথ ॥ কথাটা অনেকদিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব ব'লে মনে করছি, কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখতে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন।

রজনী ॥ বল।

কালীনাথ ॥ পিতা। সম্রাট শাজাহান কি বন্দী?

রজনী ॥ না! কে বলেছে?

কালীনাথ ॥ তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে কেন?

রজনী ॥ সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

কালীনাথ ॥ আর ছোটকাকা—তাঁকে এরূপে বন্দী করে রাখা কি প্রয়োজন?

রজনী ॥ হ্যাঁ।

কালীনাথ ॥ আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্তমানে?

রজনী ॥ হ্যাঁ পুত্র!

কালীনাথ ॥ পিতা!

রজনী ॥ পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা' বুঝতে পার্ব্বে না। সে চেষ্টা কোরো না।

কালীনাথ ॥ পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্মের নামে এসে এই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তাহলে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়!

রজনী ॥ মহম্মদ—!—মহম্মদ—!—আগেকার দিনে যে পার্টগুলো করেছি

সেগুলো এখন দাঁড়িয়ে বলতে-বলতে শুনতে-শুনতে ভেতরটা যেন কেমন করে, না!—আচ্ছা, আচ্ছা তুমি আমাকে আর একটা জায়গা মনে করিয়ে দাও তো! পুরোনো দিনের যে কোন নাটকের আর যে কোন জায়গা—ধরো—ধরো—শাজাহান নাটকে ঔরংজীবের সেই ভয়ংকর সীনটা যখন সবাইকে খুন ক'রে ঔরংজীব সিংহাসন পেয়েছেন—তখন একদিন মাঝরাতে ঔরংজীব একা— একেবারে একা—ভাবছেন—

যা করেছি—ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত।—উঃ কি অন্ধকার! কে দায়ী? আমি! এ বিচার।—ও কি শব্দ?—না, বাতাসের শব্দ। একি! কোনমতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্ত্তে পাচ্ছি না রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি। কিন্তু নিদ্রা আসে না—উঃ কি স্তব্ধ। এত স্তব্ধ কেন।—ও কি।—ও কি। আবার সেই দারার ছিন্ন শির।—সুজার রক্তাক্ত দেহ।—মোরাদের কবন্ধ। যাও সব। আমি বিশ্বাস করিনা। ঐ তারা আবার! আমায় ঘিরে নাচছে।—কে তোমরা? জ্যোতির্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও। চলে যাও। মোরাদের কবন্ধ। আমায় ডাকছে। দারার মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—এ কি সব!—ওঃ!

হাততালি দিয়ে জোরে হেসে ওঠেন।

সাব্বাশ! সাব্বাশ! এখন বয়েসগুলো কোন চুলোয় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হে। কোথায় গেল আটট্টিটা বছরের শোক। কোথায় শ্মশানের চিতার আঁচটা!—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি কালীনাথ, আমার ট্যালেণ্ট এখনো মরেনি,—শরীরে যদি রক্ত থাকে তাহলে সে রক্তে মিশে আছে ট্যালেণ্ট।—এর নামই যদি যৌবন না হয়, শক্তি না হয়, জীবন না হয় তাহ'লে জীবন বস্তুটা কী বলোতো!—প্রতিভা যার আছে, বয়েসে তার কী আসে যায়! এই তো জীবনের সত্য কালীনাথ—আমার অ্যাক্টিং তোমার····তোমার

ভালো লেগেছে, না?—সত্যি ভালো লেগেছে। লেগেছে, না?—আমার আরো মনে আছে, জানো! সেই শান্ত গভীর পূর্ণতার কথা—শোন—জীবনের শেষ যুদ্ধযাত্রার আগের রাতে সুজার সেই কথাগুলো—পিয়ারাবানুকে বলা সেই—

আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে থাকতে। একবার শেষবার দেখে দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীনাটি পাড়ো! গাও—স্বর্গ মর্তো নেমে আসুক। ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও দেখি। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত ক'রে দাও। রোসো, আমি অশ্বারোহীদের ব'লে আসি। আজ সারারাত্রি ঘুমোবো না। (বাইরে দরজা খোলার শব্দ) কে?

কালীনাথ এ নিশ্চয়ই রামব্রীজ!—আপনার প্রতিভা এখনো মরেনি চাটুজ্যে মশাই। ঠিক পুরোনো দিনের মতোই আছেন আপনি! ঠিক পুরোনো দিনের মতো—

রজনী। (দরজার শব্দের দিকে চেঁচিয়ে) ইধার, এ রামব্রীজ, সিধা ইস্টেজ পর চলে আও। (কালীনাথকে) বয়েস বেড়েছে তো কী হয়েছে কালীনাথ! এই তো জীবনের নিয়ম। (আনন্দ হেসে ওঠেন) আরে তুমি কাঁদছো কালীনাথ তোমার চোখে জল, কেন ভাই, কেন বলতো? আরে এস এস, দূর, কাঁদে নাকি। (বুকে জড়িয়ে ধরে জলভরা চোখে) আর্টকে যে মানুষ ভালোবেসেছে তার কাছে বার্ধক্য নেই, কালীনাথ, একাকীত্ব নেই, রোগ নেই, মৃত্যুভয়ের ওপর হাসতে হাসতে ডাকাতি করতে পারে—(চোখের জল গড়িয়ে পড়ে) হ্যা কালীনাথ, আমাদের দিন ফুরিয়েছে! হায়রে ট্যালেন্ট! কোথায় গেল বলোতো! জীবনের পাত্র শূন্যতায় রিক্ত ক'রে দিয়ে কোথায় কার কাছে কোন দেশে গেল প্রতিভা? যাবার আগে মজলিশী গল্পের আস্তাকুঁড়ে নির্বাসন দিয়ে গেল আমাকে!—আর তুমি। সারাজীবন

থিয়েটারের প্রম্পটার হয়েই তোমার জীবনে ফুরিয়ে গেল!—চলো কাশীনাথ, চলো যাই—(যেতে আরম্ভ করেন) জানো, সত্যিকথা বলতে কি ওসব প্রতিভা-টতিভা আমার কিছু নেই—দিলদারের পার্ট টা মন্দ করি না—তাও আর বছর কয়েক পর মানাবে না আমাকে, তাই না? অতএব ওথেলোর সেই কথাগুলো মনে আছে তোমার। সেই যে—

Farwell the tranquil mind! Farwell, content!

Farwell the plumed troop, and the big wars
That make ambition virtue! Oh, farewell!
Farewell the neighing steed, and the shrill trump,
The spirit-stirring drum, the ear-piercing fife,
The royal banner, and all quality,
pride, pomp, and circumstance of glorious war!

কাশীনাথ। আমি বলছি রজনী চাটুজ্যে মরবে না—কিছুতেই না—
রজনী। কিংবা ধরো—

Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And than is heard no more.

একেবারে নেপথ্য থেকে

A horse! A horse! My kingdom for a horse!

—: চরিত্র :—

ইন্দ্রনাথ চৌধুরী

রমা চৌধুরী

শান্তনু মিত্র

আন্তন চেখভের দ্য ম্যারেজ প্রপোজাল

অবলম্বনে

প্রস্তাব

রূপান্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটকটি নান্দীকারের পক্ষ থেকে প্রথম অভিনীত হয় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট মঞ্চে ১৯৬১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর।

ভূমিকালিপি

ইন্দ্রনাথ চৌধুরী····অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

রমা চৌধুরী····কেয়া চক্রবর্তী

শান্তনু মিত্র····চিন্ময় রায়

পরিচালনা :—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর বসবার ঘর। তিনটে বসবার চেয়ার ও একটা টেবিল। টেবিলের উপরে এক কুঁজো জল। কুঁজোর মাথায় গ্লাস। একটা ফুলদানি, কিছু ফুল তাতে।

শান্তনু মিত্র এসে ঘরে ঢোকে। তার গায়ে পাঞ্জাবী, কাঁধে চাদর। চোখে রোল্ড গোল্ডের চশমা। পায়ে বুট জুতো। চুলের সিঁথি মাঝখান দিয়ে করা। সে ঘরে ঢুকেই বেশ সপ্রতিভ ভাব ফুটিয়ে তুলতে চায় চোখে মুখে, কিন্তু পারে না। কয়েকবার ঢোঁক গেলে। উইংসের দিকে তাকিয়ে কাউকে ডাকে। কেউ নেই। তারপর একটু হাঁটতে গিয়ে পায়ে লাগার ভঙ্গি করে। তারপর একটা জুতো খুলে, উঁচু করে ধরে, তার ভেতর একটা ন্যাকড় বের করে, এক টুকরো ইঁটও বেরোয়। সে অসীম বিরক্তিতে ইটটা মাটিতে ফেলে দেয়। ন্যাকড়া দিয়ে জুতোটা ভাল করে মোছে। তারপর একটু হেঁটে ঠিক

আছে কিনা দেখে নেয়। তারপর উইংসের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বলেঃ এই যে....এ্যাই....নাঃ। আবার পাঞ্জাবীটা টেনে নেয়, চাদরটা ঠিক করে নেয়। তারপর কুঁজোর দিকে নজর পড়তেই তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল খেয়ে নেয়। কোঁচার খুঁটে মুখ মুছে নিয়ে উইংসের দিকে তাড়াতাড়ি এগোতে এগোতে বলেঃ এ্যাই যে তোমাদের বাবু....না দিদিমণিকে একবার অ্যা ধ্যাৎ। তারপর স্টেজের মাঝখানে ফিরে এসে, পকেট থেকে ডায়েরী বার করে পড়ে ও ভঙ্গী করে চোখ বোজে (ভিতরের উইংসের দিকে তাকিয়ে)। এমন সময় বাইরের দিকের উইংস থেকে ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এসে ঢোকেন। ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর মাথায় কাঁচাপাকা চুল, গায়ে পাঞ্জাবী —চাদর। পায়ে চটি, হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট ও চোখে চশমা।]

ইন্দ্রনাথ ॥ (হাতের ছড়ি দিয়ে শান্তনুর পিঠে খোঁচা দিয়ে) আরে, একে শান্তনু মিত্র না! বেশ বেশ তে মাকে দেখে বড় খুশী হলুম বাবা তা বেশ ভালো আছো তো ?

শান্তনু ॥ (তাড়াতাড়ি নোটবইটা সামনে দিয়ে এনে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে একপায়ে প্রণাম করে, অন্য হাতে ছড়িটাকে প্রণাম করে)
ভাল আছি মেশোমশাই। আপনি ভাল আছেন ?

ইন্দ্রনাথ ॥ ঐ কোনো রকমে চলে যাচ্ছে বাবা। বোসো বোসো তারপর আজকাল তো আর এদিকে আসোইনা একেবারে।....আমাদেব ভুলেই গেছো এঁ্যা। তা এতো সেজে গুজে কেন বাবা, গায়ে পাঞ্জাবী, কাঁধে চাদর....অন্য কোথাও যাচ্ছিলে নাকি ?

শান্তনু ॥ না মানে, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম মেশোমশাই।

ইন্দ্রনাথ ॥ আমার বাড়ীতে আসবে তা এত সেজে গুজে কেন বাবা শান্তনু —যেন একেবারে বিজয়ার পর দেখা করতে এলে।

শান্তনু ॥ ম....মানে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। একবার নয়

তুবার নয়. .কতবার তো কত কথাই বলে আপনাকে বিরক্ত করছি...এক মিনিট ...দেখছেন তো কিরকম যাচ্ছ হয়ে যাচ্ছি....একটু জল খেয়ে নিই।....

[কুঁজো থেকে জল খায়]

ইন্দ্রনাথ ॥ (স্বগত) ব্যাটা নিশ্চয়ই টাকা ধার করতে এসেছে—এক পয়সাও দিচ্ছিনা। হ্যাঁ....তা....কি যেন বলছিলে বাবা শান্তনু?

শান্তনু ॥ দেখুন মেশোমশায়—মানে আমি—আমি না—ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি—যাকে বলে যাতা উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি—মানে এক কথায় আপনিই পারেন আমাকে সাহায্য করতে—অবশ্য আমার কিইবা অধিকার আছে আপনার সাহায্য চাইবার—ধ্যেৎ। [ঢোঁক গেলে]

ইন্দ্র ॥ আহা অমন বারবার ঢোঁক গিলছো কেন বাবা?—বল না, বলেই ফেল।

শান্তনু ॥ সত্যিই তো—একমিনিট আমি—মানে আপনার কন্যা কুমারী রমা চৌধুরীকে বিয়ে করতে চাই।

ইন্দ্র ॥ কি বললে বাবা? কি বললে বাবা শান্তনু—আর একবার বল—আর একবার শুনি—

শান্তনু ॥ আপনার মেয়ে রমা চৌধুরীকে আমি—

ইন্দ্র ॥ থাক থাক—আর বলতে হবেনা বাবা—আমি বড় খুসী হয়েছি—এই খুসী, আনন্দিত, উৎফুল্লিত। সচকিত এইসব। (শান্তনুর কাঁধে হাত রেখে) এ আমার অনেক দিনের সাধ (কেঁদে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে)—তোমায় কি বলে আশীর্বাদ করবো বাবা শান্তনু।—মানে আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, আকাঙ্খা—এইসব। বরাবরই আমি তোমাকে নিজের ছেলের মত দেখে আসছি—বরাবর। দেখেছো আনন্দে একেবারে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ছি—। কেমন বুদ্ধু হয়ে যাচ্ছি—। এই এখুনি গিয়ে আমি আমার

কন্যা, মানে দুহিতা, চৌধুরী পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারিনী, বংশের একমাত্র সলতে এইসব—রমা চৌধুরীকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থানোদ্যত]

শান্তনু ॥ আচ্ছা মেশোমশায়! আপনার কি মনে হয় রমা দেবী এতে মত দেবেন?

ইন্দ্র ॥ (হেসে, কাঁধে চাপড় মেরে)—এঁ্যা মত দেবেন মানে? আরে সেতো তোমার প্রেমে পড়েই গেছে—যাকে বলে হাহুতাশ, দখিনা বাতাস, হাঁসফাস এইসব—আমি এলুম বলে।

[ইন্দ্রবাবু কোঁচা সামলে হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে যান]

শান্তনু ॥ (চেয়ারে বসে আবার উঠে যায়)—শীত চলে গেছে। অথচ কি ভীষণ কাঁপছি—যেন আর ঘণ্টা খানেক বাদেই পরীক্ষা: আসল কথা হচ্ছে, মনটাকে ঠিক করে ফেলতে হবে। যদি কেবল ভাবি, থতমত থাই। একগাদা কথা বলি—আদর্শ প্রেমের কথা চিন্তা করি। তাহলে না—এ জীবনে আমার বিয়ের আশাই নেই। ধ্যাৎ! শীততো নেই! (কিছুক্ষণ চুপ করে) আচ্ছা রমা দেবী তো ঘরকন্নার কাজ ভালোই জানেন। দেখতে ও খারাপ না, লেখাপড়াও করেছে—তবে আমার বেশী কি চাই? কিন্তু কান দুটো আমার ঝাঁ ঝাঁ করছে! হ্যাঁ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। (জল খেয়ে এসে)—বিয়ে না করে আমি বাঁচবোনা—প্রথমতঃ (নোট বই বের করে)

—হ্যাঁ প্রথমতঃ বয়সটা অলরেডি তিরিশ হল—যাকে বলে (নোট বই দেখে) Critical Age. দ্বিতীয়তঃ আমার একটা নিয়মিত জীবন দরকার, মানে শান্তিপূর্ণ নিয়মিত জীবন। তারপর আমার আবার Palpitation-এর রোগ আছে—যখন তখন উত্তেজিত হয়ে আবোল তাবোল যাতা বকে ফেলি—এইতো আমার ঠোঁটটা কি ভীষণ কাঁপছে—ডান চোখের ওপর পাতাটা তির তির করছে। আর সবচেয়ে বিশ্রী হচ্ছে আমার শোওয়াটা। সারা

দিন খেটেখুটে যেইনা সবে ঘুমটা এসেছে, অমনি বাঁদিকের বুকে খিচকি এক ব্যথায় মারলো টান। ব্যাস্ একেবারে ঘাড়, মাথা সব ছিঁড়ে পড়তে চাইল। আমি ক্ষ্যাপার মত লাফিয়ে উঠি, কিন্তু যেইনা আবার একটু ঘুম এসেছে, আমনি আবার সেই টান। এই রকম প্রায় বারবিশেক হবে, বার বিশেক—

[রমা চৌধুরী প্রবেশ করে, এক গা গয়না গায়ে ঝলমলে শাড়ী]

রমা ॥ ও আপনি! বাবা গিয়ে বল্লেন দেখ গে বাইরের ঘরে কে এসেছেন? তা কেমন আছেন শান্তনুবাবু?

শান্তনু ॥ (মাথা নেড়ে সায় দিয়ে)—আপনি কেমন আছেন রমা দেবী?

রমা ॥ ভালো। তা দেখুন আমি এইরকম জামা কাপড় পরেছি বলে মনে কিছু করবে না। ঝিয়ের সঙ্গে বড়ি দিচ্ছিলাম কিনা তাই—। একি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। চা খাবেন?

শান্তনু ॥ না না এই মাত্র খেয়ে এসেছি।

রমা ॥ তাতে কি হয়েছে? আচ্ছা আমি না হয় একটু পরেই এনে দেবখন কেমন? (বসে) আজতো তাও বেশ রোদ্দুর উঠেছে, এ কদিন কি বৃষ্টিটাই না গেল? সব বড়ি টড়ি ভিজে একেবারে গোবর হয়ে গেছে। আপনি তো বড়ি দিতে পারেন না? কিন্তু আপনি তো চুপ করেই আছেন। ওঃ আজকে কি সেজেই না এসেছেন পাঞ্জাবী, চাদর। আগের চেয়ে আপনাকে আজ বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। সত্যি বলুন না কোথাও বেড়াতে যাচ্ছিলেন, না বেড়িয়ে ফিরলেন। বলুন না।

শান্তনু ॥ দেখুন রমাদেবী—ইয়ে হয়েছে—মানে হয়ত আমার কথা শুনে আপনি অবাক হয়ে যাবেন—হয়ত খুব চটে উঠবেন—কিন্তু কি শীতই না করছে।

রমা ॥ কি হয়েছে? বলুন না?

শান্তনু ॥ আমি খুব সংক্ষেপেই বলব। দেখুন রমা দেবী আপনি নিশ্চয়ই

জানেন যে আমাদের পরিবারের সাথে আপনাদের পরিবারের খুব ছোটবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠতা। মানে এইটুকু কাল থেকে আর কি? বলতে গেলে আপনাদের পরিবারের সব কথাই আমি জানি। আমার স্বর্গগত কাকীমা রণরঙ্গিনী দেবী আর স্বর্গগত কাকা ঈশ্বর দুঃখহরণ মিত্র, মানে যাদের সম্পত্তি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি আরকি—তাঁরা প্রত্যেকেই আপনার স্বর্গগতা ঈশ্বরী মা কে আর বাবাকে খুব শ্রদ্ধা (ভালবাসা) পোষণ করতেন। আর তা ছাড়া আপনি তো জানেনই আমার উপর জমিনের মূলোর ক্ষেতটা আপনাদের নীচু জমিনের শশা ক্ষেতটার একেবারে গায়ে গায়ে তাই—

রমা॥ দেখুন কথার মাঝখানে কথা বলছি বলে মনে কিছু করবেন না। আপনি বল্লেন না উপর জমিনের মূলোর ক্ষেত—ওটা কি আপনার?

শান্তনু॥ হ্যাঁ, রমা দেবী ওটা আমার

রাম॥ বাঃ আগে তো জানতাম না ওটা আপনার কেমন করে হলো?

শান্তনু॥ কেমন করে? আমি যে উপর জমিনের কথা বলছি সেটা আপনাদের শশা ক্ষেতটার ঠিক গায়ে গায়ে—উত্তর দিকে রসুলপুরের রাস্তা চলে গেছে।

রমা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আমাদের।

শান্তনু॥ আপনি ভুল করছেন রমা দেবী। ওটা আমার।

রমা॥ আচ্ছা, একটু ভাবুনতো শান্তনু বাবু। ওটা কদ্দিন থেকে আপনার হয়েছে?

শান্তনু॥ কদ্দিন থেকে—যদ্দিন আমার মনে আছে।

রমা। যাই বলুন এ কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

শান্তনু॥ আপনাকে আমি দলিল পত্র দেখাবো রমা দেবী। উপর জমিনের ঐ ক্ষেতগুলো নিয়ে সত্যিই এক সময় গোলমাল হয়েছিল। কিন্তু এখন সবাই জানে ওগুলো আমার। ও নিয়ে আর তর্ক করে কি লাভ? দেখুন না আমার কাকীমার ঠাকুমা আপনার প্রপিতামহের চাষাদের ঐ জমিগুলো

কিছু দিনের জন্য এম্নি ব্যবহার করতে দিয়েছিল। আর তার বদলে আপনার প্রপিতামহের চাষাদের আমার কাকীমার ঠাক্‌মাকে বছরে চার পাঁজা করে ইট তৈরী করে দিতে হত। আর ক্রমাগত ৪০ বছর ধরে ঐ জমিগুলো আপনার প্রপিতামহের চাষারা ভোগদখল করে আসার দরুন ওগুলো তাদের নিজেদের বলেই মনে করে নিয়েছিল। এইরকম হতেই তো .

রমা ॥ না মোটেই তা নয়। আমার প্রপিতামহ আর বৃদ্ধ প্রপিতামহী মিলে ঐ জমিগুলো রাস্তা পর্যান্ত বাড়িয়েছিলেন—তার মানেই তো উপর জমিনের.

শান্তনু ॥ ক্ষেতগুলো আ'মাদের। এতে আবার তর্ক করার কি আছে বোকার মত ? আমি আপনাকে দলিল-প'ত্র দেখাবো রমা দেবী।

রমা ॥ নাঃ আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে, ইয়ার্কি মারছেন। আশ্চর্য্য, ঐ জমি গুলো আমরা তিন-শো বছর ধরে ভোগদখল করে আসছি আর আপনি কিনা আজ হঠাৎ বলে বসলেন-যে ও গুলো আমাদের নয়। আমি যে আমার নিজের কাণকেই বিশ্বাস করতে পারছিনা। ঐ জমি-গুলোর দাম অবশ্য আমার কাছে কিছু নয়-বড়জোর হাজায় কয়েক টাকা—বড়জোর হাজার পাঁচেক কিন্তু কি জানেন, অন্যায় আমি সইতে পারি না। সে আপনি যাই বলুন না কেন, অন্যায় আমি মোটেই সইতে পারি না।

শান্তনু ॥ দয়া করে আমার কথাটা শুনুন না। আমি তো বল্লাম, আপনার প্রপিতামহের চাষারা আমার কাকীমার ঠাক্‌মার জন্যে ইট তৈরী করে দিত, আর তাদের খুসী করার জন্যে আমার কাকীমার ঠাক্‌মা—

রমা ॥ [ধমক দিয়ে]....ওসব কাকীমা দিদিমা, ঠাক্‌মার মাথামুণ্ডু কিছু আমি বুঝতে চাইনা। জমি-গুলো আমাদের ব্যস।

শান্তনু ॥ আমার।

রমা ॥ আমাদের। আপনি দিনরাত প্রমাণ করতে পারেন ও রকম গণ্ডা গণ্ডা

পাঞ্জাবী আর চাদর গায়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমি সাফ বলে দিচ্ছি ওগুলো আমাদের, আমাদের, আমাদের, আমি কখনও কারুর জিনিস নিতেও চাইনা, আর কখনও আমার জিনিস কাউকে ছেড়ে দিতেও চাইনা ব্যস।

শান্তনু ॥ দেখুন ওগুলো আমি চাই না। শুধু আমার একটা Principle আছে কিনা তাই আপনি যদি চান তাহলে জমিগুলো আপনাকে আমি Present করতে পারি।

রমা ॥ এঁ্যা, present করতে পারি? ওগুলো আমিই আপনাকে present করতে পারি—কেননা ওগুলো আমার। আপনার ব্যবহার আর কি বলি শান্তনুবাবু, এতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে আমাদের প্রতিবেশী বলে মনে করে এসেছি, এই গতবছরও আপনার জমি চায হচ্ছে না বলে আমাদের একজোড়া হাল-বলদ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করেছি, আর তার জন্যে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত আমাদের জমিতে লাঙ্গল পড়েনি। আর আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আমাদের চাল চুলো নেই। আমাদের জমি আমাদেরই দান করছেন। নাঃ সত্যি সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে।

শান্তনু ॥ তার মানে আপনি বলতে চান আমি সব সময় অপরের জমি হাতাবার ফিকিরে ঘুরি? দেখুন আমি জীবনে কাউকে কখনও ঠকাইনি আর কেউ আমাকে ঠকিয়ে যাবে তাও আমি সহ্য করি না—(বুক চেপে) উপরের জমিনের ক্ষেতগুলো আমার।

রমা ॥ মিথ্যে কথা, আমাদের।

শান্তনু ॥ আমার।

রমা ॥ মিথ্যে কথা-আমি প্রমাণ করবো। কালকেই আমাদের গোমস্তা মশাইকে পাঠাচ্ছি জমি-গুলোর তদারক করতে।

শান্তনু ॥ কি?

রমা ॥ আমাদের গোমস্তা মশাই কালকেই যাচ্ছেন ওখানে।

শান্তনু ॥ ঘাড় ধরে বের করে দেবনা।

রমা ॥ অদ্ভুত সাহসতো আপনার।

শান্তনু ॥ (বুক চেপে) উপর জমিনের ক্ষেতগুলো আমার—বুঝলেন আমার।

রমা ॥ দেখুন চেঁচাবেন না। আপনার ঐ হেঁড়ে, ভাঙ্গা, কর্কশ গলায় চেঁচাবার জায়গা এটা নয়, চেঁচাতে হয় নিজের বাড়ীতে গিয়ে চেঁচান গে যান।

শান্তনু ॥ ওফ! যদি এই বিশ্রী Palpitation টা আমাকে কাবু করে না আনতো তাহলে আপনার সঙ্গে আমি অন্য ভাবে কথা বলতুম।——

(আরও চেঁচিয়ে) উপর জমিনের ক্ষেতগুলো আমার।

রমা ॥ আমাদের।

শান্তনু ॥ আমার।

রমা ॥ আমাদের।

শান্তনু ॥ আমার।

(ইন্দ্রনাথ চৌধুরী হন্তদন্ত হয়ে ঢোকেন)

ইন্দ্র ॥ কি ব্যাপার এ্যাঁ! এত চেঁচামেচি কিসের ?

রমা ॥ আচ্ছা বাবা এই ভদ্রলোককে বলে দাও তো উপর জমিনের ক্ষেতগুলো আমাদের না ওর ?

ইন্দ্র ॥ জমি-গুলো আমাদের।

শান্তনু ॥ কিন্তু তা কি করে হয় মেশোমশায়, ওগুলো আপনাদের কি করে হয়। একটু বিবেচনা করুন। আমার কাকীমার ঠাক্‌মা আপনার পিতামহের চাষাদের কিছুদিনের জন্য জমিটা এম্নি ব্যবহার করতে দিয়েছিল ঐ চাষারা চল্লিশ বছর ধরে জমিগুলো ভোগদখল করায় তারা ধরে নিয়েছিল যে জমি-গুলো তাদেরই। আর সেই জন্যেই একবার—।

ইন্দ্র ॥ না, ঠিক তা নয় বাবা। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাচ্ছ যে ঐ জমি-গুলোর জন্য চাষারা তোমার ঠাকুর্দাকে এক পয়সাও দিত না, কেননা তখন ঐ জমিগুলো নিয়ে মন কষাকষি, মন ঘেঁসা-ঘেঁসি, মন ঠেঁসাঠেঁসি.. .. ...

এইসব চলছিল। এখন তো সবাই জানে যে জমিগুলো আমাদের। বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি জমির প্ল্যানটাই দেখনি।

শান্তনু ॥ আমি প্রমাণ করে দেখাবো।

ইন্দ্র ॥ তুমি প্রমাণ করতে পারবেনা বাবা।

শান্তনু ॥ আমি করবো।

ইন্দ্র ॥ চীৎকার করছো কেন, এঁ্যা চীৎকার করছো কেন? চীৎকার করে কিছু প্রমাণ করা যায়না। আমি তোমার কোনও জিনিষ নিতেও চাই না আর আমার কোন জিনিষ দিতেও চাইনা। কেনই বা দেব? আর এটাও জেনে রাখ তুমি যদি ঐ নিয়ে খালি তর্কাতর্কি, বকাবকি, ঠোকাঠুকি— এইসব কর তাহলে আমি বরং ওগুলো চাষাদের দিয়ে দেব তবু তোমাকে দেবনা। যতো সব—।

শান্তনু ॥ আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। অন্যের জমি বিলিয়ে দেবার আপনার কি অধিকার আছে?

ইন্দ্র ॥ আমার অধিকার আছে কি না আছে তা আমি বেশ ভালভাবেই জানি। দেখ ছোক্‌রা আমি তোমার বয়সের দ্বিগুণ—আমার সঙ্গে বেশ শান্ত, ভদ্র. নম্র, ধীর স্থির হয়ে কথা বলতে পারো তো বলো আর নাহলে বলোনা।

রমা ॥ ঠিক বলেছো বাবা।

শান্তনু ॥ নাঃ, আপনারা ভেবেছেন আমি একটা বুদ্ধু আর তাই খালি প্যাঁচ কষছেন....প্রথমে বল্লেন আমার জমিটা আপনাদের তারপর আবার শান্ত, নম্র, ধীর, স্থির হয়ে কথা বলতে বলছেন। চমৎকার! এটা কি একটা বয়স্ক লোকের মত কথা হলো। দেখুন ইন্দ্রনাথ বাবু আপনি আমার প্রতিবেশী নন। বুঝলেন বেশী নন....প্রতিকম।

ইন্দ্র ॥ কি? কি বল্লে হে ছোক্‌রা?

রমা ॥ বাবা আজকেই আমাদের গোমস্তা মশাইকে ওখানে পাঠিয়ে দাও তো।

ইন্দ্র ॥ তুমি? তুমি কি বল্লে কি?

রমা ॥ উপর জমিনের ক্ষেতগুলো আমাদের আর সেগুলো আমরা কাউকে দেবনা, দেবনা, দেবনা, দেবনা ব্যস।

শান্তনু ॥ এাঁ। ঠিক আছে কোর্টেই তাহালে ফয়সালা হবে খ'ন।

ইন্দ্র ॥ কোর্ট? জাহান্নামে যাও। কোর্ট—কাছারি আদালত যেখানে খুসী যাও। আমি জানি তো তোমার দিনরাত খালি কোর্ট, কাছারি, মামলা, মোকর্দ্দমা—এইসব ফিকির। তোমাদের বংশের সব মামলাবাজ।

শাঁন্তনু ॥ (লাফিয়ে উঠে) কি বংশ তুলে কথা? দেখুন বংশ তুলবেন না। মিত্তিরদের বংশের একটা ইজ্জৎ আছে....তারা কেউ আপনার ঠাকুর্দার মত পরের জমি হাতাবার ফিকিরে ঘুরত না।

ইন্দ্র ॥ তোমার বংশের সবার মাথায় ছিট আছে।

রমা ॥ সবার, সবার।

ইন্দ্র ॥ তোমার ঠাকুর্দা ছিল বেহেড মাতাল আর তোমার কাকা একজন বিধবার পাণিগ্রহন পাণিপীড়ন—এইসব করেছিল।

শান্তনু ॥ আর আপনার মা তো চিঁড়ে-মুড়কির দোকান দিয়েছিল—
(বুক চেপে) ও:। বুকটা না ধড়ফড়, ধড়ফড় করছে, মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। একটু জল।

ইন্দ্র ॥ তোমার বাবা একটা নামজাদা জোচ্চোর।

রমা ॥ আর আপনার কাকীমার মত কুচুকুরে লোকতো এ তল্লাটে আর দুটি নেই।

শান্তনু ॥ আমার বাঁ পাটা ঝিম ঝিম করছে, আপনারা সব শয়তান—ওরে বাবারে—বুকটা—আর এটা তো সবাই জানে গত ইলেক্‌সানের সময়—হলদে হলদে তারা—সর্ষে, সর্ষে ফুল—আমার চাদরটা?

রমা ॥ অভদ্র, ছোট লোক, ইতর।

ইন্দ্র ॥ নচ্ছার, বেল্লিক, ছুঁচো—এইসব

শান্তনু ॥ এইতো, এইতো আমার চাদর—ওঃ আমার পাটা থামের মত ভারি লাগছে····মরে গেলাম ! বেরোবার রাস্তাটা কোন দিকে ?

(শান্তনু, ইন্দ্রনাথের গায়ের ওপর এসে পড়ে, ইন্দ্রনাথ, শান্তনুকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়)

রমা ॥ এঁ্যা, কোর্টে ফয়সালা হবে ? দেখা যাবেখন শয়তান কোথাকার।

ইন্দ্র ॥ মরুকগে ব্যাটা (জল খায় এবং হাঁফাতে হাঁফাতে পায়চারী করে)

রমা ॥ কি শয়তান ? এর পরে মানুষের বিশ্বাস থাকে, না শ্রদ্ধা থাকে।

ইন্দ্র। হতচ্ছাড়া। দাঁড়কাক।

রমা ॥ একে তো আমাদের জমি হাতালি আবার আমাদের গালাগালি দিল।

ইন্দ্র ॥ ঐ চেহারায় আবার পাঞ্জাবী চাদর পরে প্রস্তাব করতে এসেছিল। বিয়ের প্রস্তাব—মানে বিবাহ, পরিণয়, পাণিগ্রহন—পানিপীড়ন—এইসব।

রমা ॥ এঁ্যা প্রস্তাব। মানে আমাকে বিয়ে করবে প্রস্তাব ? তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন ?

ইন্দ্র ॥ উঃ, কার্ত্তিক ঠাকুর। সেজেগুজে এসেছিল—নচ্ছার, জানোয়ার ?

রমা ॥ ওহো-হো। আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব (চেয়ারে বসে মুখ ঢেকে) ফিরিয়ে নিয়ে এস ফিরিয়ে নিয়ে এস এখানে।

ইন্দ্র ॥ (বিস্মিত হয়ে)—ফিরিয়ে আনব ? কাকে ?

রমা ॥ ওকে ফিরিয়ে আনো শীগগীর শীগগীর, আমার শরীর খারাপ লাগছে—নিয়ে এস !

ইন্দ্র ॥ এই খুকি, কি বলছিস ? কি বল'ছস বলনা, ওহো-হো ভগবান, ওঃ গুলি করে আমার মরতে ইচ্ছে করছে—গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে—প্রাণটা কেন যায়না আমার।

রমা ॥ আমি মরে যাচ্ছি ! তাড়াতাড়ি নিয়ে এস ওকে।

ইন্দ্র ॥ (কেঁদে ফেলে) আনছি, আনছি কাঁদিস না।

(ইন্দ্রনাথ দৌড়ে চলে যান—রমা নিজের প্রসাধন ঠিক করতে থাকে—

কিছুক্ষণ পর ইন্দ্রনাথকে একা ঢুকতে দেখে রমা জোরে কেঁদে ওঠে ।)

রমা ॥ কি সব্বোনাশটাই করলে আমার—নিয়ে এস ফিরিয়ে নিয়ে এস ফিরিয়ে নিয়ে এস তাকে ।

ইন্দ্র ॥ সে আসছে, আগমন করছে, অগ্রসর হচ্ছে—এইসব করছে। তুমি নিজেই এবার তার সঙ্গে কথা বল আমি কিছুই বলতে চাই না ।

রমা ॥ তাকে ফিরিয়ে এনে দাও।

ইন্দ্র ॥ বললাম তো আসছে। ওঃ ভগবান, আইবুড়ো মেয়ের বাপ হওয়া যে কি পাপ—নিজের গলাটাই আমার কাটতে ইচ্ছে করছে। সত্যি তাকে আমরা গালাগালি দিলাম অপমান করলাম তাড়িয়ে দিলাম—আর সব সব তোর জন্যে ।

রমা ॥ না। তুমিই তো।

ইন্দ্র। কক্ষোনো না। আমার কোন দোষ ছিল না। নাও ঐ আসছে—তুমি নিজেই যা পারো করো (ইন্দ্রনাথ চলে যায়—শান্তনু ঢোকে)

শান্তনু ॥ আমার বুকটা যাতা ধরফড করছে। পা দুটো থামের মত ভারী লাগছে। বাঁ কাঁধের ওজনটা কি ভীষণ ভারী হয়ে গেছে।

রমা ॥ ভুলে যান শান্তনুবাবু....ভুলে যান। আমরা সবাই একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম কিনা তাই। এখন আমাদের বেশ মনে পড়ছে উপর জমিনের ক্ষেতগুলো আপনার—হ্যাঁ, হাঁ আপনারই।

শান্তনু ॥ বুকটা ধড়ফড় করছে। আমার উপর জমিন, আমার উপর চোখের পাতাটা তিরতির করে কাঁপছে।

রমা ॥ হ্যাঁ, হ্যা—উপর জমিন, ওগুলো আপনারই। আমাদেরই ভুল হয়েছিল—বসুন, বসুন।

শান্তনু ॥ (চেয়ারে বসে রমাও বসে)—আমার একটা Principle আছে বলেই বলছিলাম—নইলে ঐ জমিগুলো আমার কাছে আর এমন কি? কিন্তু Principle টা।

রমা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ Principle, Principle—এখন বরং অন্য কথা বলুন।

শান্তনু ॥ আমার হাতে না আরো প্রমাণ আছে—আমার কাকীমার ঠাকুমা আপনার—

রমা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ওকথা ছেড়ে দিন—(পাশ ফিরে) যদি জানতেম কি করলে ওর ভাললাগে। আচ্ছা। আপনি কি শীগগীরই মাছটাছ ধরতে যাবেন ?

শান্তনু ॥ হ্যাঁ, ভাবছি এই ক্ষেতের চাষবাসটা দেখাশোনা করেই একবার শাপুরে যাব। আচ্ছা, শুনেছেন রমাদেবী। ভাবুন তো কি দুর্ভাগ্য আমার। আমার টমি কুকুরটাকে জানতেন তো—তার না বাঁপাটা খোঁড়া হয়ে গেছে।

রমা ॥ ইস্ কি করে ?

শান্তনু। কি জানি ? হয়ত মুচকে-টুচকে গিয়ে থাকবে। আর না হয় অন্য কোন কুকুর কামড়ে দিয়েছে। আমার সবচেয়ে সুন্দর কুকুরটা, অথচ কি সস্তায়ই না পেয়েছিলাম—ইদ্রিস বেয়ারাকে মাত্র পঁচিশ টাকা দিতেই—দিয়ে দিল।

রমা ॥ এটা কিন্তু একটু বেশীই নিয়েছে শান্তনুবাবু।

শান্তনু ॥ আমার তো মনে হয় বেশ সস্তায়ই পেয়েছি ! অমন একটা ফাষ্টরেট এ্যালসেসিয়ান কুকুর।

রমা ॥ বাবা তাঁর একটা স্প্যানিয়েলের জন্য মাত্র তিরিশ টাকা দিয়েছিলেন। আর এ্যালসেসিয়ানের চেয়ে স্প্যানিয়েল তো অনেক অনেক ভাল।

শান্তনু ॥ কি যে বলেন, এ্যালসেসিয়ানের কাছে স্প্যানিয়েল।

রমা ॥ কি বলছেন আপনি ? স্প্যানিয়েল ভাল নয় ? হতে পারে স্প্যানিয়েলের চেহারাটা তত তাগড়াই নয়, খুব বড় নয়—কিন্তু গায়ের জোরে তো পাঁচশ এ্যালসেসিশানকে একাই রুখতে পারে।

শান্তনু ॥ মাফ্ করবেন রমাদেবী। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে স্প্যানিয়েল অর্থাৎ আপনাদের ডিকি মোটেই সাহসী নয়।

রমা ॥ সাহসী নয় ? আশ্চর্য্য আপনার মুখেই প্রথম শুনলাম কথাটা।

শান্তনু ॥ আমি আপনাকে বলছি শুনুন না, আপনাদের ডিকির নীচের চোয়ালটা না উপরের চোয়ালের চেয়ে অনেক ছোট।

রমা ॥ আপনি মেপেছেন নাকি ?

শান্তনু ॥ হ্যাঁ। অন্য সব দিক থেকে সে বেশ ভালই কিন্তু শিকার দেখলে সে খালি ঘেউ ঘেউ করে।

রমা ॥ দেখুন প্রথমত স্প্যানিয়েলের বাবা মা হল—হারনেস্ আর চিসেল। তাদের বংশের একটা ঐতিহ্য আছে। আপনার টমির কোন জাত আছে। বুড়ো, রোঁয়াও বিশ্রী একটা বাছুরের মত দেখতে।

শান্তনু ॥ দেখুন টমি বড়ো হতে পারে কিন্তু আপনাদের ডিকির মত পাঁচটা কুকুর ওর বদলে দিলেও আমি নেবনা। আমার টমির সাথে আপনাদের ডিকির তুলনা ? ভাবতেই হাসি পাচ্ছে। আপনাদের ডিকির মত কুকুর তো পথেঘাটে প্রতি লোকের ঘরে ঘরে। ওর জন্যে পাঁচ টাকা খরচ করাও বেশী।

রমা ॥ আজ আপনার মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে।

(শান্তনু প্রথমে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়—তারপরে চমকে এঁ্যা—বলে)— প্রথমে তো আপনি ভাল করলেন উপর জমিনগুলো আপনার আর এখন আবার বলছেন আমাদের ডিকির চাইতে ভালো; দেখুন পেটে এক কথা আর মুখে এককথা আমার সহ্য হয় না। কেননা আপনি জানেন যে আমাদের ডিকি আপনার ঐ মোটা টমির চাইতে ভালো। কেন আপনি বলছেন যে আমাদের ডিকি ভাল নয় ?

শান্তনু ॥ দেখুন রমাদেবী, হয় আপনি আমাকে অন্ধ না হয় বুদ্ধু ঠাউরেছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনাদের ডিকির সাহস অত্যন্ত কম।

রমা ॥ কক্ষোনো না।

শান্তনু ॥ একশো বার।

রমা ॥ মিথ্যে কথা ॥

শান্তনু ॥ আচ্ছা, চ্যাঁচাচ্ছেন কেন বলুন তো ?

রমা ॥ আপনি বাজে কথা বলছেন কেন বলুন তো ? আপনার টমিই পয়লা নম্বরের ভীতু তার সঙ্গে আমাদের ডিকির তুলনা।

শান্তনু ॥ চুপ করুন। আ আমার বুকটা ধড়ফড় করছে।

রমা ॥ আমি বরাবরই দেখে আসছি যারা সবচেয়ে অল্প জানে তারাই সবচেয়ে বেশী তড়বড়, তড়বড় করে।

শান্তনু ॥ চুপ করুন, দয়া করে চুপ করুন। আমি আর পারছিনা........আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।........সাট্ আপ।

রমা ॥ এঁ্যা——সাট্ আপ। করবনা চুপ। আপনি যতক্ষন না স্বীকার করছেন যে আমাদের ডিকি আপনার টমির চাইতে একশোগুন ভালো —

শান্তনু ॥ একশো-গুন খারাপ – আপনার ডিকি উচ্ছেন্নে যাক——ওর মুখটা ওর চোখটা——ডিকি না ফিকি।

রমা ॥ আপনার টমি না বমি।

শান্তনু ॥ ওঃ আপনার পায়ে পড়ি আপনি চুপ করুন। আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে – ভেঙ্গে যাচ্ছে।

রমা ॥ চুপ করবনা। আপনার টমি বিশ্রী নোংরা....যাতা—।

শান্তনু ॥ চুপ করুন চুপ করুন।

[ইন্দ্রনাথ এসে ঢোকেন]

ইন্দ্র ॥ এবারে আবার কি হলো ?

রমা ॥ আচ্ছা বাবা তুমিই বলতো ? আমাদের ডিকি না ওদের টমি ভালো ?

শান্তনু ॥ আচ্ছা মেসোমশাই, আমাদের টমি আপনাদের ডিকির চাইতে ভালো নয় ? মানে টমি না ডিকি ?

ইন্দ্র ॥ ডিকি....ডিকি। তা ধর আমাদের ডিকিই এ তল্লাটের একমাত্র ভাল কুকুর। তাতে হয়েছে কি ?

[রমা, শান্তনুর দিকে মুখভঙ্গি করে]

শান্তনু ॥ কিন্তু তা কি করে হয় মেসোমশাই। আমাদের টমি কি তার চাইতেও ভালো না? বলুন না?

ইন্দ্র ॥ অত অস্থির হয়োনা বাবা। বলছি···বসো বসো। হ্যাঁ তোমার টমির ও কিছু কিছু ভালো গুণ আছে বই কি? এই ধর ওটা বিলিতি। বুকের খাঁচাটা বেশ বড। বলশালী—তেজস্ক্রিয়········এইসব। কিন্তু কি জানো বাবা। তুমি জানো কিনা জানিনা——তোমার টমির খুঁত রয়ে গেছে। প্রথমত ওর লেজটা ঠিক বিলিতি নয় আর দ্বিতীয়ত—ও একটু বুড়ো।

শান্তনু ॥ ক্ষমা করবেন মেসোমশায়———সত্যকে তো আর অস্বীকার করতে পারবো না। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমার টমি একবার চোর ধরেছিল, আর আপনাদের ডিকি চোর ধরবার Chance পেয়েও ধরতে পারেনি। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ছিল।

ইন্দ্র ॥ না, না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ল্যাম্পপোষ্টের আবছা আলোয় ও চোরটাকে ভাল করে দেখতেই পায়নি। নইলে ডিকির মত শিকারী কুকুর তো আর এ তল্লাটে নেই।

শান্তনু ॥ শিকারী না ছাই। ঐ চেহারায় আবার চোর ধরা যায় না শিকার করা যায়। আসলে ওগুলো একটা মাংস গেলার গোঁসাই।

ইন্দ্র ॥ চুপ কর। দেখ বাবা মেজাজ গরম করা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি তাই বলছি এ তর্ক বন্ধ কর। তুমিই আরম্ভ করেছিলে———কেননা প্রত্যেকেরই অপরের ভাল জিনিসের ওপর নজর থাকে———[শান্তনু উঠে দাঁড়ায়—ইন্দ্রনাথ তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়]—না, না, না আমরা সবাই তাই। তুমিও অমনি যেই দেখেছ আমার কুকুরটা তোমার চাইতে ভাল—অমনি সুরু করে দিয়েছ····হেনা নয় তেনা, কুকুর নয় ছাগল, ছাগল নয় গরু—যতো সব। সবই তো মনে আছে আমার।

শান্তনু ॥ [চীৎকার করে দাঁড়িয়ে পড়ে] আমারও মনে আছে।

ইন্দ্র ॥ [ভেংচে] আমারও মনে আছে। কি কি মনে আছে তোমার?

শান্তনু ॥ উফ আমার বুকটা——আমার পাটা ভারী লাগছে——আমি আর দাঁড়াতে পারছিনা।

রমা ॥ [ভেংচে] আমার বুকটা, এই বুক নিয়ে আপনি আবার মাছ ধরতে যাবেন? কেঁচো ধরতে পারেনা তার আবার মাছ। আপনি রান্নাঘরে গিয়ে তরকারী কুটুন গে যান।

ইন্দ্র ॥ সত্যি। কি রকম পুরুষ হে তুমি। এই বুক নিয়ে ঘরে বসে থাকগে। আর মাছ ধরতে গিয়েও তো ওর কুকুর-তার ছাগল নিয়ে ঝগড়া-ঝগড়ি-মন কষা-কষি-মন ঠাসাঠাসি—এইসব করবে। যাক প্রসঙ্গটা পাল্টে ফেলা যাক। আমার মাথাটাও গরম হয়ে উঠছে। সত্যি। মাছ ধরা তোমার কম্মো নয়।

শান্তনু ॥ নাঃ উনিই খালি মাছ ধরতে পারেন। উফ্ আমার বুকটা—বদমাইশ

ইন্দ্র ॥ কি আমি বদমাইশ? চুপ কর।

শান্তনু ॥ [চীৎকার করে] বদ-মাই-শ।

ইন্দ্র ॥ চুপ কর নেংটি ইদুর।

শান্তনু ॥ ধেড়ে ইঁদুর, ছুঁচো।

ইন্দ্র ॥ চুপ কর বলছি। নইলে ইঁদুর ছানার মত তোমার ঘাড ধরে বাইরে ফেলে দেব।

শান্তনু ॥ সবাই তো জানে—উফ বুকটা——আপনার স্ত্রী আপনাকে ধরে ঠ্যাঙ্গাতো——আমার পাটা ঝিম ঝিম——তারা—— সর্ষে সর্ষে ফুল।

ইন্দ্র ॥ আর তোমার কীর্তির কথা জানিনা ভেবেছো—।

শান্তনু ॥ এইরে——এইরে গেলাম——মরে গেলাম——আমার ঘাডটা—আমার ঘাড়টা কোথায় গেল——আমার ঘাড়টা——আমি মরে গেলাম——ডাক্তার——একটু জল——ডাক্তার—

[শান্তনু চেয়ারে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে]

ইন্দ্র ॥ এঁ্যা—মরে যাচ্ছে—দুধের শিশু, মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাওগে যাও—ওঃ আমার শরীরটাও খারাপ লাগছে। [চেয়ারে বসে]—একটা পাখা——উফ।

রমা ॥ উনি আবার মাছ ধরতে যাবেন——ভাল করে বসতে পারে না আবার মাছ ধরবে।—[রমা; শান্তনুর দিকে দেখে—তারপর ইন্দ্রনাথকে ঠেলা দিয়ে ডাকে]—বাবা। ওর কি হয়েছে বাবা—তাকাও না। শান্তনু বাবু। এইরে মারা গেছে। [কাঁদে, মুখ ঢেকে]

ইন্দ্র ॥ শরীরটা বড় খারাপ লাগছে—একটু বাতাস করতো মা—বাতাস।

রমা ॥ ও মরে গেছে। [রমা, শান্তনুর চেয়ারের পেছনে যায়—শান্তনুর মাথাটা হাত দিয়ে ঠেলে ডাকে] শান্তনু বাবু—শান্তনু—তনু। [তারপর আবার মুখ ঢেকে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে] ওঃ কি করে গেলে আমার—ডাক্তার, ডাক্তার—ও মরে গেছে।

ইন্দ্র ॥ এঁ্যা—না, না,—এইতো ,কাঁদছিস কেন ?

রমা ॥ তুমি না ও।

ইন্দ্র ॥ এঁ্যা, (ইন্দ্রনাথ উঠে শান্তনুর কাছে গিয়ে দেখে) তাইতো—পুলিশ, দমকল, ডাক্তার—জল। দেখি জল খায় কিনা। (জল এনে খাওয়াতে চেষ্টা করে) না—খাচ্ছে না—খাচ্ছে না। হায় হায় একি হলো—একেবারে সত্যিই মারা গেছে—মানে পটল তুলেছে—স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটেছে—শিঙে ফুকেছে—এই সব করেছে। ও হো হো ভগবান এখনও বেঁচে আছি কেন ? গুলি খেয়ে মরলাম না কেন ? একটা বন্দুক, একটা কাটারী—
(শান্তনু খাবি আয়)—এঁ্যা বেঁচে উঠছে যেন—দেখি জল খায় তো—হ্যাঁ খাও বাবা—এই তো (শান্তনু জল খায় ইন্দ্রনাথ গ্লাসের জল শান্তনুর মাথায় ঢালে)

শান্তনু ॥ হলদে হলদে তারা—সর্ষে সর্ষে ফুল—আমি কোথায় ?

ইন্দ্র ॥ উঠে পড় বাবা—উঠে পড়, চটপট বিয়েটা করে ফেল।

ইন্দ্রনাথ, শান্তনুর-হাত ধরে তুলে দাঁড় করায়

শান্তনু ॥ এ্যাঁ কি ? কাকে ?

ইন্দ্র ॥ মেয়েটা তো রাজিই। কিরে রাজি ?

রমা ॥ হ্যাঁ বাবা আমি রাজি।

ইন্দ্র ॥ তবে আর কি হাতধরো আর নরকে যাও। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ শুভেচ্ছা—শুভ কামনা—এইসব জানাচ্ছি।

[ইন্দ্রনাথ নিজের হাতে শান্তনুর হাত রাখেন পরে শান্তনু যখন "এসব কি" বলে হাত সরিয়ে নেয়—তখন রমার হাতে শান্তনুর হাত রাখেন]

শান্তনু ॥ ও এবার বুঝছি। বেশ লাগছে আমার বুকটা ধড-ফড করছে—হলদে হলদে তারা—আমার পাটা ঝিম ঝিম করছে—বেশ লাগছে !

রমা ॥ আমার ও খুব ভাল লাগছে।

শান্তনু ॥ আমার কাঁধ দুটোর ওজন কি ভয়ানক বেড়ে গেছে—উফ্।

রমা ॥ কিন্তু এখন তো তুমি স্বীকার করবে যে আমাদের ডিকি তোমার টমির চাইতে অনেক ভাল।

শান্তনু ॥ কক্ষোনো না—হাজার গুণ খারাপ।

রমা ॥ হাজার গুণ ভালো।

শান্তনু ॥ খারাপ—খারাপ—খারাপ।

রমা ॥ ভালো—ভালো—ভালো।

ইন্দ্র ॥ আঃ, আবার সুরু করলে ? আগে চল জলটল, চাটা খেয়ে নাও। ওরে মধু—আঃ, এই দেখো····আগে ভেতরে চল—

[ইন্দ্রনাথ এক হাতে রমাকে অন্য হাতে শান্তনুকে ধরে ভেতর দিকে নিয়ে যেতে থাকেন]

শান্তনু ॥ আমারটা ভাল—ভাল—ভাল।

রমা ॥ কক্ষোনো না—খারাপ।

শান্তনু ॥ একশো বার ভাল।

পর্দা

অ্যাক্ট উইদাউট ওয়ার্ডস্ (একটি মাইম)

রচনা
স্যমুয়েল বেকেট

অনুবাদ
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

চারপাশে ধু-ধু করছে চোখ ধাঁধানো প্রখর আলো।

ডানপাশের উইং থেকে একজন লোককে ধাক্কা দিয়ে মঞ্চে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, ধুলো ঝাড়ে, অন্যদিকে ফেরে, ভাবতে থাকে।

ডান পাশের উইং থেকে হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ।

লোকটি চিন্তা করে, ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়;

মুহূর্তের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মঞ্চে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, ধুলো ঝাড়ে অন্যদিকে ফিরে ভাবতে থাকে।

বাঁপাশের উইং থেকে হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ।

লোকটি চিন্তা করে, বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মুহূর্তের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মঞ্চে এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, ধুলো ঝাড়ে, অন্যদিকে ফিরে ভাবতে থাকে।

বাঁ পাশের উইং থেকে হুইস্‌ল্‌-শব্দ।

লোকটি চিন্তা করে ঐদিকে যায়, ইতস্তত করে, না যাওয়াই শ্রেয় মনে করে, থামে অন্যদিকে ফেরে, ভাবতে থাকে।

একটি ছোট গাছ ফ্লাই থেকে নামে, মঞ্চে এসে স্থির হয়। গাছটি প্রায় গজ তিনেক লম্বা, মাথায় একটি মাত্র ঝাঁকড়া ঝোপ-এর মত, পাতাগুলো এমন ভাবে মেলা যেন ছাতার মতো-মাটিতে গোলাকৃতি ছায়া ফেলেছে।

লোকটি ভাবতে থাকে!

ওপর থেকে হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ।

লোকটি ঘোরে, গাছটি দেখতে পায়, চিন্তা করে, গাছটির কাছে যায়, ছায়ায় বসে নিজের হাত দুটোকে দেখতে থাকে।

একজোড়া বড় দর্জির কাঁচি ফ্লাই থেকে নামে, গাছটির পাশে মাটি থেকে দুহাত ওপরে স্থির হয়।

লোকটি হাত দুটো দেখতেই থাকে।

ওপর থেকে হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ।

লোকটি ওপরে তাকায়, কাঁচিটি দেখতে পায় কাঁচিটি নিয়ে হাতে নখ কাটতে থাকে।

গাছের পাতাগুলি ছাতার মত বন্ধ হয়ে যায়, ছায়া অদৃশ্য হয়।

কাঁচি জোড়া ফেলে দেয় ভাবতে থাকে।

একটি ছোট কাঁচের পাত্র যার গায় বড় বড় অক্ষরে 'জল' লেখা ফ্লাই থেকে নামে, মাটি থেকে গজ তিনেক উঁচুতে স্থির হয়।

লোকটি ভাবতে থাকে।

ওপর থেকে হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ।

লোকটি ওপরে তাকায়, পাত্রটি দেখতে পায়, চিন্তা করে, উঠে দাড়ায় পাত্রটির কাছে যায়, ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করে. হাল ছেড়ে দেয়, অন্যদিকে ফেরে ভাবতে থাকে ?

একটি বড কিউব ফ্লাই থেকে নামে, মাটিতে এসে স্থির হয়।

লোকটি ভাবতেই থাকে।

ওপর থেকে হুইস্‌ল-এর শব্দ।

লোকটি ঘোরে, কিউবটি দেখতে পায়. একবার জলের পাত্রটি একবার কিউবটি দেখে ওটির কাছে যায়. তুলে নিয়ে জলের পাত্রটির নীচে রাখে, কিউবটি যথেষ্ট ভারবহ কিনা পরীক্ষা করে, ওটির ওপর ওঠে পাত্রটি ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে, হাল ছেড়ে দেয়, নেমে পড়ে, কিউবটিকে যথাস্থানে রেখে আসে, পাশ ফেরে, ভাবতে থাকে।

অপেক্ষাকৃত ছোট একটি কিউব ফ্লাই থেকে নামে, মাটিতে এসে স্থির হয়।

লোকটি ভাবতেই থাকে।

ওপর থেকে হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ।

লোকটি ঘোরে, দ্বিতীয় কিউবটি দেখতে পায়, একবার জলের পাত্রটি একবার ওটি দেখে, ওটির কাছে যায়, তুলে নিয়ে জলের পাত্রটির নীচে রাখে। যথেষ্ট ভারবহ কিনা পরীক্ষা করে, ওটির ওপর ওঠে, পাত্রটি ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে। হাল ছেড়ে দেয়, নেমে পড়ে ওটিকে যথাস্থানে রাখার জন্য হাতে তোলে। ইতস্তত: করে, ভাবে, ওখানে রাখাই শ্রেয় মনে করে, ওটি রেখে বড় কিউবটির কাছে যায়, উঠিয়ে এনে ছোট কিউবটির ওপরে রাখে, ওগুলির ভারবাহী ক্ষমতা পরীক্ষা করে, ওগুলির ওপর ওঠে দাঁড়ায় কিউবগুলির ভারসাম্য নষ্ট হয়, লোকটি পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, ধুলো ঝাড়ে, ভাবতে থাকে।

লোকটি ছোট কিউবটি তোলে, বড় কিউবটির ওপর রাখে, ওগুলি যথেষ্ট ভারবাহী কিনা পরীক্ষা করে, ওগুলির উপর ওঠে, জলের পাত্রটি ধরার মুহূর্তে ওটি সামান্য ওপরে উঠে যায় এবং নাগালের ঠিক ওপরে গিয়ে স্থির হয়।

লোকটি নেমে পড়ে চিন্তা করে কিউবগুলি একে একে যথাস্থানে রাখে, পাশ ফেরে, ভাবতে থাকে।

আগের দুটির চেয়ে ছোট একটি তৃতীয় কিউব ফ্লাই থেকে নামে, মাটিতে এসে স্থির হয়। লোকটি ভাবতেই থাকে।

ওপর থেকে হুইস্‌ল্‌-এর শব্দ।

লোকটি ফেরে তৃতীয় কিউবটি দেখতে পায়, ওটিকে লক্ষ্য করতে থাকে, চিন্তা করে, পাশ ফেরে, চিন্তা করতে থাকে।

তৃতীয় কিউবটি ওপরে ওঠে যায়, অদৃশ্য হয়।

জলের পাত্রটির পাশে ফ্লাই থেকে একটি দড়ি নেমে আসে, দড়ি বেয়ে ওঠার সুবিধার জন্য ওটির গায়ে কিছু তফাতে কয়েকটি গ্রন্থি আছে।

লোকটি ভাবতেই থাকে।

ওপর থেকে হুইসল্‌-এর শব্দ।

লোকটি ঘোরে, দড়িটি দেখতে পায়, চিন্তা করে দড়িটির কাছে যায়, ওটি বেয়ে উঠে জলের পাত্রটি প্রায় ধরে ফেলে, এমন সময় দড়িটিতে ঢিল দেওয়া হয় এবং লোকটি মাটিতে এসে পড়ে।

লোকটি চিন্তা করে, কাঁচি জোড়া খুঁজতে থাকে, দেখতে পায়, কাছে যায়, কাঁচি জোড়া নিয়ে দড়িটির কাছে ফিরে আসে, দড়িটি কাঁচি দিয়ে কাটতে শুরু করে।

দড়িটি ওপরে টেনে নেওয়া হয়, লোকটি দড়ির সঙ্গে ওপরে উঠে যায় ঝুলতে থাকে দোদুল্যমান অবস্থায় দড়িটি কেটে ফেলে মাটিতে এসে পড়ে, হাত থেকে কাঁচি জোড়া ফেলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ধুলো ঝাড়ে, ভাবতে থাকে।

দড়িটি দ্রুত টেনে নেওয়া হয়, ফ্লাই দিয়ে অদৃশ্য হয়।

কেটে নেওয়া দড়ির টুকরো দিয়ে লোকটি একটি ফাঁস তৈরী করে ফাঁসটির সাহায্যে জলের পাত্রটি ধরার চেষ্টা করে।

জলের পাত্রটি দ্রুত টেনে নেওয়া হয়, ফ্লাই দিয়ে অদৃশ্য হয়।

লোকটি পাশ ফেরে, ভাবতে থাকে।

লোকটি দড়ির ফাঁস হাতে নিয়ে গাছটির কাছে যায়, গাছটিকে লক্ষ্য করে পাশ ফিরে কিউবগুলিকে দেখে আবার গাছের দিকে তাকায়, দড়ির ফাঁসটি ফেলে দেয়, কিউবগুলির কাছে যায়, ছোট কিউবটি তলায় রাখে, বড় কিউবটির জন্য ফিরে আসে, ওটি তুলে নিয়ে গাছটির কাছে যায়, ছোট কিউবটির ওপরে বড়টি রাখতে যায়, ইতস্ততঃ করে, নিবৃত্ত হয়। বড়টিকে মাটিতে রেখে তার ওপরে ছোটটি রাখে! সাজানো ঠিক হলো কি না পরীক্ষা করে, পাশ ফিরে নীচু হয়ে দড়ির ফাঁসটি কুড়িয়ে নিতে যায়।

গাছের মাথার ঝোপ কাণ্ডের গায়ে কুঁচকে লেগে যায়।

লোকটি দড়ির ফাঁস হাতে সোজা হয়ে দাড়ায়, পাশ ফিরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে।

লোকটি দড়ির ফাঁসটি ফেলে দেয়, পাশ ফেরে ভাবতে থাকে।

লোকটি এক এক করে কিউব দুটি যথাস্থানে রাখে, দড়ির ফাঁসটির জন্য ফিরে যায়। ওটি নিয়ে কিউবগুলির কাছে যায়, দড়িটিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট কিউবটির ওপর রাখে।

লোকটি পাশ ফেরে ভাবতে থাকে।

ডান পাশের উইং থেকে হুইস্‌ল এর শব্দ।

লোকটি চিন্তা করে, ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মুহূর্তের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মঞ্চে এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, ধুলো ঝাড়ে, অন্য দিকে ফেরে, ভাবতে থাকে।

বাঁ পাশের উইং থেকে হুইস্‌ল এর শব্দ।

লোকটি নিশ্চল থাকে।

লোকটি হাত দুটি দেখে, কাঁচি জোড়ার জন্য পাশে তাকায়, দেখতে পায়, কাছে গিয়ে তুলে নেয়, নখ কাটতে শুরু করে, থামে, চিন্তা করে, কাঁচির ফলা গুলির গায়ে আঙুল বোলাতে থাকে, কাঁচিজোড়া ছোট কিউবটির ওপরে রাখে, পাশ ফেরে, কলারটি ঢিলে করে, খোলা ঘাড়ের ওপর আঙুলগুলো বোলায়।

ছোট কিউবটি উপর দিকে উঠে যায়। ফ্লাই দিয়ে অদৃশ্য হয় সঙ্গে সঙ্গে দড়ি এবং কাঁচিও।

লোকটি পাশ দিয়ে কাঁচি জোড়া নিতে যায়, ঘটনাটি লক্ষ্য করে।

লোকটি পাশ ফেরে ভাবতে থাকে।

লোকটি বড় কিউবটির কাছে যায়, তার ওপরে বসে।

বড় কিউবটি তলা থেকে সরে যায়, লোকটি পড়ে যায়, বড় কিউবটি উপর দিকে উঠে যায়, ফ্লাই দিয়ে অদৃশ্য হয়।

লোকটি কাত হয়ে শুয়েই থাকে, ওর মুখ দর্শকদের দিকে ফেরানো, দৃষ্টি সামনে।

জলের পাত্রটি ফ্লাই থেকে নেমে লোকটির মুখের দু এক ফিটের মধ্যে এসে স্থির হয়।

লোকটি নিশ্চল।

ওপর থেকে হুইসল এর শব্দ॥

লোকটি নিশ্চল।

জলের পাত্রটি আরও নেমে আসে, প্রায় লোকটির মুখের সামনে দুলতে থাকে।

লোকটি নিশ্চল।

জলের পাত্রটি, ওপর দিকে ওঠে ফ্লাই দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। গাছের কাণ্ডে লেপটে থাকা ঝোপটি খুলে যেতে থাকে, পাতাগুলি মেলে আবার যেন একটি ছাতা তৈরী হয়, আবার ছায়া পড়ে।

ওপর থেকে হুইস্‌ল্ এর শব্দ।

লোকটি নিশ্চল।

গাছটিকে ওপরে টেনে নেওয়া হয়, গাছটি ফ্লাই দিয়ে অদৃশ্য হয়।

লোকটি নিজের হাতের দিলে তাকিয়ে থাকে।

পর্দা

চরিত্রলিপি	'ইউজিন ইয়নেস্‌কো-'র
পরিচারিকা—নীলিমা	'দ্য লেসন'
পরিচারিকা—মালিনী	অনুসরণে

'নীলিমা'

—উদয়ন ঘোষ

পরি ॥ [শব্দ...শব্দ] [ভেতর থেকে] যাই...একদণ্ড স্থির থাকবার জো নেই।
[শব্দ] যাচ্ছি, যাচ্ছিরে, বাবা, ডাকার তো আর বিরাম নেই।....এসো এসো, বোসো।

ছাত্রী ॥ স্যার বাড়ি আছেন ?

পরি ॥ তুমি বুঝি পড়তে এয়েচো ?

ছাত্রী ॥ হ্যাঁ, আমার নাম নীলিমা।

পরি ॥ এসো, উনি তোমার জন্যেই বসে আছেন। বোসো।
বাবু, সেই মেয়েটি এয়েচে।

অ ॥ আসছি, দু'মিনিট।
[প্রবেশ....

অ ॥ তুমিই....মানে ইয়ে, তুমি,....মানে আজকেই প্রথম....ইয়ে

ছা ॥ হ্যাঁ দেরী হয়ে গেল।

অ ॥ না না, ঠিক সময়ে এসেছে। বস। (চেয়ারে বসে)

অ ॥ আসলে আমার একটু....মানে....কিন্তু অসুবিধে হয়নি তো ?

ছা ॥ না, না....

অ ॥ বাড়ি খুঁজতে কষ্ট হয়নি ?

ছা ॥ না না, এখানে তো সবাই আপনার বাড়ী চেনে...

অ ॥ সে তো হবেই, অনেক বছর আছি এখানে, তোমরাই তো নূতন বরং····Howrah, মফস্বল তোমার কেমন লাগে।

ছা ॥ ভালোই তো, কেমন দোকান-বাজার, বন্ধু...

অ ॥ ঠিক বলেছ, ঠিকিই তো। মানে ধরো বর্ধমান, কলকাতা, কল্যাণী ...ভাবছি ঐরকম কোনো একটা জায়গায় থাকা দরকার—

ছা ॥ কল্যাণী

অ ॥ কল্যাণী ঠিক কীরকম বলতে পারব না, মানে ঠিক জানি না তো!

ছা ॥ কিন্তু কলকাতা?

অ ॥ কলকাতাকে ঠিক, ব্যাপার কী জানো, মানে কলকাতা হল গিয়ে তোমার অ্যাঁ····রাজধানী····কোথাকার রাজধানী যেন?

ছা ॥ কোলকাতা····পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী না?

অ ॥ ঠিক বলেছ। বাঃ বেশ বেশ; ত্থাট্‌স ফাইন, ত্থাট্‌স্ এক্‌সেলেণ্ট! মানে ...তোমার তো দেখছি ভূগোলে...ইয়ে····অসাধারণ জ্ঞান মানে তুমি····ভারতবর্ষের সব কটা প্রধান প্রধান নগর ও বন্দরের নাম জানো?

ছা ॥ ইয়ে মানে সব জানি না.. আমার তো Geography ছিল না কি না।

অ ॥ হয়ে যাবে হয়ে যাবে। একটু মানে মনোযোগ দিলেই····মানে আস্তে আস্তে····অভ্যেস.. মানে এই যে খুব শীতও নেই গরমও নয়...কিংবা ধরো খুবই শীত কিংবা খুবই গরম··· কিন্তু কেনই বা গরম····মানে খুব শীত লাগছে না, ঠিক তো? আবার ধরো বৃষ্টিও পড়ছে না; মানে ধরো আমাদের এখন মানে ঠিক কম্বল মুড়ি দেওয়ার মতো অবস্থা নয়।

ছা ॥ গ্রীষ্মকালে কম্বলমুড়ি দিলে লোকে যে পাগল বলবে স্যার।

অ ॥ না না, আমি ঐ sense-এ বলিনি। মানে কথা হচ্ছে····যে কোনো অবস্থার জন্যেই····মানুষকে prepared থাকতে হবে। মানে এই...এই হচ্ছে বক্তব্য।

ছা ॥ তা তো বটেই।

অ ॥ মানে...পৃথিবীতে কোন্‌টা যে কী....তাতো difintely বলা যায় না ?

ছা ॥ না, মানে লোকে সাধারণতঃ শীতকালেই তো কম্বলমুড়ি দেয়। মানে গ্রীষ্ম হল গিয়ে। সেটা যে ছটা ঋতু আছে না ?

অ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ?

ছা ॥ হ্যাঁ প্রথমে গ্রীষ্ম, তারপর বর্ষা, তারপর ইয়ে....

অ ॥ হ্যাঁ বল, চেষ্টা কর, মানে ভরত কথাটার সঙ্গে মিলিয়ে হবে নাম। last -এ অবিশ্যি খণ্ড-ত থাকবে !

ছা। ও হ্যাঁ, শরৎ।

অ ॥ fine fine ! চমৎকার। তুমি তো খুব ভাল ছাত্রী, তোমার খুব উন্নতি হওয়া উচিত। তুমি তো ভালোই মুখস্ত করেছ, ভালো স্মৃতিশক্তি তোমার .

ছা ॥ শরতের পর হেমন্ত, শীত আর বসন্ত, না ?

অ ॥ হ্যাঁ, মোটামুটি, মোটামুটি corrcet থাক, ধীরে ধীরে সব হয়ে যাবে। আর আমি যখন দায়িত্ব নিচ্ছি তখন, এমনি দেখেশুনে তোমাকে season চিনতে হবে না। আমি সব মুখস্থ করিয়ে দেব।

ছা ॥ পারব তো ?

অ ॥ না, পারা শক্ত, তবে....একটু চেষ্টা করতে হবে তোমার নিজের, না হয়ে যাবে। চেষ্টায় কী না হয় ?

ছা ॥ আমার তো নিজের পড়াশোনার করার খুব ইচ্ছে...এমনিতে আমার অন্য কোন বিষয়ে কিছু ঝোঁক-টোক নেই ; আমি চিরকাল first-টাস্ট হয়েছি, বাবামারও খুব ইচ্ছে পড়াশোনা করি। বলছিলেন যে, general line-এ পড়াশোনার তো আজকাল খুব একটা দাম নেই ! মানে কোনো একটা particular subject-এ ধরুন specialge করা....

অ ॥ ঠিকই তো। খুব স্যায়সঙ্গত কথা modern life ভীষণ complex তো!

ছা ॥ আর Complicated-ও। পড়াশোনার ব্যাপারে আমি যখন যা চেয়েছি বাবা দিয়েছে। এই রিসার্চের ব্যাপারে বাবা যে আমাকে কী উৎসাহ দিয়েছেন বলবার না

অ ॥ তুমি থিসিস রেজিষ্ট্রেশনের টাকাটা কবে submit করছ?

ছা ॥ এমাসের শেষাশেষি।

অ ॥ আচ্ছা... ইয়ে....কিছু মনে করো না....তুমি ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছ তো?

ছা ॥ অজ্ঞে হ্যাঁ।

অ ॥ বাঃ, দারুণ তো! তোমার যে বয়েস তাতে তো তুমি সাংঘাতিক কাণ্ড করেছ ডক্টরেট করতে চাও কিসের ওপর?

ছা ॥ মানে যতগুলো subject-এর সম্ভব মানে অঙ্ক, বাংলা।

অ ॥ অঙ্ক, বাংলা তুমি সাংঘাতিক মেয়ে তো! না না, দারুণ দারুণ। এমনিতেই তোমার উৎসাহ আছে, বয়েস ও তো বেশি নয়।

ছ ॥ মানে ইয়ে....

অ ॥ বেশ বেশ। তাহলে পড়া শুরু করা যাক। এমনিতে কথায় কথায় অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল, না?

ছা। না না স্যার, ঠিক আছে।

অ ॥ বেশ তাহলে তুমি ঐ চেয়ারটায় বোসো। আর আমি এই চেয়ারটা এদিকে টেনে নিচ্ছি। মানে সামনাসামনি বসলে পড়া'তে সুবিধে হয় আর কি।

ছা ॥ বেশ তো, আপনি না হয় এটায় বসুন, আমিই চেয়ারটা উল্টোদিকে টেনে নিচ্ছি।

অ ॥ না না, ঠিক আছে, আমিই নিচ্ছি, thank you...আচ্ছা। খাতাটাতা কিছু এনেছ ?

ছা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অ ॥ বেশ তাহলে, ইয়ে...

মানে....যাকে বলে....ব্যাপারটা হচ্ছে.. এ পর্যন্ত তুমি....যা শিখেছ তার একটা....ganeral হিসেব—মানে ধরো অঙ্ক...ইয়ে তুমি সংখ্যার একত্ব আর বহুত্ব বোঝ ?

ছা ॥ মানে ঠিক....

অ ॥ আচ্ছা বেশ, এটা দিয়েই শুরু করা যাক। মানে...তোমার কেমন লাগছে ?

ছা ॥ হ্যাঁ, intresting লাগছে।

অ ॥ অঙ্ক, মানে....আসলে অঙ্ক কোনো বিজ্ঞান নয়, অঙ্ক একটা method। বলা যেতে পারে মানে, অঙ্ক একটা অষুধ বিশেষ....[পরিচারিকাকে] কী করছ তুমি এখানে ?

ঝি ॥ এই তো ফুলদানিটা খুঁজছি।

অ ॥ তুমি এখন যাও।

ঝি ॥ এই তো যাচ্ছি

অ ॥ তাড়াতাড়ি কর।

ঝি ॥ আপনি এত কথা বলেছেন কেন ?

অ ॥ আঃ কি হচ্ছে কি ?

ঝি ॥ আপনার শরীরটা ঠিক নেই।

অ ॥ আঃ বলছি তো এখন যাও। আমি ঠিক আছি।

ঝি ॥ আপনি তো চব্বিশ ঘন্টাই ঠিক থাকেন।

অ ॥ তুমি বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছ। যাও এখান থেকে।

ঝি ॥ হ্যাঁ যাচ্ছি, কি যে হাবিজাবি শুরু করেছেন।

অ ॥ হ্যাঃ, হাবিজাবি ! বড্ডবেশি ফোঁপর দালালি হয়েছে তোমার, ঝি ঝিয়ের মতো থাকো। যত বাড়াবাড়ি।

পরি ॥ বেশ। তখন কিন্তু হাঁউমাউ করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচতে বলবেন না, একী হল গোপালের মা, একী আমাকে বাঁচাও।

অ ॥ হুঁ, তোমার জন্যেই বেঁচে আছি আর কি। যাও যাও।

পরি ॥ করুন যা ইচ্ছে। আমি তো ঝি, ঝির মতোই থাকব ভালোর তো কাজ না আজকাল। [প্রস্থান]

অ ॥ এসবে কিছু মনে কোরো না। ঐ গোপালের মার সব সময়ে ভয়, এই বুঝি আমার শরীর খারাপ হল।

ছা ॥ একদিক থেকে তো ভালোই। আজকাল তো ভালো ঝি চাকর পাওয়াই যায় না। তবু তো বরং········

অ ॥ না, এমনিতে ও ভালোই।····সেটা ঠিকই; তবে মাঝেমাঝে বড্ড বাড়াবাড়ি করে, বিরক্ত লেগে যায় আর কি। হ্যাঁ, কী হচ্ছিল ? অঙ্ক না ? আচ্ছা এসো····

ছা ॥ বলুন।

অ ॥ আসছ ?

ছা ॥ আসছি তো ?

অ ॥ বসে বসেই ?

ছা ॥ কী ?

অ ॥ বসে বসেই আসছ ?

ছা ॥ আপনি তো তাই।

অ ॥ কী ?

ছা ॥ বসে বসেই যাচ্ছেন।

অ ॥ হা-হাঃ। এসো একটু অঙ্কের ব্যাপারটা দেখা যাক।

ছা ॥ বেশ তো।

অ ॥ আচ্ছা তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, বলবে ?

ছা ॥ বলুন ?

অ ॥ এক আর একে কত হয় ?

ছা ॥ এক আর একে দুই।

অ ॥ [বিমূঢ় ও উচ্ছ্বসিত। সচকিতভাবে অভিভূত] বাঃ। তোমার তো গভীর জ্ঞান আছে দেখছি। সাঙ্ঘাতিক। তুমি Definitely ডক্টরেট পাবে।

ছা ॥ আপনার আশীর্বাদ। [উঠে গিয়ে প্রণাম]

অ ॥ আচ্ছা, আর একটু জিজ্ঞেস করি, কেমন ? দুই আর এক ?

ছা ॥ তিন

অ ॥ তিন আর একে ?

ছা ॥ চার

অ ॥ চার আর একে ?

ছা ॥ পাঁচ

অ ॥ পাঁচ আর একে ?

ছা ॥ ছয়

অ ॥ ছয় আর একে ?

ছা ॥ সাত

অ ॥ Excellent, perfect ! সাত আর একে ?

ছা ॥ আট

অ ॥ সাত আর একে ?

ছা ॥ আট

অ ॥ সাত আর একে ?

ছা ॥ আট আট আট আট এই নিয়ে চারবার আট হলো, এতক্ষণে কিন্তু নয় হয়ে যাওয়ার কথা !

অ ॥ Magnificent, sublime। সত্যি,তুমি দারুন, কিছু বলার নেই আমার। যোগে তোমার তুলনা নেই। এবার একটু বিয়োগ করা যাক, কী বল? আচ্ছা, এই যে এতক্ষন পড়াশোনা করলে Tired Feel করছ না তো?.... আচ্ছা তাহলে বিয়োগ অ্যাঁ? চার থেকে তিন বাদ দিলে কত হয়?

ছা ॥ চার'থেকে তিন?....চাব থেকে তিন?

অ ॥ হ্যাঁ. মানে....চার থেকে তিন বিয়োগ করলে কত হয়? বল।

ছা ॥ চার থেকে তিন তিন বিয়োগ করলে....সাত?

অ ॥ কিছু মনে কোরো না, তুমি গণ্ডগোল করছ....চার থেকে তিন বাদ গেলে সাত হয় না। যোগ আর বিয়োগ তো এক না! চার আর তিনে যোগ করলে সাত হয়। কিন্তু চার থেকে তিন বিয়োগ করলে? যোগ না, বিয়োগ। বুঝতে পেরেছ?

ছা ॥ [বোঝবার প্রাণপণ চেষ্টা করে] হ্যাঁ.........বিয়োগ....

অ ॥ চার থেকে তিন....বাদ দিলে... কত?....বল তো কত?

ছা ॥ চার?

অ ॥ উহুঁ, হলো না।

ছা ॥ তাহলে তিন?

অ ॥ উহুঁ, এবারও হল না। তিন না, তিন না....বুঝে বল।

ছা ॥ চার থেকে তিন....বাদ দিলে....মানে বিয়োগ করলে....টম্....চার থেকে' তিন বিয়োগ তো?....ও বুঝেছি। দশ।

অ ॥ না না না না। অঙ্ক কী আন্দাজ নাকি? আন্দাজে বলছ? যা বলছ তার একটা Logic থাকবে তো? আচ্ছা. আমি একটু Help করছি তোমাকে। শোনো। এক দুই গুনতে জানো?

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার। বলব? এক-দুই-তিন

অ ॥ মানে পরপর গুনতে জানো? কদ্দূর অবধি গুনতে পারো?

ছা ॥ যদ্দূর ইচ্ছে। হাজার, লক্ষ, কোটি, মানে অসংখ্য ...

অ ॥ যাঃ, অসম্ভব! তাই কি হয় নাকি? যদূর ইচ্ছে আবার গোনা যায় নাকি? কী বলছ....হাজার....লক্ষ...কোটি....অসংখ্য....

ছা ॥ তাহলে ষোলো অবধি।

অ ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ষোল অবধি হলেই হবে। enough! অসংখ্য বললেই হল? তাই কি কেউ পারে? আচ্ছা নাও, গোনো তো?

ছা ॥ এক....দুই...দুইয়ের পর তিন....চার...

অ ॥ থামো। কোনটা বড়? তিন না চার?

ছা ॥ ইয়ে....তিন না চার....কোন্‌টা বড়?....মানে তিন আর চারের মধ্যে কোন্‌টা বড়? মানে কোন্‌দিক দিয়ে বড়?

অ ॥ অনেক সংখ্যা আছে যা অন্য সংখ্যার থেকে ছোট। বড় সংখ্যার ইউনিট বেশী থাকে, ছোট সংখ্যার ইউনিট কম থাকে।

ছা ॥....আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট সংখ্যার ইউনিট কম থাকে।

অ ॥ অবশ্য ছোট মাপের ইউনিট বলেও একটা আছে, সেক্ষেত্রে ছোটমাপের ইউনিটের সংখ্যা তার চেয়ে বড়ো সংখ্যার ইউনিটের তুলনায় সংখ্যায় বেশী হতে পারে।

ছা ॥ তাহলে তো ছোটসংখ্যাটা বড়ো সংখ্যার চেয়ে বড়ো হয়ে যেতে পারে!

অ ॥ তাতো পারেই। কিন্তু তুমি যে প্রসঙ্গ টানছ সেটা অনেক দূরের ব্যাপার। I mean, ভেতরের ব্যাপার। এখন আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা হল, মানে....সংখ্যা ছাড়াও তো অন্যান্য জিনিস আছে....যেমন ধরো, size, তারপর total....তারপর group....তারপর ইয়ে স্তূপ,....যেমন নুনের স্তূপ, জলের স্তূপ অ্যা ইত্যাদি। ব্যাপারটা সহজ....যেমন ধরো আমরা যে ইউনিট গুলি ভাবছি যেগুলি পরস্পর সমান....অর্থাৎ ৩-এ ৩টি ইউনিট আছে, ৪-এ ৪টি ইউনিট আছে।

ছা ॥ হ্যাঁ, তাই তো তিনে তিনটি ইউনিট, চারে চারটি ইউনিট, এতক্ষণে বুঝছে

পেয়েছি স্যার .আপনি quantity আর quality-কে এক ধরছেন। তাই তো ?

অ ॥ না না, এখন অত theory-র দরকার নেই....ব্যাপারটা হচ্ছে ৩ আর ৪ ধরো দুটোতেই একই ধরণের unit আছে....তাহলে কোন্ সংখ্যাটা বড়ো হবে....বড়ো সংখ্যাটা না ছোট সংখ্যাটা।

ছা ॥ ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি বড়ো সংখ্যা বলতে ঠিক কী mean করছেন ? মানে যেটা ছোট সংখ্যা....সেটাকেই কি বড়ো সংখ্যা বলছেন ?

অ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, exactly. exactly তাই !

ছা ॥ তাহলে চার ?

অ ॥ চার কী ? তিনের চেয়ে ছোট না বড়ো ?

ছা ॥ ছোটো....না বড়ো।

অ ॥ Correct এখন বল তিন আর চারের মাঝখানে কটা unit নেই ?....মানে চার আর তিনের মাঝখানে আর কী।

ছা ॥ তিন আর চারের মাঝখানে কোনো unit-ই নেই। তিনের ঠিক পরেই তো চার ? তিন, তারপরেই চার !

অ ॥ আমি আমার question টা ঠিক বোঝাতে পারছি না তোমাকে। এটা আমারই দোষ... না বুঝলে বলবে কী করে ?

ছা ॥ না, না স্যার, আমিই বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছি না।

অ ॥ আচ্ছা শোনো, এই তিনটে দেশলাইয়ের কাঠি আছে। এই আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি রাখলুম। কটা হল ? চারটে। আচ্ছা, এখন মন দিয়ে লক্ষ্য কর। চারটে দেশলাইয়ের কাঠি আছে। এই আমি একটা তুলে নিলুম। কটা রইল ?

[কোনো দেশলাইয়ের কাঠি অথবা অন্য কোনো জিনিষ দেখা যাবে না, অধ্যাপক টেবিল থেকে উঠবেন, কাল্পনিক blackboard-এ কাল্পনিক চক দিয়ে লিখবেন ইত্যাদি ইত্যাদি]

ছা ॥ পাঁচটা। তিনটে দেশলাইয়ের কাঠি আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি —চারটে দেশলাইয়ের কাঠি হল। চারটে দেশলাইয়ের কাঠি আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি পাঁচটা দেশলাইয়ের কাঠি হল।

অ ॥ না না, that's not right, not right at all! তুমি যা পাচ্চ ধরে কট্ কট্ করে যোগ করে দিচ্ছ। এক্ষেত্রে বিয়োগ করতে হবে—বিয়োগ!

সব সময় শুধু জুড়ে দিলেই তো আর চলবে না। টুকরো টুকরোও করতে হবে। এই হচ্ছে জীবনের নিয়ম, এবং Philosophy র নিয়ম। এই হচ্ছে Science, Progress, Civilization-এর বিষয়।

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার।

অ ॥ আচ্ছা দেশলাইয়ের কাঠিতে ফিরে আসা যাক। ৪টে দে. কাঠি আছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ ৪টে। এই একটা তুলে নিলুম। তাহলে কটা রইল?

ছা ॥ আমি জানি না স্যার।

অ ॥ শোনো শোনো, একটু ভেবে নাও। হ্যাঁ ব্যাপারটা সহজ নয় বুঝতে পারি, কিন্তু এমনিতে তো তোমার বেশ বুদ্ধি আছে।—ঠিক আছে, ভাবতে পারলে? বল এবার।

ছা ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। মানে····সত্যিই আমি জানি না।

অ ॥ আচ্ছা আর একটা সোজা উদাহরণ দিই: ধরো তোমার দুটো নাক আছে। একটা তুলে নিলুম। কটা রইল!

ছা ॥ একটাও না।

অ ॥ একটাও না মানে?

ছা ॥ মানে আপনি তো আর একটা নাক সত্যি সত্যি তুলে নেন নি। আর এই তো আমার একটা নাক রয়েছে already। যদি এটা সত্তি, সত্যিই তুলে নিতেন তবে অবিশ্যি একটাও থাকত না।

অ ॥ তুমি উদাহরণটা বুঝতে পারোনি। ধর তোমার একটা কান আছে।

ছা ॥ হ্যাঁ, তা কী ?

অঃ ॥ আমি আর একটা কান জুড়ে দিলুম। কট, কান হল ?

ছা ॥ দুটো ?

অঃ ॥ good ! আর একটা জুড়ে দিলুম, কটা হল ?

ছা ॥ তিনটে !

অ ॥ এইবার তিনটের-থেকে একটা কান তুলে নিলুম। কটা রহিল ?

ছা ॥ দুটো।

অ ॥ good ? এবার দুটোর থেকে আর একটা তুলে নিলুম। কটা রহিল ?

ছা ॥ দুটো।

অ ॥ না, না। তোমার দুটো কান আছে। আমি একটা তুলে নিলুম। ধরো খামচে তুলে নিলুম। তাহলে তোমার কটা কান রহিল ?

ছা ॥ দুটো !

অ ॥ আমি দুটোর মধ্যে একটা খামচে তুলে নিলুম। একটা তুলে নিলুম।—

ছা ॥ দুটো !

অ ॥ একটা।

ছা ॥ দুটো।

অ ॥ একটা।

ছা ॥ দুটো ?

অ ॥ একটা !!

ছা ॥ দুটো !!

অ ॥ একটা !!

ছা ॥ দুটো !!

অ ॥ একটা !!

ছা ॥ ছুটো !!

অ ॥ না না না না, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না। উদাহরণটা তোমার কাছে ঠিক—ঠিক—কী বলব—convining হচ্ছে না। শোনো—

ছা ॥ বলুন স্যার।

অ ॥ ধরো তোমায়....ইয়ে....তোমার গিয়ে....ইয়ে

ছা ॥ দশটা আঙুল আছে।

অ ॥ good। আচ্ছা বেশ। তাই তো তাই। তোমার দশটা আঙুল আছে। ঠিক তো ?

ছা ॥ হঁা স্যার।

অ ॥ ধরো তার পাঁচটা আঙুল তুলে নিলুম। কটা রইল ?

ছা ॥ দশটা।

অ ॥ না না।

ছা ॥ কিন্তু তাই তো থাকবে।

অ ॥ কী করে থাকবে ?

ছা ॥ কেন আপনি যে বললেন, আমার দশটা....

অ ॥ তারপরেই তো বললুম যে দশটা থেকে পাঁচটা তুলে নিলুম।

ছা ॥ কিন্তু তাও তো দশটাই রয়ে গেল। এই দেখুন দশটা।

অ ॥ না না, জিনিষটা অন্যভাবে ভাবা যাক মানে just বিয়োগের জন্যে উদাহরণ ধরে নাও—মোট ৫টা সংখ্যা আছে। ১, ২, ৩, ৪, ৫। আচ্ছা এবারে একটু মন দিয়ে শোনো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। [অঃ কাল্পনিক বোর্ডে কিছু লিখতে শুরু করেন। তিনি boradটি ছাত্রীর কাছে টেনে আনেন। ছাঃ বোর্ডটির দিকে ঘুরে তাকায়) এবার ছাখো। [Board এ আঁকবার ভান করেন একটি কাঠি। নিচে লিখেন সংখ্যা ১। তারপর দুটি কাঠি, নিচে লেখেন ২। তারও নিচে ৩ট কাঠি লেখেন ৩। এবং সবশেষে লেখেন ৪টি কাঠি. আর নিচে ৫] দেখতে পাচ্ছ ?

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার।

অ ॥ আচ্ছা এই দেখ সব কাঠি, বুঝতে পারছ, এই একটি কাঠি, তারপর দুটো কাঠি, এক দুই তিন তিনটে কাঠি, তারপর চারটে কাঠি—পাঁচটা কাঠি····এইরকম। একটা কাঠি, দুটো কাঠি তিনটে কাঠি ৪টে। পাঁচটা কাঠি। এইগুলো হল সংখ্যা। তুমি যখন কাঠিগুলো গুনছ তখন এক একটা কাঠি এক একটা unit। বুঝতে পেরেছ? এবার বলো তো, যাযা বললুম একবার বল।

ছা ॥ [Repeat] তুমি যখন কাঠিগুলো গুনছ, তখন এক একটা কাঠি এক একটা unit। বুঝতে পেরেছ! এবার বলো তো। যা না বললুম একবার বল।

অ ॥ হয় কাঠি, নয় সংখ্যা। ১ ২ ৩ ৪ ৫ এইরকম।

ছা ॥ [দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে] হ্যাঁ স্যার। কাঠি আর সংখ্যাগুলো হল কাঠি। আর সংখ্যা আর কাঠিগুলো হল····

অ ॥ একই হল সংখ্যাও যা কাঠিও তা। তার মানে সংখ্যাও যতগুলো কাঠিও ততগুলো।

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক বুঝতে পেরেছি। এবার দেখুন জিজ্ঞেস করে।

অ ॥ আচ্ছা এবার এই কাঠিগুলো অনুযায়ী পরপর গুনে যাও বুঝতে পারলে .. এতে এই যোগ আর বিয়োগটা।

ছা ॥ [মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে] হ্যাঁ মানে কাঠিগুলো হল সংখ্যা, মানে unit।

অ ॥ আচ্ছা বেশ তাই, তারপর?

ছা ॥ তারমানে তিন থেকে দুই বাদ দেওয়ায়। কিন্তু দুটো ৩ থেকে দুটো ২ বাদ দেওয়া যায় না। তার মানে ৪টে সংখ্যা থেকে দুটো কাঠি বাদ দেওয়া যায় না। মানে ৩টে সংখ্যা থেকে একটা unit বাদ দেওয়া যায় না।

অ ॥ না, যায় না।

ছা ॥ কেন যায় না স্যার ?

অ ॥ মানে যায় না।

ছা ॥ না, মানে কেন যায় না স্যার ? আপনি তো বললেন যে কাঠিও যা, সংখ্যাও তা, unitও তা !

অ ॥ বাদ দেওয়া যায় না মানে, কেউ দেয় না আর কি.. মানে ওটা ঠিক explain করা যাবে না।....মানে ওটা হল গিয়ে mathematical sense-এর ব্যাপার।

ছা ॥ তাহলে আমি অঙ্ক বুঝতে পারব না ?

অ ॥ মুশকিলটা হচ্ছে যে একেবারে minimum ব্যাপারটা পারছ না....এখন যদি তোমাকে বলা হয় একলক্ষ এগারো হাজার এগারো শো ১১ কে এক লক্ষ এগারো হাজার এগারো শো এগারো দিয়ে গুণ করলে কত হয়, বল সেটা কি তুমি পারবে ?

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার পারব। ১ হাজার দুশো ৩৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩শ ২১।

অ ॥ (আশ্চর্যান্বিত) না ঠিক হয় নি। ওটা হবে ১ হাজার ২শো ৩৭ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪শ ২০।

ছা ॥ না স্যার, ৫৪ হাজার ৩২১।

অ ॥ (ক্রমে আশ্চর্য হয়ে মনে মনে গুণ করে) আরে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তো ঠিকই বলেছ। ৩২১-ই তো ৩২১। হ্যাঁ ৩২১। [ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে] তা তুমি সংখ্যায় একত্ব-বহুত্ব বোঝো না। তুমি ধাঁই করে গুণ করে ফেললে কী করে ?

ছা ॥ গুণ মানে ? আমি মুখস্থ করেছি স্যার।

অ ॥ না না সে তো ঐ একটা। এরকম তো লক্ষ কোটি গুণ হতে পারে।

ছা ॥ আমি লক্ষ কোটি গুণ মুখস্থ করেছি স্যার।

অ ॥ সাঙ্ঘাতিক তো ? কিন্তু অঙ্কে তো মুখস্থ করা চলবে না। মানে

ব্যাপারটা হচ্ছে যাকর তাকর, আমরা বুঝতে চাই যে তুমি জিনিসটা বুঝেছ। অঙ্ক, একটা method তো? এর একটা process আছে। মুখস্থ ব্যাপারটা তো অঙ্কের পক্ষে মারাত্মক। অবশ্যি কিছু জিনিস মুখস্থ রাখতেই হবে। তবু অঙ্কের stand point থেকে মুখস্থ ব্যাপারটা খুব খারাপ। আমি কি ঠিক বুঝতে পারছি না এ তো সাঙ্ঘাতিক অবস্থা হয়ে আছে।

ছা॥ তাহলে কী হবে স্যার?

অ॥ যাক্, এখন অঙ্ক থাক। অন্য একটা subject ধর।

ছা॥ হ্যাঁ স্যার।

[ঝি ঢুকতে ঢুকতে....]

ঝি॥ বাবু, শুনছেন? বাবু?

অ॥ (ঝির কথায় কান না দিয়ে) যা দেখছি, অঙ্ক তো তোমাকে দিয়ে হওয়া বড়ো মুসকিল।

ঝি॥ [জামার হাতা টেনে] ও বাবু বাবু!

অ॥ আর যে কোনো subject-এই ডক্টরেট করো, অঙ্কটা কিন্তু....

ছা॥ অঙ্ক হবে না বলছেন?

অ॥ না তাতে এ subject টা....(ঝিকে) কী, চাই কী তোমার? যাও না নিজের কী কাজ আছে করো গিয়ে....যত ঝামেলা! (ছা-কে) তবে ডক্টরেট হতে না পারলেও ধরো হতে পারে PRS গোছের একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তোমাকে।

ঝি॥ ও বাবু! পায়ে পড়ি বাবু (জামার হাতে টানে) শুনুন!

অ॥ আঃ, যাও না বাবা! কী চাই কী! কানের সামনে ব্যাজর ব্যাজর আরম্ভ করেছ। [ছাত্রীকে] এখন বলো PRS হওয়ার ব্যাপারে তোমার যদি উৎসাহ থাকে তাহলে বরং আর একবার চেষ্টা করে দেখি....

ছা॥ হ্যাঁ স্যার, তবে তাই।

অ॥ আচ্ছা শোনো, যা বলছিলুম। অঙ্ক থাক। অন্য একটা subject ধরো।

ধরো ভাষাবিজ্ঞান আর তুলনামূলক ভাষাতত্ব। এর গোড়ার কথা হল....

ঝি ॥ বাবু! ওসব শোনাবেন না বাবু!

অ ॥ আঃ কী হচ্ছে কী?

ঝি ॥ ঐ অঙ্ক তবু পদের বাবু, না হয় জেদ ধরেন তো অঙ্কই শেখান। ভাষার তত্ব শেখাবেন না বাবু।

ছা ॥ (অবাক হয়ে) কেন? ভাষাতত্ত্ব (একটু বোকার মত হেসে)....

অ ॥ আঃ, তুমি যাও না এখান থেকে!

ঝি ॥ বেশ! তখন কিন্তু হাঁউ মাউ করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বলবেন না, এ কী হল গোপালের মা, এ কী করে দেখলুম, আমাকে বাঁচাও। বাবুর ইদিক নেই উদিক আছে! আবার ভাষা শেখাতে যাচ্ছে।

অ ॥ হুঁ, তোমার জন্যেই বেঁচে আছি আর কি! যাও যাও।

ঝি ॥ করুন যা ইচ্ছে! আমি তো ঝি, ঝির মতোই থাকব। ভালোর তো কাল নয় আজকাল। [চলে গেল]

অ ॥ তাহলে শুরু করি?

ছা ॥ বলুন স্যার।

অ ॥ আচ্ছা, খুব মন দিয়ে শোনো।

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার।

অ ॥ আমি তোমাকে মিনিট ১৫-র মধ্যে ভাষাবিজ্ঞান আর তুলনামূলক ভাষা তত্ত্বের সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরী করে দিচ্ছি।

ছা ॥ ১৫ মিনিটে? বাঃ। (হাততালি দিয়ে ওঠে)

অ ॥ (গাম্ভীর্যের সঙ্গে, কর্তৃত্বের সঙ্গে) আঃ, ও আবার কী?

ছা ॥ Sorry sir! বলুন। (আস্তে আস্তে আবার টেবিলের উপর হাত রাখে। মন দিয়ে শোনে)

অ॥ আমরা যে ভাষায় কথা বলি অর্থাৎ বঙ্গভাষা, এর উৎস যেখানে···· ভাষাবিদগণ তার নাম রেখেছেন Indo European parent Language. তার থেকে বেরিয়ে এসেছে কেল্‌টিক, ইটালিক, জার্মানিক, তোখারিয়ান, গ্রীক। এই ভাষাগুলির নাম কেন্তুম্ গ্রুপ। আরো আছে যেমন বালটিক শ্লাভিক, আলবানিয়ান, আরমানিয়ান, ইন্দো-ইরানীয়ান—এই ভাষাগুলির নাম সাতেম গ্রুপ। তাহলে সংক্ষেপে ইন্দো-ইরোপিয়ান parent language থেকে বেরিয়ে এসেছে কেন্তুম্ ও সাতেম্ গ্রুপ। যেন কেন্তুম গ্রুপের Gremanır language থেকে ইংরেজী এসেছে এবং যে satom group-এর Indo Iranian Language থেকে Indo Aryan হয়ে বাংলা এসেছে। ইংরেজী ও বাংলা তাহলে একই বংশের ভাষা।····তুমি ইচ্ছে করলে নোট নিতে পারো।

ছা॥ (রুদ্ধ কণ্ঠে) হ্যাঁ স্যার।

[অধ্যাপক উঠে দাঁড়ান। ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। মাঝে মাঝে থামেন। ঘরের মাঝখানে থামেন, ছাত্রীর কাছে থামেন। হাত নাড়তে থাকেন। তাঁর চলাফেরার সঙ্গে ছাত্রীর চোখ ফিরতে থাকে। মাঝে মাঝে তাকাতে খুব কষ্ট হওয়ার জন্যে দু-একবার কষ্ট করে, ঘাড়ও ফেরায়। তারপর পুরো ঘুরে গিয়ে অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

অ॥ যে ভাষাগুলির নাম করলুম, এই নটি ভাষা আসলে প্রাচীন ভাষা। এর মধ্যে তুখারীয় অনেক দিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। বাকীগুলি কম বেশী প্রসারিত হয়ে বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উৎস এক থাকায়, উৎসের শব্দরূপ ও ধ্বনিগুলিকে কমবেশি সকলেই বয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন মূল IE Parent Language-এর Pater—এই প-এর অ কিন্তু খুবই হ্রস্ব, শুদ্ধ উচ্চারণ হল প্‌তের। সংস্কৃততে 'পিতৃ' বাংলায় পিতা।

গ্রীক ভাষায় পাতের। ল্যাটিনেও পাতের, গথিকে 'ফদর', ইংরাজীতে 'ফাদার', তাহলে দেখা যাচ্ছে····

ছা ॥ উ····উ····উ····স্যার।

অ ॥ যে-কোনো উচ্চারণ করার জন্যে····

ছা ॥ (বিষণ্ণ ও মুগ্ধ হয়ে) হ্যাঁ স্যার।

অ ॥ বাঃ এই তো ; ভাল লাগছে ?

ছা ॥ স্যার, আমি····

অ ॥ আমি শেষ করে নিই, তারপর প্রশ্ন কোরো। তাই না ?

ছা ॥ (খুকি খুকি ভাব করে) হ্যাঁ স্যার।

অ ॥ ফুসফুস, কণ্ঠনালী, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ—কেমন করে কাজে লাগাতে হবে ? যেমন প ফ।

ছা ॥ ব ভ ম'

অ ॥ আঃ, আমায় বলতে দাও। তুমি যা জানো আমি পরে শুনব।

ছা ॥ Sorry sir, ঠিক আছে sir, বলুন sir।

অ ॥ এগুলো finaly ওষ্ঠে এসে উচ্চারণ করতে হবে...····আবার বাংলা ব্যাঞ্জন ধ্বনিতে তিনটি ওষ্ঠ····শ, ষ, দন্ত্য-স। তালব্য-শ উচ্চারণ করতে হবে জিভ তালুতে ঠেকিয়ে, মূর্ধন্য-ষ মূর্ধায় এবং দন্ত্য-স দাঁতে। এস্ উচ্চারণ কালে ফুসফুসের শ্বাস যন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠনালী দিয়ে বের করে বাইরের বাতাসে তোমার ভাবের প্রতীকগুলি অর্থাৎ ধ্বনিগুলি····

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার।

অ ॥ প্রকাশ করতে হবে···এই ভাবেই তোমার ফুসফুসের উষ্ণ শ্বাস যা বাইরের বায়ুমণ্ডল থেকে হালকা····নিক্ষেপ করতে হবে। এবং তোমার সেই নিক্ষেপণ ভাসমান হবে····সজাগ শ্রবণ তাকে গ্রহণ করবে····গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই ভাবে স্বরগুলি ধ্বনি হয়ে অক্ষরে জন্ম দেবে . এবং অক্ষরগুলি পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে, •কিন্তু পরস্পর স্বতন্ত্র থেকে শব্দের জন্ম

দেবে। সংলগ্ন হওয়া আর স্বতন্ত্র থাকা....দুটোই জরুরি এবং অনিবার্য। এই অনিবার্যতেই অর্থকে....ইয়ে....

ছা ॥ প্রকাশ করে।

অ ॥ হ্যাঁ প্রকাশ করে। কিন্তু disturb কোরো না। যেহেতু তোমার ফুসফুসের শ্বাস তোমার শরীরের উত্তাপে উষ্ণ যে কারণে যে হালকা ...বাইরের বাতাসে তারপক্ষে তাপমান থাকা খুবই স্বাভাবিক (হঠাৎ ছাত্রী এমনভাবে তাকায় যেন তার যন্ত্রণ হচ্ছে) কী হল তোমার?

ছা ॥ আমার দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছে স্যার।

অ ॥ হোগ্‌গে। দাঁতের যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণার জন্যে তো আর পড়া থামানো যায় না। যা বলছিলুম IE Parent Language-এর দেকম্ সংস্কৃত-বাংলায় দশ। (ছাত্রীর দাঁতের ব্যথা ক্রমাগত বাড়ছে)।

ছা ॥ স্যার, আমার দাঁতের ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে স্যার।

অ ॥ গ্রীকে দেকা, লাটিনে দেকেম...

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার....দেকেম্।

অ ॥ গথিকে তেখম্ (Taikum), ইংরেজিতে ten, তাহলে দেখা যাচ্ছে Parent Language-এর পর (অ) ম্ কোনো ভাষাতেই রক্ষিত হয় নি। অর্থ সংস্কৃত এবং বাংলায়... এমন কি গ্রীকেও হ্রস্ব এ হয় অ, কিংবা দীর্ঘ এ-তে পরিণত হয়েছে। আর একটি লক্ষনীয় যে (অ) কম্ সংস্কৃতে শ-এ এবং গ্রীকে গথিকে ত-এ পরিণত হয়ে ইংরাজীতে P-এর রূপ নিয়েছে। তার মানে উৎসের দন্ত্যবর্ণ অর্থাৎ 'দ' সংস্কৃতে গ্রীকে ঠিকই থাকছে। কিন্তু ইংরেজিতে মূর্ধন্য-বর্ণে অর্থাৎ P-এ পরিণত হচ্ছে। এর কারণ এই যে, ওষ্ঠ দন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ ইংরাজীতে ভালো আসে না বলেই তাদের ফুসফুসের শ্বাস তাদের ভাবকে কণ্ঠনালী দিয়ে দাঁতের দিকে এগিয়ে নেবার আগেই মূর্ধায় অভিব্যক্ত করছে। এটা ইংরেজিভাষার চরিত্র Gothic-এর চরিত্র তা নয়। সে দাঁতে উচ্চারণ করতে পারে।

ছা ॥ আমার দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে স্যার।

অ ॥ এই স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রথমটি মনে রেখে ইংরেজী t-কে ত না ভেবে ট-ভাবাই যুক্তিযুক্ত হবে। সুতরাং আমরা সংস্কৃতে গ্রীকে গথিকে দন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ পাই কিন্তু ইংরেজীতে পাই না। এটা মনে রাখলে ten-কে কেউ 'তেন' বলবে না। যদিও বাংলায় তেজোময় বানান ইংরাজিতে t-e-j-o-m-o-y। সেখানে ইংরেজ বলবে 'টেজোময়'। কিন্তু বাংলায় সকলেই বলবে তেজোময়। সুতরাং সঠিক উচ্চারণ....

ছা ॥ বিশ্বাস করুন স্যার আমার দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

অ ॥ একটি ভাষার বৈশিষ্ট্যকে সঠিক প্রকাশ করতে পারে। প্রতিটি ভাষার সম্পর্কে স্বীকার করে নিলে সেই ভাষার উচ্চারণবিধি তোমাকে মেনে চলতেই হবে। তা না হলে এক ভাষা থেকে আর এক ভাষার পার্থক্য তুমি স্বরে আনতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে তোমাকে আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি। এ থেকেই বুঝতে পারবে খারাপ উচ্চারণের কত অসুবিধে।

[একটু relaxed হয়ে অধ্যাপক পুরোনো স্মৃতিতে ফিরে যান.... খানিকটা ভাবাবেগে অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সামলে নেন]

তখন আমার বয়েস অল্প...শিশু বললেও চলে....কলেজে পড়ি। আমার এক বন্ধু ছিল....তার উচ্চারণে দারুণ ডিফেকট্। সে কখনো 'ট' উচ্চারণ করতে পারত না। ট-কে বললো ট। ধর বলবে, 'ঝটপট ডানা ঝাপটায় ওটা সিন্ধুপারের পাখি। ও বলত, ঝটপট ডানা ঝাপটায় ওটা সিন্ধু পারের পাখি। ও 'টঙ্কার'কে বলত 'টঙ্কার'। 'টাকা' বলবে তো? বলত 'টাকা'। টিটকিরি-কে বলত 'টিট কিরি'। 'টনটন' কে বলত 'টনটন', বলবে 'টইটথুর, বলত টইটম্বুর। অটল বাবুর টাকা পটল কিনেছেন, বলবে তো? তার বদলে বলত তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা। 'টিকটিকি' বলবে, বলত 'টিকটিকি' 'ঠোঁটকাটা' কে বলত 'ঠোঁটকাটা'। 'টনক'কে

বলত টনক'। 'ঘুঁটে'কে বলত 'ঘুঁটে'। 'আত্মম্ভরিতা'কে বলত 'আত্মম্ভরিতা'। 'ভোটগ্রহণ কেন্দ্র' উচ্চারণ করবে তো? বলত 'ভোট-গ্রহণ কেন্দ্র'। 'বাক্য'কে বলত 'বাক্য', 'ইত্যাদির' বদলে বলত 'ইত্যাদি' এইর'ম কিন্তু সাংঘাতিক চালাক ছেলে তো। একগাল দাড়ি রেখেছিলো। উচ্চারণের ডিফেক্টটা কেউ ধরতেই পাবতো না।

ছা॥ আমার দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে স্যার।

অ॥ [খুব তাড়াতাড়ি গলা পাল্টে] Sorry very sorry parent Language-এ ছিল এখম্। সংস্কৃততে হল 'অহং'। কেন না য এর মধ্যে হ ধ্বনি আছে। সেটাই সংস্কৃতে প্রধান হয়ে উঠল। এটাই সংস্কৃতবাসী-দের একটা peculiarity। তারপরে ঘ-এর হ-ই শুধু থাকল, হল অহম। কিন্তু গ্রীক হল ego 'এগো'।

ছা॥ এগো? আমার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

অ॥ সেখানে য এর হ প্রধান হয়ে উঠল না, বরং বাদ পড়ল। স্বভাবতই ঘ গ হয়ে উঠল। গখিকে আবার গ ক হয়ে উঠল। ইংরেজীতে হয়ে উঠল 'ই'।

ছা॥ ই-ই।

অ॥ হ্যাঁ, হ্রস্ব ও হতে পারে দীর্ঘই-ও হতে পারে। ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ হয়ে গেল।

ছা॥ আমি দাঁতের যন্ত্রণায় গেলুম।

অ॥ হল I, এই স্বরবৈচিত্র্যের দ্বারাই একই root-এর ভিন্ন ভিন্ন বিবর্তন হল।

ছা॥ উঃ দাঁতে যে কী হল।

অ॥ বিবর্তন। বিবর্তন ক্রমে শব্দরূপ ধাতুরূপ প্রত্যয় ইত্যাদি নামে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণে বিধিবদ্ধ হল।

ছা॥ উঃ দাঁতে কী ভীষণ যন্ত্রণা।

অ ॥ তাহলেই ভেবে ত্থাখো, ধ্বনি বৈচিত্র্যে—অর্থাৎ উচ্চারণ পদ্ধতি ব্যাকরণের জন্ম দিচ্ছে। সুতরাং উচ্চারণ বিধি বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টির একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান। বোধ হয় একমাত্র উপাদান।

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার, উপাদান। আমি দাঁতের ব্যথায় পারছি না স্যার।

অ ॥ অথচ এই উচ্চারণবিধি....I mean উচ্চারণবৈশিষ্ট্য না থাকলে....সব ভাষাই একরকম হয়ে যেত। শুধু তাই নয়—

ছা ॥ আমার দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

অ ॥ শুধু তাই নয়, বিবর্তন বলে কিছু থাকত না। ক্রমবিকাশ রুদ্ধ হয়ে যেত। ভাষার সম্পদ বাড়ত না।

ছা ॥ আমার দাঁতে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে।

অ ॥ আচ্ছা short cut-এ সেরে দিচ্ছি। যেমন পাখীর উচ্চারণে বৈশিষ্ট্য না থাকায় সব কোকিল একইভাবে কুহু করে....সে কোকিলে সাহিত্য নেই।

ছা ॥ সাহিত্য নেই....ভীষণ দাঁতের ব্যথা।

অ ॥ Exactly, ভাষায় ক্রমবিকাশ নেই। কালিদাসও কুহু শুনেছিলেন তুমিও শুনেছ কুহু। বিভিন্ন ভাষার শব্দগুলির একই মানে....একই গঠন.... একই প্রকারের উচ্চারণ।

ছা ॥ উঃ, আমি দাঁতের যন্ত্রণায় গেলুম বাবা, মরে যাচ্ছি।

অ ॥ ব্যাপারটা তো ভীষণ simple, খুব simple, আগে root যেহেতু এক, সেইজন্য অর্থ, বিন্যাস, গঠন ইত্যাদি সব ভাষাতেই এক।

ছা ॥ আর দাঁতের ব্যথা?

অ ॥ সূক্ষ্ম পার্থক্য, যা সহজে ধরা যায় না, অথচ না ধরলে তুমি ভাষায় চরিত্র তথা সাহিত্য ইত্যাদি কিছুই বুঝতে পারবে না....বুঝেছ না, very interesting.

ছা ॥ আমার দাঁতে ভীষণ ব্যথা করছে স্যার!

অ ॥ আঃ বিরক্ত কোরো না। শেষ কালে মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না, তখন....

ছা ॥ এবার আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমার দাঁতে ভীষণ ব্যথা করছে।

অ ॥ বাজে কথা রাখো, শোনো।

ছা ॥ Sorry sir, ঠিক আছে, কী বলছিলেন স্যার।

অ ॥ এখন তোমাকে কয়েকটা শব্দ বলব....যা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়....ভিন্ন ভিন্ন · ইয়েতে....

ছা ॥ (চোখ গোল গোল করে) কিয়েতে ?

অ ॥ গঠনে, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বর দিয়ে প্রকাশিত হয়। এতক্ষণে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি।

অ ॥ ভাষাগুলির সাদৃশ্য ও পার্থক্যে তুমি কতখানি অর্থ ধরতে পারছ ?

ছা। দাঁতে ব্যথা।

অ ॥ চরিত্র ধরতে পারছ, মানসিকতা, ভাব এমন কি geography ধরতে পারছ।

ছা। পারছি স্যার। স্যার দাঁতের ব্যথায় মরে গেলুম স্যার।

অ ॥ আহ, disturb কোরো না। আমার মেজাজ চড়ে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। যা বলছিলুম, লক্ষ লক্ষ লোক, নিজের নিজের ভাষায় কথা বলে, অথচ জানে না তাদের নিজেদের ভাষায় কোনটা origin।

ছা ॥ দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

অ ॥ যা বলছিলুম, আমরা কেউ সচেতন নই। সচেতন হলে কত তথ্য বেরিয়ে আসে। যেমন বাংলায় তুমি বলছ 'ভারতবর্ষ আমার দেশ'। একজন গ্রীক কী বলবে ?

ছা ॥ বলবে Parent language.

অ ॥ বলবে 'গ্রীক আমার দেশ', একজন ইংরেজ কী বলবে ?

ছা ॥ বলবে আমার দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

অ ॥ বলবে গ্রেটব্রিটেন আমার দেশ'। ফরাসীতে 'ফ্রান্স আমার দেশ ; একজন ইটালিয়ান বলবে 'ইটালি আমার দেশ'।

ছা ॥ আর আমার দাঁত ?

অ ॥ দাঁত বলে কোনো দেশ নেই। চুপ করে শোনো, নইলে খুব খারাপ হয়ে যাবে ! 'আমি রাজধানীতে বাস করি' এই বাক্য একজন ফরাসীর কাছে যা, একজন জার্মানের কাছে তা নয়। শোনো শোনো, শুনলে তোমার ভালই হবে····তোমার ভালোর জন্যেই বলা। ····আবার জার্মান ভাষায় যা, ইংরেজীতে তা নয়। যখনই তুমি একজনের কাছে শুনবে, 'আমি রাজধানীতে বাস করি'।

ছা ॥ উঃ, ভগবান, দাঁতের ব্যথায় মরে গেলুম।

অ ॥ চুপ কর, আর একবার disturb করলে এক থাপ্পড় মারব।

ছা ॥ হ্যাঁ পারেন তো তাই করুন স্যার, থাপ্পড় মারুন। আমি আর পারছি না ; কী যে বকবক করছেন আপনি।

অ ॥ কী ? আমি বকবক করছি ? [ছাত্রীর কবজি মুচড়ে দেন]

ছা ॥ [চিৎকার] উঃ বাবা!

অ ॥ চুপ কর, একটা কথা বললে মেরে খুন করে ফেলব।

ছা ॥ উঃ, দাঁতগুলো গেল।

অ ॥ রাজধানী বলতে সেটা মস্কো, কি বর্লিন, রোম কি লণ্ডন, দিল্লী কি পিকিং ····বুঝতে পারছ ?

ছা ॥ দিল্লী কি পিকিং····বুঝতে পারছ ?

অ ॥ হ্যাঁ শুনছ তাহলে, না শুনলে খুব খারাপ হবে। য বলছিলুম····প্রত্যেক ভাষারই অভিব্যক্তিতে ধ্বনি আছে····এবং এই ধ্বনি ভাসমান থাকবে, যেন পাখীর পাখা····আমি····বুঝতে পেরেছ ? ধ্বনিকে পাখ বলছি····কেন না

পাখা যেমন পাখীকে ভাসমান রাখে। তেমনি ধ্বনি ভাষাকে····
শুনছ তো ?

ছা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ-হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছি। আর কী চান কী ?

অ॥ মাথা নামিয়ে কথা বল, ছাত্রীর মতো ব্যবহার কর, নইলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। (খুব বেগে) ধ্বনি ভাষাকে, শব্দমালাকে, নদীর মতো বহমান রাখবে····নদীর জল যেমন বিচ্ছিন্ন নয় অর্থাৎ বহমান, তেমনি শব্দের পর শব্দ বহমান হয়ে একটি মালা তৈরী হবে। কী হল কী, পা নাচাচ্ছ কেন ?

ছা॥ দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে স্যার।

অ॥ তোমাকে এই ধ্বনি প্রকাশ করতে হবে গলা বাড়িয়ে, গাল যথাযথ রেখে। পায়ের পাতার ওপর ঋজু থেকে: স্যাখো, ঠিক এইভাবে —ওম্।

ছা॥ উঃ আমি বাঁচব না।

অ॥ তাই উচ্চারণ বা ধ্বনি বা স্বরনিক্ষেপ আসলে তোমার ফুসফুসের শ্বাস হলেও ওগুলো কিন্তু finally দেহ, I mean শব্দ। ওর ওজন আছে, অবয়ব আছে, রূপ আছে।

ছা॥ উঃ কী সুন্দর।

অ॥ (পেছন ফিরে তাকিয়ে) কী হচ্ছে কী ? আমি বকে মরছি। আর তুমি প্রজাপতি দেখছ ? মন না দিলে ঘণ্টা হবে। PRS তো আর আমি পাবো না, PRS পাবে তুমি। আব ওসব PRS, DPhil-ফিফিল বহুকাল আগে হয়ে গেছে। নিজের ভালো নিজে বুঝবে না, তোমরা আবার পড়াশুনো কর।

ছা॥ দাঁতের যন্ত্রণায় যে মরে যাচ্ছি।

অ॥ ভদ্রতা পর্যন্ত জানে না, ভদ্রতার ভাণটুকু পর্যন্ত নেই। এমনভাবে পড়া-হয় না বুঝলে ? এরকমভাবে।

ছা ॥ আমি তো শুনছি স্যার।

অ ॥ শোনো, বিভিন্ন ভাষায় সাদৃশ্য পার্থক্যের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র জানতে গেলে তোমাকে চর্চা করতে হবে। ধরো ছুরি। Original কথাটা কী? 'ক্ষুরিকা'।

ছা ॥ হ্যাঁ স্যার, ক্ষুরিকা। মানে ঐ যে দাড়ি কামানোর ক্ষুর না?

অ ॥ (ঝিকে ডেকে) অ গোপালের মা, গোপালের মা! ধ্যেৎ তেরি! ও গোপালের মা।

[ডানদিকের দরজা খুলে ভেতরে চলে যান]

গোপালের মা?

[কয়েকমিনিট ছাত্রী একাকী শূন্যের দিকে ভাবহীনভাবে তাকিয়ে থাকে]

অ ॥ [নেপথ্য থেকে] কী হল কী, গোপালের মা? ডাকলে সাড়া দাও না কেন? বলেছি না যখন যেখানেই থাকো ডাকলেই সাড়া দেবে। [ফেরেন, পেছনে ঝি ঢোকে] এ আবার কী? বাড়ির কর্তা চেঁচিয়ে মরে যাচ্ছে, তুমি এক gravity নিয়ে বসে আছ। [ছাত্রীকে দেখিয়ে] এই ছাখো, এতো কিছুই বুঝতে পারছে না, কী করি বলো তো?

ঝি ॥ যা হয়েছে, ঐখানেই ছাড়ান দ্যান। এরপরে বেশী টানাটানি করতে যাবেন, তারপর কেলেঙ্কারি হবে।

অ ॥ না, ভাবছিলুম সেরকম দেখলে না হয় থেমে যাব।

ঝি ॥ সে তো প্রত্যেকবারই বলেন, থামতে পারেন কই বলুন?

ছা ॥ আমার দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

ঝি ॥ এই দেখুন, কী বলেছিলুম? শুরু হয়েছে তো? এখনও ছেড়ে দিন, নইলে বিভ্রাট হয়ে যাবে।

অ ॥ কিসের বিভ্রাট? তুমি বলছ কী? বিভ্রাট কিসের?

ছা ॥ [জড়ানো স্বরে] হ্যাঁ বিভ্রাট কিসের ? আমি পড়ব, শুধু আমার দাঁতে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে।

ঝি ॥ এই দেখুন, মজিয়েছেন তো ? এবার যাবে, মেয়েটা মরবে।

অ ॥ কী বাজে কথা বলছ, মরবে ?

[ঝি চলে যেতে থাকে]

চলে যাচ্ছ যে ? শোনো ঐ ছুরিটা খুঁজে দিয়ে যাও তো। ক্ষুরিকা, ছুরিকা—সংস্কৃততে, গ্রীকে গথিকে আর ইংরেজীতে—

ঝি ॥ [কড়া করে] আ মরণ, লজ্জা নেই ! [বেরিয়ে যায় অধ্যাপক প্রতিবাদের ভঙ্গি করেন, কিন্তু তক্ষুণি নিজেকে সামলে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যান। হঠাৎ মনে পড়ে]

অ ॥ ও হো ! [তাড়াতাড়ি ড্রয়ারের কাছে যান। একটা বিরাট বড় কাল্পনিক ছুরি বার করে আনেন। ধরে উৎসাহভরে শান দিতে থাকেন] অ্যা—অ্যা....এই হ্যাগো। এই ছুরি....এই....একটা মোটে ছুরি....যাই হোক, এতেই সব ভাষার কাজ চলবে। বিভিন্ন ভাষায় কিভাবে ছুরি কথাটাকে উচ্চারণ করা হয়েছে....feel কর। ভালো করে তাকাও, হ্যাখো ছুরিটা, ভাবো,

ছা ॥ দাঁতে ভীষণ ব্যথা করছে।

অ ॥ (প্রায় সুর করে) শোনো। ক-এ মূর্ধন্য ষ-এ ক্ষ-এ হ্রস্ব-উ, র-এ হ্রস্বই, ক-এ আকার। ভালো করে হ্যাখো, চোখ সরিয়ে নিয়ো না।

ছা ॥ এটা কী ছুরি ? সংস্কৃত, গ্রীক, গথিক না ইংরেজী ?

অ ॥ সেটা কোনো point নয়। বলো, ক-মূর্ধন্য-ষ ক্ষ-এ

ছা ॥ ক এ মূর্ধন্য-ষয় ক্ষ-এ

অ ॥ হ্রস্ব-উ—ভালো করে হ্যাখো (ছাত্রীর মুখের সামনে ছুরিটা নাচায়)

ছা ॥ হ্রস্ব-উ—

অ ॥ র-এ হ্রস্ব-ই—হ্যাখো ভালো করে।

ছা॥ না না না। আমি পারছি না, আমি কিছুতেই পারছি না। আমি কিছুতেই পারছি না। আমার দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে, পা ঝিমঝিম করছে। মাথা ছিঁড়ে গেল।

অ॥ ছুরি····লক্ষ্য করে····ছুরি····ত্যাখো····ছুরি····ভালো করে ত্যাখো····

ছা॥ আমার কানগুলো ভোঁ ভোঁ করছে····উঃ আপনার গলার স্বরটা কীরকম! কানে বিঁধছে যেন!

অ॥ ক্ষুরিকা—ছুরিআ—ছুরি

ছা॥ না না, আমার কান ভোঁভোঁ করছে····আমার সর্বাঙ্গে কী ভীষণ ব্যথা····

অ॥ কান ছিঁড়ে ফেলব, nonsense কোথাকার, যা বলছি বল। দাঁড়াও।

ছা॥ আপনি আমাকে মারছেন কেন, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

অ॥ ত্যাখো, ভালো করে ত্যাখো। যা বললুম বলো····বলো····ক্ষুরিকা

ছা॥ হ্যাঁ····ক্ষুরিকা—ছুরিআ (একমুহূর্তে তরল হয়ে ব্যঙ্গভরে) ছুরিআ যেন ব্রজবুলি।

অ॥ বুলি কি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। যা বললুম বলো···· সময় নষ্ট কোরো না। আবার বলে ব্রজবুলি। ইয়ার্কি হচ্ছে! (ছাত্রী ক্রমাগত ক্লান্ত বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। তার চোখে জল, আবার সে স্বাভাবিক উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করে)

ছা॥ হ্যাঁ, বলুন স্যার।

অ॥ যা বললুম বলো, তাকাও ছুরিটার দিকে····তাকাও····ক্ষুরিকা ছুরিয়া ছুরি ···ছুরি।

ছা॥ উঁ আমার মাথা, মাথা ছিঁড়ে গেল····

[সে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম করেছে সেগুলোর ওপর আদর করে হাত বোলাচ্ছে]

ছা॥ আমার চোখগুলো অন্ধ হয়ে গেল।

অ॥ (শিশুর মতো) ক্ষুরিকা—ছুরিআ····ছুরি। দাঁড়াও! (দুজনেই

দাঁড়িয়ে। অধ্যাপক তাঁর অদৃশ্য ছুরিতে শান দিচ্ছেন। ছুরি তাঁর পেছনে। তিনি ছাত্রীর দিকে ফিরে, প্রায় নাচের ভঙ্গিতে। কিন্তু কিছুই বাড়াবাড়ি হবে না। অধ্যাপকের পদচারণ প্রায় দেখাই যাবে না। ছাত্রী দর্শকদের দিকে মুখ করে আছে। আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে জানলার দিকে—কথা বলতে বলতে, আর্তনাদ করতে করতে—সম্মোহিত)—

বল। আবার বল, ছুরি····ছুরি····ছুরি।

ছা॥ আমার সারা শরীর কাঁপছে, আমার গলা, আমার ঘাড়··· আঃ···আমার কাঁধ দুটো····বুক····ছুরি।

অ॥ ছুরি, ছুরি, ছুরি।

ছা॥ উহুঃ কোমরে····ছুরি। পাগুলো········

অ॥ পরিষ্কার করে বলো····ছুরি, ছুরি।

ছা॥ ছুরি····আমার গলা—

অ॥ ছুরি, ছুরি।

ছা॥ ছুরি—আমার কাঁধ দুটো····আমার হাতগুলো বুক··· কোমরে··· ছুরি ছুরি····

অ॥ Good। এই তো বেশ বলছ।

ছা॥ ছুরি····আমার বুকে ···

অ॥ (অন্য গলায়) সাবধান, আর পিছিয়ো না। দেখছ কাকে কী ?

ছা॥ (দুর্বল গলায়) হ্যাঁ স্যার।

অ॥ আর এক পা পেছোলে তোমাকে খুন করব।

ছা॥ জানি স্যার, আপনি আমাকে খুন করছেন।

[নাটকীয়ভাবে ছুরি বসিয়ে দেয়। আশ্চর্য জীবনোল্লাস]

[অধ্যাপক চিৎকার করে ওঠেন। ছাত্রী ও চিৎকার করে ওঠে···· পেছনে রাখা চেয়ারটার ওপর পড়ে যায়। হত্যাকারী ও নিহত দুজনেই চিৎকার করে ওঠে একসঙ্গে। প্রথম আঘাতের পর ছাত্রী পা দুটো ফাঁক করে

চেয়ারে পড়ে যায়, তার শরীর একদিকে ঝুলতে থাকে। অধ্যাপক তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে। প্রথম আঘাতের পর তিনি মৃত ছাত্রীর ওপরে দ্বিতীয় আঘাত হানেন....ওপর থেকে নিচে। তাঁর দেহ স্পষ্টতই থরথর করে কাঁপতে দেখা যায়।]

অ ॥ [দম প্রায় বন্ধ, হাঁপাতে হাঁপাতে, তোতলাতে তোতলাতে] ইয়ার্কি! হল তো? আমার সঙ্গে চালাকি। উঃ যত বাজে ব্যাপার [খুব কষ্টে দম নিচ্ছেন। পড়েই যাচ্ছিলেন, কাছেই চেয়ার ছিল, সেটা ধরে ফেলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। কী যেন বিড়বিড় করলেন। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এল। উঠে দাঁড়ালেন, হাতের ছুরিটার দিকে তাকালেন। মেয়েটির দিকে তাকালেন। তারপর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে] একী? একী করে ফেললাম আমি? এখন কী হবে? অ্যাঁ? এ আমি কী করলাম? শুনছ? ওমা, কী যেন নাম তোমার, নীলিমা? (ঘোরেন, হাতে অদৃশ্য ছুরিটা এখনও আটকে রয়েছে, কী করে ফেলতে হবে জানেন না) শুনছ? ওমা, তোমার পড়া শেষ হয়েছে, এবার বাড়ী যাও। আমার মাইনে তুমি যখন খুশি দিয়ে যেও—তার জন্যে আর ...অ্যাঁ একী? ও মরে গেছে? ....মরে গেছে? আমি, এই ছুরি দিয়ে ওকে....মেরে ফেলেছি? এখন কী হবে? গোপালের মা, গোপালের মা, ও গোপালের মা, শীগগির এসো। শুনছ? শীগগির এসো। (ডানদিকের দরজা অর্ধেক ফাঁক করে গোপালের মা মুখ বাড়ায়) না না, এসো না এসো না, এ ঘরে এসো না....আমি কী যে একটা ভীষণ ভুল করে ফেলেছি....না না, তুমি যাও....এঘর থেকে বেরিয়ে যাও বলছি....শুনলে কী বললুম? বেরিয়ে যাও! (গোপালের মা এগিয়ে আসে, চোখের দৃষ্টি কড়া....মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। অধ্যাপকের গলার স্বর একটু নরম হয়ে যায়।) কী বললুম না, যাও চলে যাও!

ঝি ॥ [বক্রোক্তি] হল ? পড়ানো হল ? অনেক শিখিয়েছেন বুঝি ? তাই আর নড়তে পারছে না।

অ ॥ [ছুরিটা পেছনে লুকোতে লুকোতে] হ্যাঁ আমাব পড়ানো হয়ে গেছে। কিন্তু ও এঁ্যা····মানে····এঁ্যা এখনও বাড়ি যাচ্ছে না তো।

ঝি ॥ [নিস্পৃহভাবে] আর বাড়ী চিনেছে।

অ ॥ [কাঁপতে কাঁপতে] আমি না, আমি দায়ী নই বিশ্বাস করো গোপালের মা। তুমি তো জানো আমাকে।

ঝি ॥ তবে কে দায়ী শুনি, আমি ?

অ ॥ না তা না, অ্যাঁ····তুমিও না আমিও না, বোধ হয়····

ঝি ॥ তবে কে ? ঐ হুলো বেড়ালটা ?

অ ॥ বোধ হয় ,····বোধ হয় কে আমি জানি না।

ঝি ॥ এই আজ নিয়ে চল্লিশ বার হল। প্রত্যেক দিন এই এক চলেছে। প্রত্যেক দিন। আপনার লজ্জা করে না, এরপরে আর কেউ পড়তে আসবে ? খুব হবে তখন।

অ ॥ [বিরক্ত] আমার কী দোষ ? ছাত্রী যদি পড়তে না চায়, ছাত্রীর ব্যবহার যদি ছাত্রীর মতো না হয়, ছাত্রীর যদি আগ্রহ না থাকে, তো সে কি আমার দোষ ?

ঝি ॥ চুপ, আবার মিছে কথা ! ছি ছি।

অ ॥ [পেছনে ছুরি লুকিয়ে আস্তে আস্তে ধূর্তভাবে ঝির দিকে এগোয়] তুমি আমাকে চোখ রাঙাবার কে হে ? (ঝিকে ছুরি মারতে যায়। ঝি হাত ধরে মুচড়ে দেয়, ছুরিটা পড়ে যায়।) ইয়ে····গোপালের মা····(ঝি অধ্যাপককে দুবার আঘাত করে····অত্যন্ত জোরে—তার শব্দ হয়। অধ্যাপক পেছন দিকে উল্টে পড়ে যায়।]

ঝি ॥ মর মিন্‌সে। তোর চোদ্দগুষ্টির মুখে আগুন। ড্যাকরা আমার দিকে ছুরি নাচায়। একি মড়া তোর ছাত্রছাত্রী পেইচিস, ছুরি নাচাবি ?

[জামার পেছন দিক দিয়ে টেনে তোলে পায়ে চটি গুঁজে দেয়। আবার মরে যাবেন যেন। অধ্যাপক নিজেকে শিশুর মতো সামলান।]

ঐ ছুরি তুলুন [illegible] ছিল [illegible] গো জাগে।

(অধ্যাপক [illegible] দেখে শান্ত আস্তে ফিরে আসে)

আমি [illegible] করে বলে গেলুম না? এখন [illegible] তো? ঐ [illegible] আসছি আমি। অঙ্ক অঙ্ক থেকে ভাষা....ভাষার শেষ [illegible]..

অ॥ আমি [illegible] ভাষাতেই শেষ

ঝি॥ [illegible] বাবু? খুন না করলে আপনাদের শিক্ষে পূর্ণ হয়?

অ॥ [illegible] ঠিক বুঝালে [illegible] তুমি বারণ করেছিলে ঠিকই....আমি ভেবেছিলুম [illegible] তুমি বারণ করছ।

ঝি॥ [illegible] কথা বলছেন বাবু, আবার কথা ঘোরাচ্ছেন? কেন শুধুশুধু পাপ বাড়াচ্ছেন বলুন দিকিনি।

অ॥ ([illegible]) বিশ্বাস করো, আমি ওকে খুন করতে চাই নি।

ঝি॥ এখন [illegible] তো?

অ॥ তোমাকে কী করে বোঝাব—

ঝি॥ [illegible] বুঝেছি এখন আসুন। আপনি লোক তো খারাপ না, কেন এমনি করে ফেলেন বলুন দিকিনি, আর কোনোদিন করবেন না, বুঝলেন? দেখুন দিকিনি, এরকম করেন দিনরাত, কীরকম কষ্ট পাবেন।

অ॥ আমি জানি গোপালের মা এখন কী করব বল দিকিনি।

ঝি॥ মড়া আর মানুষ কী করে। এখন লুকিয়ে চুরিয়ে যাহোক একটা বিহিত করতে হবে আর কি।

মধু ডোম আছে শ্মশানে, সে আমাদের বস্তি পেরিয়ে ধাঙড় পাড়ায় থাকে.... ওরে খবর দিই। যাহোক লুকিয়ে চুরিয়ে একটা ব্যবস্থা করবে। করেছে আরো উনচল্লিশটা।

অ ॥ হ্যাঁ, তাই ব্যবস্থা কর। দেখো, যেন জানাজানি না হয়।

ঝি ॥ তবু যা হোক পরলোকে মেয়েটার গতি হবে। আপনার মতো ঋষিতুল্য লোকের হাতে মরেছে।

অ ॥ জানো মেয়েটার সাথে মাইনে পর্যন্ত ঠিক করিনি।

ঝি ॥ আর মাইনে পেয়েছেন! দিন, টেবিলের ঢাকনিটা নিন দিকিনি। ঢেকে দিন। আমি চানটান করে রান্নায় বসেছিলুম, এখন মড়া ছোঁব না।

অ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে। (ডাকে) জানো খুনের জন্যে ফাঁসি হয়—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পর্যন্ত হতে পারে। ৪০, ৪০টে খুন লোকে শুনলে—

ঝি ॥ লোকে আর বলবে কী? লোকে তো ভারী বোঝে। বলবে!

অ ॥ হ্যাঁ, তা ঠিক।

[ঝি কতকগুলো গোল গোল পাকানো certificate নিয়ে এসে হাতে দেয়।]

ঝি ॥ নিন, ধরুন। এই আপনার সব বি এ. এম, এ, এফ এ, সব পাসের সার্টিপিট্। এগুলো হাতে রাখবেন, কেউ খুনী বলে ধরলেই বললেন চুপ! আমি পফেসার এতগুলো পাশ করিচি দেখচ না? বুঝলেন?

অ ॥ হ্যাঁ, ঠিক আছে। সত্যি তোমার খুব বুদ্ধি। সত্যি certificate গুলো ছুঁলেই নিজেকে কেমন যেন ভদ্রলোক মনে হয়। কেমন সৎ বিশুদ্ধ।

(কড়ানাড়ার শব্দ) .

কে?

ঝি ॥ আপনি ভেতরে যান দিকিনি! যান! আমি দেখছি!

(কড়া নাড়ার শব্দ। অধ্যাপক ভেতরে যায়)

যাই।—

(শব্দ)

একদণ্ড স্থির থাকবার জো নেই।

২ ছাত্রী ॥ মাষ্টারমশাই বাড়ি আছেন ?

ঝি ॥ তুমি বুঝি পড়তে এয়েচো।

২ ছা ॥ হ্যাঁ আমার নাম মালিনী।

ঝি ॥ এসো, উনি তোমার জন্যেই বসে আছেন বোসো। বাবু, সেই মেয়েটা এয়েচে....

(নেপথ্যে)

অ ॥ আসচি দুমিনিট। (প্রবেশ)

তুমিই....মানে ইয়ে....তুমি. .আজকে এই প্রথম....ইয়ে—

২ ছা ॥ হ্যাঁ (প্রণাম) আমার নাম মালিনী। আমার বোধ হয় একটু দেরি হয়ে গেল।

অ ॥ না না ঠিক সময়ে এসেছ। বোসো। (বসে) বরং আমিই একটু দেরি করে ফেললাম—আজকে আমার একটু....মানে....কোনো অসুবিধে হয় নি তো ?

২ ছা ॥ না না এখানে তো সবাই আপনার বাড়ী চেনে।

অ ॥ তা তো হবেই। অনেক বছরই তো এখানে আছি। তোমরা তো নতুন বরং। however মফস্বল তোমার কেমন লাগে ?

[মালিনী ও অধ্যাপকের কথার ওপরই পর্দা পড়ে]

Marguerite Duras রচিত La Musica অবলম্বনে

অন্ত-আদি-অন্ত

॥ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ॥

চরিত্র লিপি

মৃন্ময় দত্ত ॥ অনিন্দিতা রায়

একটি অভিজাত হোটেলের এন্ট্রান্স হল। রাস্তার কোলাহল। বাঁদিকে দুটি নোটিস ঝোলানো : Reception, Dining Room, প্রবেশদ্বারে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। কিন্তু মঞ্চের মধ্যভাগ থেকে ডানদিকের মঞ্চসজ্জা হোটেল লাউঞ্জের অনুরূপ : সেটি, আর্মচেয়ার, ডেস্ক এবং একটি দামী রেডিওগ্রাম।

কিছু হোটেল কর্মচারীর গতিবিধি ও উপস্থিতি উপলব্ধি করি, কিন্তু তারা কখনই দৃশ্যমান নয়। সেই মাঝারি আমলের উর্দি-পরা গুম্ফ-শোভিত খানসামা এবং কানে পেন্সিল গোঁজা প্রধান পরিচারকের শারীরিক উপস্থিতি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। প্রধান চরিত্র দুটিকে সাদামাটা দেখতে : কোন বিশিষ্টতাই তাদের নাটকীয় করে তোলেনি। মঞ্চায়নভঙ্গী চলচ্চিত্রধর্মী হবে। চরিত্রগুলির মুখ কখনো বা close-up-এর সমতুল্য এফেক্টের জন্য তীব্র আলোকে আলোকিত হবে কখনো বা সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে।

[মৃন্ময় দত্ত মঞ্চে ঢুকে সোজা Reception desk এর দিকে চলে যায়। Reception desk আমাদের দৃষ্টির বাইরে। দৃষ্টির আড়ালে কথাবার্তা চলে।]

ন্ময় ॥ Excuse me. Are you sure the nine-sixteen is still the only plane for Calcutta.

ধ্য বয়স্ক মহিলা ॥ (এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা দেশী মেমসাহেব) I'm afraid so, Mr. Dutt Next year they're going to start an air service twice a day, but in the meantime··· here's your key.

মৃন্ময় ॥ I'm not going up, thanks. Could you get me a call to Calcutta ? The numder is 44-6969.

ম-ম ॥ 44-6969. certainly, Mr. Dutt. shall I put it through to you in the lounge ? I don't think it'd take much time at this hour.

মৃন্ময় ॥ (ইতস্তত করে)····yes, if you will, please.

[মৃন্ময় লাউঞ্জে ফিরে আসে, ডেস্কের পাশে অপেক্ষা করতে থাকে।]

ম-ম ॥ This is the Mount Everest hotel, Darjeeling, could I have Calcutta 44-6969, please, and could you tell me how long it will take ? (বিরতি) It's urgent (বিরতি) How long ? (মৃন্ময়ের উদ্দেশ্য) It'll be through in five minutes, Mr. Dutt.

[দীর্ঘ বিরতি। অনিন্দিতা রায় মঞ্চে ঢোকে। সেও Reception desk এর দিকে যায়। তাকে দেখে মৃণ্ময় স্পষ্টতই বিচলিত ভাব লুকোনোর চেষ্টা করে। অনিন্দিতা মৃন্ময়কে দেখেনি।]

ম-ম ॥ There's a telegram for you, Mrs...(বিব্রত) Mrs. Dutt.

অনিন্দিতা ॥ (সহজ ভাবেই) Ah yes ? I was expecting it.

(মৃন্ময় এবং আমরাও এই কথাবার্তা শুনছি।)

ম-ম ॥ Here's your key, Madam.

অনিন্দিতা ॥ Thank you, I'm not going up. I just dropped in for the telegram····I though I,d go for a walk.

ম-ম ॥ You 'll be surprised how much the place has changed. you can hardly recognize it round the Mall.

অনিন্দিতা ॥ What about out at····out at Jalapahar ?

ম-ম ॥ (বিব্রত) Jalapahar— ? Oh, I believe that's still much the same····But of course I don't go out much and I hardly ever get as far as that····

অনিন্দিতা ॥ Well, I shan't be long.

ম-ম ॥ very well Madam.

[বিরতি, অনিন্দিতা হাতব্যাগে টেলিগ্রামটি রাখতে রাখতে লাউঞ্জে ফিরে আসে। মৃন্ময়কে দেখে দাঁড়ায়। মৃন্ময় পরিচিতি-সূচক স্বল্প ঘাড় নাড়ে! অনিন্দিতা প্রত্যুত্তরে স্বল্পাতিস্বল্প মাথা হেলায়।]

মৃন্ময় ॥ বলছিলাম কী আমি যদি কিছু করতে পারি....(কষ্টকৃত হাসি)....ধরো যে ফার্ণিচারগুলো পড়ে আছে....তোমার কাছে ওগুলো পাঠিয়ে দিতে পারি....যাতে তোমার strian না হয়।

অনিন্দিতা ॥ ফার্নিচার? (স্মরণ হয়) ও, হ্যাঁ। না ঠিক আছে' (বিরতি) আমি যে ঠিক কী করব এখনও ভেবে উঠিনি ...ওগুলো কি at all....any way' thanks. Good night

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ....Good night

(অনিন্দিতা বেরিয়ে যায়। মৃন্ময় একটা সিগারেট ধরায়, দাঁড়িয়েই থাকে। মৃন্ময় উত্তেজিত কিন্তু মোটের ওপর সংযত। টেলিফোন বাজে।)

ম-ম ॥ Hallo? Is that 44-6969? Calcutta? your call, Mr. Dutt.

(টেলিফোনের ওপরের চাপা কিন্তু পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মৃন্ময় ফোন তুলে নেয়।)

মহিলার কণ্ঠস্বর হ্যালো, মৃন্ময়?

মৃন্ময় ॥ বলছি কেমন আছো?

ম-ক ॥ ভালো, খুব ভালো। (বিরতি) সব মিটে গেছে?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ।

ম-ক ॥ কখন?

মৃন্ময় ॥ আজ দুপুরে। Lunch hour-এর পরে।

ম-ক ॥ বেশী....বেশী ঝামেলা হয়নি তো ?

মৃন্ময় ॥ না....না, সব ঠিক ছিল।

(নিস্তব্ধতা। মৃন্ময় কথাবার্তা চালু রাখতে পারছে না।)

ম-ক ॥ তোমার . তোমার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ।

ম-ক ॥ তখন.... ?

মৃন্ময় ॥ কী আবার ? (বিরতি) কী বললে খুশী হও ? (অল্প ঠাট্টার ছলে) Philosophically বলতে গেলে এইতো জীবনের নিয়ম।....ডিভোর্স কেস ..এতো খানিকটা....(বিরতি)

ম-ক ॥ কী ?

মৃন্ময় ॥ মানে ব্যাপারটা তো (বিদ্রুপাত্মক)....খুব সহজ, প্রাত্যহিক নয় !

ম-ক ॥ ওকি....ওকি খুব বদলে গেছে ?

মৃন্ময় ॥ (নিজের কাছেই প্রথম এপ্রশ্ন জাগল) হ্যাঁ বোধহয়।....হ্যাঁ। (বিরতি)

ম-ম ॥ মৃন্ময় ..তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

মৃন্ময় ॥ (ইতস্তত না করে খানিকটা অভ্যাসবশত, আন্তরিকতার সঙ্গেই) হ্যাঁ, ভালোবাসি। (বিরতি) কাল দেখা হচ্ছে তাহলে। সাড়ে এগারোটায়, দমদম এয়ারপোর্টে।

ম-ম ॥ আমি লাউঞ্জে অপেক্ষা করব। (বিরতি) তোমার শরীর ভালো থাকলে সন্ধ্যেবেলা রবীন্দ্রসদনে আলি আকবরের বাজনা শুনতে যাবো।

মৃন্ময় ॥ তোমার যা খুশী। (বিরতি)

ম-ম ॥ (গলায় অস্বস্তি, অধীরতা) আজ দুপুরের কথা....একদিন বলবে আমায় ?

মৃন্ময় ॥ কী জানি।....জানি না....হয়তো কোনদিন ;....হয়তো।....না।

ম-ক ॥ কেন ?

(মৃন্ময় নিরুত্তর)

ম-ক ॥ আমায় মাপ করো।

মৃন্ময় ॥ আরে ন না....ও কিছু না.. (প্রসঙ্গ পাল্টে) এখন কী করছিলে ?

ম-ক ॥ কিচ্ছু না সারাদিন শুয়ে কাটিয়েছি। (বিরতি) ও ও কোথায় উঠেছে ?

মৃন্ময় ॥ (ইতস্তত করে, সামলে নেয়) জানি না।

ম-ক ॥ ডিনার খেয়েছো ?

মৃন্ময় ॥ অনেকক্ষণ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবলাম তোমায় ফোন করি।

ম-ক ॥ আমায় একবার তোমার সঙ্গে দার্জিলিঙ নিয়ে যাবে ?

মৃন্ময় ॥ (মৃদু হেসে) আরে বাঃ, নিশ্চই। (বিরতি) আচ্ছা, কাল দেখা হচ্ছে তাহলে। ঘুমিয়ে পড়ো, good night

ম-ক ॥ good night.

[মৃন্ময় বেরিয়ে যায়। এন্ট্রান্স হল শূন্য থাকে। একটি বড় আলো নিভে যায়। উঁচান দেওয়াল ঘড়িতে নাটকীয় ভাবে দশটা বাজে। অনিন্দিতা প্রবেশ করে। লাউঞ্জের এধারে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, রেডিওগ্রামটি নজরে পড়ে, চালিয়ে দেখ কোন প্রোগ্রাম শুনতে থাকে সংবাদ পার্ট-এর শেষ অংশ শোনা যায়।]

মৃন্ময় অনিন্দিতার অলক্ষ্যে প্রবেশ করে। দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করতে থাকে, স্মরণে যেন কোন কথা ভেসে আসে, আবেগান্বিত হয়।

অনিন্দিতাকে লক্ষ্য করে, সে এখন মুক্ত। ইতস্তত করে, শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে ওর পেছনে বসে পড়ে। মাহলাদের সহজাত ক্ষমতায় অনিন্দিতা বোঝে কেউ তার পেছনে আছে, ঘোরে। খুব ধীরে কথাবার্তা শুরু হয়।]

অনিন্দিতা ॥ ওঃ ...তুমি।

মৃন্ময় ॥ (উঠে পড়ে) আমরা কথা তো বলতেই পারি।

অনিন্দিতা ॥ কী দরকার ?

মৃন্ময় ॥ না কোন, বিশেষ দরকার নেই....মানে এই মুহূর্তে তো আমাদের কিছু করার নেই।

[অনিন্দিতার মুখে বিকৃতি, তিক্ততা, বেদনা]

অনিন্দিতা ॥ সব কিছু তো চুকে বুকে গেছে।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু...কিন্তু এখনও তো আমরা বেঁচে আছি....কোন চেনা চেনা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেলেও সে বেঁচে আছে এইটাই কেমন একটা অভিজ্ঞতা নয়?....নাকি মরে গেলে যেমন সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই রকম কিছু বলতে চাইছ? (মৃদু হাসে। অনিন্দিতার মুখ ভাবলেশহীন)

অনিন্দিতা ॥ কী জানি... হয়তো....মরে গেলে যেরকম সেই রকমই।

(মৃন্ময় বোঝে না। অনিন্দিতা কথা বলতে চায় নি। কিন্তু এখন অস্বস্তি কাটানোর জন্য বলতেই থাকে।)

অনিন্দিতা ॥ তোমার ঐ ফার্ণিচারগুলো আমার বোধহয় দরকার লাগবে না.... ওগুলো নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করতে খানিকটা অসুবিধেই হবে....অবিশ্যি তুমি যদি চাও....(বিরতি) আমাদের তো....(স্বল্প হেসে) আইনের চুলচেরা ভাগবাটোয়ারার কথা না ভাবলেও চলে।

মৃন্ময় ॥ (স্বল্প হাসি) আরে না.... না...(অন্য কিছু ভাবে) না, আমার কিছুই দরকার নেই....(বিরতি)

অনিন্দিতা ॥ তাহলে ওগুলো নিয়ে কী করবে?

মৃন্ময় ॥ (এখনও অন্য কিছু ভাবছে) জানিনা। কিছু না। ওখানে ফেলে রাখলেই চলবে।

অনিন্দিতা ॥ (হেসে) সেই ভালো।

[নিস্তব্ধতা]

মৃন্ময় ॥ ঠাণ্ডা কিছু খাবে?

[অনিন্দিতার ভাব মন্দ কি? মৃন্ময় Reception—এর দিকে যায়, চারপাশে তাকায়, ফিরে আসে।]

মৃন্ময় ॥ (হেসে) Sorry, ওরা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে।

অনিন্দিতা ॥ (হেসে) ঠিক আছে....

[অনিন্দিতা উঠে পড়ে। ওদের যেন কোন উদ্দিষ্ট নেই। ছেঁদো কথাবার্তা শুরু হয়।]

মৃন্ময় ॥ (হাল্কা চালে) জায়গাটা একেবারে পাল্টে গেছে—লক্ষ্য করেছো ?

অনিন্দিতা ॥ জলাপাহাড়ের দিকটা একই রকম আছে।

মৃন্ময় ॥ তুমি কি....জলাপাহাড়ের দিকে গিয়েছিল ?

অনিন্দিতা ॥ নিশ্চয়। সেই তো শেষ এসেছিলাম....(একটু হেসে) তুমিও তো ওখান থেকেই ফিরলে একটু আগে ' গিয়েছিলে না ?

মৃন্ময় ॥ (কিঞ্চিত বিস্মিত ও বিভ্রান্ত) তুমি জানলে কী করে ?

অনিন্দিতা ॥ শিলিগুড়ি ফোর্ট থেকে ফিরেই একবার গিয়েছিলাম ঐ দিকে.... মনে হল তোমাকে দেখলাম মাউন্ট ভার্নেনের চুড়াটার কাছে....স্পষ্ট দেখতে পাইনি অবিশ্যি।

মৃন্ময় ॥ (অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে) হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীটার ধার দিয়ে গিয়েছিলাম। (অস্বস্তিকর বিরতি) যারা বাড়ীটা কিনেছিল—স্বামী স্ত্রী দুজনেইএত young ছিল কী ? ....তোমার মনে আছে ?

অনিন্দিতা ॥ না, ওরা নয়....হয়তো আবার কাউকে বিক্রী করে দিয়েছে ঝোলানো বারান্দায় যে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে বসে থাকতে দেখলাম ওদের আমি চিনতে পারিনি....

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ . খুব আশ্চর্য....ঝোলানো বারান্দায় টবগুলো ঠিক ঠিক আগের মতই সাজানো রয়েছে দেখলাম....বাগানের একধারের ছোট্ট দোলনাটাও ঠিক সেইরকম...

অনিন্দিতা ॥ ওর কথার খেই ধরে আর ওরা ঠিক সেইরকম চপচাপ বসেছিলো একটাও কথা নয়....হাসি নয়—আশ্চর্য না ?

[সামান্য হাসি। নীরবতা।]

মৃন্ময় ॥ হট হাউস আর অর্কিড হাউসটা পুরো তৈরী করে ফেলেছে...মনে আছে তেমোর ?....মিলিটারী ব্যারাকটার দিকে ?

অনিন্দিতা ॥ কী জানি....ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ,....মনে পড়েছে। ঠিকমতো করেছে ওগুলো ?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ, মনে হলো আমার plan টাই follow করেছে।

(আর কী বলার আছে ? মৃন্ময় আর একবার চেষ্টা করে।)

মৃন্ময় ॥ আমি বোধ হয় বাড়ীটা না বেচলেই ভালো করতাম...কী জানি, হয়তো ভালোই হয়েছে !

অনিন্দিতা ॥ তোমার কাজকর্ম ভালো চলছে ?

মৃন্ময় ॥ মন্দ না। কিছুদিন আগে দুটো ভালো Contract পেয়েছিলাম।

অনিন্দিতা ॥ তেমনি কাজ পাগলাই আছো তুমি ? আগের মতোই ? (হাসে। অতীত মৃন্ময়ের বেশী কাজ করা নিয়ে ওর অনেক ক্ষোভ ছিল)

মৃন্ময় ॥ (হেসে) হ্যাঁ, তেমনি কর্মবীর !

অনিন্দিতা ॥ বাঃ, খুশীর কথা।

মৃন্ময় ॥ Thank You (বিরতি) তুমি শিলিগুড়ি থেকে ৯-১৬ র প্লেন ধরছ

অনিন্দিতা ॥ (ইতস্তত করে) না। আমাকে একজন নিতে আসবে।

(নীরবতা)

মৃন্ময় ॥ আশ্চর্য্য....তুমি এখন কোথায় আছো তাই জানি না আমি—সেদিন একজন জিজ্ঞেস করছিল কেমন আছো তুমি....কিছু জবাব দিতে পারলুম না।

অনিন্দিতা ॥ না, বিশেষ কোন এক জায়গায় নেই এই মুহূর্তে—এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি—বেশীর ভাগই দিল্লীতে—

মৃন্ময় ॥ দিল্লীতে ?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ, দিল্লীতে—আমার ভালোই লাগে।

মৃন্ময় ॥ (আন্তরিকতা হাসি হেসে) তুমি কলকাতা এখনও আগের মতই অপছন্দ করো ?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ, আগের মতোই।

(নীরবতা দুজনে স্থান পরিবর্তন করে. কথাবার্তার প্রসঙ্গও পরিবর্তিত হতে থাকে।

মৃন্ময় ॥ পুরো দু'বছর তোমার কোন খবর পাইনি।

অনিন্দিতা ॥ তোমার খবর আমি প্রায়ই পাই—সুপর্ণার কাছ থেকে—

মৃন্ময় ॥ (ঈষৎ চমকে) সুপর্ণার সঙ্গে এখনও দেখা হয় তোমার ?

অনিন্দিতা ॥ হ্যা—ওকে—ওকে আমার অন্যরকম মনে হয়—হয়তো স্বার্থের সম্পর্ক নেই বলেই—দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যায়—(বিরতি) তপনদের সঙ্গেও মাঝে মধ্যে দেখা হয়ে যায়।

(এই উল্লেখগুলি ওদের অতীত যৌথ জগৎ সম্পর্কে।)

মৃন্ময় ॥ (ঝুঁকি নিয়েই) আমি ভাবিনি তুমি একলা আসবে—ভেবেছিলাম কেউ তোমার সঙ্গে আসবে।

অনিন্দিতা ॥ (অল্প কাঁধ ঝাকিয়ে) না—(বিরতি) তুমিও তো একাই এসেছ····

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ—মানে কোন দরকার ছিল না তো—

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ—মানে, কোন দরকার ছিল না তো···

অনিন্দিতা ॥ না—

(বলতে চায় ওরও কোন দরকার ছিল না। দুজনেই ক্ষীণ হাসে। প্রথম সোজাসুজি পরস্পরের দিকে তাকায়। প্রচণ্ড অস্বস্তি। কিন্তু কৌতুহল আরও বেশী।)

মৃন্ময় ॥ তুমি কি সত্যিই বলতে চাইছ মরে গেলে যেমন সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তেমনি কিছু ?

(কথাবার্তা খুব ধীরে এগোয় অনিন্দিতা উত্তর দেয় না।)

মৃন্ময় ॥ তুমি বলেছিলে ওসব কিছু তো চুকে গেছে, মরে গেলে যেমন সেরকমই।

অনিন্দিতা ॥ আমি বলছিলাম কি জানি ? হয়তো—।

মৃন্ময় ॥ (হেসে) জানো, তুমি যখন কলকাতা থেকে ফিরে এলে—আমি প্ল্যাটফর্মে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলুম—

(অনিন্দিতা মৃন্ময়ের দিকে তাকায় মৃন্ময় চোখ নামিয়ে নেয়, হাসি থেমে যায়, কথা বন্ধ করে। অনিন্দিতা উঠে দাঁড়ায়, ঘরে এলোমেলো পায়চারী করতে থাকে। অনিন্দিতার ছটফটানি মৃন্ময়ের কাছে বিস্ময়ের কিছু নয়। অনিন্দিতা দাঁড়িয়ে আছে, মৃন্ময় সব বক্তব্য বলতেই থাকে।)

মৃন্ময় ॥ (ভদ্রভাবেই, হঠাৎ) তুমি আবার বিয়ে করছো?

অনিন্দিতা। (হঠাৎই) প্ল্যাটফর্মে কি হয়েছিল?

(নিস্তব্ধতা, মৃন্ময় ইতস্তত করে, চুপ করে থাকে। অনিন্দিতা জোর করে না। পুরোনো দিনের প্রচণ্ড ক্ষোভ। দুজনের মধ্যে যেন মূহুর্তের জন্য সঞ্চারিত হল।)

অনিন্দিতা ॥ আমি অগাস্টে আবার বিয়ে করছি।

মৃন্ময় ॥ তিনমাস—

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ, আইনের নির্দেশ—Stupid, কিন্তু কী করা যাবে?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ।

অনিন্দিতা ॥ (অসভ্যতা না করেই বলতে থাকে) বিয়ের পর আমরা চলে যাব। আমেরিকাতেই থাকব। (বিরক্তি) আমি—আমি শান্তি চাই। একটু দেরী হয়ে গেছে হয়তো—কিন্তু আর দেরী করতে পারব না—অনেক সময় চলে গেছে। (ভদ্র হাসি)

মৃন্ময় ॥ তাহলে তুমি আজকাল বিশ্বাস করো সময় না দেওয়াই ভালো?

অনিন্দিতা ॥ অত ভেবে বলিনি—আমি ভাবিই-নি। (হাসি সংযত করে) তুমি কী করবে?

মৃন্ময় ॥ তোমার মতোই Programme তবে আমি দেশেই থাকব। কাজ রয়েছে তো!

অনিন্দিতা ॥ তুমি আবার বিয়ে করছো ?

মৃন্ময় ॥ এখনও ঠিক করিনি।

[অনিন্দিতার অগোচরে মৃন্ময় ওকে ভালো করে আপাদ মস্তক দেখে।]

মৃন্ময় ॥ (প্রায় অনিচ্ছাকৃত) তুমি একেবারে পাল্টাওনি।

অনিন্দিতা ॥ (হঠাৎ ঘোরে, ওর মুখ দেখতে পাই) আমার বয়স হয়ে গেছে—আমি—

মৃন্ময় ॥ I didn't mean that—

[দুজনেই বিচলিত, জাগরিত।]

হ্যাঁ, তোমার মুখটা বদলে গেছে।

অনিন্দিতা ॥ কিরকম ?

মৃন্ময় ॥ চোখগুলো বেশী করে—তোমার—কেমন যেন শান্ত চাওয়ার ভঙ্গী ছিল—তোমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকালেই মোটামুটি বোঝা যেত তুমি কী বলবে।

অনিন্দিতা ॥ (শক্ত ভাবে) খুব ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই। (হাসার ভাণ করে।)

মৃন্ময় ॥ শেষের দিকে খানিকটা—শেষ কয়েক মাস একটু boring লাগতো বটে।

অনিন্দিতা ॥ (দূরে গিয়ে অনিন্দিতা Radiogram টা চালিয়ে দেয়। প্রোগ্রাম নেই, ঘড়ির দিকে দেখে।) এগারোটা বেজে গেছে।

[মৃন্ময় সম্ভবত শোনেনি।]

মৃন্ময় ॥ ভাবতে অবাক লাগছে—তুমি আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি—শেষ কয়েকটা মাসের কথা তোমার মনে আছে ?

[অবশেষে, দুজনেই সশব্দে হেসে ওঠে]

অনিন্দিতা ॥ নরক যন্ত্রণা।

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ, নরক যন্ত্রণা।

[অনিন্দিতা চোখ বোজে। যেন চোখের সামনে যে দৃশ্যগুলি ভীড় জমাচ্ছে সেগুলিকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়। আস্তে আস্তে দু'জনের হাসি থেমে যায়।]

অনিন্দিতা ॥ একটা জীবনে বোধহয় এর থেকে জঘন্য অভিজ্ঞতা হয় না। তাই না?

মৃন্ময় ॥ কি?

অনিন্দিতা ॥ ঐ নরক যন্ত্রণা।

মৃন্ময় ॥ আমার তা মনে হয় না (বিরতি) তা নইলে—

[যেন আবার তাদের মধ্যে কোন কিছু জাগরিত হয়ে উঠছে। কিন্তু এবার কেউই তার থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে না।]

মৃন্ময় ॥ তা নইলে ওরকম অভিজ্ঞতার পরে লোকে কী করে আবার....

অনিন্দিতা ॥ তা নয় তুমি ভুল করছো। যদি আবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে—তারপর থেকে আমি অনেক ভেবেছি—যদি আবার সেই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে বুঝতে হবে এছাড়া কোন উপায় নেই বলেই—(কথা খোঁজার চেষ্টা করে।)

মৃন্ময়। (খুঁজে পায়)—এর থেকে, ক্লান্তি থেকে—বাঁচার কোন পথ পায় না বলেই—তাই না?

অনিন্দিতা ॥ (চোখ নামিয়ে নেয়) হ্যাঁ সম্ভবত তাই। (বিরতি) তাই না?

মৃন্ময় ॥ বোধ হয়।

[নিস্তব্ধতা। ক্রমশই অসংখ্য স্মৃতি ভীড় জমায়।]

অনিন্দিতা ॥ (মনে করার চেষ্টা করে) ঐ বাড়ীতে যাওয়ার আগে কতদিন আমরা এই হোটেলে ছিলাম? ওটা তৈরী হতে কতদিন লেগেছিল মনে পড়ছে না আমার....তিনমাস? চারমাস?

মৃন্ময় ॥ (মনে করার চেষ্টা করে) মাস তিনেক হবে, বোধহয়।

[এই মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেলে ওদের যৌথ জীবনের স্মরণীয় দিনগুলি কেটেছে। দু'জনেই চুপ করে থাকে।]

অনিন্দিতা ॥ আশ্চর্য না? সব কথা ভালো করে মনে পড়ছে না!

মৃন্ময় ॥ কিছু কিছু মুহূর্তের স্মৃতি বেশী সহজে ফিরে আসে····কিন্তু অন্যগুলোও বোধহয় কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না····

অনিন্দিতা ॥ (সোজাসুজি, কিন্তু যেন সাধারণ ভাবে স্মৃতি সম্পর্কে বলছে এমন ভাবে) কিছু কিছু মুহূর্ত আছে যার স্মৃতি কোন সময়েই ঢাকা পড়ে না।

মৃন্ময় ॥ (একাই ভাবে) যথা?·········নরক যন্ত্রণা।

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ····

মৃন্ময় ॥ ভালো মুহূর্তগুলো?····মিটমাটের মুহূর্তগুলো?····সেগুলো নয়?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ (বিরতি। ও যেন কথা বলে ভীড়-করে আসা ভাবনাগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়।) প্রত্যেক দম্পতির জীবন যাত্রায় নিজস্ব কোন কায়দা আছে...আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকের জীবন যাত্রায় কিছু বৈশিষ্ট্য.. কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে····আমাদের ঐ বাড়ীটায় উঠে যাওয়াই উচিত হয়নি····এই হোটেল থেকে যাওয় উচিত ছিল।

মৃন্ময় ॥ ঠিক অমনি করেই দিন কাটিয়ে যাওয়া····একটা হোটেল থেকে আরেকটা হোটেলে—পলাতকের মতো—একেবারে—

[নিস্তব্ধতা, চাপা বিস্ফোরণ ও বলতে চাইছিল 'অবৈধ প্রেমিকযুগলের মত'।]

অনিন্দিতা ॥ বোধহয়—

মৃন্ময় ॥ কিন্তু—আর পাঁচ জনের থেকে কেনই বা আমরা আলাদা ধরণের জীবন যাপন করব?—আমাদের বয়স কম ছিল—সব্বাই আমাদের বিয়ে approve করেছিল—সবাই খুশী হয়েছিল—বন্ধু-বান্ধব, তোমার family, আমার family—আমাদের তো সবই ছিল—বাড়ী, আসবাবপত্র—গাড়ী তোমার আমার দু'জনের দু'টো আলাদা—তোমার শাড়ী গয়না—(হাসে)

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ, আমরা পাঁচ জনের মতোই দিন কাটাচ্ছিলাম।

মৃন্ময় ॥ কিন্তু আমরা তো আর পাঁচ জনের মতই সাধারণ লোক—সুতরাং আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা কিছু করার কোন কারণ তো ছিল না—যা সাধারণ—যা স্বাভাবিক তাই করাই তো উচিত ছিল—

অনিন্দিতা ॥ তাই তো আমরা আর পাঁচ জনের মতো একই জায়গায় পৌঁছলাম।

মৃন্ময় ॥ এটা কী তোমার প্রশ্ন ?

অনিন্দিতা ॥ খানিকটা তাই—

[বিরতি]

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ, বোধহয় আমরা আর পাঁচ জনের মতো একই জায়গায় শেষ করেছি। কারো ক্ষেত্রে divorce—কারো ক্ষেত্রে—তবে তফাৎটা বোধহয় সামান্যই।

অনিন্দিতা ॥ আজ না হলে হয়তো ব্যাপারটা কাল ঘটতো—

[মৃন্ময় উত্তর দেয় না]

তাই না ?

মৃন্ময় ॥ কী ?

অনিন্দিতা ॥ পরিণতি—একই—তাই না ?

মৃন্ময় ॥ কী করে বলি ? পথ না হেঁটেই কী পথের হদিশ পাওয়া যায় ?

অনিন্দিতা ॥ তবু—ধারণা একটা করা যায়ই—তাছাড়া ছ'চার দিন এধার ওধার হলেই বা কী এলো গেলো যদি পরিণতি একই হয়—সেইটাই তো আসল কথা—

মৃন্ময় ॥ তাহলে (মুচকি হেসে) সব কিছু হিসেব মতোই ঘটছে ?

অনিন্দিতা ॥ নিশ্চয়। এবারও—

[দুজনেই চুপ]

অনিন্দিতা ॥ (নীচু গলায়) কী idiotic—

মৃন্ময় ॥ কী?

অনিন্দিতা ॥ (নিজেকে শুধরে নিয়ে) না। এইটাই স্বাভাবিক—প্রায় automatic—

মৃন্ময় ॥ তুমিও নতুন করে শুরু করছ—আমিও নতুন করে শুরু করছি—

অনিন্দিতা ॥ (অনিচ্ছাকৃত প্রতিক্রিয়া) হ্যাঁ, কিন্তু—

মৃন্ময় ॥ (ওর কথার সূত্র ধরে)—এবারে আমরা গোড়াতেই জানি পরিণতি এক, অপরিবর্তনীয়?

[অনিন্দিতা উত্তর দেয় না]

মৃন্ময় ॥ তাই না?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ,—আবার নাও বটে—পরিণতি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু একটু তফাৎ আছে—

মৃন্ময় ॥ কী তফাৎ?

অনিন্দিতা ॥ এবারেও একই ভাবে সব শেষ হবে—শুধু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে মনে রাখব চেঁচামেচি করা নিষ্প্রয়োজন—(সামান্য হাসি) তৃতীয় অঙ্কটা ছেঁটে ফেলা যাবে।

মৃন্ময় ॥ আমরা বড্ড কাঁচা ছিলুম।

অনিন্দিতা ॥ আর ওসব ঝামেলা, গণ্ডগোল করব না আমারা—

মৃন্ময় ॥ আমাদের অন্যান্য কাজ আছে?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ, তাই বোধ হয়।

মৃন্ময় ॥ কী?

অনিন্দিতা ॥ আর যাই হোক এখন আর শাড়ীর রঙ নিয়ে টাইয়ের নট্ নিয়ে বিনিদ্র রজনী, কথা কাটাকাটি গ্লাস ভাঙচুর করতে হবে না—

[দুজনেই হাসে]

মৃন্ময় ॥ মারামারি?

অনিন্দিতা ॥ (ইতস্ততঃ করে স্বীকার করে ফেলে) তার থেকেও খারাপ—
(আত্মহত্যার চেষ্টা সম্পর্কে উল্লেখ)

[মৃন্ময় হতচকিত উঠে অনিন্দিতার কাছে যায়]

মৃন্ময় ॥ কী? কী বললে?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ। (হেসে) হ্যাঁ।

মৃন্ময় ॥ কবে?

অনিন্দিতা ॥ (ওর দিকে তাকিয়ে) তুমি যেদিন divorce চাইলে।—serious কিছু না—এই তো আমি বহাল তবিয়তেই বেঁচে রয়েছি—black mail করার একটা feeble প্রচেষ্টা।

[নাটকীয় ভাবে ঘড়িতে বারোটা বাজে। মৃন্ময় সন্তর্পণে তথ্যে বজ্রাহত প্রায়।]

মৃন্ময় ॥ (নিজের মনেই) আমি স্বপ্নেই ভাবিনি—

অনিন্দিতা ॥ (চাপা গলায়) কী করেই বা ভাববে? আমার তখনকার মেজাজের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতিই ছিল না—আমি সবাইকে বলেছিলুম তোমাকে যেন না জানায়।

মৃন্ময় ॥ (নিজের মনেই) কিন্তু—It's terrible!

অনিন্দিতা ॥ মোটেই না। খুব সাধারণ ঘটনা—বোকাবোকা—অনেকেই করে থাকে (বিরতি মৃন্ময় নিশ্চুপ) তোমাকে বলা উচিত হয়নি আমার—

মৃন্ময় ॥ না—না—আমি....I'm sorry.

অনিন্দিতা ॥ (বিষয় পরিবর্তনের চেষ্টা করে, তার সঙ্গে মৃন্ময় সম্পর্কে কৌতূহল মিশ্রিত) সুপর্ণা আমাকে—ওর কথা বলেছে—ও নাকি—ও নাকি খুব বাচ্চা।

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ।

অনিন্দিতা ॥ (অন্যমনস্ক ভাবে) আমার সঙ্গে যার—তাকে তুমি কোন দিন meet করোনি, না?

মৃন্ময় ॥ না। তুমি কি—

অনিন্দিতা ॥ (সেই ভদ্রলোককে ও ভালোবাসে কিনা এই প্রশ্ন বুঝতে পেরে হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিই।

[দুজনেই চুপ, সময় চলে যাচ্ছে। স্মৃতিরা ভীড় জমাচ্ছে—]

অনিন্দিতা ॥ (ধীরে, যন্ত্রনার্ত) এবার আমাদের যেতে হবে। ওরা (Reception-এর দিকে লক্ষ্য করে) অপেক্ষা করছে, আলো নেভাবে।

মৃন্ময় ॥ (শুষ্ক) ওরা অপেক্ষা করুক।

অনিন্দিতা ॥ কী লাভ? যেতে তো হবেই।

মৃন্ময় ॥ (প্রথম সংক্ষিপ্ত নিজের দেওয়া নাম ধরে ডাকে) অনি—এই আমাদের শেষ দেখা।

[অনিন্দিতা উত্তর দেয় না, কিন্তু বসেই থাকে। এক মিনিট সম্পূর্ণ স্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে। খানিকটা চ্যালেঞ্জের ভাব।]

অনিন্দিতা। একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তুমি নও। সেইটাই ছিল আসল কথা—একেবারে আলাদা একটি লোক। একদিকে তুমি, আর একদিকে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ যারা আমার কাছে নিষিদ্ধ ছিল। (বিরতি) তুমি বোধ হয় এখন বুঝতে পার ব্যাপারটা। (বিরতি) তাই না?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ।

অনিন্দিতা ॥ আমি জানতাম কোন একদিন তুমি বুঝবেই।—(বিরতি) সেই মুহূর্তে আমরা quits হয়ে গিয়েছিলাম।

মৃন্ময় ॥ (সংক্ষেপে) হ্যাঁ, সেই মুহূর্তে—(বিরতি) দুবছর পরে হঠাৎ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো—কেমন funny feeling হচ্ছে।

অনিন্দিতা ॥ খুব interesting.

মৃন্ময় ॥ সেবার কলকাতায় কী হয়েছিল—আমি কোনদিন জানতে পারিনি—তখন তুমি বোধ হয় সত্যি কথা বলোনি।

অনিন্দিতা ॥ তুমি সহ্য করতে পারতে না। আজ এতদিন পরে সময়ের নিরাপদ দূরত্ব থেকে মনে হচ্ছে পারতে। কিন্তু আসলে পারতে না।

মৃন্ময় ॥ আমি কিছুই সইতে পারতাম না। (হাসার চেষ্টা করে)

অনিন্দিতা ॥ প্রায় কিছুই না। (বিরতি) কিছুই না।

[বিরতি]

মৃন্ময় ॥ (যন্ত্রনা চেপে) কী করে—কী করে হোল ?

অনিন্দিতা ॥ কী দরকার পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবার ?

মৃন্ময় ॥ আজকে সত্যকে লুকিয়ে রাখার দরকার কী ?

অনিন্দিতা ॥ হিন্দী হাই স্কুলে একদিন show থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলাম—সেইদিন প্রথম দেখি (বিরতি, প্রায় আবৃত্তির মতো) সেদিন রাতে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম—পরপর তিনদিন হোটেলে ফেরার সময় দেখতাম লোকটা arcade-এ দাঁড়িয়ে আছে, fourth day-তে নিজে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলো—ব্যাস, আর কী ?

মৃন্ময় ॥ তখন কী করলে ?

অনিন্দিতা ॥ Scherazade-এতে Gamillaর cabaret programme ছিলো—দুজনে গেলাম—ফিরলাম—। তুমি তো জানো আমি cabaret দেখতে ভালোবাসতাম—তোমার মোটেই ভালো লাগতো না—

মৃন্ময় ॥ ভালো লাগলেও একই ফল হোত।

অনিন্দিতা ॥ বোধহয় তাই। (নিস্তব্ধতা) প্রথম infidelityর experience terrible ! (হাসে) প্রথমবার—খুব casually হলেও—সাংঘাতিক।

[মৃন্ময় চুপ, অর্থহীন হাসি]

অনিন্দিতা ॥ কোন পুরুষের কাছে adultery—বোধহয় অতো serious ব্যাপার নয়।

মৃন্ময় ॥ তুমি কী ঐ লোকটির জন্য—ফিরছিলে না ?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ।

মৃন্ময় ॥ (যন্ত্রনার্ত) তুমি কী এমনই চেয়েছিলে নাকি তোমার অনিচ্ছাতেই ব্যাপারটা ঘটে গেল?

অনিন্দিতা ॥ আমিই চেয়েছিলাম। কীরকম desperate feel করতাম তোমার আমার প্রথম অভিজ্ঞতার মুহূর্তগুলোকে—ফিরে পেতে চেয়েছিলাম—এমনি করেই। ঠিক যেমনটি ছিল—সেই প্রথমদিকে—সেই মুহূর্ত-গুলোর স্বাদ—আবার দরকার ছিল।

মৃন্ময় ॥ এইটাই খুশীর কথা, তুমি সেই মুহূর্তগুলোই ফিরে পেতে চেয়েছিলে—আর বাকী সব কিছু আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়। (ধীরে, কষ্ট করে) তুমি কী সত্যিই সেই মুহূর্তগুলো ফিরে পেয়েছিলে?

অনিন্দিতা ॥ সবাই পায়—খুব খারাপ অবস্থার মধ্যেও—হয়তো আধঘণ্টার জন্য কী একঘণ্টার জন্য, তুমিও তো জানো—সেইজন্যই আমি ফিরে আসতে চাইনি। কোন কারণ ছিল না।

মৃন্ময় ॥ একদিন সন্ধ্যেবেলা—তোমার কলকাতা যাওয়ার কয়েক মাস আগে—তোমাকে দেখেছিলুম বাচ'াহলের দিকে যেতে, তুমি আমাকে লক্ষ্য করনি—আমি তোমায় follow করছিলাম—আমি সেদিন কাজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে বাড়ীর তদারকী করবো বলে ঐদিকে যাচ্ছিলুম—তোমাকে পথে দেখলাম—হঠাৎ তুমি ফিরলে—Mall cross করে capitol সিনেমায় ঢুকে পড়লে—

অনিন্দিতা ॥ (হেসে) আচ্ছ !

মৃন্ময় ॥ (হেসে) আমিও, টিকিট কেটে পেছনের দিকে বসে পড়লাম—একটা ছবি হচ্ছিল—সেটা কয়েকদিন আগে আমরা দুজনে একসঙ্গে দেখেছিলুম—তুমি সামনের দিকে বসেছিলে—কেউ—কেউ তোমার সঙ্গে ছিল না—সেদিন রাত্রে তুমি সিনেমা সম্পর্কে কোন কথা বললে না—আমিও কোনও কথা জিজ্ঞেস করিনি—তিন বছর আগের কথা, তখন May মাস—তুমি প্রায়ই

কীরকম sad feel করতে—পরের দিন lunch-এর সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করলুম বিকেলে কোথায় বেরুবে নাকি। তুমি বললে, না কিন্তু গেলে।—ছুটো নাগাদ লেবং রেসকোর্সে গিয়েছিলে—সেদিনও তুমি একাই ছিলে—আমি কিছু বুঝতে পারতুম না—ক্রমেই suffer করতে লাগলুম।

[নিস্তব্ধতা, অনিন্দিতার মনে পড়ছে।]

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ, তখন আমি ঐরকমই সব কাণ্ড করতুম।

মৃন্ময় ॥ (স্বল্প হেসে) এখনও করো ?

অনিন্দিতা ॥ (হেসে) হ্যাঁ।

মৃন্ময় ॥ একবার একটা পুরো সপ্তাহ রোজ তোমাকে follow করেছিলুম।

অনিন্দিতা ॥ তবুও কোন ভদ্রলোককে আবিষ্কার করতে পারোনি।

মৃন্ময় ॥ না। কিন্তু তাতেও কোন difference হতো না (বিরতি)।

মৃন্ময় ॥ (শুরু করে) সাঙ্ঘাতিক একটা অনুভূতি। আমি তোমার সম্পর্কেই terribly jealous feel করতাম....তোমার কি একটা যেন আমার অচেনা অজানা থেকে যাচ্ছে—একদিন তোমাকে গাড়ী করে follow করেছিলুম। তুমি একা গাড়ী চালাচ্ছিলে—খুব জোরে—তোমাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল।—প্রায় মাইল পঁচিশেক গাড়ী চালিয়ে, কার্শিয়াং এর কাছে একটা চা বাগানের কাছে গাড়ী থামিয়ে হঠাৎ নেমে পড়ে চা বাগানের পাশের বার্চবনে ঢুকে পড়লে....। আমি খানিকটা ইতস্ততঃ করে তোমার পেছনে পেছনে চলতে শুরু করলাম—তারপর—গাড়ী করে দার্জিলিঙ্‌ ফিরে গেলাম। সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে—তোমার ভাষায় সেই মুহূর্তগুলো সেই ধরণের যার স্মৃতি কোন সময় ঢাকা পড়ে না।

অনিন্দিতা ॥ কিন্তু ওইসব ঘটনা নিয়ে অতো বিব্রত হওয়ার কী ছিল ? আমি তখন just ঐরকম করে সময় কাটাতাম। (বিরতি) ঐ মোটর ড্রাইভারটার কথা আমার মনেই পড়ছে না। (বিরতি) সেদিন আমাকে তুমি ডাকলে না কেন ?

মৃন্ময় ॥ মনে হয়েছিল তোমার privacy disturbed হবে, কী রকম intruder-এর feeling হচ্ছিল।

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ, তখন আমার ঐ রকম একা একা ঘুরতে ইচ্ছে করতো। মনে হোত—

মৃন্ময় ॥ Explain করছো কেন?

অনিন্দিতা ॥ করছি নাতো।

মৃন্ময় ॥ কোন দরকার নেই! সেই সময়টুকুর জন্য কেমন upset লেগেছিলো, ব্যাস।

অনিন্দিতা ॥ (পুরোনো দিনের মতোই যেন) আশ্চর্য! ওরকম করাতে দোষটা কোথায়?

মৃন্ময় ॥ না, দোষের কী আছে। কিন্তু গোপন করার কী ছিল?

অনিন্দিতা ॥ বলাটা pointless হতো।

মৃন্ময় ॥ কেন?

অনিন্দিতা ॥ (সোজাসুজি, বর্তমানের অনিন্দিতা) এসব ব্যাপারে তোমাকে কোনদিন কোন কথা বলে লাভ হতো না। অথচ, আশ্চর্যের কথা—

মৃন্ময় ॥ (পূর্বসূত্র ধরে) তুমি বাড়িয়ে বলতে পারতে: আজ সন্ধ্যেয় আমি ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম।

অনিন্দিতা ॥ (একটু ভেবে) না। শুরুতেই তো কেউ ওরকম করে না।—কিন্তু একবার শুরু করলে—ওনিয়ে বলে লাভ হয় না—তাতে শুধু misunderstanding-ই বাড়ে—তাই না?

মৃন্ময় ॥ কী misunderstanding?

অনিন্দিতা ॥ ভালোবাসা যখন মরে যেতে থাকে তখন লোকে নানান ভাবে সময় কাটায়—আমি Race-এ যাই।

[আলো কমে যায়। ঘড়িতে নাটকীয় ভাবে দুটো বাজে। ঘর প্রায় অন্ধকার ওরা দুজনে নিশ্চল।]

(প্রায় অস্ফুটে) দুটো বাজে। লোকে কী ভাববে?

[মৃন্ময় নিরুত্তর। কল্পনার প্রত্যাবর্তন। সে উঠে পড়ে, এখানেই ছেদ টানা ভাল ভেবে ধীরে ধীরে Reception-এর দিকে যেতে থাকে। অনিন্দিতা বসে থাকে।]

মৃন্ময় ॥ (ঘুরে) তোমার কত নম্বর চাবী?

অনিন্দিতা ॥ আঠাশ।

[অনিন্দিতাও উঠে পড়ে। মৃন্ময় ফিরে আসে। দুজনে মুখোমুখি, মৃন্ময় চাবীটা বাড়িয়ে দেয়। দু'জনেই নিশ্চল, অনিন্দিতা চাবী নেয় না। খুব নরম গলায় প্রায় অপার্থিব গলায় মৃন্ময় বলে।]

মৃন্ময় ॥ এ কিন্তু যাতা হচ্ছে। তুমি কাল একেবারে exhausted হয়ে যাবে! (বিরতি) আমাকে কটায়—নিতে আসবে?

অনিন্দিতা ॥ ঠিক জানি না।—ন'টার আগে—সকালে!

মৃন্ময় ॥ ঘুমোতে যাও। Good night.

অনিন্দিতা ॥ Good night.

[অনিন্দিতা চাবী নেয়। উল্টোদিকে যেতে শুরু করে। কয়েক পা যাওয়ার পরেই দু'জনে নিশ্চল। মৃন্ময় ফিরে আসে। অনিন্দিতা একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে ওকে লক্ষ্য করে। ওরা মুখোমুখি।]

অনিন্দিতা ॥ (রূঢ় ভাবে) প্ল্যাটফর্মে কী হয়েছিলো?

মৃন্ময় ॥ আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলাম। একটা রিভলবার জোগাড় করেছিলাম, ভেবেছিলুম তুমি ট্রেণ থেকে নামলেই গুলী করব।

অনিন্দিতা ॥ এসব case-এ generally murderer-রা acquittal পায়! তুমি জানতে?

মৃন্ময় ॥ জানতাম?

[নীরবতা, রাগ, বেদনা, দু'জনেই শক্ত অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।]

অনিন্দিতা ॥ গুলী করলে না কেন?

মৃন্ময় ॥ মনে নেই।

অনিন্দিতা ॥ বাজে কথা।

মৃন্ময় ॥ সত্যি, আমি ভুলে গিয়েছি।

অনিন্দিতা ॥ (জোর করে) মনে করার চেষ্টা করো। সেই রাত্রে কাউকে না বলে হঠাৎ তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছিলে।

মৃন্ময় ॥ আমি—আমি—হ্যাঁ, মনে পড়েছে আমি মোটরে করে কার্শিয়াং চলে গিয়েছিলুম। একটা খাদের ধারে রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। শুনেছি লোক এই রকমই নাকি করে—খাদে-টাদে ফেলে দেয়। (বিব্রত হাসি) কোন একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম।

অনিন্দিতা ॥ (গম্ভীর ভাবে) খুনের কথাও পড়েছিলে?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ, খুনের কথাও।

অনিন্দিতা ॥ (স্বীকারোক্তি) আমিও adultery-র কথা কলকাতায় থাকার সময় পড়েছিলুম।

[নিস্তব্ধতা]

(অকারণ আক্রমণাত্মক ভাবে) তাহলে? ফার্নিচারগুলোর কী হবে?

মৃন্ময় ॥ কিছুই হবে না।

অনিন্দিতা ॥ তাই আবার হয় নাকি?

মৃন্ময় ॥ তাহলে—আমি তো বুঝতে পারছি না—

[স্পষ্টতই ওরা অন্য কথা ভাবছে।]

মৃন্ময় ॥ তুমি কী এমনটিই চেয়েছিলে নাকি তোমার অনিচ্ছাতেই ব্যাপারটা ঘটেছিল?

অনিন্দিতা ॥ (প্রায় হতচকিত) তুমি আগেও একবার কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলে।

[মৃন্ময় নিরুত্তর।]

অনিন্দিতা ॥ (অবশেষে) আমার অনিচ্ছাতেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।

মৃন্ময় ॥ তুমি কী সত্যই desperate ছিলে ?

অনিন্দিতা ॥ ব্যাপারটার novelty-টাই খুব attractive মনে হয়েছিল।

[বিরতি]

মৃন্ময় ॥ একটা রোববার বিকেলে—তুমি ছিলে না—কোথায় গিয়েছিলে মনে নেই—আমি Happy valley tea estate-এর দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম—রাস্তায় একটি নেপালী মেয়েকে meet করেছিলাম—আমরা একটা hotel-এ গেলুম। (বিরতি) আশ্চর্য ভালো লেগেছিল কোন মানসিক সান্নিধ্য বোধ করিনি—মেয়েটাকে আর কোনদিন দেখিইনি। অথচ আশ্চর্য ভালো লেগেছিলো।

অনিন্দিতা ॥ ব্যাপারটা কী খুব দরকারী ছিল ?

মৃন্ময় ॥ না। কোন দরকার ছিল না, আমি তোমাকেই ভালোবাসতাম। অথচ আশ্চর্য ভালো লেগেছিলো।

[অনিন্দিতা ওর কাছ থেকে সরে যায়]

অনিন্দিতা ॥ তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে ?

[হঠাৎ গোটা ঘুমন্ত হোটেলটা টেলিফোনের শব্দে ভরে যায়। ওরা নড়ে না। Reception-এ কারো নড়াচড়ার শব্দ, তারপরে মধ্য বয়স্ক মহিলার কণ্ঠস্বর।]

ম-ম ॥ Hallo ! Whom did you want to speak to ? Mr. Mrinmoy Dutt ? Yes, he's in (বিরতি) Hold the line, please (বিরতি ইতস্তত: করে মৃন্ময়কে ডাকে।) Are you there, Mr. Dutt ?

[মহিলা জানে ওরা দু'জনেই ওখানে আছে]

ম-ম ॥ (ঈষৎ অস্বস্তি নিয়ে ডাকে) Mr. Dutt—

মৃন্ময় ॥ (ইতস্তত: করে) Yes, I'm here.

[টেলিফোনের দিকে যায়। নিজের আবেগ সংহত করার চেষ্টা

করে। অনিন্দিতার দিকে তাকায়, টেলিফোন করতে করতে ওর দিকে তাকিয়েই থাকে। কণ্ঠস্বর প্রায় স্বাভাবিক।]

ম-ফ ॥ ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ!

ম-ফ ॥ আমায় মাপ করো। টেলিফোন না করে কিছুতেই থাকতে পারলুম না—কেন জানি না—idiotic—ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল—ঘুমোনোর আগে কী করছিলে?

মৃন্ময় ॥ একটা সিনেমায় গিয়েছিলুম। তারপরে mall-এ একটু বেড়াচ্ছিলুম—তারপর শুয়ে পড়েছিলুম।

ম-ফ ॥ এই divorce ব্যাপারটা—এত painful—ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল—আমায় মাপ করো।

মৃন্ময় ॥ আরে এত ভাবার কী আছে। Take it easy

ম-ফ ॥ (একটু থেমে মনের কথা বলে) জানো তোমার যাওয়াটা খুব জরুরী ছিল না। তোমার absence-এই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যেত। তুমি না থাকলেও কিছু এধার ওধার হতো না। (বিরতি) শুনছো?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ।

[অনিন্দিতা টেলিফোনের কাছে কয়েক পা এগিয়ে এসেছে। মৃন্ময় ওর দিকে এখনও তাকিয়েই রয়েছে।]

ম-ফ ॥ আমি তোমাকে bother করতে চাইনি—কিন্তু হঠাৎ একটা খটকা লাগল—কিছুতেই মন থেকে চিন্তা দূর করতে পারছি না—তাই ফোন করলাম—তুমি কেন ওখানে গেলে—কিছু বলো।

[মৃন্ময় নিরুত্তর, অনিন্দিতা এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যেন ওকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দু'জনেই চিন্তা করে ওপারের মহিলাকে কী বলা যায়।]

ম-ফ॥ একটা কিছু বলো, মৃন্ময়, যাহোক কিছু বলো। নইলে ঘুমোতে পারব না—মৃন্ময়—মৃন্ময়—

মৃন্ময়॥ ওকে আবার দেখার জন্য!

[অপর দিকে নীরবতা। আবার কথা শুরু হয়।]

ম-ফ॥ আমি জানতুম। (বিরতি) বলো!

অনিন্দিতা॥ কিছু না।

মৃন্ময়॥ (একই ভাবে টেলিফোনে) কিছু না।

(বিরতি)

ম-ফ॥ কিছু না? তুমি ঠিক জানো?

মৃন্ময়॥ হ্যাঁ, (বিরতি) ঘুমিয়ে পড়ো। বাজে চিন্তা কোরো না।

ম-ফ॥ তুমি ঠিক জানো?

মৃন্ময়॥ হ্যাঁ।

(বিরতি)

ম-ফ॥ তুমি কী কাল...সত্যিই আসছো?

মৃন্ময়॥ (একটু পরে) নিশ্চই।

[কথোপকথনের বাকী অংশটুকু শুনতে পাওয়া যায় না।]

মৃন্ময়॥ নিশ্চিন্তে ঘুমোও। good night.

(রিসিভার নামিয়ে রাখে। প্রচণ্ড অস্বস্তি; সব কিছু ওলোট-পালোট। দারুণ হতাশা। মৃন্ময় তাকায়। অনিন্দিতা ওর থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।)

মৃন্ময়॥ আমার কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলে?

অনিন্দিতা॥ এঁ্যা...হ্যাঁ।

মৃন্ময়॥ (বিকৃত মুখে) আমি all the while unfaithful ছিলুম অথচ তোমার infidelityর ideaই stand করতে পারতুম না।....তুমি কী জানতে?

অনিন্দিতা॥ হ্যাঁ, জানতুম, সুপর্ণা আমাকে তোমার—তোমার adventuresএর সব কথা বলেছিল।

মৃন্ময় ॥ তোমার ব্যাপারটা unfair মনে হয়নি ?

অনিন্দিতা ॥ না, unfair কেন মনে হবে ?

মৃন্ময় ॥ প্রথম প্রথম ভীষণ কষ্ট হতো—পরে ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পেরে'ছলুম—তোমাকে বলিনি—তুমি accept করতে পারতে না।

মৃন্ময় ॥ জানে—তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সব কিছু ঘটেছিল—এটা—এটা আমি এখনও কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছিনা।

(অনিন্দিতা উত্তর দেয় না। নিস্তব্ধতা।)

মৃন্ময় ॥ তুমি শুনছো ?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ।

মৃন্ময় ॥ আমি এসে'ছলাম শুধু জানতে তোমার কীরকম লেগেছিল। (হাসে)

অনিন্দিতা ॥ একই রকম।

মৃন্ময় ॥ কীরকম ?

অনিন্দিতা ॥ আশ্চর্য ভালো। তোমার নিজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করো, ঠিক সেইরকম।

(আবার টেলিফোন বাজতে শুরু করে। দুজনেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া যেন 'পালাতে পারলে বাঁচি'। কিন্তু নিস্তব্ধ দাঁড়িয়েই থাকে। দুজনেই যেন তাড়িত শিকার। কোথাও কাউকে ব্যথিত না করে, রক্তাক্ত না করে যেন ওদের ছুটী নেই।)

ম-ম ॥ Mrs. Anindita Roy? Just a moment—(মৃন্ময়কে) Mr. Dutt—there's someone asking to speak to—er—Mrs. Roy—They say it's urgent—(তোতলাতে থাকে)

মৃন্ময় ॥ (অনিন্দিতার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে) She's here.

(অনিন্দিতা ফোনের রিসিভারটা তুলে নেয়।)

পুরুষের কণ্ঠস্বর—অনিতা ?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ।

পু-ক ॥ আমায় মাপ করো। ফোন না করে কিছুতেই থাকতে পারলুম না—কেন জানি না—idiotic—ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল—

[বিরতি]

অনিন্দিতা ॥ কোথা থেকে বলছ ?

পু-ক ॥ শিলিগুড়ি থেকে। Retiring room-এ উঠেছি—ভোর হলেই রওনা হবো—আর পঞ্চান্ন মাইল—তোমাকে অকারণে জাগিয়ে ফেললাম—

[মৃন্ময় কথোপকথন শোনে. মন্ত্রমুগ্ধের মতো। যে ঘটনাটি একটু আগে অনিন্দিতা সহ্য করেছিল সেই জাতীয় অভিজ্ঞতাই মৃন্ময়ের কাছে দুঃসহ লাগছে। কথোপকথন চলে।]

পু-ক ॥ আমি তোমায় ভালোবাসি, অনিতা····আমি ঘুমোতে পারছিলুম না, তাই—যাক সব চুকে গেছে—এই divorce ব্যাপারটা এতো painful—তুমি ধারণা করতে পারবে না—

[নিস্তব্ধতা, হঠাৎ অনিন্দিতা চীৎকার করে ওঠে।)

অনিন্দিতা ॥ যতীন—

পু-ক ॥ কী হলো ?

অনিন্দিতা ॥ (সামলে নিয়ে) এসো !

পু-ক ॥ এক্ষুণি রওনা হচ্ছি।

(অনিন্দিতা ফোন রেখে দেয়। বিরতি।)

অনিন্দিতা ॥ তোমার নিজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করো····সেই নেপালী মেয়েটির সঙ্গে—সব কিছু—ঠিক সেইরকম।

মৃন্ময় ॥ (ধীরে) Im—po—ssible !

অনিন্দিতা ॥ কী ?

মৃন্ময় ॥ তোমার কথা মেনে নেওয়া।

অনিন্দিতা ॥ তোমার কী সত্যিই 'আশ্চর্য ভালো' লেগেছিলো ? সত্যি ? (প্রশ্নে কিছু ভাণ আছে)

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ। (বিরতি) তুমি কী বুঝতে পারছ ?

অনিন্দিতা ॥ না।

মৃন্ময় ॥ তোমার কোন খেদ রয়ে গেল ?

অনিন্দিতা ॥ না। (বিরতি) তুমি বলছিলে এসেছো জানতে আমার কীরকম লেগেছিল। তুমি সত্যি বলোনি।

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ—পুরোপুরি সত্যি নয়—আমি তোমাকে আর একবার দেখতে এসেছিলাম—অবিশ্যি জানতুম কোন লাভ নেই।

অনিন্দিতা ॥ ঠিকই ভেবেছিলে তুমি।

মৃন্ময় ॥ তোমার কাছে এলেই আমি suffer করি।

অনিন্দিতা ॥ কী করি—কী করি—অতীতের স্মৃতিগুলো কী করে একটু সহনীয় করা যায় ?

মৃন্ময় ॥ কিছু না—কিছু না—তোমাকে সেদিন খুন করাই বোধহয় একমাত্র পথ ছিল—কিন্তু—

(পরস্পরের দিকে তাকায়)

মৃন্ময় ॥ Othelo's occupation is gone—আমার খুনীর চাকরীটা গেল— (হাসে) Ridiculous.

অনিন্দিতা ॥ এখন divorce হয়ে গেছে—আর তোমাকে ছাড়বে না !

মৃন্ময় ॥ জানি, (হাসে) যদি তোমাকে এখন খুনও করি তবুও তার জন্যে ফাঁসী যেতে পারব না।

(মৃন্ময় ওর কাছে যায়। অনিন্দিতা পেছিয়ে যায়।)

মৃন্ময় ॥ শোনো—ঐ লোকটি আসবার আগে আর খানিকটা সময় আমরা পাব—

অনিন্দিতা ॥ (ঈষৎসন্দিগ্ধ ধীরে) ঘণ্টা দুয়েক।

মৃন্ময় ॥ শোনো—আমাকে সবকথা বলো—সব কিছু—

অনিন্দিতা ॥ সুখের বিবরণ দেব ?

মৃন্ময় ॥ হ্যাঁ। Inferno-র সুখ

অনিন্দিতা ॥ না। তুমি ভুল করছো। সেই নেপালী মেয়েটির কথা তুমি ভুলে গেছ, তুমি কী করে বুঝবে কলকাতায় কী হয়েছিলো?

মৃন্ময় ॥ তুমি ভাবো আমি ভুলে গিয়েছি?

অনিন্দিতা ॥ (দুজনের হয়েই) হ্যাঁ।

[নীরবতা। মৃন্ময়ের কাছ থেকে চলে যায়। দেওয়ালে হেলান দেয়, যেন অবলুপ্ত হয়ে যেতে চায়।]

অনিন্দিতা ॥ (বেদনার সঙ্গে, গোপন আনন্দও মিশ্রিত) আর আমরা খানিকক্ষণ একসঙ্গে কাটালাম কি না তাতে কিছু এসে যায় না—দেখা হলো বা নাই হলো—কী এলো গেলো—ওদের বিশ্বাস নষ্টকরার মতো বৃহৎ কোন কিছু আর বেচে নেই।

মৃন্ময় ॥ অনি, অ্যামেরিকা যেও না। (প্রথম এত কাছের লোক হয়ে কথাবলে)

(অনিন্দিতা নিরুত্তর।)

মৃন্ময় ॥ (প্রচণ্ড ভয়) যেও না, তুমি যেও না।—নাহলে আমিও তোমরা যেখানে যাবে সেখানে যাবো—বুঝলে? আমার কাজ চুলোয় যাক—আমি তোমরা যেখানে থাকবে তার পাশেই গিয়ে উঠবো—আমি তোমাদের এক মুহূর্ত শান্তি দেব না—যতদিন না—

অনিন্দিতা ॥ যতদিন না আবার নরক যন্ত্রনা শুরু হয়?

মৃন্ময় ॥ তুমি কি নরক যন্ত্রনা পেয়েছো?—তুমি কীকরে জানবে? (বিরতি, আবেদনের সুরে) এ দেশেই থাকো। যেন আমরা—অন্তত accidentallyও meet করি—যেন একই দেশে থাকি—যেন সম্ভাবনা থাকে—নাহলে—নাহলে—আমি সহ্য করতে পারব না—

(অনিন্দিতা নিরুত্তর)

মৃন্ময় ॥ আমরা কখনো এখানে ওখানে দেখা করতে পারি—কাউকে না জানিয়ে—কেউ কক্ষনো জানবে না—

(ওরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সমস্ত ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে অস্তিত্বের সম্পর্কেই ওদের ক্ষোভ।)

অনিন্দিতা ॥ না। (মাথা নেড়ে) না—না—এই চাওয়া—স্বেচ্ছায়—সজ্ঞানে —না—যদি আবার আমাদের দেখা হয়—তুমি যা বলছিলে—accident-ally-ই হোক—ওদের সবার সঙ্গে যেমন হয়েছিলো—সেই নেপালী মেয়েটির সঙ্গে যেমন করে—দেখা যাক accident আমাদের কোথায় নিয়ে যায়— —(চীৎকার করে) অন্য কোন ভাবে নয়—কখনো না। কখনো না—

মৃন্ময় ॥ (বেদনা, বিস্ময়, নিঃশেষিত) সব কিছু এমনি করে শেষ হয়ে যাবে শুধু সেই কলকাতার ব্যাপার নিয়ে—

(দীর্ঘ বিরতি। ওদের কণ্ঠস্বর বদলে গেছে)

মৃন্ময় ॥ সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আমার—শুরু—শেষ—সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।—আমরা কী করব তাহলে—যাতে—যাতে আমাদের কথা হারিয়ে না যায় (মৃদু হাসে)।

(নীরবতা)

অনিন্দিতা ॥ কিছু না....কিছু করার নেই—কল্পনায় সৃষ্টি করো।

মৃন্ময় ॥ একান্তে, অগোচরে, অন্ধকারে প্রেম পূর্ণ হবে ?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ।

মৃন্ময় ॥ যেন দুই দুরান্তের জগতের লোক কল্পনার সেতু বেয়ে আসে, যায়, মেশে ?

অনিন্দিতা ॥ হ্যাঁ। আমায় দেখ। এই বিরাট পৃথিবীতে আমিই শুধু তোমার কাছে নিষিদ্ধ।

(বিরতি)

মৃন্ময় ॥ আমার বৌ। (দীর্ঘ বিরতি) আর কী দেখা হবে ?

অনিন্দিতা ॥ কে জানে ?

মৃন্ময় ॥ কিন্তু যদি আবার—কোনদিন—কখনো—দেখা হয়—

অনিন্দিতা ॥ সেদিন হয়তো আমাদের মৃত্যু হবে—প্রেমিকদের ভবিতব্য।

মৃন্ময় ॥ এ কোন্ মুহূর্ত ?

অনিন্দিতা ॥ কোন্ মুহূর্ত ?

মৃন্ময় ॥ এ কোন্ মুহূর্ত--শুরুর না শেষের ?

অনিন্দিতা ॥ কে জানে ?

(বিরতি)

মৃন্ময় ॥ যাও। বাইরে ওর জন্য অপেক্ষা করো।

অনিন্দিতা ॥ (ধীরে) হ্যাঁ।

(মৃন্ময় অনিন্দিতার হাত ধরে দরজার কাছে নিয়ে যায়। অনিন্দিতা চলে গেছে। মৃন্ময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে যেন নিদ্রাচ্ছন্ন।)

(ধীরে পর্দা পড়ে)

চরিত্রলিপি

শ্রীমতী কেতকী

শ্রীমতী কৃষ্ণা

ওয়েটার

জোহান অগাষ্ট স্ট্রিণ্ডবার্গের

'দ্য স্ট্রঙ্গার' অনুসরণে

উত্তমা

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

[সময় সন্ধ্যা ! কোন সৌখীন রেস্তোরাঁর একটি কোন্। দুটি সবুজ কাঁচ লাগানো টেবল্। টেবল্গুলির দু'ধারে দু'জনের বসার মতো গদী আঁটা লাল সোফা। একটি টেবলে শ্রীমতী কেতকী বসে আছেন সামনে আধখালি কোল্ড কফির গ্লাস। টেবলে দু'তিনটি ম্যাগাজিন ছড়ানো। একটি বিলিতি ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে কেতকী মাঝে মাঝে পান করছেন। শ্রীমতী কৃষ্ণা প্রবেশ করলেন। পরণে স্টিল গ্রে রঙের দামী শিফন সাদা ফার দেওয়া কোট, হাতে জাপানী ব্যাগ।]

কৃষ্ণা ॥ আরে ! কেতকী ! তুমি এখানে ! একা বসে আছ ? ষষ্ঠীর দিন বন্ধুবান্ধবহীন একা বসে আছ তুমি ! আহারে !

(মুখোমুখি বসেন কেতকী মুখ তুলে তাকান। ভদ্রতা সূচক মাথা নেড়ে আবার ম্যাগাজিনে মন দেন।)

কৃষ্ণা ॥ সত্যি, তোমাকে এমনিধারা দেখলে আমার বড্ড খারাপ লাগে ! ষষ্ঠীর দিন, সবাই পূজোর বাজার সারছে, বাইরে লোক গিজগিজ করছে— চারদিক আলোয় আলো....আর তুমি একা একা রেস্তোরাঁয় বসে আছ। ....জানো, গত বছরের আগের বছর দিল্লীতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সময় এক প্রোডিউসার পার্টি দিয়েছিল বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে। গিয়ে দেখি বরটা ফ্লাশ খেলছে এককোণে আর বউটা বসে বসে আগাথা ক্রিস্টি পড়ছে। Goodness Gracious ! আমি ভাবলুম শুরুই যদি এই হয় শেষটা না

জানি কেমন হবে। বিয়ের পার্টিতে বসে বসে জুয়া খেলছে। তুমি বলবে 'কেন, বৌটাও তো বাপু ডিটেকটিভ বই পড়ছিল।' কিন্তু দুটো কি এক হল?

(বেয়ারা এসে কৃষ্ণার সামনে একগ্লাস কোল্ড কফি রেখে যায়।)

কৃষ্ণা ॥ জানো, কেতকী, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি বোধ হয় মনোজিতের সঙ্গে break off না করলেই ভালো করতে! তোমার মনে আছে 'প্রেম তুমি আলেয়া'র ফ্লোরে আমিই সবচেয়ে জোর গলায় বলেছিলুম, 'মনোজিৎকে তুমি ক্ষমা করে দাও। না হয় একটু বেশীই ড্রিঙ্ক করে।' নিশ্চয় মনে আছে তোমার! এতদিনে তোমার বিয়ে হয়ে যেত। বেশ সুন্দর সংসার হোত। তোমার মনে আছে, গতবছর পুজোর আগের দিন এইখানেই দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে। তুমি আর মনোজিৎ খুব খুশী খুশী হয়ে বসেছিলে! প্ল্যান করছিলে মোটরে কাশ্মীর যাবে। বলছিলে, তুমি শুধু সংসার করতে চাও!—বিয়ের পর শুধু ঘরকন্না করবে, ফিল্ম করা ছেড়ে দেবে। সত্যি, কেতকী, ঘরের ওই ছোট কোনটার মত আনন্দ কোথাও নেই। বেশ সাজানো একটা বাড়ী, একজন Considerate স্বামী ....আর মোটা-সোটা কয়েকটা বাচ্চা! এরচেয়ে শান্তি আর কিছুতে নেই। বলো। অবিশ্যি তুমি কি করেই বা জানবে?

[কেতকী বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাকান।]

কৃষ্ণা ॥ (কফিতে কয়েকবার চুমুক দেন। তারপর জাপানী বাস্কেট থেকে জিনিষ পত্র বার করেন) দেখ। এই ফ্রকটা মঞ্জুর জন্য কিনেছি। আর এই ডলটা। দেখ, শোয়ালেই চোখ বুঁজে ফেলে, দাঁড় করালেই চোখ খুলে ঘোরাতে থাকে। এই সেইলার স্যুটটা বঙ্কুর জন্য। আর এই পিস্তলটা।

[পিস্তলে একটা ক্যাপ ভরেন। কেতকীর দিকে নিশানা করে ট্রিগার টেপেন। কেতকী ভয়ে কুঁকড়ে যান।]

কৃষ্ণা ॥ ভয় পেয়ে গেছ, না? তুমি ভাবছিলে আমি সত্যি সত্যি তোমাকে গুলী করছি! কিন্তু এরকম ভাবার কোন মানে হয় না, বলো! তুমি যদি আমাকে গুলি করতে চাইতে তার একটা মানে হোত! আমি জানি, তোমার ক্ষতি করার জন্য তুমি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার কোন হাত ছিল না। তুমি ভাবো সেই হিন্দী ছবিটার তোমার Contract-টা আমিই কাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার কোন হাত ছিল না, বিশ্বাস করো! নাঃ, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই! তুমি আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না! (বাস্কেট থেকে বাটিকের কাজ করা একজোড়া চপ্পল বার করেন) এই চটিজোড়া আমার স্বামীর জন্য। চামড়ার ওপর বাটিকের কাজ করে কাথবার্টসন হার্পারে দিয়েছিলাম সেলাই করে দেওয়ার জন্য। Market থেকে ফেরার পথে নিয়ে এলুম।....আমার বাটিকের কাজ জঘন্য লাগে। কিন্তু ওর না সবকিছুতেই বাটিক পছন্দ।

[কেতকী উপেক্ষা মিশ্রিত কৌতুহল মাখানো চোখে ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলে তাকান।]

কৃষ্ণা ॥ (দু'হাতে দুটি চটি গলিয়ে) ওর পাগুলো কী ছোট্ট, না? আর এমন দুলকি চালে হাঁটে। চটি পরলে আরও যেন বাড়ায়। তুমি তো ওকে চটি পায়ে দেখইনি। সবসময় স্যুটেড-বুটেড দেখেছ। (কেতকী উচ্চ হাসেন) দাঁড়াও, তোমায় দেখাই। (চটি দুটোয় হাত গলিয়ে কৃষ্ণা টেবলের ওপর হাতচারি করেন। কেতকী আবার উচ্চ হাসেন) আর জানো। যখন ও চটে যায় তখন যেন চটির খসখসানি বেড়ে যায়!—'এই বাবুর্চটা কি কিছুতেই কফি করতে শিখবে না!' নয়তো মনে করো পায়ে মশা কামড়াচ্ছে।—তখন জোরে জোরে পা দিয়ে পা ঘষতে ঘষতে চেঁচাতে থাকবে 'উঃ বেয়ারা গুলোর কি কোনদিন আক্কেল হবে না। সন্ধ্যে বেলায় একটু ফ্লিট দিতে বাবুদের হুঁশ থাকে না!'

[একটা চটি অপর চটির ওপর ঘষতে থাকেন। কেতকী উচ্চগ্রামে হেসে ওঠেন।]

কৃষ্ণা ॥ এক একদিন বাড়ী ফিরে যখন চটি খুঁজে পায় না তখন—মঞ্জুটা আচ্ছা দুষ্টুতো! লুকিয়ে রাখে!—তখন····না, বসে বসে স্বামীর সম্বন্ধে Scandal করছি! It's really naughty! কিন্তু জানো, he is a darling—a real darling! তোমার ওর মতো স্বামী হওয়া উচিত ছিল। হাসছো কেন? মৃম্····? মৃম্····? জানো ওনা ভীষণ devoted! ও আমাকে বলেছে—তুমি খিলখিল করে হাসছো কেন?—ও আমাকে বলেছে, সেবার যখন আমি মাইসোরে out-door করতে গেলুম তখন ঐ গায়ত্রী—দু'একদিন ওকে ভজাতে চেষ্টা করেছিল! just ভাবো। কি impertinence! (বিরতি) আমি থাকতে কোনদিন ওকে বাড়ীর compound-এর ত্রিসীমানায় দেখতে পেলে ওর চোখ গেলে দিতুম! (বিরতি) ভাগ্যিস ফেরামাত্র ও নিজেই আমাকে সবকথা বলল! ভাবো, যদি কোন gossip থেকে কথাটা আমার কাণে পৌঁছাতো! (বিরতি) কিন্তু গায়ত্রী একা নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি! মেয়েরা in general কেন জানি ওর ব্যাপারে crazy! Ministry of cultural Affairs এ আছে, বোধ হয় cultural delegation এ ভেড়ার তালে ওর পেছনে ঘুর ঘুর করে।···· ওর ঠোঁট দুটোও খুব attractive।····তুমিও বোধ হয় এক আধবার ওকে involve করার তাল করেছ। তোমার ব্যাপারে আমি সবসময় কেমন uneasy feel করেছি! অবিশ্যি আমি। hundred percent sure ও কোনদিন তোমাতে interested নয়। কিন্তু আমার সবসময় মনে হয়েছে তোমার যেন ওর সম্পর্কে—কি যেন grudge আছে! (বিরতি। কিছুক্ষণ দুজনের মধ্যে অনিশ্চিত দৃষ্টি বিনিময় হয়।)

কৃষ্ণা ॥ আজ সন্ধ্যোয় আমাদের ওখানে চলো না, dinner-এ! please! তোমার তো আমাদের ওপর কোন রাগ নেই—at least, আমার ওপর

নেই তো। কারো সঙ্গে ill-feeling হলে কি রকম একটা কাঁটার মত খচ-খচ করতে থাকে, না! বিশেষত তোমার সঙ্গে। সেবারে তোমার সঙ্গে ওরকম করেছিলাম বলে তুমি বোধ হয়....(ক্রমেই ধীরে ধীরে) নাকি—কি জানি—নাকি—আসলে—

(বিরতি। কেতকী কৌতূহলী দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকান)

কৃষ্ণা ॥ তোমার আমার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা কিরকম অদ্ভুত—তোমার সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাপ হলো সেদিন থেকেই আমি তোমাকে কি রকম ভয় পেতুম।—এত ভয় পেতুম যে তোমাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করতুম না। সবসময়—floor-এ, party-তে, Film society-র show-তে—সব সময় তোমার কাছে কাছে থাকতুম। তোমার সঙ্গে শত্রুতা করার সাহস ছিল না, তাই তোমার বন্ধু হয়েছিলাম। কিন্তু তবুও....তুমি আমাদের বাড়ী এলেই কেমন যেন অস্বস্তি হোত—ও তোমার সামনে কেমন stiff হয়ে থাকত, তোমাকে মোটেই stand করতে পারত না—আর আমিও কিরকম uneasy feel করতাম—যেন অপরিচিত লোক তোমার blouse থেকে বেরিয়ে থাকা bra-এর strap টার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় চোখাচোখি হলে যেরকম অস্বস্তি সেইরকম! আমি ওকে বলতুম, 'Be nice to her!' কিন্তু কিছুতেই মানাতে পারতুম না। তারপর তুমি হঠাৎ উধাও হলে। শুনলাম মনোজিতের সঙ্গে engaged হয়েছো। আবার যখন আমাদের বাড়ী আসতে শুরু করলে তখন ওর সঙ্গে তোমার খুব ভাব হলো—যেন এতদিন ওর সম্পর্কে তোমার আসল feeling লুকিয়ে রেখেছিলে। আর আশ্চর্য। আমিও—আমিও কিন্তু একটুও jealous feel করিনি! Funny না? তারপর রঞ্জু হল। ওর প্রথম জন্মদিনে বিরাট party হল। তুমি সকাল থেকে আমাদের বাড়ী এসে খুব কাজ-টাজ করলে।—খুব খুশী হয়ে। সন্ধ্যেবেলা মাথা ধরেছে বলে ছাদে গেলে—ও তোমাকে ডেকে আনতে গেল—ছাদ থেকে নেমে এলে, তখন তোমাকে হঠাৎ ভীষণ upset

লাগছিল—তখন আমি এতসব ভাবিনি—এতদিন একবারও সেসব মনে হয়নি আমার—কিন্তু—আজ হঠাৎ—(হঠাৎ উঠে দাঁড়ান) তুমি চুপ করে আছ কেন ? একটা কথা বলছ না কেন তুমি ? তখন থেকে চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ—আর আমার মনের চিন্তাগুলোকে টেনে বার করে আনছ। তুমি—তুমি মনোজিতের সঙ্গে break off করলে কেন ? সেই সন্ধ্যের পর থেকে কেন তুমি আর আমাদের বাড়ী আসনি ? কেন তুমি আজ রাতে dinner-এ আসবে না ?

[কেতকী কিছু বলতে উদ্যত হন]

কৃষ্ণা ॥ না, থাক। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পারছি এখন। তাহলে সেই জন্যেই তুমি—সেই জন্যেই তুমি—সেইজন্যেই তুমি—। হঁ্যা, ঠিকই তো। সব দুই আর দুইযে চারের মত পরিষ্কার মিলে যাচ্ছে। এই তাহলে আসল ব্যাপার। উঃ। আমার তোমার সঙ্গে এক টেবলে বসতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না। (নিজের জিনিষপত্র পাশের টেব্‌লে নিয়ে যান) এই জন্যেই আমাকে সবকিছুইতে বাটিকের কাজ করতে হয়—যদিও—। সেই জন্যেই (চটিজোড়া মেজেতে ছুঁড়ে ফেলে দেন) গত পূজোয় আমি দার্জিলিং যেতে চাইলাম—ও তবু জোর করে মুসৌরী নিয়ে গেল—কেননা মুসৌরী তোমার প্রিয় জায়গা। সেইজন্যেই রঞ্জুর নাম জোর করে অমিত রাখা হল কেননা তোমার বাবার নাম অমিত। সেই জন্যেই আমাকে এমন, আর ষ্টিল গ্রে কলারের শাড়ী পরতে হয়। সেইজন্যেই আমাকে শচীনদেব বর্মনের গান শুনতে হয়। সেইজন্যেই আমাকে এত কফি খেতে হয়! Oh god। It's horrible। Horrible। তোমার likes—dislikes—সব কিছু আমার মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। এমন কি তোমার passions! Even your soul—আমার ভেতরে ঢুকে ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে আমাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে! আমি সব সময় তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছি। তুমি যেন সাপের মত আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ

করে টেনে রেখেছো! যখনই আমি পাখা মেলে উড়তে গেছি—তুমি তোমার ঐ ছোট ছোট কালো সর্পিল চোখ দিয়ে আমাকে hypnotize করে নামিয়ে এনেছে নীচে! হাত-পা বাঁধা—আমি জলের ভেতর যত সাঁতার কাটতে গেছি তত তলিয়েছি একেবারে নীচের গলা মাটীতে সেখানে তুমি তোমার claws গুটিয়ে বসে আছে আমার জন্য।—আর আমি নিশ্চল শুয়ে আছি—এখনো!

O off। I hate you, hate you, hate you! আর তুমি—তুমি ওখানে শান্ত ধীর-স্থির বসে আছ সারাদিন—সারা বছর পৃথিবীর সব চিন্তা মুছে ফেলে—লোকের সুখ-দুঃখের কথা না ভেবে—বসে আছ!—বসে আছ কাউকে ভালোবাসতে না পেরে, কাউকে ঘেন্না করতে না পেরে! কারো ক্ষতি করছ না—অথচ ঐখানটাই বসে আর সবার ক্ষতির খতিয়ান নিচ্ছ! Poor ketaki' I feel sorry for you! আমি জানি তুমি unhappy, unhappy because you are hurt! আর hurt হয়েছো, বলেই তুমি তুমি এত বাজে হয়ে গেছ! আমি আর তোমার ওপর রাগ করছি না—আমি জানি আমাকে নয় তোমাকেই করুণা করা দরকার।—সেইদিন সন্ধ্যেয় ওর সঙ্গে তোমার যাই হোক না কেন—তোমার সঙ্গে ওর যা কিছু ঘটে থাকুক না কেন—I don't care। why should I, after all—আর তুমি আমাকে এত কফি খাওয়া ধরিয়েছ তাতে কি এল গেল! অন্য যে কেউ একই জিনিষ করতে পারত! গ্লাসে চুমুক দেন। (বলে চলেন) আর তাছাড়া কোল্ড কফি তো গায়ের রঙ ফর্সা করে! আর তুমি যে আমাকে লেমন আর স্টিল গ্রে কলারের শাড়ী ধরিয়েছিলে—ভালোই তো! আমি খুঁটিয়ে দেখিছি—খুব critically—ঐ দুটো রঙে আমাকে বেশী attractive লাগে।...আর যখন আমাকে বেশী attractive দেখে তখন ও আমাকে বেশী বেশী ভালো ভালো আদর করে। —খারাপ আদর নয়, সেতো সবাই সবাইকে করতে পারে! আমি বেশ বুঝি, you've

lost him ! তুমি ভেবেছিলে আমি পালিয়ে যাব ! তুমিই তো পালিয়েছ ! —পালিয়ে ওইখানে বসে past regret করছ ! I don't regret anything ! After all, one mus'nt be petty !

জানো আমি বেশ বুঝতে পারছি after all, I'm the stronger ! At least এখন ! তুমি আমার থেকে, আমার থেকে কিছু নিতে পারনি। শুধু দিয়েছ। আমি সেই রূপকথার চোরের মত, তুমি ঘুম থেকে উঠে দেখলে আমি তোমার সব ঐশ্বর্য চুরি করে নিয়ে তোমাকে নিঃশেষ করে রেখে গেছি ! তুমি নিঃশেষ ! নইলে তুমি যা কিছু স্পর্শ কর তাই নষ্ট হয়ে যায় কেন ? কত লোকতো তোমার কাছে এল—স্মৃতি, দীপক, অমিতাভ, শ্রীমন্ত, মনোজিৎ—তুমি তো কাউকে ধরে রাখতে পারলে না। Inspite of all your batiks and passions—সব্বাই চলে গেল। তোমার quality তোমাকে বাঁচতে শেখাতে পারেনি, আমাকে পেরেছে। তোমার বাবার নাম অমিত কিন্তু অমিত নামের কোন ছেলে তুমি পাবে না !

আর তুমি সবসময় চুপ করে থাক কেন ?—সবসময়, সবসময় ! আগে ভাবতুম নিজের শক্তিতে তুমি সমাহিত। এখন বুঝি তুমি চুপ করে থাক কারণ তোমার কিছু বলার নেই ! তুমি নিঃশেষিত। (উঠে দাঁড়ান। চটি জোড়া মেজে থেকে তুলে বাস্কেটে ভরেন)

আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি—আর এই বাটিকের কাজ করা চটিজোড়া নিয়ে যাচ্ছি—তোমার বাটিক !

তুমি কারো কাছ থেকে কিছু শিখতে পারোনি—তুমি শুধু দিয়েছ—তাই তুমি ফুরিয়ে গেলে। কিন্তু—আমি—আমি এখনো সজীব রয়েছি।

Thank you, Ketaki ! তুমি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছ। ওকে তুমি ভালোবাসতে শিখিয়েছ—তার জন্যও তোমাকে thanks। এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি—আজ রাতে ওকে আমি খুউব ভালোবাসব।

[কৃষ্ণা চলে যান। পর্দা পড়ে]

বের্টোল্ট বেশটের
'দ্য বেগার অর দ্য ডেড ডগ'
অনুসরণে

একটি ভিক্ষুক অথবা একটি মৃত কুকুর

পরিমল মুখোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি
সম্রাট। ভিক্ষুক। সৈন্যবৃন্দ

[প্রবেশদ্বার। দ্বারের ডান দিকে নোংরা বাদশন একটি ভিক্ষুক বসে আছে। তার পরণে ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়। কপালটা কেমন সাদা সাদা। একটা বাঁশী (অথবা অন্য যে কোন বাদ্যযন্ত্র হতে পারে) ছেঁড়া কাপড় চোপড়ের তলায় ঢেকে রেখে দিয়েছে। সবে সকাল হল। কামানের গোলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কয়েকজন সৈন্য পরিবৃত হয়ে এ রাজ্যের সম্রাট (রাজা) দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হলেন। সম্রাটের মাথায় মুকুট বা পাগড়ী কিছুই নেই, লম্বা লালচে চুল মাথায়। পরণে বেগুনে রঙের উলের পোষাক। কয়েকবার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল]

সম্রাট॥ (ভিক্ষুককে দেখে) এটা আবার কে? ও—একটা ভিখিরি। এখন আমি আমার সবচেয়ে বড় শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছি বলে দেশের লোকেরা যে উৎসবের আয়োজন করেছে তাতে যোগদান করতে যাচ্ছি। দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই আমার জয়গান করছে। আর দেখ, ঠিক এই সময়েই এই ভিখিরিটা একটা সাক্ষাৎ দুঃখের রূপ নিয়ে আমার প্রবেশ দ্বারের সামনে বসে রয়েছে। কিন্তু যাই হোক এই ভিখিরিটার সংগে একটু কথাবার্তা বলা যাক। বড় ঘটনার সাথে সাথে তুচ্ছ

ব্যাপারের সাথেও একটু সংযোগ রাখলে ক্ষতি কি ? [ইসারায় সৈন্যদের চলে যেতে বলেন তারপর ভিখিরিকে]

ওহে শুনছ ! ওই ঘণ্টাগুলো বাজছে কেন বলত ?

ভিক্ষুক ॥ আজ্ঞে—আমার কুকুরটা মারা গেছে কিনা—তাই।

সম্রাট ॥ তা মরল কেন ? পাগল হয়ে গেছল নাকি ?

ভিক্ষুক ॥ আজ্ঞে না—বয়েস হয়েছিল তো ! তবে বেটা শেষ পর্যন্ত লড়ে গিয়েছিল। ওর-পাগুলোকে অমনভাবে কাঁপতে দেখে-আমি তো অবাক আমার বুকের ওপর ওর পা দুখানা রেখেছিল। সেই ভাবেই আমরা সারারাত শুয়েছিলাম। কখন যে ওর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল টেরও পাই নি· তারপর সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি বেটা মরে গেছে। কি আর করি একপাশে সরিয়ে রাখলাম। এখন আবার কোথাও যেতে পারছি না এটাকে ফেলে—পচতে শুরু করেছে তো ভীষণ দুর্গন্ধ !

সম্রাট ॥ ওটাকে কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলে না কেন ?

ভিক্ষুক ॥ সেটা তো আপনার দেখার কথা না মশায়. আপনার বুকে দেখছি নর্দমার মত একটা গর্ত আছে। তাই অমন বোকার মত কথা বলছেন। অবশ্য ওটা আপনার দোষ নয়। সবাই বোকার মত প্রশ্ন করে, ঠিক যেমন প্রশ্ন করাটাই বোকামি।

সম্রাট ॥ তাই বুঝি ! ঠিক আছে, তবু তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করছি—আরেকটা প্রশ্ন করছি বলতে পার। তোমাকে দেখাশোনা করবার কেউ আছে কি ? যদি না থাকে তাহলে তোমাকে মানে মানে নিজের থেকেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে। এ জায়গায় কোন মরা জন্তুটন্তু পচতে দেওয়া কিংবা কারও কোন হৈ চৈ আমি বরদাস্ত করি না।

ভিক্ষুক ॥ আমি কি চেঁচামেচি করছি ?

সম্রাট ॥ এবার তুমি নিজেই বোকার মত প্রশ্ন করলে—আর আমি বুঝতে

পারছি তোমার প্রশ্নের মধ্যে খানিকটা ব্যাঙ্গ আছে। আমি আবার ব্যঙ্গ-ট্যঙ্গ ভাল বুঝি না।

ভিক্ষুক ॥ সত্যি কথা বলতে কি আমিও ও-সব বুঝি না—যদিও আমার কথার মধ্যেই সেটা উঠল।

সম্রাট ॥ আমি তোমার কথার কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না। কিন্তু তোমার দেখাশোনা করে কে?

ভিক্ষুক ॥ একটি ছেলে আমার দেখাশোনা করে থাকে মাঝে মাঝে। ছেলেটির মা আলুর খেতে আলু খুঁড়তে খুঁড়তে এক দেবদূতের কাছ থেকে তাকে পেয়েছিল।

সম্রাট ॥ তোমার নিজের কোন ছেলেমেয়ে নেই?

ভিক্ষুক ॥ তারা সব মারা গেছে।

সম্রাট ॥ মরুভূমিতে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত সম্রাট তা' লি'র সৈন্যদের মত নাকি?

ভিক্ষুক ॥ সম্রাট তা' লি মরুভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন। তার লোকজনেরা বলেছিল, 'তা' লি ফিরে চল—আর এগুনো উচিত হবে না'। তা' লি সে কথায় কান না দিয়ে বলত 'ফিরব না, এই সমগ্র অঞ্চলটা আমাকে জয় করতেই হবে।' এইভাবে রোজ তারা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছিল, শেষে তাদের জুতোর চামড়া ক্ষয়ে গেল, পায়ের চামড়া ফেটে যেতে লাগল, চলচ্ছক্তিহীন তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো। হঠাৎ এক দিনের এক ঘূর্ণী ঝড়ে তাদের একটা উট তাদেব চোখের সামনেই মারা পড়ল। একদিন এক মরুস্থানের সামনে তারা হাজির হ'ল, তাদের নিজেদের ফেলে আসা সুখশান্তিময় ঘরের কথা মনে পড়ল। একদিন সম্রাটের ছোট ছেলে একটা জলাধারে পড়ে ডুবে মরে গেল। সাতদিন ধরে তারা ছোট রাজকুমারের মৃত্যুশোক পালন করল। ঘোড়াগুলো একে একে মরে যেতে লাগল। তাদের সঙ্গের মহিলারা চলচ্ছক্তিরহিত হ'ল। অবশেষে একদিনের এক প্রচণ্ড ঘূর্নিবাত্যায়

সবাই বালির স্তূপে কবরস্থ হ'ল। সব উদ্যমের শেষ হ'ল। সব দুঃখের অবসান। সর্বত্র শান্তি সমগ্র মরু অঞ্চলটি তাদের চিরকালের জন্য অধিকৃত হ'ল। আমি অবশ্য জায়গাটার নাম ভুলে গেছি।

সম্রাট॥ তুমি এতসব শুনলে কোথায়? এর একটা কথাও সত্যি না। ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল।

ভিক্ষুক॥ যখন ও খুব শক্ত সমর্থ হয়ে উঠল যখন আমাকে তার বাচ্চা খোকার মত মনে হল তখনই আমি পালিয়ে এলাম কারণ আমার ওপর কেউ কর্তামি ফলাবে তা একেবারে অসহ্য।

সম্রাট॥ কার কথা বলছ তুমি?

ভিক্ষুক। মেঘ জড়ো হ'ল মাঝরাতে আকাশে তারা ফুটে উঠল তারপর চারিদিক নিঃঝুম

সম্রাট॥ মেঘে কি শব্দ হয়?

ভিক্ষুক॥ নদীর তীরে যে বস্তি বাড়িগুলো ছিল, গত সপ্তাহের বন্যায় তারো অনেকেই মারা গেল।

সম্রাট॥ তুমি দেখছি অনেক কিছুই জান। তুমি কি কখনও ঘুমোও না?

ভিক্ষুক॥ আমি যখন মেঝের পাথরের ওপর শুয়েছিলাম তখন বাচ্চাটি তার জন্মমুহূর্তে চেঁচাচ্ছিল। তারপর একটা নতুন ধরণের বাতাস বইতে শুরু করল।

সম্রাট॥ কাল রাতে আকাশে তারা ছিল, নদীর ধারে কেউ মরে নি, কোন শিশুও জন্মায় নি, কোনরকম বাতাসও ছিল না।

ভিক্ষুক॥ তাই যদি হয় তাহলে আপনি নিতান্তই অন্ধ, কালা এবং অজ্ঞ। কিংবা এটা আপনার এক ধরণের বিদ্বেষপরায়ণতা।

[কিছুক্ষণের নীরবতা]

সম্রাট॥ তুমি সবসময় কি কর? তোমাকে তো এর আগে কখনও দেখিনি। তোমার দিনই বা চলে কি করে?

ভিক্ষুক ॥ আজ আমি বুঝতে পারলাম অনাবৃষ্টির জন্য এবৎসর ভুট্টার ফলন খুবই খারাপ। ক্ষেতের ওপর দিয়ে কেমন এক গরম হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

সম্রাট ॥ ঠিক বলেছ। ভুট্টার ফলন খুবই খারাপ।

ভিক্ষুক ॥ ৩৮ বছর আগে ঠিক এরকম হয়েছিল। সেবার সূর্যের তাপে ভুট্টা গাছ ধ্বংস হতে শুরু করল এবং পুরোটা ধ্বংস হবার আগেই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল। ইঁদুরেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর তারা গ্রামগুলোতে চলে এল এবং মানুষের খাবারে ভাগ বসাল। সেই খাবারই তাদের মৃত্যুর কারণ হ'ল।

সম্রাট ॥ কই আমি তো এমন ঘটনার কথা শুনিনি। অন্যগুলোর মত এটাও নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত। ইতিহাসে এমন ঘটনার উল্লেখ নেই।

ভিক্ষুক ॥ ইতিহাস বলে কিছু নেই।

সম্রাট ॥ তাই নাকি! তাহলে আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন এদের কি হবে?

ভিক্ষুক ॥ ওসব গল্প। রূপকথা। কোন্ নেপোলিয়নের কথা বলছ বল ত?

সম্রাট ॥ যিনি অর্দ্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলেন এবং ক্ষমতার দম্ভে যাঁর পতন হয়েছিল।

ভিক্ষুক ॥ নেপোলিয়ন নিজে এবং পৃথিবী ছাড়া আর কেউ ওকথা বিশ্বাস করে না। ও একটা বাজে-ভুল কথা। আসলে নেপোলিয়ন এমন এক মোটা মাথার লোক ছিলেন যিনি একটা বড়ো নৌকা বাইবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নৌকোতে কনুই নাড়ানোর জায়গা না থাকায় নৌকো যারা বাইতে বসেছিল তারা বাইতে পারছিল না সুতরাং মাঝ দরিয়ায় নৌকো ডুবল।

সম্রাট ॥ বাজে কথা। অন্য গল্পগুলো মোটামুটি শোনার মত বলেছ কিন্তু

এটা একেবারে বাজে। যাইহোক—তুমি তোমার দেশের সম্রাট সম্বন্ধে কি ভাব বলত ?

ভিক্ষুক ॥ সম্রাট বলে কোন লোক নেই। শুধু দেশের লোক ভাবে সম্রাট বলে কেউ একটা আছে আর একজন বিশেষ ব্যক্তি ভাবেন তিনিই সম্রাট। তারপর অনেক সৈন্যবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ীর সৃষ্টি হয়, বাদকদের মহড়া সম্পূর্ণ হয় তখন শত্রুপক্ষের উপস্থিতি অর্থাৎ যুদ্ধ।

সম্রাট ॥ এ দেশের সম্রাট কিন্তু তাঁর শত্রুকে পরাজিত করেছেন।

ভিক্ষুক ॥ ছাই। তিনি তাকে হত্যা করেছেন। পরাজিত নয়। একটা বোকা আর একটা বোকাকে হত্যা করেছে।

সম্রাট ॥ এ দেশের সম্রাটের এক কঠিন শত্রু ছিল—বিশ্বাস কর।

ভিক্ষুক ॥ একটা লোক আমার চালে পাথর মিশিয়েছে। ও লোকটা আমার শত্রু। ওর গর্ব ছিল যে ওর হাত দু'খানা বেশ শক্ত। লোকটা কর্কট রোগে মারা গেল। ওকে যখন কফিনে ভরা হল, তখন ভুলবশতঃ ওর একটা হাত কফিনের ডালার বাইরে বেরিয়ে রইল। কফিনটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় একটা হীনবল, অসহায় হাত বাইরে ঝুলে থাকতে দেখা গেল।

সম্রাট ॥ এত বাজে কথা বলতে তোমার খারাপ লাগে না ?

ভিক্ষুক ॥ অনেক আগে আমি দেখতাম আকাশের বুকে অশেষ মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সম্রাট ॥ এখন তো আকাশে একফোঁটাও মেঘ নেই। তুমি কি যে বল কিছুই বোঝা যায় না। তোমার কথার কোন মানেই হয় না এটা প্রমাণিত। সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার।

ভিক্ষুক ॥ সূর্য বলে কিছু নেই।

সম্রাট ॥ তুমি সাংঘাতিক তো। একটা বদ্ধ পাগল।

ভিক্ষুক ॥ কুকুরটা খুব ভাল ছিল জানেন, সাধারণ কুকুরের মত নয়। ওকে

প্রশংসা করার অনেক কারণ আছে। ও আমাকে মাংস এনে দিত। যাতে আমার কম্বলে বসে থাকতো। একবার ও আমগাছে একটি ইঁদুর-টে মুখে করেছিল। আমি বাউকে কোনদিন শোনাবার মত কিছু বলতে পারিনি বলে সকলে আমার বিরুদ্ধে একটা ভীষণ কিছু করতে চাইছিল। এমনকি আমার বিরুদ্ধে সেপাইও তলব করা হল। কিন্তু আমার কুকুরটা সবাইকে তাড়িয়ে দিল—আমার প্রাণ রক্ষা করে দিল।

সম্রাট ॥ আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন?

ভিক্ষুক ॥ আপনাকে বোকা বলে মনে করি নাই।

সম্রাট ॥ আমার সম্বন্ধে আর কি ভাব?

ভিক্ষুক ॥ আপনি ক্ষীণকণ্ঠ সুতরাং, ভীরু সম্প্রদায়ের। আপনি বেশী প্রশ্ন করেন সুতরাং তোষামুদে। আপনি আমাকে কথায় ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করেছেন— সুতরাং কোন কিছুর সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়তা নেই এমনকি নিশ্চিত ব্যাপারেও নয়। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না অথচ আমার কথা শুনতেও চান সুতরাং আপনি দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। সবশেষে আপনার চেয়েও উঁচুদরের লোক থাকা সত্ত্বেও উদাহরণ স্বরূপ আমি থাকতেও আপনি বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী যেন আপনাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। এ ছাড়া আপনি অন্ধ, কালা এবং বোকা। আপনার অন্যান্য দোষগুলোর সম্বন্ধে আমার আর কিছু জানা নেই।

সম্রাট ॥ কথাগুলো ভালো শোনাচ্ছে না। তুমি কি আমার মধ্যে গুণের কিছু দেখতে পাও না।

ভিক্ষুক ॥ আপনি ধীরে কথা বলেন সুতরাং আপনি নম্র প্রকৃতির। আপনি অনেক প্রশ্ন করেন সুতরাং আপনি জ্ঞানলাভ করতে চান। সবকিছু ওজন করে দেখেন সুতরাং আপনি সন্দেহবাদী। যা মিথ্যে বলে মনে করেন সেগুলোও আপনি শুনতে চান সুতরাং আপনি সহনশীল। আপনি মনে করেন সবকিছুই আপনাকে কেন্দ্র করে ঘটছে সুতরাং আপনি অন্যদের

চেয়ে খারাপ বা বোকা নন। এ ছাড়া অনেক দেখে শুনেও আপনি হতবুদ্ধি নন এবং আপনার যা দেখার নয় বা শোনার নয় তা নিয়ে মাথা ঘামান না। আপনার অন্যান্য গুণ যা আছে তা আমার চেয়ে আপনি বা অন্য কেউ ভাল জানে।

সম্রাট ॥ তুমি রসিক বটে হে।

ভিক্ষুক ॥ এর সংযমের তোমাকে দুই পুরস্কারের যোগ্য। কিন্তু এই যে আপনি আমাকে সামান্য তোষামোদ করলেন এর জন্য কিন্তু আপনাকে কোন পুরস্কার দেব না।

সম্রাট ॥ আমি কিন্তু আমার উদ্দেশ্যে সবরকম কাজেরই যোগ্য পুরস্কার দিয়ে থাকি।

ভিক্ষুক ॥ সেটা আপনার আত্মার হীনতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য করে থাকেন।

সম্রাট ॥ তোমার বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ নেই— এটাকেও কি আমার নীচতা বলবে?

ভিক্ষুক ॥ নিশ্চয়ই। কেননা আমার বিরুদ্ধে আপনার করবার মত কিছুই নেই।

সম্রাট ॥ আমি তোমাকে অন্ধকার কারাকক্ষে নিক্ষেপ করতে পারি।

ভিক্ষুক ॥ ও জায়গাটা কি খুব ঠাণ্ডা?

সম্রাট ॥ ওখানে সূর্যের আলো ঢুকতে পায় না।

ভিক্ষুক ॥ সূর্য বলে কিছু নেই একবার বললাম না। আপনার স্মরণশক্তি বলে কিছু নেই দেখছি।

সম্রাট ॥ আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি।

ভিক্ষুক ॥ বেশতো। তাহলে আমায় আর বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না, আমার শরীর থেকে পোকামাকড় পালিয়ে যাবে। খিদের জ্বালায় কষ্ট পেতে হবে না। চারিদিক দিয়ে শান্তি আমাকে গ্রাস করবে—অমন শান্তি আমি কোথাও পাইনি।

[একজন বার্তাবাহক এসে আস্তে আস্তে সম্রাটকে কিছু বলল]

সম্রাট ॥ (বার্তাবাহককে) হ্যাঁ ওদের বল আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। (বার্তাবাহক চলে গেল) (ভিক্ষুককে) না ওসবের কিছুই আমি করব না। অন্য কি করা যায় ভাবছি।

ভিক্ষুক ॥ আপনার ভাবনার কথা অন্য কাউকে বলবেন না যেন তাহলে হয়ত—

সম্রাট ॥ না না—আমাকে অবজ্ঞা করবে এমন লোক নেই।

ভিক্ষুক ॥ সকলে আমাকেও সম্মান করে কিন্তু তাতে আমি কিছু মনে করি না। শুধু কিছু কিছু লোক আছে যারা বারবার একটা প্রশ্ন করে আর তা বকবকানিতে আমাকে বিরক্ত করে তোলে।

সম্রাট ॥ আমি কি তোমায় বিরক্ত করছি।

ভিক্ষুক ॥ এই রে। আজকের যত প্রশ্ন আপনি করলেন এটাই সবচেয়ে বোকার মত হল যে। আপনি তো দেখছি নির্লজ্জ। মানুষের একান্ত গোপনীয় ব্যাপারে আপনার শ্রদ্ধা নেই দেখছি। আমার মত একজন সামান্য লোকেরও মতামতের প্রত্যাশায় থাকেন। আপনি প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধায় একান্তই নির্ভরশীল দেখছি।

সম্রাট ॥ আমি ওদের শাসক, তাই ওরা আমাকে শ্রদ্ধা করে

ভিক্ষুক ॥ তাই বুঝি। লাগাম ভাবে সে বুঝি ঘোড়াকে শাসন করে, চড়ুই পাখীর ঠোঁট ভাবে সে চড়ুইকে চালনা করে আর তালগাছের সবচেয়ে উঁচু শাখাটি ভাবে সে তালগাছকে স্বর্গের দিকে টেনে উঁচিয়ে ধরে আছে।

সম্রাট ॥ তুমি বিদ্বেষপরায়ণ। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি এগুলো সব আহত গর্বেরই নামান্তর তা না হলে তোমাকে শেষ করে ফেলতাম।

[ভিখিরি তার যন্ত্রটা বাজায়। একটা লোক চলে যেতে যেতে ভিখিরিকে একটা নমস্কার জানিয়ে যায়]

ভিক্ষুক ॥ (যন্ত্রটি সরিয়ে রেখে) এই লোকটা দেখলেন, ওর স্ত্রী ওর কাছ

থেকে সুযোগ পেলেই টাকাপয়সা চুরি করত। বউটা রাত্রে স্বামীর বুকের ওপর শুয়ে থাকত তার টাকা চুরি করবার জন্য। মাঝরাতে স্বামী বউকে ওভাবে বুকের ওপর পড়ে থাকতে দেখে ভাবত বউ তাকে এত ভালভাসে যে মাঝরাতে তার চাঁদবদন দেখার লোভ সামলাতে না পেরে বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছে। সেই আনন্দে সে আবার তখন ঘুমিয়ে পড়ত এবং এরই জন্য সে—বউয়ের টাকা পয়সা চুরির ব্যাপারটাকে ক্ষমা করে দিত।

সম্রাট ॥ আবার বাজে বকতে শুরু করেছ।

ভিক্ষুক ॥ এবার আপনি আসতে পারেন মশায়। আপনি অশিষ্ট হয়ে উঠেছেন।

সম্রাট। অসহ্য।

[ভিখিরি আবার বাজাতে শুরু করে]

সম্রাট ॥ বাজনা শোনা শেষ হয়েছে তোমার?

ভিক্ষুক ॥ আবার সকলে এই একটুখানি সঙ্গীতের সুরের জন্য আকাশকে সুন্দর হতে এবং পৃথিবীকে সার্থক হতে দেখবে। তাদের জীবন দীর্ঘায়িত হবে। সকলে প্রতিবেশীদের ক্ষমা করতে শিখবে।

সম্রাট ॥ ভাল। এবার বলতো তুমি কেন আমাকে সহ্য করতে পার না আর কেনই বা তুমি আমাকে এত সব কথা বললে।

ভিক্ষুক ॥ কেনন: আমার কথা গুলো শোনবার জন্য আপনার গর্বিত ভাবটি ছিল না, আমি অবশ্য কথাগুলো আমার মৃত কুকুরটার কথা ভোলাবার জন্যই বলেছি।

সম্রাট ॥ এবার আমি চলে যাচ্ছি। আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল দিনটাকে তুমি নষ্ট করে দিলে। আমার এখানে আসাই উচিত হয় নি। অনুকম্পা সবসময় ভাল নয়। তোমার স্বপক্ষে অবশ্য একটা কথাই বলা যেতে পারে

যে তোমার সৎসাহস আছে এবং এই সৎসাহসটুকুর জন্যই আমি আমার লোকেদের এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি।

[সম্রাট সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তোরণ দ্বার দিয়ে ভেতরে চলে যান   আবার ঘণ্টাধ্বনি]

ভিক্ষুক ॥ [দেখে মনে হয় অন্ধ] যাক চলে গেছে। এখন নিশ্চয় দুপুর হব হব, বাতাসটা গরম লাগছে। ছেলেটা বোধ হয় আজ আর আসবে না। শহরে কোথায় যেন একটা উৎসব হচ্ছে খোকাটা নিশ্চয় সেখানে গেছে। কি আর করি। কুকুরটা মরে গেল— ওর কথাই বসে বসে ভাবা যাক।

বাগানের মাঝখানে ডন পারলিমপ্লিন এবং বেলিজার প্রেম

রচনা : ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকা।

অনুবাদ : রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

চরিত্রলিপি

ডন পারলিমপ্লিন	বেলিজা
মারকোফা	বেলিজার মা
প্রথম স্প্রাইট	দ্বিতীয় স্প্রাইট

সূত্রপাত

[ডন পারলিমপ্লিনের বাড়ী। সবুজ দেওয়াল ; আসবাব পত্রের রঙ নিকষ কালো। পিছন দিকে বড়ো চওড়া বারান্দা, সেটির পিছনে দেখা যায় বেলিজাদের বারান্দা। যন্ত্রসঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। পারলিমপ্লিনের পরনে সবুজ কাসক, মাথায় শ্বেত শুভ্র কুঞ্চিত পরচুলা। পরিচারিকা মারকোফার পরনে গতানুগতিক পোষাক।]

পারলিমপ্লিন ॥ হ্যাঁ ?

মারকোফা ॥ হ্যাঁ !

পারলিমপ্লিন ॥ কিন্তু কেন 'হ্যাঁ' ?

মারকোফা ॥ হ্যাঁ বলেই হ্যাঁ।

পারলিমপ্লিন ॥ কিন্তু আমি যদি বলি 'না' ?

মারকোফা ॥ (ঝাঁঝের সঙ্গে) না ?

পারলিমপ্লিন ॥ না।

মারকোফা ॥ বেশ, প্রভু অন্তত আমাকে 'না'র কারণটা বুঝিয়ে বলুন।

পারলিমপ্লিন ॥ তুমি তো আমার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করো....তুমিই বুঝিয়ে বলো না 'হ্যাঁ'র যুক্তিটা কি ?

[বিরতি]

মারকোফা ॥ কুড়ি আর কুড়ি চল্লিশ....

পারলিমপ্লিন ॥ (শুনতে থাকে) তারপর····

মারকোফা—আর দশ হলো পঞ্চাশ।

পারলিমপ্লিন ॥ বলে যাও।

মারকোফা ॥ পঞ্চাশ বছর বয়সে তো কেউ শিশু থাকে না।

পারলিমপ্লিন ॥ নিঃসন্দেহে।

মারকোফা ॥ আমি যখন তখন মরে যেতে পারি।

পারলিমপ্লিন--ঈশ্বর না করুন '

মারকোফা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) একেবারে একা আপনার কি হবে ?

পারলিমপ্লিন—কি হবে আমার ?

মারকোফা ॥ সেই জন্যই আপনার বিয়ে করা দরকার।

পারলিমপ্লিন ॥ (কিঞ্চিৎ বিহ্বল) হ্যাঁ ?

মারকোফা ॥ (দৃঢ়ভাব সঙ্গে) হ্যাঁ।

পারলিমপ্লিন ॥ (অসহায় ভাবে) কিন্তু মারকোফা··· কেন হ্যাঁ' ? আমার শৈশবে একটি মহিলাকে দেখেছিলুম তার স্বামীকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে। স্বামীটা জুতো সাবাতো। আমি কিছুতেই ঘটনাটা ভুলতে পারি না। আমি বরাবরই ভেবেছি অবিবাহিত থাকবো। এই বই গুলোই আমার কাছে যথেষ্ট। বিয়ে করে কি লাভ আমার ?

মারকোফা ॥ প্রভু, বিয়েতে অনেক মজা। বাইরে থেকে সবটা বোঝা যায় না। কত আনন্দ লুকোনো আছে এতে··· সে সব প্রভুর সামনে বলা যায় না। দেখছেন···

পারলিমপ্লিন ॥ কি ?

মারকোফা ॥ আমি····আমি লজ্জা পাচ্ছি।

[পিয়ানোর শব্দ]

বেলিজার কণ্ঠস্বর—(ভেতর থেকে গান)

হায় প্রেম, হায় প্রেম !

সোনার স্তম্ভের মতো আমার জঙ্ঘায়
শ্বেত-শুভ্র দীপ্তি-দ্যুতিতে
সহস্র সূর্যের ছ্টা ম্লান হয়ে যায়।
রসের ভাণ্ডার যেন পীনপয়োধর।
হায় প্রেম!
ঊষার মলিন শশী—রাত চলে যায়।
হায় রাত্রি, নিওনা নিওনা বিদায়!

মারকোফা ॥ এবার প্রভু আমার যুক্তি বুঝতে পারবেন।

পারলিমপ্লিন ॥ (মাথা চুলকে) মেয়েটি সুন্দর গান গায়।

মারকোফা ॥ ঐ মেয়েটি প্রভুর যথাযোগ্য পাত্রী। সুন্দরী বেলিজা।

পারলিমপ্লিন ॥ বেলিজা····কিন্তু আমার তো মনে হয়····?

মারকোফা ॥ না। আসুন। (হাত ধরে বারান্দার দিকে নিয়ে যায়) ডাকুন, বেলিজা।

পারলিমপ্লিন ॥ বেলিজা····

মারকোফা ॥ জোরে।

পারলিমপ্লিন ॥ বেলিজা'

[বিপরীত দিকের বাড়ীর বারান্দায় আসার দরজা খুলে যায়। রূপে ঝলমলে বেলিজা বেরিয়ে আসে, মেয়েটি অর্দ্ধনগ্ন।]

বেলিজা ॥ কে ডাকে?

[মারকোফা পদার পিছনে লুকিয়ে পড়ে।]

মারকোফা ॥ উত্তর দিন।

পারলিমপ্লিন। (শিহরিত) আমি····ডাকছিলাম।

বেলিজা ॥ হ্যাঁ?

পারলিমপ্লিন ॥ হ্যাঁ।

বেলিজা ॥ কিন্তু 'হ্যাঁ' কেন?

পারলিমপ্লিন ॥ হ্যাঁ বলেই হ্যাঁ।

বেলিজা ॥ কিন্তু আমি যদি বলি, না।

পারলিমপ্লিন ॥ তাহলে আমি দুঃখ পাবো কেন না....আমরা ঠিক করেছি যে....
আমি বিয়ে করতে চাই।

বেলিজা ॥ (হেসে ওঠে) বিয়ে....কাকে?

পারলিমপ্লিন ॥ তোমাকে।

বেলিজা ॥ (গম্ভীর) কিন্তু....মা। মা....মা ...আ....।

মারকোফা ॥ ভালোই এগোচ্ছে!

[মা'র প্রবেশ। মাথায় বিরাট পরচুলা, পুঁতির মালা, রিবন ইত্যাদি]

বেলিজা ॥ ডন পারলিমপ্লিন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি কি করবো?

মা ॥ (পারলিমপ্লিনকে) শুভ সন্ধ্যা। আমি বরাবরই আমার মেয়েকে আপনার সম্পর্কে বলেছি....আপনার এই রুচি এই ভদ্রতা এ নিশ্চয় আপনার মার কাছ থেকে পাওয়া....যদিও অবশ্য আপনার মাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

পারলিমপ্লিন ॥ ধন্যবাদ।

মারকোফা ॥ (পর্দার আড়াল থেকে, প্রায় ক্ষেপে গিয়ে) আমি ঠিক করেছি যে আমি...

পারলিমপ্লিন ॥ আমরা স্থির করেছি যে আমরা....

মা ॥ বিবাহের প্রস্তাব করতে চান, তাই তো?

পারলিমপ্লিন ॥ হ্যাঁ তাই।

বেলিজা ॥ কিন্তু মা, আমি?

মা ॥ তুমি অবশ্যই রাজী। ডন পারলিমপ্লিন স্বামী হিসেবে অত্যন্ত কাম্য।

পারলিমপ্লিন ॥ আমি....আমি ওরকম হবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

মারকোফা ॥ (পারলিমপিনকে ডেকে) প্রায় ঠিক হয়ে গেছে ব্যাপারটা।

পারলিমপ্লিন ॥ তোমার তাই মনে হচ্ছে?

[চ পাশরে ভুক্তনে কথ বলতে থাকে]

মা ॥ (বেলিজাকে) ডন পারলিমপ্লিনের অনেক জমি আছে। সেই জমিতে অনেক ফসল হয় আর অনেক ভেড়া চরে। বাজারে সেগুলো বিক্রী হয় অনেক টাকায়। সে টাকা [illegible] হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় [illegible] মানুষেরা সুন্দর [illegible]।

পারলিমপ্লিন ॥ তাহলে..

মা ॥ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে.. বেলিজা, ভেতরে যাও। কুমারী মেয়েদের সব কথা শুনতে নেই।

বেলিজা ॥ এখন যাই তাহলে। (ভেতরে চলে যায়)

মা ॥ আমার মেয়ে হলো ফুটন্ত গোলাপ। ওর মুখখানা দেখেছেন? (কণ্ঠস্বর নীচু করে) তাকে যদি আর সব দেখেন! চিনির মত মিষ্টি আর নরম, মাখনের মতো [illegible] কিন্তু আপনার মতো বিচক্ষণ আধুনিক মেজাজের লোককে এসব বলা মানে মায়ের কাছে মাসীর গল্প বলার মতো।

পারলিমপ্লিন ॥ তাহলে, হুঁ।।

মা ॥ নিশ্চই তা। আপনার সঙ্গে কি আমি ঠাট্টা করতে পারি?

পারলিমপ্লিন ॥ আমি কি করে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাবো....?

মা ॥ ওঃ। 'আমাদের কৃতজ্ঞতা'। কি অপূর্ব ভাবাজ্ঞান! 'আমাদের' মানে হলো আপনার নিজের এবং আপনার হৃদয়ের। আমি বুঝেছি.... আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি যদিও কুড়ি বচ্ছর আমার কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

মারকোফা ॥ (আড়ালে) বিয়েটা।

পারলিমপ্লিন ॥ তাহলে বিবাহ

মা ॥ যেদিন আপনার ইচ্ছে। যদিও....(রুমাল বার করে চোখ মোছে)....
প্রত্যেক মার কাছেই....পরে দেখা হবে তাহলে। (চলে যায়)

মারকোফা ॥ যাক, হলো শেষ পর্যন্ত।

পারলিমপ্লিন ॥ মারকোফা, মারকোফা, আমাকে কোথায় ঠেলে দিতে চাইছো তুমি ?

মারকোফা ॥ বিয়ের খাটে।

পারলিমপ্লিন ॥ আমার আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাকে একটু জল এনে দিচ্ছ না কেন ?

[মারকোফা পারলিমপ্লিনের কাছে গিয়ে তার কানে কানে কথা বলে]

আমার—আমার ভাবতেও অবাক লাগছে।

[পিয়ানোর বাজনা শোনা যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় বেলিজাদের বারান্দায় পর্দা খুলে প্রায় নগ্ন বেলিজা বেরিয়ে আসে এবং অলস লাস্যে গান ধরে।]

বেলিজা ॥ হায় প্রেম, হায় প্রেম।

সোনার স্তম্ভের মতো আমার জঙ্ঘার
শ্বেত-শুভ্র দীপ্তি-দ্যুতিতে
সহস্র সূর্যের ছটা ম্লান হয়ে যায়।

মারকোফা ॥ অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি।

পারলিমপ্লিন ॥ চিনির মত মিষ্টি....ভেতরটা মাখনের মত নরম। আমাকে কি ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে পারবে ?

মারকোফা ॥ শুরুতেই চমক দিয়ে রাখলে মেয়েরা ঠাণ্ডা থাকে।

বেলিজা ॥ হায় প্রেম।

উষার মলিন শশী ! —রাত চলে যায়
হায় রাত্রি, নিও না নিও না বিদায় !

পারলিমপ্লিন ॥ ও কি বলতে চায়, মারকোফা? ওর গানের মানে কি?

[মারকোফা হাসতে থাকে]

এ আমার কি হচ্ছে মারকোফা? আমার সব কিছু যেন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে!

[পিয়ানো বাজতেই থাকে। বারান্দার সামনে দিয়ে এক ঝাঁক কালো কাগজের পাখী উড়ে যায়।]

পর্দা

প্রথম দৃশ্য

[ডন পারলিমপ্লিনের ঘর। ঘরের মাঝখানে বিরাট এক পালঙ্ক, তার ওপরে পাখীর পালক গোঁজা চাঁদোয়া। পিছনের দেওয়ালে ছটি দরজা। ডানদিকের প্রথম দরজাটি ডন পারলিমপ্লিনের প্রবেশ-প্রস্থান পথ। বিবাহ-রাত্রি। বাতিদান হাতে মারকোফা বাঁদিকের প্রথম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।]

মারকোফা ॥ শুভরাত্রি।

বেলিজা ॥ (ভিতর থেকে) শুভ রাত্রি মারকোফা।

[ডন পারলিমপ্লিনের প্রবেশ। পরণে অসামান্য সুন্দর পোষাক]

মারকোফা ॥ প্রভুর বিয়ের রাত আনন্দের হোক এই কামনা করি।

পারলিমপ্লিন ॥ শুভ রাত্রি, মারকোফা। (মারকোফা বিদায় নেয়। ডন পারলিমপ্লিন পা টিপে টিপে সামনের ঘরের দিকে যায়, দরজায় চাবীর ফুটো দিয়ে দেখে) বেলিজা, অজস্র লেসের ঠাসবুনুনিতে তুমি যেন সাগরের ঢেউ....তোমাকে দেখে আমার শৈশবে সমুদ্র দেখে যেমন ভয় করেছিলো তেমনি ভয়-ভয় করছে। গীর্জা থেকে তুমি আমার বাড়ীতে আসার পর

থেকে গোটা বাড়ী জুড়ে কি এক আশ্চর্য গোপন ফিসফিসানি····
ফুলগুলোর বুকে এক নতুন উত্তাপ···· ওঃ। পারলিমাপ্লিন—তুমি কোথায়, পারলিমাপ্লিন।

[চুপিচুপি বেরিয়ে যায়। বেলিজা ঢোকে। পরণে লেসে বোনা ঢিলে শোবার পোষাক। মাথায় কাজকরা টুপি। তার পিছন থেকে লেসের ওড়না ঝুলছে পা পর্যন্ত। চুল খোলা, হাত নগ্ন।)

বেলিজা॥ এ কি, ঘরে চামেলির গন্ধ কেন? আমি যুঁইয়ের গন্ধ ব্যবহার করতে বলেছিলাম পারিচারিকাকে।—(শয্যার দিকে যায়) তাছাড়া সবচেয়ে সুন্দর চাদরও তো দেওয়া হয়নি।

(এমন সময় গিটারের হাল্কা বাজনা শোনা যায়। বেলিজা তার স্তন দুটির ওপর হাত চেপে ধরে।)

আঃ। যে আমাকে গভীর আশ্লেষে চায় সেই আমাকে পায়। আমার পিপাসা কখনো মেটে না। সর্বাঙ্গ জুড়ে কি অবিরাম তৃষ্ণা আমার—যত পাই ততই বাড়ে।

(বাজনা বাজতেই থাকে।)

ওঃ কি অপূর্ব সুর। অপূর্ব—রাজহংসের শিহরিত শুভ্র পালকের মত—ওঃ। একি আমি না এই সুর—?

(ঢিলে লাল ভেলভেটের পোষাক কাঁধে ঝুলিয়ে বেলিজা ঘর জুড়ে পায়চারী করতে থাকে। বাজনা থেমে গেছে। পাঁচটি শিষের আওয়াজ শোনা যায়)

বেলিজা॥ একসঙ্গে পাঁচজন!

[পারলিমপ্লিন প্রবেশ করে।]

পারলিমপ্লিন॥ বিরক্ত করছি না তো তোমাকে।

বেলিজা॥ সে কি কথা।

পারলিমপ্লিন॥ তোমার ঘুম পেয়েছে?

বেলিজা ॥ (সবিদ্রূপে) ঘুম !

পারলিমপ্লিন ॥ হাওয়ায় একটু হিমেল আমেজ মিশেছে। (হাত ঘষতে থাকে)

বেলিজা ॥ (সপ্রত্যয়ে) পারলিমপ্লিন।

পারলিমপ্লিন ॥ (শিহরিত) তুমি—কি চাও ?

বেলিজা ॥ (অনিশ্চিতভাবে) বেশ নামটি—'পারলিমপ্লিন'।

পারলিমপ্লিন ॥ তোমার নামটি আরো সুন্দর—বেলিজা '

বেলিজা ॥ (হেসে উঠে) ধন্যবাদ।

[স্বল্প নিস্তব্ধতা]

পারলিমপ্লিন ॥ তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

বেলিজা ॥ কি কথা ?

পারলিমপ্লিন ॥ আমি মন ঠিক করতে অনেক দেরী করে ফেলেছি····কিন্তু····

বেলিজা ॥ হ্যাঁ, বলো।

পারলিমপ্লিন ॥ বেলিজা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বেলিজা ॥ কিন্তু হে ভদ্রমহোদয়, এটা তো তোমার কর্তব্য।

পারলিমপ্লিন ॥ তাই নাকি ?

বেলিজা ॥ নিশ্চয় '

পারলিমপ্লিন ॥ কিন্তু কেন ?

বেলিজা ॥ (সমস্ত শরীরে লাস্য এনে) কেন না—

পারলিমপ্লিন ॥ না।

বেলিজা ॥ পারলিমপ্লিন।

পারলিমপ্লিন ॥ না বেলিজা, বিয়ের আগে আমি তোমায় ভালোবাসতাম না।

বেলিজা ॥ (ঠাট্টা করে) কি যা-তা বলছো '

পারলিমপ্লিন ॥ আমি যখন বিয়ে করি—যে কোন কারণেই হোক—তখন তোমায় ভালোবাসতাম না। তোমার শরীর সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার ছিল না—তারপর আমি দরজায় চাবির ফুটো দিয়ে দেখলাম তোমার নগ্ন

শরীর। তুমি বিয়ের পোষাক পরছিলে—সেই মুহূর্তে আমার ভালোবাসার জন্ম হলো—তখন যেন হৃদয়ের ঠিক মর্মস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরির এক সুতীব্র আঘাত!

বেলিজা॥ (কৌতুহলী হয়ে) কিন্তু অন্যান্য মহিলারা?

পারলিমপ্লিন॥ কোন মহিলারা?

বেলিজা॥ যাদের তুমি আগে চিনতে?

পারলিমপ্লিন॥ অন্য কোন মহিলা কি এই পৃথিবীতে আছে?

বেলিজা॥ (উঠে পড়ে) তুমি আমাকে অবাক করলে?

পারলিমপ্লিন॥ আমি কত অবাক হয়েছি যদি জানতে!

[নিস্তব্ধতা। পাঁচটি শাঁখের আওয়াজ শোনা যায়।]

ওকি?

বেলিজা॥ ঘড়ির শব্দ।

পারলিমপ্লিন॥ এখন কি পাঁচটা বাজলো?

বেলিজা॥ ঘুমোনোর সময় হলো।

পারলিমপ্লিন॥ আমার কোটটা খুলে ফেলতে পারি?

বেলিজা॥ নিশ্চয়। (হাই তোলে) আর আলোটা নিবিয়ে দেবে....যদি তোমার অসুবিধে না হয়।

[পারলিমপ্লিন আলো নিবিয়ে দেয়।]

পারলিমপ্লিন॥ (নীচু স্বরে) বেলিজা।

বেলিজা॥ (উচ্চস্বরে) কি, খোকা?

পারলিমপ্লিন॥ (ফিসফিসিয়ে) আমি....আলো নিবিয়ে দিয়েছি।

বেলিজা॥ (ঠাট্টা করে) তাই বুঝি!

পারলিমপ্লিন॥ (প্রায় অস্ফুটে) বেলিজা....

বেলিজা॥ (উচ্চস্বরে) কি বলছো, রাজকুমার?

পাবলিমপ্লিন ॥ আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

[পাঁচটি শাঁখের আরো তীক্ষ্ণ আওয়াজ। শয্যা উন্মোচিত। মঞ্চের দুধার থেকে দুটি স্পাইট এসে প্রায় কুয়াশার মতো হাল্কা পর্দা টেনে দেয়। রঙ্গমঞ্চে গাঢ় অন্ধকার। বাঁশীতে ঘুমপাড়ানি সুর স্পাইটদের ভূমিকায় শিশু অভিনেতা। ওরা পর্দার সামনে মাঝখানে পা ঝুলিয়ে বসে।]

প্রথম স্পাইট ॥ বাবা, এই অন্ধকারে কেমন রয়েছো তুমি?

দ্বিতীয় স্পাইট ॥ ভালোও নয় মন্দও নয় বলতে পারো।

প্রঃ স্পাঃ ॥ আমরা তাহলে এলম।

দ্বিঃ স্পাঃ ॥ কেমন লাগছে তোমার? অন্য লোকের প্রকৃতি-বিচ্যুতি ঢেকে রাখা ব্যাপারটা বেশ....

প্রঃ স্পাঃ ॥ তারপরে দৃশ্য সব আবরণ খুলে দিক।

দ্বিঃ স্পাঃ ॥ সব কিছু যদি খুব সযত্নে ঢেকে না রাখা যায়....

প্রঃ স্পাঃ ॥ তাহলে কোন কিছুই আর আবিষ্কৃত হবে না।

দ্বিঃ স্পাঃ ॥ শুধু এই ঢাকা আর খোলা আর খোলা আর ঢাকা ছাড়া....

প্রঃ স্পাঃ ॥ বেচারা লোকেদের কিইবা আর করার আছে?

দ্বিঃ স্পাঃ ॥ (পর্দার দিকে তাকিয়ে) কোথাও একটা ফুটোও থাকলে চলবে না।

প্রঃ স্পাঃ ॥ কেননা ফুটোই হল গিয়ে অন্ধকারের পথ।

[দুজনে হেসে ওঠে।]

দ্বিঃ স্পাঃ ॥ তুমি পাবলিমপ্লিনকে চেনো?

প্রঃ স্পাঃ ॥ সেই ছেলেবেলা থেকে।

দ্বিঃ স্পাঃ ॥ আর বেলিজাকে?

প্রঃ স্পাঃ ॥ হ্যাঁ ওকেও। ওর ঘরে সুগন্ধের ছড়াছড়ি। একদিন তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখি আমি বেলিজার বেড়ালের থাবায়।

[দুজনে হাসে।]

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ এই ব্যাপারটা....

প্রঃ প্রাঃ ॥ সেতো বটেই !

প্রঃ প্রাঃ ॥ আর পরচর্চার ঠেলায় পুরো ব্যাপারটা আরো রহস্যঘন হয়ে উঠেছে।

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ কাজে কাজেই আমাদের অস্বচ্ছ ঘন পর্দা এখনো খোলা হবে না।

প্রঃ প্রাঃ ॥ হ্যা, কিছুতেই ওদের জানতে দেওয়া হবে না।

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ এই রকম পরিবেশে পারলিমপ্লিনের সমস্ত সত্তা সদ্যজাত বাচ্চা হাঁসের মত ধীরে ধীরে সুষমায় রঙে রসে ভরে উঠছে।

[দুজনে হাসে।]

প্রঃ প্রাঃ ॥ দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠছে।

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ খুবই স্বাভাবিক। আমরা কি এবার যাবো !

প্রঃ প্রাঃ ॥ চলো, যাই আমরা। ভোরের হিমেল হাওয়ার ছোঁয়াচ পাচ্ছি আমার গা' -।

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ শোবার ঘরের দেওয়ালে শিশিরে ভেজা পাঁচটি ক্যামেলিয়া ফুটে উঠেছে।

প্রঃ প্রাঃ ॥ শহরের দিকে পাঁচটি বারান্দা।

[ওরা উঠে দাঁড়ায়। মাথায় বিরাট নীল টুপি পরে নেয়।]

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ ডন পারলিমপ্লিন, আমরা কি তোমায় সাহায্য করছি না অসুবিধায় ফেলছি ?

প্রঃ প্রাঃ ॥ সাহায্যই করছি কেননা একজনের দুর্দশা দর্শকদের চোখের সামনে মেলে ধরা মোটেই ঠিক নয়।

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ সেতো বটেই কেননা 'আমি দেখেছি' আর 'আমি শুনেছি' তো আর এক কথা নয়।

প্রঃ প্রাঃ ॥ কাল অবশ্য গোটা দুনিয়াই সব কিছু জেনে যাবে।

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ আমরাও ঠিক তাই চাই।

প্রঃ প্রাঃ—আজকের একটি ছোট কুৎসা কাল সকলের মজার খবর।

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ শ্ শ্....!

(বাঁশী বাজতে শুরু করে।]

প্রঃ প্রাঃ ॥ এই অন্ধকারেই কি আমরা মিলিয়ে যাবো ?

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ চলো, আমরা যাই।

প্রঃ প্রাঃ ॥ এখনি ?

দ্বিঃ প্রাঃ ॥ এখনি।

[ওরা পর্দা খুলে দেয়। শয্যার ওপরে ডন পারলিমপ্লিন, তার মাথায় দুটি বিরাট ঝকঝকে শিঙ। তার পাশে বেলিজা। মঞ্চের পিছন দিকের পাঁচটি বারান্দার দরজা সম্পূর্ণ খোলা। সেগুলো দিয়ে ভোরের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে।]

পারলিমপ্লিন ॥ (জেগে উঠে) বেলিজা! বেলিজা! কথার উত্তর দাও!

বেলিজা ॥ (জেগে ওঠার ভাণ করে) পারলি....পারলিম....পারলিমপ্লিন.... ডাকছো কেন আমায় ?

পারলিমপ্লিন ॥ বলো আমাকে, বলো, এক্ষুনি।

বেলিজা ॥ কি....কি বলবো তোমাকে ? তোমার অনেক আগেই তো আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

পারলিমপ্লিন ॥ (শয্যা ছেড়ে ওঠে লাফ দিয়ে। পরনে রাত্রে খুলে রাখা কোট ছাড়া সম্পূর্ণ পোষাক) বারান্দাগুলো খোলা কেন ?

বেলিজা ॥ কাল রাতে যে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিলো!

পারলিমপ্লিন ॥ বারান্দা থেকে পাঁচটা মই কেন ঝুলছে মাটী পর্যন্ত ?

বেলিজা ॥ বাঃ সেইটাই যে আমাদের বংশের রীতি!

পারলিমপ্লিন ॥ পাঁচটা বারান্দায় ঐ পাঁচটা টুপি কাদের ?

বেলিজা ॥ (হঠাৎ উঠে বসে) পেঁচি মাতালের দল যারা সারা রাত রাস্তায় হৈ-হৈ করে তাদেরই হবে। পারলিম....পারলিমপ্লিন....উম্‌ম্‌ম্‌

[অবাক বিস্ময়ে পারলিমপিন তার দিকে চেয়ে থাকে।]

পারলিমপ্লিন ॥ বেলিজা। বেলিজা। ঠিকই তো। তুমি কত সহজে সব কিছু বুঝিয়ে দাও। আমি বুঝেছি। এমনটিই তো ঘটে থাকে, এমনিই তো ঘটতে পারে।

বেলিজা ॥ (লাস্যভরে) আমি কেমন সুন্দর মিছে কথা বলতে পারি।

পারলিমপ্লিন ॥ আমি তোমাকে প্রতিমুহূর্তে আরো ....আরো ভালোবাসি।

বেলিজা ॥ সেইজন্যেই তো এত ভালো লাগে তোমাকে।

পারলিমপ্লিন ॥ জীবনে আজ প্রথম....প্রথম আমি সুখী। (বেলিজার কাছে যায়, আলিঙ্গন করে। হঠাৎ ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।) বেলিজা, তোমাকে কে চুম্বন করেছে ? মিথ্যে বোলো না, কেন না আমি সব জানি।

বেলিজা ॥ (বিস্রস্ত চুল ঠিক করে নিয়ে) নিশ্চয় জানো তুমি। রসিক নাগর আমার। (নীচু গলায়) তুমি... তুমি আমায় চুমু খেয়েছ।

পারলিমপ্লিন ॥ হ্যাঁ, আমিই তোমাকে চুম্বন করেছি কিন্তু... যদি আর কেউ....আর কেউ তোমাকে চুম্বন করতো... তুমি... তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

বেলিজা ॥ (দুহাত মেলে ধরে, স্তন প্রায় বৃন্ত পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত) হ্যাঁ হ্যাঁ, পারলিমপ্লিন।

পারলিমপ্লিন ॥ তাহলে আর আমার কোন ভাবনা ? (এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে) তুমি তুমি কি বেলিজা ?

বেলিজা ॥ (লাস্যভরে ফিসফিসিয়ে) হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

পারলিমপ্লিন ॥ মনে হয় সব কিছু যেন স্বপ্ন।

বেলিজা ॥ (আত্মসচেতন হয়ে) পারলিমপ্লিন, বারান্দাগুলোর দরজা বন্ধ করে দাও। লোকজন সব এখুনি জাগতে শুরু করবে।

পারলিমপ্লিন ॥ কি দরকার? দুজনেই গভীর ঘুম ঘুমিয়েছি। এখন আমরা সকাল দেখব। সেই তো ভালো।

বেলিজা ॥ হ্যাঁ, কিন্তু....(শয্যায় বসে)

পারলিমপ্লিন ॥ আমি কোনদিন সূর্যোদয় দেখিনি।

[বেলিজা প্রচণ্ড ক্লান্ত, বালিশে এলিয়ে পড়ে।]

এই দশ্য....মনে হয় মায়া....আমার শিহরণ লাগছে। তোমাব ভালো লাগছে না? (শয্যার কাছে যায়) বেলিজা! তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো?

বেলিজা ॥ (গোপন স্বপ্নের জগৎ থেকে) হ্যাঁ....।

[পারলিমপ্লিন ধীরে প্রায় নিঃশব্দে ঝুঁকে পড়ে লাল চাদর দিয়ে বেলিজাকে ঢেকে দেয়। সোনালী রোদে ঘর ভরে যায়। সকালের ঘণ্টার আওয়াজ। এক ঝাঁক কাগজের পাখী উড়ে যায়। শয্যার প্রান্তে পারলিমপ্লিন বসে।]

পারলিমপ্লিন ॥

প্রেম, হে আমার প্রেম,
কেন এত সহজে কাঁদাও!
যদি আসো
তবে কেন সহজেই যাও।
বোলো না, কাউকে হায়,
জানাও না তুচ্ছ অভিমান,
বোলো না এ আমার গান।
বোলো শুধু

এ এক-নাম-না-জানা
অচিন পাখির কলতান।
প্রেম, হে আমার প্রেম,
কেন এতো সহজে কাঁদাও!
যদি আসো
তবে কেন সহজেই যাও!

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পারলিমপ্লিনের খাবার ঘর। সব কিছুর সাজ সজ্জা যেন হিসেব করে উল্টো পাল্টা। টেবিলের সব কিছুর রঙ প্রাচীন 'লাস্ট সাপার' ছবির মত।]

পারলিমপ্লিন ॥ তাহলে যা বললাম তাই করবে তো ?

মারকোফা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) আপনি চিন্তা করবেন না।

পারলিমপ্লিন ॥ মারকোফা, তুমি এত কাঁদছো কেন ?

মারকোফা ॥ ভগবান জানেন। আপনার বিয়ের রাতে বারান্দা দিয়ে শোবার ঘরে পাঁচটা লোক ঢুকলো। পাচ পাচটা। পাচ জাতের পাঁচজন। দাড়িওয়ালা ইয়ুরোপীয়—ভারতীয়—নিগ্রো—পীতবর্ণ—আর এক আমেরিকান। অথচ আপনি টেরই পেলেন না।

পারলিমপ্লিন ॥ তাতে কিছু এসে যায় না।

মারকোফা ॥ ভাবুন একবার, কালকেই দেখলুম ওর সঙ্গে আর একজন।

পারলিমপ্লিন ॥ (কৌতূহলী) সত্যি ?

মারকোফা ॥ আমার কাছ থেকে লুকোনোরও দরকার মনে করলো না।

পারলিমপ্লিন ॥ কিন্তু আমি সুখী. মারকোফা।

মারকোফা ॥ আপনার ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

পারলিমপ্লিন ॥ তুমি জানো না আমি কি ভীষণ সুখী। আমি কত কিছু শিখেছি আর আমার ভাবনায় আরো কত কিছু নিত্য আসা যাওয়া করে।

মারকোফা ॥ প্রভু ওকে বড়ো বেশী ভালোবাসেন।

পারলিমপ্লিন ॥ যদি আরো বেশী ভালোবাসতে পারতুম।

মারকোফা ॥ ঐ আসছে ও।

পারলিমপ্লিন ॥ তুমি তবে এখন যাও।

[মারকোফা চলে যায়। পারলিমপ্লিন একটা কোণে লুকিয়ে পড়ে। বেলিজা প্রবেশ করে, পরণে অষ্টাদশ শতকী চালের সাজ পোষাক। স্কার্টের পেছন দিক কাটা, লম্বা মোজার অংশ এবং কখনো বা উরুর আভাস দেখা যায়। কাণে খুব বড় দুল, মাথায় অস্ট্রিচ পাখির পালক লাগানো লাল টুপি।]

বলিজা ॥ আজও ওকে দেখতে পেলাম না। মাঠের মাঝে বেড়ানোর সময় আর সবাই পেছনে পেছনে ঘুরছিলো, শুধু ও ছিলো না। ওর রঙ নিশ্চয় শ্যামলা রোদে পোড়া আর ওর চুম্বন একই সঙ্গে বৃষ্টির মতো স্নিগ্ধ করে আবার দুপুরের রোদের মত ঝলসে দেয়। মাঝে মাঝে যখন আমার বারান্দার তলা দিয়ে হেটে যাবার সময় দুটি আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে প্রায় না বোঝার মতো অভিবাদন জানায় আমাকে, তখন আমার বুক জুড়ে কি আশ্চর্য কাঁপন লাগে।

পারলিমপ্লিন ॥ হুম্‌ম্‌।

বেলিজা ॥ (ঘুরে) উঃ। ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমায়।

পারলিমপ্লিন ॥ (সস্নেহে কাছে এসে) তুমি দেখলাম নিজের সঙ্গেই কথা বলছিলে

বেলিজা ॥ (বিরক্ত) এখন যাও।

পারলিমপ্লিন ॥ আমরা কি একটু বেড়িয়ে আসবো ?

বেলিজা ॥ না।

পারলিমপ্লিন ॥ দোকানে যাবো ?

বেলিজা ॥ বললাম তো না।

পারলিমপ্লিন ॥ মাপ করো আমায়।

[পাথরের টুকরোয় মোড়া একটি চিঠি বারান্দা দিয়ে ঘরে এসে পড়ে। পারলিমপ্লিন সেটা তুলে নেয়।]

বেলিজা ॥ ওটা আমাকে দাও।

পারলিমপ্লিন ॥ কেন?

বেলিজা ॥ কেননা ওটা আমার।

পারলিমপ্লিন ॥ (ঠাট্টা করে) কে বললো সেকথা তোমায়?

বেলিজা ॥ পারলিমপ্লিন। পোড়ো না ওটা।

পারলিমপ্লিন ॥ (ঠাট্টায় সুতীক্ষ্ণ) কি বলতে চাইছো তুমি?

বেলিজা ॥ (কেঁদে) আমাকে দাও চিঠিটা।

পারলিমপ্লিন ॥ (কাছে গিয়ে) আহারে। শোনো, আমি তোমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি সেই জন্যই এই কাগজটা—যেটা তোমার এত জরুরী মনে হচ্ছে—তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।

[বেলিজা চিঠিটা নিয়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে।]

আমি সব বুঝি। আমার হৃদয় বেদনায় নীল হয়ে যাচ্ছে তবুও আমি বুঝতে পারি তুমি এক নাটকের মধ্যে বাস করছো।

বেলিজ ॥ (নরম) পারলিমপ্লিন।

পারলিমপ্লিন ॥ আমি জানি তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত আর এও জানি তুমি কখনো ব্যভিচারিণী হবে না।

বেলিজা ॥ (আদর করে) তোমা বই আর কাউকে কোনদিন আমি জানিনি পারলিমপ্লিন।

পারলিমপ্লিন ॥ সেই জন্যই তো তোমাকে আমি সাহায্য করতে চাই ···আমার আদর্শ বধূকে····শোনো। (দরজা বন্ধ করে। রহস্যময় ভাবে) আমি সব জানি। শুরুতেই আমি সব বুঝেছি। তোমার এখন ভরা যৌবন আর আমার বার্দ্ধক্য নেমেছে····কিই বা করার আছে? আমি বুঝতে পারছি সব। (বিরতি। নীচু গলায়) আজ কি ও এদিকে এসেছিল?

বেলিজা ॥ দু'বার।

পারলিমপ্লিন ॥ তোমাকে ইশারা করেছিল?

বেলিজা॥ হ্যাঁ....কিন্তু কি প্রচণ্ড তাচ্ছিল্যের সঙ্গে....লজ্জা....লজ্জা....লজ্জায় মরে যাই !

পারলিমপ্লিন॥ কিছু ভেবো না। ঐ তরুণ যুবাটিকে আমি দুসপ্তাহ আগে প্রথম দেখেছিলাম। কি অসামান্য রূপ যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঋজু পৌরুষ আর আশ্চর্য নমনীয়তা একই সঙ্গে একই লোকের মধ্যে আগে কখনো দেখিনি ! জানিনা কেন সেদিন তখন তোমার কথা মনে হয়েছিল আমার।

বেলিজ॥ আমি তার মুখ দেখিনি...কিন্তু....

পারলিমপ্লিন॥ ভয় পেয়ো না, আমাকে সব কথা বলো। আমি জানি তুমি ওকে ভালোবাসো....আর আমি এখন তোমাকে আমার সন্তানের মতো ভালোবাসি, কোন মূঢ় দুরাশা আর আমার মধ্যে নেই। কাজেই....

বেলিজা॥ ও আমাকে চিঠি লেখে।

পারলিমপ্লিন॥ আমি জানি সে কথা।

বেলিজা॥ কিন্তু নিজেকে দেখতে দেয় না কিছুতেই।

পারলিমপ্লিন॥ আশ্চর্য !

বেলিজা॥ আর কখনো কখনো মনে হয় ও আমাকে অবজ্ঞা করে।

পারলিমপ্লিন॥ তুমি কি আশ্চর্য সরল।

বেলিজা॥ কিন্তু এটাও আমি নিশ্চিত বুঝি আমাকে ও ভীষণ ভালোবাসে—ঠিক আমি যেমনটি চাই....

পারলিমপ্লিন॥ (কৌতূহলী) সেটা কি রকম ?

বেলিজা॥ অন্য যে সব লোকেরা আমাকে চিঠি লেখে—সেগুলোর উত্তর দিই না আমি তোমার কথা ভেবে—তারা চিঠিতে স্বপ্নের দেশ, রক্তাক্ত হৃদয়, গভীর বেদনা এই সব কথা বলে....কিন্তু ওর....

পারলিমপ্লিন॥ নির্ভয়ে বলো আমাকে।

বেলিজা॥ ওর চিঠিতে থাকে ..থাকে শুধু আমার শরীরের কথা....

পারলিমপ্লিন ॥ (চুলে হাত বুলিয়ে) তোমার শরীরের কথা।

বেলিজা ॥ ও লেখে, "তোমার মন নিয়ে আমার কি হবে? হৃদয়' সেতো দুর্বল, পঙ্গু, বিকৃতের আকাঙ্খার ধন। যে আছে মৃত্যুর মুখোমুখি, পলিত-কেশ শীর্ণ-হাত সেই বৃদ্ধের সাধনার ধন হলো হৃদয়, সত্ত্বা। বেলিজা, তোমার হৃদয় আমার কাছে তুচ্ছ। আমি চাই তোমার নরম মাখনের মতো শরীরটাকে।"

পারলিমপ্লিন ॥ এই সুন্দর তরুণ যুবাটি কে?

বেলিজা ॥ কেউ জানে না।

পারলিমপ্লিন ॥ (গভীর কৌতুহলে) কেউ জানে না?

বেলিজ ॥ আমার সব বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছি।

পারলিমপ্লিন ॥ (দুবোধ্য ভাবে এবং স্থিরনিশ্চিত ভাবে) আর আমি যদি বলি আমি তাকে চিনি?

বেলিজা ॥ সে কি করে হবে?

পারলিমপ্লিন। দাঁড়াও। (বারান্দায় গিয়ে) ঐতো সে।

বেলিজা ॥ (দৌড়ে যায়) সত্যি?

পারলিমপ্লিন ॥ ঐ বাড়ীর আড়ালে চলে গেলো।

বেলিজা ॥ ওঃ।

পারলিমপ্লিন ॥ আমি এখন বৃদ্ধ, তোমার জন্য আমি নিজেকে বলি দিতে চাই। আমি যা করবো তা আগে কেউ কখনো করেনি। এই পৃথিবী আর পার্থিব নীতিজ্ঞানের মূঢ়তার সীমানার বাইরে যাবার সময় হয়েছে আমার। বিদায়।

বেলিজা ॥ কোথায় যাচ্ছো তুমি?

পারলিমপ্লিন ॥ (দরজার কাছে, নাটকীয় ভাবে) পরে সব জানবে তুমি। পরে।

পর্দা

তৃতীয় দৃশ্য

[পারলিমপ্লিনের বাগান। সারি সারি সাইপ্রাস আর কমলা লেবুর গাছ। পর্দা ওঠার সময় বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পারলিমপ্লিন এবং মারকোফা।]

মারকোফা॥ সময় হয়েছে কি ?

পারলিমপ্লিন॥ না, এখনো সময় হয়নি।

মারকোফা॥ প্রভু শেষ পর্যন্ত কি ভাবলেন ?

পারলিমপ্লিন॥ যা এর আগে কোনদিন ভাবিনি।

মারকোফা॥ (কেঁদে ফেলে) সব, সব আমার দোষ।

পারলিমপ্লিন॥ যদি জানতে তোমার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ !

মারকোফা॥ এসবের আগে সব কিছু কত সহজ সরল ছিল। রোজ সকালে আপনার কাছে নিয়ে যেতুম কফি, দুধ আর আঙুর .

পারলিমপ্লিন॥ আঙুর....এঁ্যা....হঁ্যা....আঙুর। কিন্তু....আমি ? মনে হয় যেন হাজার বছর পেরিয়ে এসেছি। এর আগে জানতামই না জীবনে কত রহস্য লুকিয়ে আছে। শুধু নিরাপদ দূরত্ব থেকে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছি। আর আজ....! বেলিজার প্রেম আমাকে এক আশ্চর্য ঐশ্বর্য এনে দিয়েছে যা এতদিন আমি বোকার মত উপেক্ষা করেছি।....তুমি কি বুঝতে পারছো ? এখন চোখ বুঁজলে কল্পনায় ভেসে ওঠে আমার হাজার চাওয়ার ছবি। কতকিছু দেখতে পাই...আমার মায়ের চারপাশে ছোট ছোট পরীরা উড়ে বেড়াচ্ছে।....

মারকোফা॥ হঁ্যা পরী. পরী....কিন্তু এই নতুন লোকটির ব্যাপারে কি করবেন ?

পারলিমপ্লিন॥ নতুন লোকটি ? (তৃপ্তি সহকারে) আমার স্ত্রীকে কি বলেছো তুমি ?

মারকোফা ॥ আপনি য শিখিয়ে দিয়েছেন তাই বলেছি। বলেছি সেই তরুণ যুবাটি আজ রাত দশটার সময় বাগানে আসবে....সারা শরীর লাল চাদরে ঢেকে।

পারলিমপ্লিন ॥ বেলিজা কি বললো ?

মারকোফা ॥ শুনে ওর মুখ গোলাপের মত লাল হয়ে উঠলো, হাত দিয়ে বুক চেপে ধরলো সজোরে, চুলের গুচ্ছে চুমো খেতে লাগলো থেকে থেকে।

পারলিমপ্লিন ॥ (সোৎসাহে) গোলাপের মতো লাল হয়ে উঠলো ? বাঃ! কি বললো ও ?

মারকোফা ॥ কিছু না, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কি গভীর সেই দীর্ঘশ্বাস।

পারলিমপ্লিন। হ্যা এমন সেই দীর্ঘশ্বাস য কোন মহিলাকে কখনো ফেলতে দেখো নি তুমি, তাই না ?

মারকোফা ॥ ভালোবাসা ওকে পাগল করে দিচ্ছে মনে হলো!

পারলিমপ্লিন ॥ (কলকণ্ঠে) তাইতো চাই। আমি চাই ঐ যুবাটিকে বেলিজা নিজের শরীরের চেয়েও ভালোবাসুক। আমি এও জানি, নিশ্চয় ততটাই ভালোবাসে বেলিজা ঐ তরুণকে।

মারকোফা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) আপনার কথা শুনে আমার ভয় করছে! এও কি সম্ভব ? ডন পারলিমপ্লিন, নিজের স্ত্রীকে আপনি নিজেই এই গভীর পাপের পথে ঠেলে দিচ্ছেন কেমন করে ?

পারলিমপ্লিন ॥ কেননা ডন পারলিমপ্লিনের কোন আত্মসম্মানবোধ নেই, সে চায় শুধু নিজেকে খুশী করতে ' তুমি কি বুঝতে পারছো না। আজ রাতে বেলিজার কাছে আসবে তার তরুণ অজ্ঞাত প্রেমিক। এখন তো খুশীতে আমি গান গাইবো। গান গাইবো। (গান গায়) ডন পারলিমপ্লিনের আত্মমর্যাদা নেই...নেই....নেই।

মারকোফা ॥ আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো যে আর আমি আপনার কাজ করতে পারবো না। আমি ঝি কিন্তু আমারও আত্মসম্মান আছে।

পারলিমপ্লিন ॥ সরলমতি মারকোফা! তুমি জানো না কাল থেকে তুমি স্বাধীন হবে—পাখির মত স্বাধীন! ততক্ষণ ধৈর্য রাখো। এখন যাও তোমার কাজে। যা বলেছি তোমাকে তা করবে তো?

মারকোফা ॥ (চোখ মুছতে মুছতে চলে যেতে থাকে) আর কিই বা করতে পারি আমি? তাছাড়া আর কি....?

পারলিমপ্লিন ॥ বাঃ সেই তো ভালো।

[মিঠে তান শুরু হয়। গোলাপের ঝোপের আড়ালে পারলিমপ্লিন লুকিয়ে পড়ে।]

কণ্ঠস্বর ॥ নদীর ঘাটেতে একা, অন্ধকারে,
মোহময়ী রাত্রি করে স্নান।
মোহময়ী রাত্রি করে স্নান।
বেলিজার নম্র উষ্ণ বুকে
ফুলেরা এখনো অম্লান।
ফুলেরা এখনো অম্লান।

পারলিমপ্লিন ॥ ফুলেরা এখনো অম্লান।

কণ্ঠস্বর ॥ নগ্ন নিকষ রাত
পূর্ণ আজ কামনার গানে।
বেলিজাও স্নান করে,
সমস্ত শরীর তার
শিহরিত লাস্যকলতানে।
শিহরিত লাস্যকলতানে।

পারলিমপ্লিন ॥ শিহরিত লাস্য কলতানে।

কণ্ঠস্বর ॥ বেল আর বকুলের
সুরভিত অন্ধকারে
রাত্রি যেন থরথর কাঁপে।

রাত্রি যেন থরথর কাপে।
বেলিজার স্বেদসিক্ত শুভ্র জঙ্ঘা
কামনায় থরথর
বিহ্বল উচ্ছ্বল কি তীব্র আক্ষেপে।
বিহ্বল উচ্ছ্বল কি তীব্র আক্ষেপে।

পারলিমপ্লিন। বিহ্বল উচ্ছ্বল কি তীব্র আক্ষেপে।

[বেলিজা বাগানে আসে, পরণে যেন স্বপ্নের পোষাক। বাগান চন্দ্রালোকিত।]

বেলিজা॥ রাতের হাওয়ায় ভেসে আসছে এ কোন্ কণ্ঠস্বর। কে আমার হৃদয়হরণ যৌবন····তুমি····তোমার উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করেছে, তোমার অস্তিত্ব আমাকে পিষে ফেলছে···। ওঃ। গাছের ডালগুলো দুলে উঠলো যেন।

[লাল চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি লোক। সন্তর্পণে বাগান পার হয়।

বেলিজা॥ শ্‌শ্‌! এদিকে। এদিকে।

[লোকটি ইঙ্গিত করে বোঝায় এখনি ফিরে আসবে।]

হ্যাঁ। ফিরে এসো, এখনি। অবয়বহীন ফুলের গন্ধটুকু নিয়ে এসো····মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়বে আমার এই····এই স্বেদসিক্ত বুকে অসহ্য শিহরণে শিহরিত আমার স্তনের বৃন্তে···আমার কোমল কম্পিত নাভিমূলে, আজ রাতে এসো···আমার অনেকদিনের অনেক চাওয়ার রাতে····

[ডন পারলিমপ্লিন আসে]

পারলিমপ্লিন॥ (অবাক হয়ে) কি করছো এখানে তুমি?

বেলিজা॥ পায়চারী করছিলাম।

পারলিমপ্লিন॥ শুধু তাই?

বেলিজা॥ হ্যাঁ, শুধু তাই।

পারলিমপ্লিন॥ (নির্দয় ভাবে) তুমি কি করছিলে এখানে?

বেলিজা ॥ (অবাক হয়ে) তুমি জানোনা সেকথা ?

পারলিমপ্লিন ॥ আমি কিছুই জানি না।

বেলিজা ॥ তুমিই তো আমাকে খবর পাঠিয়েছিলে!

পারলিমপ্লিন ॥ (কামনায় থরথর) বেলিজা....বেলিজা....তুমি এখনো তার জন্য অপেক্ষা করছো ?

বেলিজা ॥ হ্যাঁ, আমার সমস্ত চাওয়া নিয়ে।

পারলিমপ্লিন ॥ (কঠোর ভাবে) কিন্তু কেন ?

বেলিজা ॥ আমি ওকে ভালোবাসি বলে।

পারলিমপ্লিন ॥ বেশ, তাহলে সে আসবে।

বেলিজা ॥ আমি পোষাকের সব আবরণ ভেদ করে ওর দেহের সৌরভ পাই। আমি ওকে ভালোবাসি! পারলিমপ্লিন, আমি ভালোবাসি ওকে! আমি.... আমি যেন আর সেই আমি নেই....অন্য কেউ হয়ে গেছি!

পারলিমপ্লিন ॥ সেই তো আমার জয়।

বেলিজা ॥ কিসের জয় ?

পারলিপমপ্লিন ॥ আমার কল্পনার।

বেলিজা ॥ হ্যাঁ, তুমিই আমাকে শিখিয়েছো ওকে ভালোবাসতে।

পারলিমপ্লিন ॥ আর এখন আমি তোমাকে শেখাবো ওর জন্য দুঃখ পেতে।

বেলিজা ॥ (বিভ্রান্ত) পারলিমপ্লিন! কি বলছো তুমি ?

[ঘড়িতে দশটা বাজে ঢং ঢং। নাইটিঙ্গেলের গান ভেসে আসে]

পরেলিমপ্লিন ॥ সময় হয়েছে।

বেলিজা ॥ এখনি তো আসবে সে।

পারলিমপ্লিন ॥ আমার বাগানের পাঁচিলের ওপরে সে লাফিয়ে উঠছে এখন।

বেলিজা ॥ পরণে তার লাল চাদর।

পারলিমপ্লিন ॥ (ছুরি বার করে) হ্যাঁ, রক্তের মত লাল সেটার রঙ।

বেলিজা ॥ (ওকে ধরে) কি করতে চাইছো তুমি ?

পারলিমপ্লিন ॥ (আলিঙ্গন করে) বেলিজা, তুমি ওকে ভালোবাসো?

বেলিজা ॥ (দৃঢ় প্রত্যয়ে) হ্যাঁ।

পারলিমপ্লিন ॥ বেশ। তুমি যখন ওকে এতো ভালোবাসো তখন আমি চাই ওকে চিরকাল তোমার কাছে ধরে রাখতে। ও যাতে তোমার—শুধু তোমারই হয় তার জন্য আমি ঠিক করেছি এই ছুরিটা ওর বুকে বসিয়ে দেবো। কেমন, খুশী তো তুমি?

বেলিজা ॥ ঈশ্বরের দোহাই, পারলিমপ্লিন।

পারলিমপ্লিন ॥ মৃত্যুর পরে ওর ঐ অনন্যসুন্দর শরীরটাকে বিছানায় শুইয়ে তুমি ওকে আদর করবে। আর কোন বিচ্ছেদের ভয় থাকবে না তোমার। মৃত্যুর মত গভীর নিষ্ঠায় ও তোমাকে ভালোবাসবে অনন্তকাল....আর আমি ....তোমার ঐ অসহ্য সুন্দর শরীরের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবো। (বুকে টেনে নেয়) তোমার এই শরীর...প্রতিটি অনুতে কি অসীম রহস্য তার.... কোনদিন আমি বুঝতে পারবো না। (বাগানের দিকে তাকিয়ে) ঐ স্তাখো, ঐ সে আসছে। ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে, বেলিজা! (দৌড়ে বেরিয়ে যায়।)

বেলিজা ॥ (উদভ্রান্ত হয়ে) মারকোফা। শোবার ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো তরবারি এনে দাও আমাকে। আমার স্বামীর শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো আমি। (চিৎকার করে) ডন পারলিমপ্লিন। তুমি শঠ। তুমি যদি ওকে হত্যা করো তাহলে তোমাকেও আমি হত্যা করবো সুনিশ্চিত।

[বিরাট লাল চাদরে ঢাকা একটি লোক গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে। স্পষ্টতই সে আহত, টলছে।)

বেলিজা ॥ হে প্রে ম! ....কে তোমার হৃদয় ছুরিকাবিদ্ধ করেছে?

(লোকটি চাদরে মুখ ঢেকে ফেলে। চাদরটি খুব বড় হওয়া দরকার যাতে সহজেই আপাদমস্তক ঢাকা পড়ে। বেলিজা লোকটিকে জড়িয়ে ধরে।)

কে কে তোমার রক্ত ঝরালো যে রক্তে আমার সারা বাগান ভেসে যাচ্ছে?

····একবার, শুধু একবার তোমার মুখখানা দেখতে দাও আমাকে ? ওঃ। কে····কে তোমাকে হত্যা করেছে ?

পারলিমপ্লিন ॥ (নিজেকে উন্মোচিত করে) এই মুক্তোর কাজ করা ছুরি দিয়ে তোমার স্বামী এখুনি আমাকে খুন করেছে। (বুকে বেঁধা ছুরি দেখায় বেলিজাকে)

বেলিজা ॥ (ভীত) পারলিমপ্লিন !

পারলিমপ্লিন ॥ ঐ মাঠ পেরিয়ে সে চলে গেছে—আর তুমি ওকে কোনদিন দেখতে পাবে না। ও আমাকে হত্যা করেছে কেননা ও জানতো আমার মতো ভালোবাসা কেউ তোমাকে বাসেনি। আমাকে মারার সময় ও চিৎকার করে বললো : 'বেলিজা এখন আর দেহসর্বস্ব কায়া মাত্র নয়, ওর নরম বুকের ভেতরে এখন হৃদয় জন্ম নিয়েছে।' কাছে এসো। (ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে।

বেলিজা ॥ এমন করলে কেন তুমি ? তুমি যে সত্যিই আহত।

পারলিমপ্লিন। পারলিমপ্লিন আমাকে হত্যা করেছে—আঃ! ডন পারলিমপ্লিন! যৌবনের ভাণসর্বস্ব বৃদ্ধ, শক্তিহীন পুতুল—! বেলিজার দেহ ভোগ করা তোমার সাধ্যের অতীত—বেলিজার শরীর যৌবনভোগ্যা—আর আমি শুধু তোমার শরীরকে ভালোবেসেছি—শুধু শরীর। কিন্তু ও আমাকে হত্যা করেছে—এই মণিমুক্তার ঝলমলে তীক্ষ্ণ ধাতু দিয়ে।

বেলিজা ॥ এ তুমি কি করেছো ?

পারলিমপ্লিন ॥ (মৃত্যুর খুব কাছাকাছি) তুমি বুঝতে পারছো না ? আমি আমার সত্তা আর তুমি—তুমি তোমার শরীর। তুমি তো আমায় কতো ভালোবেসেছো—এই শেষ মুহূর্তে আমার বুকে এস তুমি।

[বেলিজা, প্রায় নগ্ন, কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে]

বেলিজা ॥ এইতো!—কিন্তু সেই তরুণ যুবকটি? কেন আমা[illegible] প্রবঞ্চনা করলে তুমি ?

পারলিমপ্লিন ॥ তরুণ যুবা ?

[চোখ বোঁজে। মঞ্চে এক অদ্ভুত আলো। মারকোফা প্রবেশ করে।]

মারকোফা ॥ হায় !—

বেলিজা ॥ (কাঁদে) ডন পারলিমপ্লিন মারা গেছে !

মারকোফা ॥ এখন বাগানের মাঝখানে শুধু রক্ত গোলাপ ফুটবে, শুধু রক্ত গোলাপ।

বেলিজা ॥ (কাঁদতেই থাকে) আমি জানতাম না ও এতো ছলনাও জানে !

মারকোফা ॥ বড় দেরীতে বুঝলে তুমি। আমি ওর জন্য ফুলের মুকুট বানিয়ে দেবো।

বেলিজা ॥ (বিভ্রান্ত, যেন অন্য জগৎ থেকে) পারলিমপ্লিন, এ তুমি কি করলে পারলিমপ্লিন !

মারকোফা ॥ প্রভুর পবিত্র রক্তে তুমি স্নান করেছো। তুমি এখন অন্য কেউ, বেলিজা !

বেলিজা ॥ কিন্তু এই লোকটা কে ? কে এই লোকটা ?

মারকোফা ॥ এ এক চিরকিশোর যার মুখ তুমি আর কোনদিনই দেখতে পাবে না।

বেলিজা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারকোফা—আমি ওকে ভালোবাসি—আমার সমস্ত শরীর মন দিয়ে ভালবাসি ওকে—কিন্তু সে কোথায় গেলো সেই লাল চাদরে ঢাকা সেই তরুণ যুবা ? ভগবান—। সে কোথায় গেল ?

মারকোফা ॥ ডন পারলিমপ্লিন, শান্তিতে ঘুমোও তুমি !—শুনতে পাচ্ছো তুমি ? ডন পারলিমপ্লিন—তুমি কি শুনতে পাচ্ছো ওর কথা ?

[ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ্র ঘন্টার আওয়াজ।]